শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী।

মহানুভব-পূজ্যপাদ-

শ্রীযুক্তপ্রভুবিপিনবিহারিদেবগোস্বামিনা

বিরচিতা।

তদীয়মধ্যমাত্মজ-

শ্রীললিতারঞ্জনগোস্বাগিনানুদিতা।

বৈষ্ণবজনকিঙ্করভক্তিভূষণ-

শ্রীযুক্ত বিহারিলালরামস্য পূর্ণানুকূল্যেন

শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজতঃ

অনুবাদকেনৈব প্রকাশিতা।

কলিকাতা রাজধান্যাং,

শ্রীশ্রীচৈতন্যযন্ত্রে মুদ্রিতা চ।

শকাব্দাঃ ১৮২৪।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী।

ভাগবতবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ আনুকূল্যে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

ইহাতে বৈষ্ণবসদাচার ও দৈনন্দিন সকল বৈষ্ণবকৃত্য বৈধ ও রাগভেদে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রকৃত বৈষ্ণব-জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় দর্পণের ন্যায় ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে।

যাহাতে বৈষ্ণবসাধারণ এই গ্রন্থ অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন, তদুদ্দেশে ইহার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র স্থির হইল। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা পুস্তক ১৸০ আনা মাত্র। ডাকমাশুল ৶০ আনা, ভিঃ পিতে বাঁধা পুস্তক ২৲ দুই টাকা ও কাগজের মলাটের পুস্তক ভ্যালুপেয়েবলে লইলে ১৸০ আনা মাত্র পড়িবে। গ্রন্থখানি আইন মত রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার অথবা ব্যয়দাতা এই গ্রন্থের মূল্যপ্রার্থী নন। এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে গ্রন্থকারের লিখিত "দশমূলরস বৈষ্ণব-জীবন" ও "মধুর মিলন" নামক গ্রন্থদ্বয় মুদ্রাঙ্কিত হইবে। যাঁহারা "হরিভক্তি-তরঙ্গিণী" ও "দশমূলরস বৈষ্ণব-জীবন" গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা "মধুর মিলন" পুস্তক বিনামূল্যে পাইবেন।

গ্রন্থপ্রাপ্তি স্থান—

সজ্জনতোষণী কার্য্যালয়।

১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
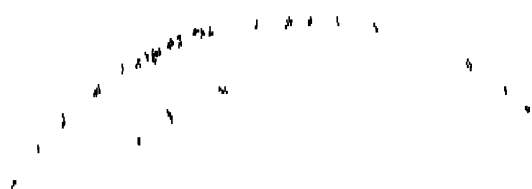
শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী।

মহানুভব-পূজ্যপাদ-

শ্রীযুক্তপ্রভুবিপিনবিহারিদেবগোস্বামিনা

বিরচিতা।

তদীয়মধ্যমাত্মজ-

শ্রীললিতারঞ্জনগোস্বামিনানূদিতা।

বৈষ্ণবজনকিঙ্করভক্তিভূষণ-

শ্রীযুক্ত বিহারিলালরামস্য পূর্ণানুকূল্যেন

২৮ সংখ্যক বনমালিসরকারষ্ট্রীটতঃ

অনুবাদকেনৈব প্রকাশিতা।

কলিকাতা রাজধান্যাং

৩৩৬ সংখ্যক অপার চিৎপুর রোডস্থিতে শ্রীশ্রীচৈতন্যযন্ত্রে

শ্রীনীলমণি ধরেণ মুদ্রিতা চ।

শকাব্দাঃ ১৮২৪।

ভূমিকা।

অনেক দিন হইতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের কৃত্য ও ব্যবহার-সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাচার্য্য-গণের বৃহদ্ গ্রন্থরাশি সমালোচনা করিয়া, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে অনেককেই নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই অভাব মোচনের জন্য কোন কোন সংগ্রাহক কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্দর্ভনিচয় যে ধারাবাহিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছে, এরূপ আমরা বলিতে পারি না। পূর্ব্বাচার্য্য-গণের লিখিত বিধিসমূহ ও আচার্য্যানুগামী সজ্জনগণের চিরন্তন ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ অল্পায়তনে সরলভাবে সম্যকরূপে লিখিত না থাকায়, এই গ্রন্থের (শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর) অবতারণা। বিশেষতঃ দেখা যায়, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষার বৈচিত্র্যমাত্র নানাবিধ অমূলক সন্দেহের ও বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এতাদৃশ স্থল সমূহে সরল নিরপেক্ষ সৎসিদ্ধান্ত সকল যাহাতে সাধারণে অবগত হন এবং পাঠকগণ যাহাতে নিরপেক্ষভাবে ভুবনপাবন শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অমল শিক্ষা ও সদাচারের সূক্ষ্মসূত্র অনুসরণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি (শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী) প্রচারিত হইল।

কলিকাতা ৬৮।১ কেথিড্রাল মিসন লেনস্থ "সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব নিত্যকর্ম্ম" রচয়িতা সাধুজনের সুহৃদ্ ভাগবতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল বাগ ভক্তিভূষণের নিরতিশয় আগ্রহ ও ঐকান্তিক যত্নে পরমারাধ্যপদ মদীয় পিতৃদেব প্রভুপাদ এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনকালে তিনি যে কিরূপ অসামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থপাঠকালে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থখানিতে তিনটী তরঙ্গে শ্রীভগবদ্ভক্তের সদাচার সমূহ, বিধি ও রাগভেদে সাধক-জীবনের নিত্যকৃত্য ও তদানুষঙ্গিক সকল কথাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার যাবতীয় মন্ত্র, প্রয়োগ-বিধি ও তাৎপর্য্য সমূহ ইহাতে নিবদ্ধ আছে। ইহাতে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি-সম্মত বিধিশাস্ত্রাবলীর এবং ঐকান্তিক ভক্তকৃত্যনিচয়ের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। মূল কথা, তাত্ত্বিক

সিদ্ধান্তাংশ ব্যতীত বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহের এরূপ নির্ঘণ্ট পূর্ব্বে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্বপ্রকাশিত বস্তুর অধিক পরিচয় আবশ্যক করে না বলিয়া, আমরা গ্রন্থ সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

গ্রন্থখানি অল্পকালের মধ্যে রচিত ও মুদ্রিত হওয়ায় ক্ষিপ্রতা প্রযুক্ত অনেক স্থলে সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠবের ত্রুটী লক্ষিত হইতে পারে। অশেষ বৈষ্ণব শাস্ত্রাধ্যাপক পিতৃদেব প্রভুপাদ যদিও গ্রন্থ সঙ্কলনে কোন প্রকার শ্রমকার্পণ্য করেন নাই, তথাপি নিদারুণ দৈবদুর্ঘটনা প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার লেখনীতে যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রকাশান্তরে পরিবর্ত্তিত হইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশকালে পূজ্যপাদ মদীয় অগ্রজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভু ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, অনেক বিষয়ে যত্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর বিদ্যাভূষণ এম, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার পদনিধি বি, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি, পণ্ডিত ৺তারিণীচরণ ঘোষাল বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ও চৈতন্য-যন্ত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে মুদ্রালিপি শোধনকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পিতৃদেবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহাঁদের চেষ্টা ও পরিশ্রম গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

শকাব্দাঃ ১৮২৪। জ্যৈষ্ঠ। } শ্রীললিতারঞ্জন শর্ম্মা।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বর্দ্ধমান জিলার কাল্না মহকুমার অন্তর্গত ৫ পাঁচ মাইল (২॥০ আড়াই ক্রোশ) পশ্চিমে শ্রীপাট বাঘনাপাড়া গ্রাম বা ব্যাঘ্রপাদাশ্রম। কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়পার্ষদ শ্রীনবদ্বীপ কুলিয়ানিবাসী বহু তন্ত্রপ্রণেতা শ্রীমচ্ছকড়ি বা মাধবদাস চট্টোপাধ্যায়-তনয় শ্রীমদ্বংশীবদন প্রভুর পৌত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয়া শ্রীমতী জাহ্নবী ঠাকুরাণীর পালিত পুত্র শ্রীমদ্রামচন্দ্র গোস্বামি প্রভু কর্তৃক বাঘনাপাড়া গ্রাম ও তথায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমদ্গোপীশ্বর জীউয়ের সেবা সংস্থাপিত হয়। পাটুলীর কুলীন কুলরঞ্জন সর্ব্বানন্দী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বংশাবতংস শ্রীবংশীবদন প্রভুর বংশের অধস্তনগণ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার গোস্বামি প্রভু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহাদের শিষ্য সকলের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িক মন্ত্রাচার্য্যের কার্য্য করেন, তন্মধ্যে শ্রীদ্বিজ হরি ঠাকুরের বংশে পানাগড়ের গোস্বামীগণ, শ্রীবড়ুকৃষ্ণ দাসের বংশে তপোবনের গোস্বামীগণ, শ্রীবৈরাগী ঠাকুরের বংশে উজনীর গোস্বামীগণ, শ্রীজগদানন্দের বংশে জগতী মঙ্গলপুরের গোস্বামীগণ, শ্রীশ্যামদাসের বংশে হেতেগড় পরগণার ঠাকুরগণ ও শ্রীগোকুলানন্দের বংশে কাঁটাবনের গোস্বামীগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ প্রভৃতির রচয়িতা কুলনগরানবাসী শ্রীপ্রেমদাস, শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউয়ের সেবাধিকারী গোস্বামীগণ, হেতমপুরের রাজবংশ প্রভৃতিও বাঘনাপাড়ার গোস্বামীগণের শিষ্য। বাঘ্নাপাড়ায় এবং অন্যান্য স্থানের বহু কুলীন ব্রাহ্মণ ঐ গোস্বামী প্রভুগণের শিষ্য।

ঠাকুর শ্রীবংশীবদন প্রভু হইতে অষ্টম পুরুষে শ্রীযুক্ত প্রভু প্রেমলাল দেবগোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ;—জ্যেষ্ঠ বনমালী ও কনিষ্ঠ শ্রীদীননাথ। ঐ দীননাথের একমাত্র পুত্র শ্রীবিপিনবিহারী। ১৭৭২ শকাব্দায় শ্রাবণ মাসের তৃতীয় দিবসে বুধবার শুক্লানবমী তিথিতে প্রদোষ-কালে শ্রীমতী নন্মসখী দেবীর গর্ভে বিপিনবিহারী বাঘনাপাড়ায় জন্মলাভ করেন। মাতা আড়াই বৎসরের শিশুকে শ্রীঅপর্ণা দাসী নাম্নী পরিচারিকা করে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি পিতার নিকটে থাকিয়া

যথোচিত সময়ে বাঘ্‌নাপাড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরে কিছুদিন পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৺ মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের চতুষ্পাটিতে, বাঘ্‌নাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত তৈপাড়া নিবাসী কৈলাশচন্দ্র গোস্বামীর নিকট ও বারাণসীলব্ধবিদ্য পণ্ডিত ৺ ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। ফলতঃ শারীরিক অসুস্থতা ও নানাকারণে বিদ্যোপার্জ্জনকালে তাঁহার অনেক প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তিনি কাল্‌না লক্ষ্মণ পাড়ার ৺ রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৮৬ শকাব্দায় চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা দীননাথ দেব গোস্বামী প্রভু পরলোক গমন করেন, সুতরাং সেইকাল হইতেই তিনি স্বাবলম্বনবলে সাংসারিক সকল বিপদ সম্পদের মধ্যে নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে বিমুখ হন নাই।

দ্বাবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিপিনবিহারী তেলিনীপাড়ার ব্রাহ্মসমাজের নবকুমার বাবুর পরামর্শে ব্রাহ্মধর্ম্মানুশীলন করেন। বাঘনাপাড়ার জনৈক গোস্বামীর প্ররোচনায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবধর্ম্মমূলক নানা উপসম্প্রদায়ের পাঠক শ্রেণীভুক্ত হন। অল্পদিন মধ্যে ঐ উপধর্ম্মের অপকর্ষতা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্মে শ্রদ্ধা লাভ করেন। কাল্‌না-প্রবাসী বিখ্যাত সিদ্ধভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রসঙ্গ আলোচনা করণানন্তর তাঁহার প্রচুর প্রসন্নতা লাভ করেন। ঐ সময় তিনি শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়ার বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীল যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেইকালে "পূর্ণচন্দ্রোদয়" "এডুকেশন গেজেট" "প্রেমপ্রচারিণী" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

১৭৯৯ শকাব্দায় কাল্‌না মহকুমার অধীন অকালপোষ-নিবাসী বর্দ্ধমান জজ আদালতের প্রশংসিত উকিল বৈষ্ণবপ্রবর দীনজনপালক ৺ রাখালদাস সরকার মহোদয়ের ইচ্ছায় তাঁহাকে বর্দ্ধমানে থাকিয়া আড়াই বৎসরকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে হয়। ১৮০১ শকাব্দায় সরকার মহাশয়ের প্রার্থনামত তিনি "শ্রীশ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু" নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। ঐ কালে বর্দ্ধমানের সন্নিকট কয়েক স্থানে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বর্ষে বর্দ্ধমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ

ভাগবতবর বৈষ্ণবশাস্ত্রবিশারদ্ শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহোদয়কে যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াল মহকুমায় দীক্ষা প্রদান করেন। ভক্তিবিনোদ তৎকালে নড়াইলের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কালেক্টর ছিলেন।

কয়েক বর্ষ পরে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রযত্নে "সজ্জনতোষিণী" বৈষ্ণবপত্রিকা প্রকাশ হইলে তাহাতে বৈষ্ণব জীবনী প্রভৃতি প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং "শ্রীবিষ্ণু সহস্র" নামের অনুবাদ প্রচার করেন। গঙ্গার স্থিত্যব্দ লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থাদি প্রচারে সর্ব্বাগ্রে ইহাঁরই অনেক উদ্যম লক্ষিত হয়।

"যাবদ্ধরণ্যাং তুলসী চ পূজ্যা
গুরুর্নমস্তু দিবি কাশ্যপাদয়ঃ।
যাবৎ সমুদ্রে বড়বানলশ্চ
বসামি রাজন্ তব চক্র খাতে॥"

এই বরাহপুরাণোক্ত প্রমাণসহ সদ্ব্যবস্থা ইনিই অগ্রে "দে ব্রাদার্স হিন্দুপ্রেস" পঞ্জিকায় প্রকাশ করেন। ইনিই সর্ব্বাগ্রে পঞ্জিকার মধ্যে বৈষ্ণব স্মৃত্যনুকূল ব্যবস্থা নিবদ্ধ করিবার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি ঐ সময়ে "অর্চ্চনামৃত সাগর" নামক একখানি ব্যবহারিক বৈষ্ণব স্মৃতি সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া কিয়দংশ প্রচার করেন, কিন্তু নানাকারণে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়াছিল।

কলিকাতা কুমারটুলী ২৮ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভবনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল, ১৮০৫ শকাব্দায় ইনি হাটখোলার বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি সদাশয় আঢ্যের পূর্ণানুকূল্যে বহু যত্ন পূর্ব্বক উহার সংস্কার করিয়া, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-রাধাগোপীনাথ-বলদেব প্রভৃতি বিগ্রহ সেবা সমুজ্জলিত করণানন্তর অদ্যাবধি ভগবদ্‌পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত আছেন।

এক্ষণে তাঁহার একটী কন্যা এবং চারিটী পুত্র। তাঁহার সুযোগ্য স্বধর্ম্মাবলম্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম-এ, গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিলাভ পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। অপর পুত্রগণ অধ্যয়নাদি করিতেছেন।

১৮২০ শকাব্দায় ইনি "দশমূল রস বৈষ্ণব-জীবন" ও "মধুর মিলন" নামক এইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাবধি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। যাহাতে

ঐ গ্রন্থদ্বয় সত্বর বৈষ্ণব পাঠকগণের হস্তগত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা হইতেছে। (শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল রায় ভক্তিভূষণের পবিত্রাকীর্ত্তি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী-বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঐ দুই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইবে) "নিবেদন" নামক সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার "বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত" পাঠ করিয়া পাঠকগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। "দশমূল রস" ও "মধুর মিলন" গ্রন্থের কোন কোন অংশ সাময়িক পত্রে প্রকাশ হওয়ায় বৈষ্ণব সাধারণ সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন।

পরিশেষে বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা ৬৮।১ নং কেথিড্রাল মিসন লেন নিবাসী শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মনিরত গ্রন্থকারানুগত শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রায় ভক্তি-ভূষণের প্রার্থনামত এই "শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী" গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রন্থসঙ্কলনকালে গ্রন্থকর্ত্তাকে স্বকন্যা শ্রীমতী প্রভাতকুমারীর বৈধব্য-জনিত নিদারুণ শোকে অভিভূত হইতে হইয়া-ছিল। সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন জানিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা শোকাভি-ভূত হইয়াও পরমার্থ চিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হন নাই। যাহাই হউক, "অর্চ্চনামৃতসাগরের" অসম্পূর্ণতার অভাব এই গ্রন্থের প্রচারে পূর্ণ হইল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তার বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার-কল্পে সকল উদ্যম এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। বৈষ্ণব মাত্রেই অবগত আছেন যে, কালের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরল প্রচার সময়ে এই ধর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রচারে গ্রন্থকর্ত্তা প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয় সর্ব্বাগ্রে যে যত্ন করিয়াছেন, করিতে-ছেন এবং করিবেন, তাহা অতুলনীয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবমণ্ডলী সকলেই তাঁহাদের নিকট বহু ঋণপাশে বদ্ধ। পার্থিব স্বার্থ পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ আজকাল বড়ই দুরূহ; কিন্তু এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতে ইহাঁদের পরাঙ্মুখতা নাই, ইহা উদারাশয় কোবিদ মাত্রেই লক্ষ্য করিবেন, অলমতি বিস্তরেণ।

সূচীপত্রং।

সূচীপত্রং

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু বিষয় গ্রন্থাভ্যন্তরে দেখিবেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী।

প্রথমতরঙ্গঃ।

শ্রীগুরুং শ্রীহরিং রামং ভক্তং ভাগবতং শিবং।
বাণীং ব্যাসং গণাধীশং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
প্রণমাম্যসকৃদ্ভক্ত্যা বিঘ্নব্যাহতিকাম্যয়া।
হরিভক্তিবিলাসাদিগ্রন্থমালোচ্য যত্নতঃ।
রচয়ামি ভক্তিধাত্রীং হরিভক্তি-তরঙ্গিণীং ॥ ১ ॥
বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুং।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মার্থ প্রকাশ বঙ্গানুবাদ।

শ্রীগুরু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, ভক্ত, কৃষ্ণের বাঙ্ময়মূর্ত্তি ভাগবত, গোপীশ্বরাখ্য শিব, গণেশ, সরস্বতী, নর ও নরোত্তমকে বিঘ্নবিনাশ কামনায় ভক্তিপূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিয়া, আমি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস, অষ্টাবিংশতত্ত্ব স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গৌতমীয় তন্ত্র, ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা, নৃসিংহপরিচর্য্যা, মন্বাদিসংহিতা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, সনৎকুমারসংহিতা, ক্রমদীপিকা, বৈষ্ণবধর্ম্ম সুরদ্রুম মঞ্জরী, শ্রুতি, শ্রীভগবদ্গীতা, উজ্জ্বল নীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত, সঙ্কল্প কল্পদ্রুম ও কতিপয় প্রাচীন পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি যত্নের সহিত আলোচনা পূর্ব্বক এই ভক্তিজননী বা ভক্তি ধাত্রী শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী রচনা করিতেছি। ইহাতে আমার স্বকপোল কল্পিত বাক্য কিছুই নাই। ১। নীচ অর্থাৎ মূর্খাদি

পুংসো গৃহীতদীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ।
আচারো লিখ্যতে কৃত্যঃ শ্রুতিস্মৃত্যনুসারতঃ॥ ৩॥

অথ দীক্ষিতস্য পূজায়া নিত্যতা।

লব্ধমন্ত্রস্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাং।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥ ৪॥

দোষপূর্ণ ব্যক্তিও যাঁহার কৃপায় সদাচারের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে, সেই অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীশ্রীচৈতন্য পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। ২। শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণ মাত্রে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতি উভয়েরই শ্রীবিষ্ণুপূজায় অধিকার দেখা যায়। উক্ত শ্লোকের টীকায় টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, "শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ। যদ্যপি স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি ইতি পূর্ব্বং লিখিতং তথাপি কর্ম্মসু পুংসঃ প্রাধান্যাৎ পুংস ইত্যত্র লিখিতং।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণমাত্রে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণপূজায় অধিকার হইয়া থাকে। যদ্যপি স্ত্রীজাতিগণেরও শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণমাত্রে কৃষ্ণপূজায় অধিকার হইয়া থাকে, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু পূজাদিকর্ম্মে পুরুষের প্রাধান্যহেতু, মূলশ্লোকে "পুংসঃ" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমং। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।" অর্থাৎ সেই পরম বস্তু ভগবান্ বাসুদেবকে বিশেষরূপে জানিতে হইলে, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাবান্, মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ, সদ্গুরু পদবাচ্য ব্রাহ্মণ গুরু সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক, যিনি তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, আমি তাঁহার জন্যই শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে আচার সকল লিখিতেছি। ৩। অনন্তর দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার নিত্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যিনি গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া

অথ সদাচারঃ।

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষতে॥ ৫॥
নহ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ।
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥ ৬॥
আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥ ৭॥
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি॥ ৮॥
সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥ ৯॥

নিত্যমন্ত্রদেবতাকে পূজা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই বিফল। মন্ত্রদেবতা তাঁহার অনিষ্টাচরণই করিয়া থাকেন। ৪। অথ সদাচার। সদাচার ব্যতীত কোন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সেই হেতু সকল বিষয়ে সদাচারের অপেক্ষা অবশ্যই করিতে হয়। ৫। সদাচারবিহীনের ইহলোক বা পরলোক, কোন লোকেই সুখলাভ হয় না। যে মানব সদাচার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্য করেন, সেই যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ইহলোকে তাঁহার মঙ্গল প্রদানে সমর্থ হয় না। ৬। যে ব্যক্তি সদাচারবিহীন, তিনি যদি ষড়ঙ্গের সহিত বেদনিচয় অধ্যয়ন করেন, তথাপি বেদসমূহ তাঁহাকে পবিত্র করেন না। যেমন জাতপক্ষ পক্ষিসকল নীড় (বাসা) পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদ সমুদায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ ইহ-পরলোকে তাঁহাকে কোন ফলদান করেন না। ৭। যে ব্যক্তি সদাচারনিরত, সেই ব্যক্তিই ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। ৮। যাঁহা

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথাবৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে ॥ ১০ ॥
আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ।
আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ ॥ ১১ ॥
আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণং ॥ ১২ ॥
আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো
ধর্ম্মার্থকামফলদো ভবিতেহ পুংসাং।
তস্মাৎ সদৈব বিদুষাবহিতেন রাজন্!
শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অথ ধর্ম্মঃ।

পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণং ॥ ১৪ ॥

দের হৃদয়ে কোন প্রকার দোষ নাই, তাঁহারাই সাধু, সৎশব্দে সাধুকে বুঝায়। সাধুগণের যে আচরণ, তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৯। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই সদাচার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধু সকল আচারসম্পন্ন। সাধুগণ যে প্রকার আচরণ করেন, তাহাকেই সদাচার বলা যায়। ১০। সদাচারই ধর্ম্মের মূল ও বংশের মূল। যে ব্যক্তি সদাচারপরিভ্রষ্ট, তাহাকে কুলীন বা ধার্ম্মিক বলিতে পারা যায় না। ১১। সদাচার ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সদাচার হইতে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় এবং সদাচার দরিদ্রতা, অপমৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট করে। ১২। যে সকল মনুষ্য সদাচারের অনুষ্ঠান করেন, সেই সদাচারই মনুষ্য-লোকে তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ফল দান করেন। অতএব পণ্ডিত সকল সর্ব্বদাই অবহিতভাবে প্রতিদিন শাস্ত্রোদিত আচার সকল অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। ১৩। অথ ধর্ম্ম। বেদাদি শাস্ত্রনিপুণ

ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানমৈকাত্ম্যদর্শনং।
গুণেম্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ॥ ১৫॥
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ ১৬॥
মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় জায়তে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎ প্রভাবতঃ॥ ১৭॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং।

বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দান, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি অর্থাৎ মনের সংযোগ, মাতা-পিতার পূজন, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, স্ব সম্প্রদায়ানুসারে নিত্য শ্রীগুরু প্রভৃতির অর্চ্চন, শ্রীগোপালের প্রসন্নতা হেতু নিত্য গোগ্রাস দান, এই ছয়টি ধর্ম্মের লক্ষণ। ১৪। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন যে, আমার প্রতি ভক্তি করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। আমার সহিত একাত্মতা দর্শনের নামই জ্ঞান। গুণেতে অসঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েতে আসক্তি শূন্যতার নামই বৈরাগ্য। অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি সকলকে ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিবে। ১৫। সকাম ও নিষ্কামভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার। সকাম প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম। নিষ্কাম নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। আর যাহা হইতে ফলাভিসন্ধানরহিতা ও কাম্যকর্ম্মাদিরূপ বিঘ্ন কর্ত্তৃক অপ্রতিহতা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্ম্ম, তাহাই পরম মঙ্গল স্বরূপ, কেননা, তদ্দ্বারা হৃদয় প্রসন্ন হইয়া থাকে। ১৬। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইহাও কহিয়াছেন যে, আমার নিমিত্ত কখন যদি পাপকার্য্য করা হয়, তাহাও ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। আর আমাকে অনাদর পূর্ব্বক যদি ধর্ম্মাচরণ করা হয়, তাহাও আমার প্রভাবে পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। ১৭। মন্বাদি শাস্ত্রে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, পুরুষ কর্ত্তৃক তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদ্দ্বারা যদি সেই

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

অথ ভক্তিঃ।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

পুরুষের শ্রীহরি কথায় রতি না জন্মায়, তাহা হইলে পুরুষের সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যে শ্রম, সে শ্রমমাত্রই জানিতে হইবে। নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগই ইহলোকে পুরুষের পরমধর্ম্ম; সেই পরম ধর্ম্মকেই ভাগবত ধর্ম্ম বলে। ১৮। অথ ভক্তি। যেমন ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা দূরীভূত হয়, সেইরূপ শ্রীহরিভজন করিতে করিতে প্রেম লক্ষণাভক্তি, পরেশ শ্রীকৃষ্ণানুভব অর্থাৎ পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ রূপের স্ফূর্ত্তি হয়। তন্নিবন্ধন সংসারের উপর বিরক্তি ঐ তুষ্টি আদি কালত্রয়েই এককালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বাক্য দ্বারা পরেশানুভবের নামই প্রেমলক্ষণাভক্তি, ইহা নিশ্চয় হইল। ১৯। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবনকেই ভক্তি কহা যায়। যদ্যপি জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিশূন্য অনুকূলতাচরণই সেবন শব্দের মুখ্যার্থ; কিন্তু এস্থলে বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ দেখাইবার জন্য শারীরিক ব্যাপাররূপ গৌণার্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সেবনরূপ অনুকূল অনুশীলন, ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য ফলের স্পৃহা রহিত ও নির্ম্মল অর্থাৎ অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসকলের সম্বন্ধ

অথ বিশেষসাধনভক্তিলক্ষণানি।

দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ২১ ॥

তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনং।
সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনং।
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নাম্নোপজীবতি।
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥ ২২ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং ॥ ২৩ ॥

বিরহিত। ২০। অনন্তর বিশেষ করিয়া সাধন ভক্তির লক্ষণ সকল বলিতেছেন। যাঁহার দেবতায়, মন্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুর প্রতি অষ্টবিধা ভক্তি আছে, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২১। কৃষ্ণভক্তের প্রতি স্নেহ, কৃষ্ণপূজায় অনুমোদন, গুরু, কৃষ্ণ ও ভক্তে বিশ্বাস, ভক্তিসহকারে নিত্য অর্চ্চন এবং অর্চ্চন সম্বন্ধে দম্ভ পরিত্যাগ। কৃষ্ণকথা শ্রবণে অনুরাগ, কৃষ্ণের সম্মুখে অনুরাগে নৃত্যাদি, নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের স্মরণ এবং কৃষ্ণ নামে জীবন ধারণ। এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছেতেও দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ম্লেচ্ছ জীবন্মুক্ত, সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান্ বলিয়া জানিতে হইবে। ২২। শ্রীকৃষ্ণের নাম-লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্ত্তন, কৃষ্ণের রূপ-নাম-গুণাদি স্মরণ, চরণ সেবন অর্থাৎ পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য অর্থাৎ কর্ম্মার্পণ, সখ্য অর্থাৎ বিশ্বাস সহকারে বন্ধুতাচরণ ও আত্ম নিবেদন অর্থাৎ দেহ সমর্পণ। যেমন বিক্রীত গবাদির ভরণ

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাঙ্গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ২৪ ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং পূজা সর্ব্বকর্ম্মার্পণং স্মৃতিঃ।
পরিচর্য্যা নমস্কারঃ প্রেমস্বাত্মার্পণং হরৌ ॥ ২৫ ॥
আদ্যন্তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ।
ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ।
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামস্মরণন্তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনং।
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনং।
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা।
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ভক্তিঃ ষোড়শধাপ্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥

পালন প্রভৃতির চিন্তা বিক্রেতাকে করিতে হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণে দেহ সমর্পণকারীর দেহরক্ষাদির জন্য চিন্তা করিতে হয় না। কৃষ্ণই তাহার ভরণপোষণ করেন। এই নবলক্ষণা ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের শ্রীগুরুপাদের নিকট সেরূপ অধ্যয়ন অর্থাৎ শিক্ষা কিছুই করা হয় নাই। ২৩। শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজন, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত কর্ম্মার্পণ ও প্রেম অর্থাৎ সখ্যতাদিভাব সংস্থাপন। ২৪।২৫। শ্রীহরির শঙ্খ-চক্র নিজাঙ্গে যথাবিহিত অঙ্কন, ইহাই সর্ব্বাগ্রে হরিভক্তির লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়ানুসারে শ্রীহরি-মন্দিরাদি তিলক ধারণ, শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ, অর্চ্চন, নাম-মন্ত্র জপ, রূপাদি ধ্যান, ভগবন্নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, তদীয় বন্দন, পাদসেবন, কৃষ্ণপাদোদক পান, তন্নিবেদিত ভোজন, তদীয় জনসকলের সম্যক্

দর্শনং ভগবন্মূর্ত্তেঃ স্পর্শনং ক্ষেত্রসেবনং
আঘ্রাণং ধূপশেষাদের্নির্ম্মাল্যস্য চ ধারণং।
নৃত্যং ভগবদগ্রে চ তথা বীণাদিবাদনং।
কৃষ্ণলীলাদ্যভিনয়ঃ শ্রীভাগবতসেবনং।
পদ্মাক্ষমালাদিধৃতিরেকাদশ্যাদিজাগরঃ।
প্রাসাদরচনাদ্যন্যৎ জ্ঞেয়ং শাস্ত্রানুসারতঃ॥ ২৭॥
ভক্তিস্তু সাধনংভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা॥ ২৮॥
কৃতিসাধ্যা ভবেৎসাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ ২৯॥

প্রকারে সেবন, দ্বাদশী (একাদশী) ব্রত নিষ্ঠতা ও তুলসী রোপণ, দেবদেব বিষ্ণুর এই ষোড়শ প্রকার ভক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই সকল দ্বারাই ভববন্ধন বিমোচন হইয়া থাকে। ২৬। শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন, অধিকারানুসারে ভগবন্মূর্ত্তির স্পর্শন, তদীয় ক্ষেত্রসেবন অর্থাৎ শ্রীমথুরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও নিবাস, তদীয় ধূপশেষাদির গন্ধ গ্রহণ, তদীয় নির্ম্মাল্য ধারণ, তদগ্রে নৃত্য, বীণাদি বাদন, তল্লীলাদির অভিনয় করণ, শ্রীভাগবত সেবন অর্থাৎ রসিক ভক্তের সহিত শ্রীভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিপরতা, পদ্মবীজ তুলসী কাষ্ঠনির্ম্মিতা মালাধারণ, একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদির নিশায় জাগরণ পূর্ব্বক হরিকীর্ত্তনাদি করণ, ভগবন্মন্দিরাদির নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য যাত্রা মহোৎসবাদি শাস্ত্রোক্ত্যানুসারে ভক্তির লক্ষণরূপে জানিতে হইবে। ২৭। সাধন, ভাব ও প্রেম, এই তিন প্রকার ভক্তি। বস্তুতঃ, সাধন ও সাধ্যভেদে ভক্তি দুই প্রকার। সাধ্যভক্তি হার্দ্দরূপা অর্থাৎ প্রিয়তাময়ী। সাধনভক্তি দ্বারা সাধনীয়া ঐ প্রিয়তাই ভক্তিশব্দে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাবভেদে ঐ সাধ্যভক্তি আট প্রকার জানিতে হইবে। ২৮। ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তিকেই সাধন-

বৈধী রাগনুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা ॥ ৩০ ॥
যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

ভক্তি কহা যায়। ইহা দ্বারা ভাব ও প্রেমসাধ্য। এজন্য উহার সাধন নামটী অন্বার্থ। ভাব ও প্রেমসাধ্য, ইহা বলাতেই উহারা "কৃত্রিক" এইরূপ ভ্রম ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বাস্তবিক উহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু, ভগবচ্ছক্তিবিশেষ। উহার কোন সাধন নাই। কিন্তু জীবের হৃদয়ে লুক্কায়িত প্রেমের উদ্দীপন করণের নাম সাধন। শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তির দুইটী অবস্থা, সাধন ও ভাব। বিষয় ভোগ সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ যে সময় জীবের বহির্মুখতার নিবৃত্তি হয়, সেই সময় ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তত্ত্বদ্বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা হইতে হইতে ক্রমশঃ চরমাবস্থায় উপনীত হয়। সেইকালে শ্রবণকীর্ত্তনাদি তত্ত্বদ্বিষয়ক ইন্দ্রিয়চেষ্টার উদয় হইতে আরম্ভ হয়। ঐ চেষ্টা সর্ব্বাদৌ সাধনরূপে প্রকাশ পায়। উহার চরমফল প্রেম। প্রেমই জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু যতদিন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম অপরিস্ফুট থাকে; তাহাতে কেবল জীবের অবস্থাভেদে সাধন ও ভাবরূপে কিঞ্চিৎ নৈমিত্তিকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বাসনারূপে আত্মাতে নিত্য অবস্থান করিতেছে। সাধনভক্তি সেই ভাবকে সাধকের হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয়; এই কারণে ভাবকে, সাধনভক্তি দ্বারা সাধনীয়া বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে যাহাদিগের স্বাভাবিক রাগের উদয় আছে, সেই সকল ব্যক্তির সাধন-ভক্তির কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ২৯। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধন ভক্তি দুই প্রকার। ৩০। অনুরাগের উদ্দীপনহেতু কেবল বেদাদি-শাস্ত্রের শাসনাশঙ্কাতেই যাহাতে জীবের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে পণ্ডিতগণ তাহাকে বৈধীভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৩১। যে

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং ॥ ৩২ ॥
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥
ইত্যসৌ স্যাদ্বিধির্নিত্যঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদিষু।
নিত্যত্বেঽপ্যস্যনির্ণীতমেকাদশ্যাদিবৎ ফলং ॥ ৩৩ ॥
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
নভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যক্তি নিত্য আনন্দময় পুরুষার্থ চতুষ্টয় (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) (বৈষ্ণব মতে "প্রেম" পঞ্চম পুরুষার্থ) আকাঙ্খা করে, তাহার পক্ষে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শ্রীহরিই সকলের প্রেমাস্পদ আত্মা ও ঈশ্বর। অতএব তাঁহার শ্রবণাদিতেই সম্পূর্ণ নির্ভয় লাভ করা যায়। ৩২। সর্ব্বদা ভগবান্‌বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। "সায়ংসন্ধ্যামুপাসীত, ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ, অর্থাৎ সায়ংসন্ধ্যাপাসনা করিবে, ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না, এইরূপ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্তই উক্ত বিধি ও নিষেধের কিঙ্কর স্বরূপ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের এবং গার্হস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত আশ্রমের পক্ষেই এই বিধি নিত্য; কিন্তু নিত্য হইলেও একাদশী শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতাদির ন্যায় শাস্ত্রে উহার ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৩। সেই পুরুষ শ্রীহরির মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা চারিটী আশ্রমের সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ক্রমে ক্রমে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। উহাদের সকলেরই ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যাহারা

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাং॥ ৩৫॥
সুরর্ষে-বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়াভক্তিঃ পরাভবেদিতি॥৩৬॥
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ৩৭॥
তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বীমনিচ্ছতঃ।
ভক্তির্হৃতমনঃ প্রাণান্ প্রেম্না তান্ কুরুতে জনান্॥৩৮॥

অজ্ঞানান্ধ হইয়া আপনার উৎপত্তির কারণ সেই পুরুষ শ্রীহরির ভজনা না করে, অথবা তাঁহাকে ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে, সেই কৃতঘ্নব্যক্তি সকল বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় এবং তাহারা পিতৃ-দ্রোহিত্ব ও গুরুদ্রোহিত্ব পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। সত্বগুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ, সত্বরজো দ্বারা ক্ষত্রিয়, রজস্তমোদ্বারা বৈশ্য এবং তমোগুণ দ্বারা শূদ্র। আশ্রম—গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ৩৪। যে কোন ব্যক্তি বৈদিক বা তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করেন সেই ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে (আমি কৃষ্ণ) আমা হইতে অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করে। ৩৫। শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক শাস্ত্রে যে কোন কর্ম্ম বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধু সকল তাহাকেই (বৈধী) ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন; ঐ ভক্তি দ্বারাই পরম (প্রেমভক্তি) লাভ হয়। ৩৬। যাঁহারা ভক্তিসুখ-লাভের অভিলাষী, তাঁহাদিগকে অন্যান্য সুখের আকাঙ্ক্ষা একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ যতদিন পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের কি প্রকারে অভ্যুদয় হইবে? কিন্তু যাঁহারা অপবর্গ রূপ গতিকে লঘুজ্ঞান পূর্ব্বক, তাহাতে একবারেই অনাদর প্রকাশ করেন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপভক্তি, প্রেমদ্বারা তাঁহাদিগের মনঃ এবং

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসাং।
এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥ ৩৯।
কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥ ৪০॥

অথ ভাবভক্তিঃ।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ৪১॥
প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥ ৪২॥

প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে। ৩৭।৩৮। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দের সেবনজনিত নির্বৃত (আনন্দ) হৃদয় ভক্তগণের মোক্ষলাভ নিমিত্ত কখনই স্পৃহা হয় না। ৩৯। হে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যে সকল মহাত্মা তদীয় চরণসরোজের সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ মধ্যে কোনটিই দুর্ল্লভ নহে; কিন্তু প্রাণনাথ! আমি সে সকল ক্ষণকালের জন্যও অভিলাষ করি না। আমার অন্তঃকরণ একমাত্র ভবদীয় চরণারবিন্দ নিষেবণার্থই সমুৎসুক হইয়াছে। ৪০। অথ ভাবভক্তি। শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির সারাংশই যাহার স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশু সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্য (শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি) অভিলাষ ও সৌহার্দ্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক যে ভক্তি, তাহার নাম ভাব। ৪১। প্রেমের প্রথমাবস্থাকেই ভাব কহে। এইভাবে অশ্রু-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব পরম্পরা অল্পমাত্র লক্ষিত হয়। (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্পন, বিবর্ণতা, রোদন ও

ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা।
ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা সাদ্র দৃষ্টিরভূদসাবিতি ॥ ৪৩ ॥
আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাং।
স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥ ৪৪ ॥
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৫ ॥
সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥ ৪৬ ॥
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
বৈধীরাগানুগামার্গভেদেন পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোঽত্র সাধনাভিনিবেশজঃ ॥ ৪৮ ॥
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্রনিষ্পাদয়ন্ রুচিং।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ ॥ ৪৯ ॥

প্রলয়, এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব)। ৪২। ভগবদ্ভক্ত মহারাজ অম্বরীষ, ভগবানের পাদাম্বুজদ্বয় পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া, ঈষৎ বিক্রিয়মাণাত্মা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৪৩। চিত্তবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী রতি মনোবৃত্তির সহিত একাত্মতাপ্রাপ্ত হওত স্বপ্রকাশ রূপা হইয়া, সমাধিদশায় তৎস্বরূপসাক্ষাৎকারবৎ মনোবৃত্তিতে প্রকাশ্যের ন্যায় ভাসমানা হয়েন; বস্তুত ঐ রতি আস্বাদরূপা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদির অনুভবের হেতু হইয়া থাকেন! ৪৪।৪৫। এই ভাব দুই প্রকার যথা—সাধনাভিনিবেশজ এবং কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের প্রসাদজ; তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের প্রসাদজ ভাব বিরল প্রচার। ৪৬।৪৭। বৈধী ও রাগানুগামার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দ্বিবিধ; তন্মধ্যে বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব সাধকসকলে রুচি সমুৎপন্ন করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি জন্মাইয়া, রতিকে (ভাবকে) প্রকাশ করিয়া

অথ প্রেমভক্তিঃ।

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৫০ ॥
অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈরিতি ॥ ৫১ ॥

অথ প্রেমৈকপরতা।

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং।
ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন।
ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা।
ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা ॥ ৫২ ॥

দেয়। ৪৮।৪৯। অথ প্রেমভক্তি। যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মসৃণিত (স্বচ্ছ) হইয়াছে এবং যাহা মমতার আস্পদ, এরূপ যে ভাব, সেই ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই, পণ্ডিত সকল তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতিগাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয়। ইত্যাদি চৈতন্য-চরিতামৃত)। ৫০। যাহাতে দেহ গেহ প্রভৃতির প্রতি মমতা অর্থাৎ মদীয়ত্ব ভাব নাই, আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমরস ব্যাপ্তা মমতা অর্থাৎ ইনিই আমার এইরূপ ভাব আছে, তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তসকল প্রেমভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৫১। অথ প্রেমৈকপরতা। গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ ও মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি দেবতান্তরকে জানি না ও ভজনা করি না; ভজনার কথা দূরে রহুক, আমি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যকে স্মরণও করি না, আমি হরি ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকেও নমস্কার করি না, স্তব করি না, স্বচক্ষে দর্শন করি না, তাঁহাদের প্রদত্ত বরাদিলাভের বাসনা করি না, হরি ব্যতীত অন্য কাহার নামাদি গান করি না ও কাহার সন্নিধানে গমনও

অথ প্রেমাভ্যুদয়ক্রমঃ।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবাস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৫৩॥
ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ৫৪॥

অথ শরণাপত্তিঃ।

যথোক্তভক্ত্যাসক্তৌ তু ভগবচ্চরণাম্বুজং।
শরণাগতভাবেন কৃৎস্নভীতিঘ্নমাশ্রয়েৎ॥ ৫৫॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৫৬

করি না, ইহা আমি নিশ্চয় বলিতেছি। ৫২। অথ প্রেমের অভ্যুদয় নিয়ম। প্রথমে শ্রদ্ধা, (শ্রদ্ধাশব্দে কহি কৃষ্ণে সুদৃঢ়বিশ্বাস। ইতি চরিতামৃত) তদনন্তর সাধুসঙ্গ, (মনঃ ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ) (অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা হৃদয়ের মলাদি দূরীভূত ও ভজনমার্জ্জন হয়)। তৎপরে ভজনক্রিয়া, অর্থাৎ গুরূপদেশানুসারে কৃষ্ণের ভজনা করা; তদনন্তর অনর্থ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির) নিবৃত্তি; তৎপরে নিষ্ঠা, তদনন্তর রুচি, তাহার পর আসক্তি, তৎপরে ভাব, সর্ব্বশেষে প্রেমের উদয়। সাধকগণের অন্তঃকরণে প্রেমোদয়ের এই ক্রম (নিয়ম) নিরূপিত হইয়াছে। ৫৩। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির চিত্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারাও সহসা সেই প্রেমের পরিপাটী অর্থাৎ ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে সক্ষম হয়েন না। ৫৪। অথ শরণাপত্তি। যথোক্ত ভক্তিতে (যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে) আসক্তি হইলে একমাত্র শরণাগত ভাবে নিখিল ভয়নাশক শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দকে আশ্রয় করিবে। ৫৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোক-

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ৫৭॥
প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং।
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ।
তদপ্যফলতাং যাতি তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ং॥ ৫৮॥

শিক্ষার্থ স্বভক্ত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে সখে! তুমি সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ বিভিন্নভাব কিংবা ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যস্বরূপ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে পাপভয় হইতে মুক্ত করিব; তুমি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না। ৫৬। এবং স্বভক্ত উদ্ধবকেও ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত বিধি (অর্থাৎ বিধি নিষেধ) ও প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং শ্রুত ও শ্রবণ যোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহির আত্মা (পরমপ্রিয়) রূপ আমার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই মৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদা নির্ভয় হইবে। ৫৭। দেবতাগণের প্রার্থিত দুর্লভতর মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াও যাহারা শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দকে আশ্রয় করিল না, তাহারা নিজাত্মাকে চিরবঞ্চিত করিল অর্থাৎ আত্মাকে (দেহকে) সর্ব্বদা বিবিধ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিল। চতুরশীতি (৮৪) লক্ষ জীবজাতি সমূহে জন্ম পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণশীল যে সকল পুরুষ মানবজন্ম লাভ করিয়া, শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দকে আশ্রয় না করে, সেই সমস্ত আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র পুরুষ

অথোপাস্যনির্ণয়ঃ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ ৫৯॥
অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥ ৬০॥
তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ং॥ ৬১॥

সকলের লব্ধ দুর্লভ মনুষ্য জন্মও বিফল। ৫৮। অথ উপাস্য নির্ণয়। যদিও এক পরম বাসুদেব, প্রকৃতির (মায়ার) সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয়ে ঈক্ষণরূপে সংযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি, হর, এই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মানব সকলের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। ৫৯। আরও দেখ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্যোদক যাঁহার পদনখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মহাদেবের সহিত জগৎ পবিত্র করিতেছে, সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ভগবৎপদের বাচ্য অন্য কি কেহ আর হইতে পারে? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভগবান্ ও সর্ব্বেশ্বর। ৬০। উপাস্যজ্ঞান বুভুৎসু মুনিগণ মহাত্মা ভৃগু বর্ণিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধসত্ত্বময় ইত্যাদি গুণান্বিত শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্মিত ও মুক্তসংশয় হইয়া শান্তি ও অভয়ের জন্য সেই শ্রীবিষ্ণ্বাখ্য কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) করিতে লাগিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য, ইহাই নিশ্চয় করি-

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা
স্তাং-তামেব হি দেবতাং-পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্‌বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ৬২
অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ দেশকালধনাদয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণং।
এবঞ্চেৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে।
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥ ৬৫ ॥

লেন। ৬১। সেই সেই পুরাণ ও শাস্ত্রনিচয় চরাচর জগতের মোহ উৎপাদন জন্য কল্পকালাবধি সেই সেই ব্রহ্মাদিদেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন করুন; কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন সকলকে বিবেচনা (বিচার) স্থলে আনয়ন করিলে পর যে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাতে কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর বলিয়া নিশ্চিত হইলেন। ৬২। মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞীয় সভায় সমাগত দ্বৈপায়নাদি মুনিগণ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি সকল ভাবিতে লাগিলেন যে, এই রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে কে বরণযোগ্য। তখন মহামনা সহদেব সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, সাত্বতপতি ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে পূজার যোগ্য; দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় এই শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলে সকল দেবের পূজা করা হইবে। ৬৩। কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কৃষ্ণাত্মক এই জগৎ সমুদায়। কৃষ্ণ আপনিই আপনার আশ্রয়। কৃষ্ণই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা। ৬৪। অতএব এই মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে পূজা প্রদান কর, তাহা হইলেই সর্ব্বভূতের ও আত্মার পূজা করা হইবে। দত্তবস্তুর অনন্তফল ইচ্ছা করিয়া, সকলভূতের আত্মভূত অনন্যদর্শী (অভক্তাসক্ত) শান্ত,

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তুষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ॥ ৬৬॥
তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং
রসয়েত্তং যজেদিত্যোঁ তৎ সদিতি॥ ৬৭॥
হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥ ৬৮॥
আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
মহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরো নাপরঃ॥ ৬৯॥

পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকেই অগ্রে পূজা দেওয়া বিধেয়। ৬৫। শ্রীকৃষ্ণের অনুভববেত্তা সহদেব এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন। সহদেবের এইবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দ্বৈপায়নাদি সভাসদ্‌গণ সহদেবকে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সকলেই সহদেবের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। ৬৬। শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান, তাঁহাকে কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন এবং তাঁহার পূজা করিবে; নিশ্চয় তিনিই সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ। ৬৭। হরিই সকল দেবেশ্বরেশ্বর, অতএব সর্ব্বদা তাঁহারই আরাধনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা বলিয়া ব্রহ্মাদি অপরাপর দেবতার প্রতি কখন অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। ৬৮। ওহে! আমাদিগের আরাধ্য বস্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার ধাম! রমণীয়া ব্রজবধূগণের কল্পিত যে ভাব, সেই ভাবেই তাঁহার (কৃষ্ণের) উপাসনা। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই আমাদের প্রধান শাস্ত্র। প্রেমই আমাদের পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই মত ও সেই উপাসনাদিই আমাদের আদরণীয়। ইহা ব্যতীত অন্য

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাতকেশবমিতি ॥ ৭০ ॥
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৭২ ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ৭৩ ॥

অথ জন্মমরণনিবৃত্ত্যুপায়ঃ।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ ॥ ৭৪ ॥

কিছুতেই আমাদের আদর নাই। ৬৯। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সর্ব্বগুণনিষ্ঠ, আপনাদের সর্ব্বদা শ্রীহরির আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ ও কেশবকে ধ্যান করুন্। ৭০। হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, প্রকৃতি (মায়ার) পর ও সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপ তাঁহাকে ভজনা করিলেই নির্গুণত্ব লাভ হয়।৭১। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার মনকে আমার এই শ্রীকৃষ্ণরূপের ভাবনাদিতে নিযুক্ত কর। আমার অর্চ্চনাতেই নিরত হও। আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া, তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ৭২। দেবতান্তরের ভক্ত অল্পবুদ্ধি জনগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। সেই দেবযাজিসকল সেই সেই অনিত্য দেবতাগণকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে; কিন্তু আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফল স্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। ৭৩। অথ জন্মমরণ নিবৃত্তির উপায়। যে সকল মহাত্মা আমাকে লাভ করেন, তাঁহাদের গর্ভবাসাদি বহুল ক্লেশপূর্ণ অনিত্যসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৭৫॥

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্ব্বৎসপদংপরং পদং
পদংপদং যদ্বিপদাং ন তেষাং॥ ৭৬॥

অথ ভগবদ্ভক্তঃ।

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলমতের্মলিনীকৃতস্তমেনং।
মনসিকৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবেহি হরেরতীব ভক্তং॥ ৭৭॥

পরম সিদ্ধিলাভ করেন। ৭৪। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সকল লোকই অনিত্য। অতএব সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কেবলা ভক্তির বিষয় স্বরূপ আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের আর জন্ম মরণাদিরূপ দুঃখভোগ করিতে হয় না। ৭৫। মুরারি শ্রীকৃষ্ণের যশঃ অতি পবিত্র; যে সকল ভাগ্যবান তাঁহার চরণপল্লবরূপ প্লব (সন্তরণোপায়স্বরূপ ভেলা) যাহা মহাজন সকলের আশ্রয়, তাহা আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের নিকট ভবসাগর বৎসপদখাতবৎ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন; বিপদ্গণের যে পদ (আশ্রয়) তাহা কদাপি তাঁহাদের হয় না; অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম হইতে তাঁহাদিগকে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। তাঁহাদের জন্মমরণ দুঃখ একবারেই দূরীভূত হয়। ৭৬। অথ ভগবদ্ভক্ত। যে বিমল বুদ্ধি ব্যক্তির কলিকলুষমল কর্ত্তৃক হৃদয় মলিন না হয়, যিনি সর্ব্বদা হৃদয়াভ্যন্তরে জনার্দ্দনকে ধারণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্বং।
ভবতি ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তং ॥ ৭৮ ॥
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-
র্ম্মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদিদোষঃ।
নহি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ৭৯ ॥
বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ৮০ ॥
বসতি হৃদি সদাতনে চ তস্মিন্
বসতি পুমান্ জগতোস্য সৌম্যরূপঃ।

হরির অতিশয় ভক্ত বলিয়া জানিবে। ৭৭। যে মহাত্মা জনশূন্য স্থানে পতিত পরস্ব সুবর্ণখণ্ড অবলোকন পূর্ব্বক স্ববুদ্ধিদ্বারা তৃণ তুল্য করিয়া মানেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একান্তচিত্ত হয়েন, সেই পুরুষপ্রবরকে বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব) বলিয়া জানিবে। ৭৮। কোথায় স্ফটিকগিরিশিলার ন্যায় অমল বিষ্ণু, আর কোথায় মনুষ্যনিচয়ের মনোবর্ত্তী মৎসরাদি দোষ। মনুষ্য সকলের চিত্তে নির্ম্মল ভগবান বিষ্ণু স্ফূর্ত্তিশীল হইলে, তাহাতে মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হইতে পারে না; যেমন চন্দ্রের রশ্মিপুঞ্জে হুতাশনের দীপ্তিজনিত প্রতাপ প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ জানিতে হইবে। ৭৯। যিনি নির্ম্মলমতি, মৎসর বিহীন, প্রশান্ত, পবিত্র আচার বিশিষ্ট, অখিল প্রাণীর হিতকারী, শ্রবণ মনঃসুখপ্রদ, মিষ্টভাষী ও গর্ব্বদম্ভ-বর্জ্জিত সেই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয়ে ভগবান্ বাসুদেব সর্ব্বদা অবস্থান

ক্ষিতিরসমতি রম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ৮১ ॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনো ধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৮২ ॥
ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্ব্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৮৩ ॥
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৮৪ ॥

করেন। ৮০। সনাতন বিষ্ণু হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করিলে, সেই পুরুষ মনোহর মূর্ত্তি সম্পন্ন হন, যে প্রকার শালতরু কোমলতা প্রযুক্ত স্বান্তরস্থ পরমোত্তম পৃথিবীর রস সূচনা করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জানিবে। ৮১। যিনি শ্রীহরির স্মরণ বশতঃ দেহের জন্মমরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসার ধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিমোহিত না হন, তিনিই ভাগবত প্রধান। ৮২। ত্রিলোকরাজ্য লাভ উপস্থিত হইলেও ইন্দ্রাদিদেবৃ-বৃন্দের অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লবনিমেষার্দ্ধ কালের জন্যও যিনি বিচলিত না হন, ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য। ৮৩। বিষয় কামনা দ্বারা চিত্ত সন্তাপিত হয় সত্য বটে; কিন্তু ভগবৎ সেবা পরায়ণ ব্যক্তিগণের চিত্ত ঐ প্রকার সন্তপ্ত হয় না, যেমন চন্দ্র

ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ॥ ৮৫ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥ ৮৬ ॥
যস্যাপ্যনন্তে জগতামধীশে
ভক্তিঃ পরা যাদবদেবদেবে।
তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর ॥ ৮৭ ॥
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং।
তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্নসংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

উদিত হইলে আর সূর্য্যের উত্তাপ থাকে না, সেইরূপ ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পদাঙ্গুলিনখচন্দ্রিকা দ্বারা উপাসকের হৃদয়তাপ নিবারিত হইলে, সে আর কি প্রকারে উদিত হইবে। ৮৪। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সকল মহাপ্রলয়রূপ আপদেও চ্যুত হন না, এই নিমিত্ত সেই এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিললোক মধ্যে অচ্যুত, সর্ব্বগামী ও অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৮৫। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা অন্ত্যজজাতি যদি বিষ্ণুভক্তি যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিতে হইবে। ৮৬। অনন্ত, জগদীশ্বর, যাদবদেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে, ত্রিলোকমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা অন্য আর উৎকৃষ্ট পাত্র নাই। ৮৭। ভগবদ্ভক্ত যদি শূদ্র অথবা চণ্ডাল কিংবা ধীবর কিংবা ব্যাধ জাতি হয়, তথাপি তাহাকে নীচ জাতি রূপে দর্শন করিবে না, যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে সামান্যজাতি দর্শন করে, নিশ্চয় তাহাকে নরকে গমন করিতে হইবে অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতাজন্য বৈষ্ণবগণকে পরিতোষ করিবে,

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥৮৯॥
সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতং ॥ ৯০ ॥
সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৯১ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৯২ ॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকবিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ৯৩ ॥

তাহাতেই বিষ্ণু সুপ্রসন্নবদন হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৮৮। শ্রীভগবান্ কহিলেন, সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়যুক্ত ব্রাহ্মণ যদি আমার ভক্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয় হইতে পারেন না, শ্বপচও যদি আমার ভক্ত হন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমার প্রিয়। উক্ত মৎপ্রিয় শ্বপচকেই দান করিবে এবং তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আমি যেরূপ পূজ্য, সেই শ্বপচও আমার ন্যায় সর্ব্বলোকপূজ্য। ৮৯। সধবা বা বিধবা যে কোন স্ত্রী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করে, সে নিজের একশত এক কুলকে উদ্ধার করে। ৯০। যে সমস্ত মানব মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করেন, তাঁহারা বর্ণসঙ্কর জাতি হইলেও পরম পবিত্র। আর যাহারা শ্রীজনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না করে, তাহারা যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত কুলীন হইলেও ম্লেচ্ছ তুল্য হইয়া থাকে। ৯১। যে সকল মনুষ্য বিষ্ণুভক্তিবিহীন, সেই সকল মনুষ্যকে চণ্ডাল বলা যায়। চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হন, তাহা হইলে সেই চণ্ডাল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৯২। বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণকে শ্বপাকতুল্যবোধেও নিরীক্ষণ করিবে না ; তদপেক্ষাও নীচ বলিয়া নিরীক্ষণ করিবে। বৈষ্ণব

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৯৪ ॥
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ ৯৫ ॥

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং গরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৯৬ ॥

ন্ত্যজ জাতি হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। ৯৩। ভগবদ্ভক্তগণ র বলিয়া অভিহিত হন না; তাঁহারা ভাগবত বলিয়া গণ্য। যাহারা জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি করে না, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র। ৯৪। সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইতে এক সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কোটি সর্ব্ববেদান্তবেত্তা ব্রাহ্মণ হইতে এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। সহস্র বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব) হইতে এক একান্ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা একান্ত বৈষ্ণব তাঁহারাই পরমপদ (বৈকুণ্ঠধাম) প্রাপ্ত হন। একান্তিতা ব্যতীত কোন বৈষ্ণব পরমপদ প্রাপ্ত হন না। ৯৫। সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত, ব্রত, এই দ্বাদশ গুণান্বিত যে বিপ্র তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে বিমুখ হন, তবে তাঁহা অপেক্ষা যে চণ্ডালের মনঃ, বাক্য, কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণেই সমর্পিত হইয়াছে, সেই চণ্ডাল ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু সেই চণ্ডাল কৃষ্ণরতিপ্রভাবে স্বকুল পবিত্র করিতে পারে। উক্ত দ্বাদশগুণ ভূষিত হরিভক্তিবিহীন ভূরিগর্ব্বান্বিত ব্রাহ্মণও নিজাত্মা পবিত্র করিতে পারে না; তখন তিনি স্বকুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন। ফলতঃ কৃষ্ণভক্তিবিহীন

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্তি আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ ৯৭ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৯৮ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯৯ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥ ১০০ ॥

মনুষ্যের গুণ কেবল গর্ব্বনিমিত্তই হইয়া থাকে, আত্মশোধনার্থ হয় না; সুতরাং সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। ৯৬। যাঁহারা ভগবৎপ্রপন্ন একান্ত ভক্ত, মুক্ত পুরুষ সকলের সেবা করতঃ নিষ্কাম হইয়াছেন; এই হেতু কেবল অদ্ভুত সুমঙ্গলময় ভগবচ্চরিত্র গান করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা অন্য আর কোন বাঞ্ছাই করেন না। ৯৭। ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন, যদ্যপি কোন দুরাচার ব্যক্তিও অনন্য (দেবতান্তর ভাবত্যাগী) ভক্ত হইয়া আমার ভজনা করে, সে ব্যক্তিও সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট ও সাধু বলিয়া মান্য হইবে। ফলিতার্থ এই যে, ভগবানে যাঁহার অনন্য ভক্তি হয়, তাঁহার অন্তরে কি বাহিরে কোনরূপ দুরাচার থাকিতে পারে না। অতএব অনন্য ভক্ত সম্পূর্ণ দুরাচার রহিত, পরম নির্ম্মল। ৯৮। অতএব তিনি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবেন, ও নিত্য শান্তি লাভ করিতে থাকিবেন। হে কুন্তীনন্দন! তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না। ৯৯। যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা যদি চণ্ডালাদি নীচ জাতি অথবা স্ত্রী, কিংবা বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়, তাহা

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণুতৎপরাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোঁকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ।
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বাল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিংপুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥ ১০১॥
অথাচারা বহুবিধাঃ শিষ্টাচারানুসারতঃ।
শ্রীবৈষ্ণবানাং কর্ত্তব্যা লিখ্যন্তেঽত্র সমাসতঃ॥ ১০২॥

অথাচারাঃ।

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধান্ বৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেত্তথা।
প্রসিদ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্।
কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেৎ নাল্পমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।

হইলেও তাহারা পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ভক্তের পক্ষে আর সন্দেহ কি?। ১০০। শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণব সকল কখনও পাপকার্য্যে লিপ্ত হন না। সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া সকল লোক পবিত্র করেন। সহস্র জন্মান্তরের পর "আমি বাসুদেবের দাস" যাঁহার এই মত বুদ্ধি উৎপন্না হয়, সেই মহাত্মা সমস্ত লোককে উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং তিনি বিষ্ণুর সালোক্য (বিষ্ণুসহ এক লোকে বাস) প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যে সকল জিতেন্দ্রিয় পুরুষের শ্রীকৃষ্ণগতজীবন সেই সকল ভাগ্যবানের কথা আর কি বলিব। ১০১। অনন্তর আচার সকল বলিতেছেন। শিষ্ট সকলের আচারানুসারে আচার অনেক প্রকার। অতএব এই গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য আচার সকল সংক্ষেপে লিখিতেছি। ১০২। দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধগণ, বয়স ও জাতি বিদ্যাদ্বারা বৃহত্তর এবং গুরুবর্গকে অর্চ্চনা

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ।
নান্যাশ্রয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর।
ন দুষ্টযানমারোহেৎ কুলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ।
বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্ত বহুবৈরাতিকীটকৈঃ॥ ১০৩॥
নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে জনেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ॥ ১০৪॥
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাং।
নাসম্বৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাশৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং ত্বধঃ।
নখান্নবাদয়েচ্ছিন্দ্যান্নতৃণং ন মহীং লিখেৎ।
ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্ট্রান্ন গৃহ্লীয়াদ্বিচক্ষণঃ।
জ্যোতীংষ্যমেধ্যা শস্তানি নাভিবীক্ষ্যেত চ প্রভো।
ন হুঙ্কুর্য্যাচ্ছবং চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ॥ ১০৫॥

অর্থাৎ প্রণামাদি দ্বারা সম্মান করিবে। তাঁহাদিগকে দুই সন্ধ্যা নমস্কার করিবে। সন্ধ্যা ও অগ্নির উপাসনা করিবে। অলঙ্কৃতামল-কেশ ও সুগন্ধিশালী হইবে। সুন্দর-পবিত্র বেশ ধারণ করিবে কিঞ্চিন্মাত্রও পরধন হরণ করিবে না। অল্প পরিমাণেও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। মিথ্যা বাক্য প্রিয় হইলেও তাহা বলিবে না। পরদোষ কীর্ত্তন করিবে না। গুর্ব্বাদি ব্যতীত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। কাহার সহিত বৈরতা ইচ্ছা করিবে না। ভগ্নযানে আরোহণ করিবে না। কুলবৃক্ষের ছায়ায় বসিবে না। বিদ্বেষ প্রাপ্ত, পতিত উন্মত্ত, বহুজনের সহিত শত্রুতা বিশিষ্ট এবং অতিশয় কীটতুল্য পীড়ক ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করিবে না। ১০৩। একাকী পথে গমন করিবে না। জলের বেগে অগ্রে অবগাহন করিবে না। প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিবে না। বৃক্ষশিরে আরোহণ করিবে না। ১০৪। দন্তে দন্তে সঙ্ঘর্ষণ, মল প্রভৃতির অপসরণ জন্য সর্ব্বদা

চতুষ্পথং চৈত্যতরুং শ্মশানোপবনানি চ।
দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা।
পূজ্যদেবদ্বিজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বুধঃ।
নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিন্নজিহ্মং রোচয়েদ্বুধঃ।
উপসর্পেন্নচ ব্যালাংশ্চিরং তিষ্ঠেন্নচোত্থিতঃ।
যথেষ্ট ভোজকাংশ্চৈব তথা দেবপরাঙ্মুখান্।
বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
অতীবজাগরস্বপ্নৌ তদ্বৎস্থানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর।
দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ।
অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরো বাতাতপৌ তথা।
ন স্নায়ান্নস্বপেন্নগ্নো নচৈবোপস্পৃশেদ্বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেদ্দেবাদ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনকে জপে॥ ১০৬॥

নাসিকাকর্ষণ, মুখাবরণ পূর্ব্বক জৃম্ভণ করিবে না। শ্বাস-কাশ পরিত্যাগ করিবে না। উচ্চ হাস্য, শব্দ সহকারে অধোবায়ু ত্যাগ, নখবাদ্য, নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন ও ভূমিতে লিখন করিবে না। দন্ত দ্বারা শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) চ্ছেদন ও লোষ্ট্র গ্রহণ করিবে না। অশুচি অবস্থায় সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলকে নিরীক্ষণ করিবে না। অমেধ্য ও অমঙ্গল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। হুঙ্কার করিবে না। শব এবং শবগন্ধকে নিন্দা করিবে না। ১০৫। চতুষ্পথ, চৈত্যতরু অর্থাৎ বদ্ধবেদিক পূজ্য বৃক্ষ, শ্মশান, উপবন এবং দুষ্টা স্ত্রীর সান্নিধ্য সর্ব্বদা রাত্রিতে বর্জ্জন করিবে। পূজ্য, দেব, ব্রাহ্মণ ও প্রদীপের ছায়া অতিক্রম করিবে না। কোন নীচ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না। কাহাকেও কৌটিল্য শিক্ষা দিবে না। সর্পের নিকট গমন, উত্থিত হইয়া, বহুক্ষণ অবস্থিতি করিবে না। বহু ভোজনকারী দেব

ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ।
পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ॥ ১০৭॥
আসনং ভোজনং বস্ত্রং পানং ভজনমেব চ।
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ।
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ স পুত্রঃ কুলপাবনঃ।
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তদ্বর্জ্জ্যং বহুভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং।
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য উত্তিষ্ঠেচ্চ সসংভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে।

পরাঙ্মুখ ও বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াবিহীন মনুষ্য সকলকে দূরে বর্জ্জন করিবে। অতিশয় জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, উচ্চ স্থান, উচ্চাসন, উচ্চশয্যা, অতিশয় ব্যায়াম, অতিশয় কায়িক পরিশ্রম বর্জ্জনীয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দংষ্ট্রি ও শৃঙ্গিজন্তুকে দূরে পরিহার করিবে। হিম, সম্মুখ বায়ু, রৌদ্রকে স্পর্শ করিবে না। নগ্ন (উলঙ্গ) হইয়া স্নান, নগ্ন হইয়া শয়ন, নগ্ন হইয়া কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবে না। মুক্তকচ্ছ (কাচা খুলিয়া) হইয়া আচমন করিবে না। মুক্তকচ্ছ হইয়া দেবাদির পূজা করিবে না। স্বস্তিবাচনাদি কর্ম্ম ও জপ এক বস্ত্র হইয়া করিবে না। ১০৬। স্নানানন্তর আর্দ্র কেশ কম্পিত ও উত্থিত হইয়া আচমন করিবে না। পদের দ্বারা পদ আক্রমণ এবং পূজ্য ব্যক্তির সম্মুখে পাদপ্রসারণ করিবে না। ১০৭। বসিবার সময় আসন, ক্ষুধায় ভোজন, পরিধান বসন, পিপাসায় পানীয় জল সদা সর্ব্বদা ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা জনক জননীর সন্তোষ উৎপাদন করিবে। পিতা মাতার প্রতি সর্ব্বদা মৃদু বাক্য প্রয়োগ এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগের প্রিয় আচরণ দ্বারা আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেই, সেই পুত্র- তদীয় কুল পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পুত্র আপনার মঙ্গল-

বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
অহং মহাত্মা ধনবান্ মত্তুল্যঃ কোঽস্তি ভূতলে।
ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ।
মাতরং পিতরং পুত্রদারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
দূরাধ্বনং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতং।
অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্ব্বমাগতঃ॥ ১০৮॥
অপসব্যং নৈবগচ্ছেদ্দেবাগারচতুষ্পথান্।
মাঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ তথা বিপরীতান্নদক্ষিণাং।
সোমার্কাগ্ন্যম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখং।

কামনা করে, সে জনকজননীর সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ, কোনরূপ পরিহাস ও বাচালতা পরিত্যাগ করিবে। মাতা পিতাকে দর্শন করিবা-মাত্র প্রণতিপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে উত্থিত হইবে; তাঁহাদের অনুমতি বিনা উপবেশন করিবে না ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালনে রত থাকিবে। বিদ্যা কি ধনমদে উন্মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলা করে, সেই মূঢ় সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে। আমি মহাত্মা, আমি ধনবান্, আমার সমান এই পৃথিবীতে আর কে আছে, এইরূপ চিত্তের ইচ্ছাকেই পণ্ডিতগণ 'মদ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও গৃহী ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুত্র, দার, সোদরগণ ও অতিথিগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে না। দূরদেশ হইতে পথশ্রান্ত ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিই অতিথি বলিয়া গণ্য হন। পূর্ব্বাগত ব্যক্তি অতিথি বলিয়া গণ্য হইবেন না। অতিথি যে দিবস আগমন করিবেন, সেই দিবসেই গমন করিবেন। "অতিথি দেবো ভব" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে অতিথিকে দেবতার সমান জ্ঞান করিতে হইবে। ১০৮। দেবাগার ও চতুষ্পথকে

কুর্য্যাৎষ্ঠীবনবীন্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ।
তিষ্ঠন্নমূত্রয়েত্তদ্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্ম বীন্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ।
শ্লেষ্মষ্ঠীবনকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে।
যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ।
অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বশৌচকাদিষু।
অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা॥ ১০৯॥
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ।
প্রিয়মুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তদ্রহিতং বাচ্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ং।
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্রচ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ১১০॥

প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না। মাঙ্গল্যদ্রব্য অর্থাৎ মধু, ঘৃত, দধি, সিদ্ধার্থ ও জলপূর্ণঘটাদি এবং গুরু, বিপ্র, ধেনু ও বৃদ্ধগণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যাইবে। অমাঙ্গল্যাদিকে প্রদক্ষিণ না করিয়াই গমন করিতে হইবে। চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি, জল, বায়ু ও পূজ্য সকলের সম্মুখে ষ্ঠীবন (থুথু), মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া পথে মূত্রত্যাগ করিবে না। শ্লেষ্মা, বিষ্ঠা, মূত্র ও শোণিত কখনই লঙ্ঘন (ডিঙ্গান) করিবে না। ভোজনকালে শ্লেষ্মা ও ষ্ঠীবন ত্যাগ অপ্রশস্ত। পূজা, মঙ্গল-জপাদি ও হোমকালে তথা মহাজনের সম্মুখে শ্লেষ্মা, ষ্ঠীবন বিসর্জ্জন অকর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকগণকে অবমান ও বিশ্বাস করিবে না। অকালগর্জ্জনে, অষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্ব সকলে, অশৌচ ও গ্রহণাদিতে পণ্ডিতব্যক্তি বেদাধ্যয়ন বা অধ্যাপন করিবেন না॥ ১০৯। বৃষ্টি এবং রৌদ্রে ছত্রধারণ, রাত্রিকালে

অসাবহমিতি ব্রূয়াদ্দ্বিজো বৈ হ্যভিবাদনে।
শ্রাদ্ধং ব্রতং জপং দানং দেবতাভ্যর্চ্চনং তথা।
যজ্ঞঞ্চ তর্পণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তং নাভিবাদয়েৎ।
তথাস্নানং প্রকুর্ব্বন্তং ধাবন্তমশুচিন্তথা।
ভুঞ্জানঞ্চ শয়ানঞ্চ অভ্যক্তশিরসন্তথা।
ভিক্ষান্নধারণং চৈব রমন্তং জলমধ্যগং।
কৃতাভিবাদনো যস্তু ন কুর্য্যাৎ প্রতিবাদনং।
নাভিবাদ্যঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥ ১১১॥
অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক।
কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনং।
পূর্ব্বাহ্ন এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণং॥ ১১২॥

ও অরণ্যগমনে দণ্ডগ্রহণ করিবেন। শরীররক্ষণকামী ব্যক্তি ভ্রমণ-কালে সর্ব্বদা পাদুকা ধারণ করিবে। প্রিয় বলিলে ইহা হিতকর হইবার সম্ভব নয়, এরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক সেই প্রিয়বাক্যও কহিবে না। যদি অত্যন্ত অপ্রিয় ও হয়, অথচ যাহাতে অনিষ্ট নাই, এরূপ শ্রেয়োজনক বাক্য কহিবে। ফলতঃ ইহলোকে ও পরলোকে প্রাণি-গণের উপকার জন্য যাহা হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম, মনঃ, বাক্যদ্বারা তাহাই করিবেন। ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিবার সময় "এই আমি অভিবাদন করিতেছি" ইহা কহিবে। শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবতার্চ্চন, যজ্ঞ ও তর্পণকারীকে অভিবাদন করিবে না। স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে গমন করিতেছেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিতে নাই। অশুচি. ভোজনকারী, শয়ান, অভ্যক্ত মস্তক, ভিক্ষান্নধারী, রমমাণ, জলমধ্যস্থ ব্যক্তি স্বয়ং কৃতাভিবাদন হইলেও এই সকলকে প্রত্যভিবাদন করিবে না। তিনি তৎ তৎকালে অভিবাদনের যোগ্য নহেন; যেরূপ শূদ্র, তিনিও তত্তৎকালে সেইরূপ জানিতে হইবে।১১১

পরস্য দণ্ডং নোদযচ্ছেৎ শিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।
নাম্বুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ স্নাতকী ক্বচিৎ।
নচাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রবাসধরোঽপি বা।
ক্ষুরকর্ম্মণি চান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ॥ ১১৩॥
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষ্বল্পেষু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ।
দেবতাতিথিসচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসিদ্ধাদিনিন্দকৈঃ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুদ্ধ্যেদর্কাবলোকনাৎ।
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজান্ পতিতং শঠং।
বিধর্ম্মিসূতিকাষণ্ঢবিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ॥ ১১৪॥

অসতের সহিত আলাপ, মিথ্যাবাক্য, পরনিন্দা, মায়াবাদ রূপ অসৎ-শাস্ত্র, অসতের সহিত বাদ, অসৎসেবা বর্জ্জন করিবে। কেশ-সংস্কার, আদর্শে মুখ দর্শন, দেবতাদিগের তর্পণ, এই সমুদায় কার্য্য পূর্ব্বাহ্লেই করিবে। ১১২। পরকে কখন দণ্ডপ্রদান করিবে না। পুত্র এবং শিষ্যকে শিক্ষার্থ দণ্ডপ্রদান করিবে। অস্নাত ও স্নানো-ত্থিত ব্যক্তি কখন গাত্রে অনুলেপন প্রদান করিবে না। হে পুত্র, বেদোক্ত সন্ন্যাসগ্রহণবিনা রক্তবস্ত্র ও চিত্র বিচিত্র বসন পরিধান করিবে না। ক্ষৌরকার্য্যের ও স্ত্রীসম্ভোগের অন্তে এবং শ্মশান ভূমিতে গমনপূর্ব্বক প্রাজ্ঞব্যক্তি পরিধৃত বস্ত্রের সহিতই স্নান করিবেন। ১১৩। অধিক হউক বা অল্প হউক সকলপ্রকার শৌচ কালে শৌচ নিমিত্ত বিলম্ব করিবে না। মুখের দ্বারা পাকার্থ অগ্নিতে ধমন অর্থাৎ 'ফুঁ' দিবে না। দেবতা, অতিথি, শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ ও সিদ্ধব্যক্তি প্রভৃতির নিন্দাকারীকে স্পর্শ বা তাহার সহিত আলাপ করিবে না, দৈবাৎ করিলে সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। এবং রজস্বলা, চণ্ডাল, পতিত, শব, বিধর্ম্মি,

যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক।
তৎকর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে।
উপাসতে ন যে পূর্ব্বাং দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাং।
সর্ব্বাংস্তান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
স্ববাসিনী গুর্ব্বিণীশ্চ বৃদ্ধং বালাতুরৌ তথা।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী।
বর্জ্জয়েদ্দধিশক্তুঞ্চ রাত্রৌ ধানাংশ্চ বাসরে।
গৃহে পারাবতা ধন্যাঃ শুকাশ্চ সহ সারিকা॥ ১১৫॥
ন দেবদ্রব্যহারী স্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মস্বং চ নাপহরেদাপদ্যপি কদাচন।
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বং বাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ।

চকা, নপুংসক, বিবস্ত্র ও যবনাদিকে অবলোকন করিলে সূর্য্য-দর্শনে পরিশুদ্ধ হইবে। ১১৪। হে পুত্র! যে কর্ম্মাচরণে মনোগ্লানি হয় না এবং মহাজনের সন্নিধানে গোপনীয় নহে, নিঃশঙ্ক ভাবে সেই সমস্ত কর্ম্ম করিবে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে শূদ্রের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। গৃহিব্যক্তি স্বগৃহস্থিতা বিবাহিতা কন্যা, গুর্ব্বিণী, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর, ইহাদিগকে অগ্রে সংস্কৃতান্নের দ্বারা ভোজন করাইয়া, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। রাত্রিতে দধি, শক্তু (ছাতু) ভক্ষণ করিবে না ও দিবায় ভ্রষ্ট (ভাজা) যবাদি আহার করিবে না। যে ব্যক্তি ঐ বিধি উল্লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি পরমায়ুহীন ও অলক্ষ্মীবান্ হয়। গৃহীব্যক্তি গৃহে পারাবত (পায়রা) ও সারিকা সহ শুকপক্ষী (টিয়া) সকলকে রক্ষা করিবে। উহারা গৃহস্থের মঙ্গলকারী। ১১৫। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি যে, কখনই

ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতঞ্চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনং।
দেবদ্রোহাদ্‌গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদনাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকং॥ ১১৬॥
নিন্দয়েদ্যো গুরূন্ দেবান্ বেদং বা সোপবৃংহণং।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ।
তূষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎ কিঞ্চিদুত্তরং।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ।
বর্জ্জয়েদ্বৈ রহস্যঞ্চ পরেষাং গূহয়েদ্বুধঃ।
বিবাদং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন।
নাভিপ্রতারয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণান্ গামথাপি বা।
ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রগোব্রাহ্মণানলান্।
ন চৈবান্নং পদাবাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ।
নাক্রমেৎ কামতশ্ছায়াং ব্রাহ্মণানাং গবামপি॥ ১১৭॥

দেবদ্রব্যাপহারী হইবেন না। আপদকাল সমুপস্থিত হইলেও কোন-প্রকারে ব্রহ্মস্ব হরণ করিবেন না। বিষকে বিষ বলা যায় না; যেহেতু তাহার প্রতিক্রিয়া আছে; কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহরণরূপ বিষের প্রতিক্রিয়া নাই। অতএব ব্রহ্মস্বাপহরণ সর্ব্বাবস্থাতেই বর্জ্জনীয়। এই ন্যায়ে কোন কালেই দেবস্বকেও হরণ করিবে না। যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মের ছলে পাপ করিয়া ব্রতাচরণ করিবে না। ব্রতেরদ্বারা পাপকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্ত্রীশূদ্রকে বঞ্চনা করিবে না। দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণাধিক। গুরুদ্রোহ হইতে পরমাত্মজ্ঞান শাস্ত্রের খণ্ডন ও নাস্তিকতা কোটি-গুণাধিক। ১১৬। যে ব্যক্তি গুরু, দেবতা, পুরাণ, আগম ও স্মৃতি-শাস্ত্রের সহিত বেদকে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি কিঞ্চিদধিক কল্প কোটিশতকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। আপনার নিন্দা উপস্থিত

পরিহর্ত্তুং পুনর্লেখ্যং তত্তৎশাস্ত্রোক্তমন্যথা।
যদত্র লিখিতং কিঞ্চিত্তৎ ক্ষন্তব্যং মহাত্মভিঃ ॥ ১১৮ ॥
আচারাশ্চেদৃশাঃ সন্তি পরেঽপি বহুলাঃ সতাং।
তে লোকশাস্ত্রতো জ্ঞেয়া অপেক্ষ্যা যদি বৈষ্ণবৈঃ ॥১১৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামি-
বিরচিতায়াং শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণ্যাং
প্রথমস্তরঙ্গঃ ॥ ১ ॥

হইলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবে, কোন উত্তর প্রদান করিবে না। অসহ্য বোধ হইলে কর্ণে হস্ত দিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবে। কোন সময়েই নিন্দাকারীকে অবলোকন করিবে না। রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। পরানিষ্ট গোপন করিবে। কখন স্বজন সকলের সহিত বিবাদ করিবে না। হে বিপ্রগণ! দেব, ব্রাহ্মণ, গো, ইহাঁদিগকে প্রতারণা করিবে না। উচ্ছিষ্ট হস্ত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ এবং অগ্নিকে স্পর্শ করিবে না। অন্ন আর দেবপ্রতিমাকে পদদ্বারা স্পর্শ করিবে না। ইচ্ছা বশতঃ ব্রাহ্মণ এবং গো সমূহের ছায়া আক্রমণ করিবে না। ১১৭। শ্রীবিষ্ণু পুরাণাদিস্থিত শ্লোকনিচয়ের পাঠ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য, যাহা পুনর্লিখন হইয়াছে ও তত্তৎশাস্ত্রোক্ত শ্লোক পরিত্যাগ এবং কোন স্থলে অন্যত্রস্থিত শ্লোকপাদের অন্যত্র সংযোজনা পূর্ব্বক, এই গ্রন্থে আমি যাহা লিখিয়াছি, মহাত্মা সকল আমার সেই দোষ ক্ষমা করিবেন। ১১৮। সাধুগণের এইরূপ উচ্চাবচ আচারাপেক্ষা আরও বহুল আচার আছে, বৈষ্ণব সকলের যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই সমুদায় লোকাচার শাস্ত্রানুসারে জানিয়া লইবেন। ১১৯।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিবিরচিত
শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গ
সম্পূর্ণ হইল ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়তরঙ্গঃ

গোবিন্দং পরমানন্দং শ্রীগোপীজনবল্লভং।
শ্রীরাধারমণং বন্দে পূর্ণব্রহ্মসনাতনং ॥ ১ ॥
শ্রীবংশীবদনং বন্দে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়োত্তমং।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিদং দেবং সৎপরিবৎসুরঞ্জনং ॥ ২ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দিনে দিনে।
তৎসর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি সাধূনাং হিতকারকং ॥ ৩ ॥

অথ কালনির্ণয়ঃ।

দিবসস্যাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্যোপদিশ্যতে।
দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে পঞ্চমে তথা।
ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব অষ্টমে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধারমণ, গোপীজন বল্লভ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, পরমানন্দ গোবিন্দকে আমি প্রণাম করি। ১। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদানকারী, সৎসভা সুরঞ্জন, দেব বংশীবদনকে আমি বন্দনা করি। ২। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়কালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, সজ্জনগণের প্রাত্যহিক যে সকল কর্ত্তব্যকার্য্য, সাধুবৃন্দের হিতকর সেই সকল কার্য্য আমি সম্যক্‌প্রকারে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। ৩। অথ কালনির্ণয়। দিবসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টমাংশ কালের কৃত্য সকল শাস্ত্রে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপদেশ করিতেছেন। "অত্র দিন পদং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তাদিপ্রদোষান্তকালপরং।" অর্থাৎ এস্থলে "দিবস" পদটী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তঃ হইতে প্রদোষান্তকালপর জানিতে হইবে। ৪।

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে ॥ ৫ ॥
রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম্য ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে ॥ ৬ ॥
চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে।
যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃ সদৃশঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
উদয়াত্তু মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ প্রাতঃ শব্দেন উচ্যতে।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্লস্ততঃ পরং।
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ ॥ ৮ ॥

অথ নিত্যকৃত্যানি।

ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ।
আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ।
পুনরাচমনে কুর্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ ॥ ৯ ॥

পণ্ডিত সকল সূর্য্যাস্তের পর চারিদণ্ড ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রজনীকে ত্রিযামা (ত্রিপ্রহরাত্মিকা) বলিয়াছেন। অতএব দিবসের আদ্য চারিদণ্ড এবং অন্ত্য চারিদণ্ড সন্ধ্যাকাল ॥ ৫ ॥ রাত্রির শেষপ্রহরের ত্রিমুহূর্ত্ত (দিবারাত্রের ত্রিংশভাগকে মুহূর্ত্ত বলে)। কাল ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তকাল বলিয়া বিখ্যাত। সেই সময় নিদ্রা হইতে জাগরণের সময় বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ৬। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে অরুণোদয় কাল। সেই কালে সামান্য জলও গঙ্গাজলের সমান হয়, এইজন্য যতিগণ সেই সময় স্নান করিয়া থাকেন। ৭। সূর্য্যোদয় হইতে ত্রিমুহূর্ত্তকাল প্রাতঃকাল। তাহার পর ত্রিমুহূর্ত্ত কাল মধ্যাহ্ন কাল। তদনন্তর ত্রিমুহূর্ত্তকাল অপরাহ্ল কাল। তৎপর ত্রিমুহূর্ত্তকাল সায়াহ্নকাল। ঐ কালে শ্রাদ্ধ করিতে নাই। ৮। অনন্তর নিত্যকৃত্য সকল বলিতেছেন। ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়-

তত্র শ্রীভগবতা চৈতন্যদেবেনোক্তং

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং ॥ ১০ ॥
অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধ্নি ধ্যাত্বা গুরোঃ পদে।
স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥ ১১ ॥

কালে শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবের উক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যাদি জগন্মঙ্গল নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্তপদ প্রক্ষালনানন্তর দন্তধাবন করিবে। তদনন্তর আচমন করিয়া রাত্রির বসন বর্জ্জন পূর্ব্বক অপর বসন পরিধান করতঃ অগ্রে যে আচমনের বিধি লেখা হইবে, তদনুসারে পুনর্ব্বার বারদ্বয় আচমন করিবে। ৯। ভগবান্ চৈতন্যদেবের উক্ত শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের গূঢ়ার্থ এই—বিপদ, বিস্ময় ও আনন্দস্থলে এক নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করায় দোষ হয় না। "বিপদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিত্রিরুক্তির্ন দূষ্যতে।" এই অভিপ্রায়ে ভক্তাবতার ভগবান চৈতন্যদেব এক "কৃষ্ণ" নাম বার বার উল্লেখ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! তোমার ভজনহীন বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিও না। তুমি জগন্নাথ; অতএব স্বনামের সার্থকতা সম্পাদন নিমিত্ত কৃপা পূর্ব্বক আমায় স্বদাসরূপে গ্রহণ কর; হে কৃষ্ণ! আমায় রক্ষা কর; এই দুরন্ত কলিকালে তুমি ব্যতীত আর কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাই না। হে কৃষ্ণ! সকল কালেই তুমিই একমাত্র ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, গতি এবং সুখ-দাতা। বিপদে, বিস্ময়ে ও আনন্দে সকল অবস্থাতেই তুমি আমার, আমি তোমার। এই জন্য বার বার তোমায় ডাকিতেছি। ১০। অনন্তর অন্তর্ব্বাহ্যশুদ্ধি কামনা পূর্ব্বক মস্তকোপরি শ্রীগুরুদেবের

অথ গুরুধ্যানং।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মাদিষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং॥ ১২॥

অথ গুরুস্তোত্রং।

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১৩॥

অথ গুরুপ্রণামঃ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৪॥

অথাত্মচিন্তনং।

অহং কৃষ্ণো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্।
ত্বমেবাহমহং ত্বঞ্চ সচ্চিন্মাত্রবপুর্ভবান্।
আবয়োরন্তরা কৃষ্ণ নশ্যত্বাজ্ঞাবলাত্তব।

পাদপদ্মযুগল ধ্যান ও তদীয় স্তব করতঃ আত্মচিন্তা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত এই শ্লোক পাঠ করিবে। ১১। শ্রীগুরুর ধ্যান। প্রাতঃ অর্থাৎ অরুণোদয়কালে "শ্রীগুরু" নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বশিরস্থিত শুক্লপদ্মোপরি দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, প্রসন্ন-বদন, শান্তমূর্ত্তি গুরুদেবকে স্মরণ করিবে, ইষ্টদেব স্বরূপ গুরুকে প্রণাম করিবে। যাঁহার বাক্যামৃত দ্বারা সংসাররূপ বিষানল নির্ব্বাপিত হইতেছে। ১২। অথ গুরুস্তোত্র। হে গুরো! হে জগন্নাথ! আমি সংসারবহ্নিতে দগ্ধ ও কাল কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে ত্রাণ কর। ১৩। অথ গুরু প্রণাম। যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত মদীয় নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি। ১৪।

অহংতীর্ণোভবং ঘোরং কৃত্যং কিঞ্চিন্নমেঽস্তি হি।
তথাপি দেহি মে নাথ হ্যাজ্ঞাং তব নিষেবনে॥ ১৫॥
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যাদাবয়োরন্তরং মহৎ॥ ১৬॥
দাসভূতো হরেরেবেত্যাদিবাক্যপ্রমাণতঃ।
নিত্যদাসস্তবাস্মি চ তৎসেবনোৎসুকঃ সদা॥ ১৭॥
ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥ ১৮॥

অথ আত্মচিন্তন। যদিও আমি সেই কৃষ্ণরূপ ব্রহ্মেরই অংশভূত জীব বলিয়া, তাঁহা হইতে অভিন্ন, শোকপরিশূন্য, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্য-মুক্ত, স্বভাবান্বিত যদিও আমার কোন কার্য্য নাই এবং সংসারে আমি বদ্ধ নহি, তথাপি হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে আপনার নিষেবনে আজ্ঞা প্রদান করুন, অর্থাৎ ভবদীয় দাস্যে আমায় নিযুক্ত করুন। ১৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে সখে! স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ-ক্রমে আমার অংশ দ্বিবিধ। স্বাংশক্রমে আমি শ্রীরামনৃসিংহাদি রূপে ক্রীড়া করিয়া থাকি। বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যদাসরূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ প্রকাশে মদীয় অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে থাকে। বিভিন্নাংশ প্রকাশে মদীয় পারমেশ্বরী অহংতত্ত্ব থাকে না। সেই জন্য জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতা উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্ব-স্বরূপ জীবের দুইটি অবস্থা। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। উভয় অবস্থায় জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য। (ভক্তিবিনোদাভাস) ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতে জানা গেল যে, কৃষ্ণের সহিত আমার মহদন্তর। আমি জীব, কখনই কৃষ্ণ হইতে পারি না। ১৬। এবং জীব মাত্রেই ভগবান্ হরির দাস ইত্যাদি, শাস্ত্রে প্রমাণ দ্বারা আমি (জীব) তাঁহার নিত্য দাস হইতেছি, তজ্জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার সেবায় উৎসুক-চিত্ত। ১৭। হে ভগবন্! যদ্দ্বারা "আপনি প্রভু ও আমি দাস"

এবঞ্চ হনুমদ্বাক্যৈস্তৎসেবনপরো জনঃ।
আত্মানঞ্চিন্তয়েদ্দাসং সোঽহং দেবো ন ভাবয়েৎ ॥ ১৯ ॥

অথ প্রাতঃস্মরণকীর্ত্তনে।

স্মৃতেঃ সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং ॥ ২০ ॥
লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তবপ্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ২১ ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ ২২ ॥

এই সম্বন্ধ দূরীভূত হয়, ভববন্ধনমোচনকারী সেই মোক্ষে আমার স্পৃহা নাই। ১৮। এই প্রকার শ্রীহনুমানের বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে, হরিসেবনপরায়ণ ব্যক্তি, আপনাকে হরির দাসরূপেই ভাবনা করিবেন, কখন আমি সেই দেব হরি, এরূপ ভাবনা করিবেন না। "সোঽহং" চিন্তার তাৎপর্য্যই "সোঽহং দাসস্তদীয়ঃ" অর্থাৎ সেই আমি তোমার দাস। যে সকল অর্চ্চনপদ্ধতিকার "সোঽহং" চিন্তার অর্থ "আমি সেই উপাস্যদেব" স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী। ১৯। অথ প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে নিখিল কল্যাণভাজন হওয়া যায়, সেই অজ অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মহীন, নিত্যস্বরূপ শ্রীহরির আমি শরণাগত হই। ২০। হে ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়! হে আদিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! আমি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, আপনার আজ্ঞায় আপনার প্রিয় নিমিত্ত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। ২১। হে হৃষীকেশ! ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও আমি জানি বটে, তথাপি তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। আপনি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক আমাকে যে ভাবে প্রবৃত্ত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়রসতৃষ্ণাং।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ২৩ ॥
স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্ব্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ॥ ২৪ ॥
বিদগ্ধগোপালবিলাসিনীনাং সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রং।
পবিত্রমাম্নায়গিরামগম্যং ব্রহ্মপ্রপদ্যে নবনীতচৌরং ॥ ২৫ ॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥ ২৬ ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ২৭ ॥

আমার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। ২২। হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় দূর করুন, চঞ্চল মনের দমন করুন, অনিত্য বিষয়রসের বাসনা উপশম করুন, সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া বিস্তার করুন, এবং সংসারসাগর হইতে উত্তরণ করুন। ২৩। হে হরে! স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্যনিচয় এবং চেষ্টিত আপনি যে বিষ্ণু আপনাতে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবসিত হউক। ২৪। যিনি পরম পবিত্র, বেদবাক্যের অগোচর, পরব্রহ্ম অথচ রসিক, গোপাঙ্গনাবৃন্দের নখক্ষতাদি চিহ্ন দ্বারা যাঁহার নীলকমলসদৃশ সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত, সেই নবনীতচৌর বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হই। ২৫। ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাগণ উচ্চৈঃস্বরে অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি গান করাতে, তাহার ধ্বনি দধি-মন্থন ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। অহো! সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে সর্ব্বদিকের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। ২৬। যিনি সমস্ত জীবে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন অথবা যিনি

তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্ব্যবহারতঃ।
কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ॥ ২৮॥
ইত্থং বিদধ্যাদ্ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণাদিকং।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তর্বিশোধনং॥ ২৯॥
অথাদৌ শ্রীগুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্ব্বস্বকৃত্যান্যর্পয়েন্নমেৎ॥ ৩০॥

অথ প্রাতঃপ্রণামঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥ ৩১॥

অথ বিজ্ঞাপনং।

যদুৎসবাদিকং কর্ম্ম তত্ত্বয়া প্রেরিতো হরে।
করিষ্যামি ত্বয়া জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনংমম॥ ৩২॥

শ্রীরাধা প্রভৃতি স্বসখীবৃন্দের সহিত বৃন্দাবনে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি শ্রীদেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথাটি যাঁহার সম্বন্ধে অপবাদমাত্র; আর যিনি স্থাবরজঙ্গমের দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবর পরিষৎরূপ হস্ত দ্বারা পৃথিবীর অধর্ম্ম হনন পূর্ব্বক সহাস্যবদন দ্বারা ব্রজপুর বনিতাগণের অনঙ্গবর্দ্ধন করণানন্তর সর্ব্বকাল জয়যুক্ত হউন। ২৭। আমি প্রাতঃস্মরণ-কীর্ত্তন সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, কোন কোন স্থলে ব্যবহারানুসারে লিখিত হইল জানিতে হইবে। ফলতঃ নিজাভীষ্টানুসারে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি চিন্তা করিবে অর্থাৎ যাঁহার যে রূপে প্রীতি, তিনি সেই-রূপে চিন্তা করিবেন। ২৮। ভগবানের নামকীর্ত্তন ও নামস্মরণাদি এই প্রকারে কৃত হইলে তাহা সর্ব্বতীর্থাবগাহনের ফল প্রদান ও বাহ্যান্তর বিশুদ্ধ করেন। ২৯। তদনন্তর সর্ব্বাদৌ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে কিঞ্চিন্নিবেদন করিয়া, আপনার সমুদায় কর্ম্ম অর্পণ ও প্রণাম করিবে। ৩০। অথ প্রাতঃপ্রণাম। সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, আরাধনীয়, বরদাতা, মঙ্গলময়, নারায়ণকে

প্রাতঃপ্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া।
যদযৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া ॥ ৩৩ ॥
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তমানং ত্বদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরেঽন্তরাত্মন্।
স্পর্দ্ধাতিরস্কারকলিপ্রমাদভয়ানি মা মাভিভবন্তু ভূমন্ ॥ ৩৪ ॥

অথ প্রণামবাক্যানি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥
অসুরবিবুধসিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তং
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি ॥ ৩৬ ॥

নমস্কার পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম করিবে। ৩১। অথ বিজ্ঞাপন। হে হরে! যাহা কিছু উৎসবাদি কর্ম্ম আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি আচরণ করিব, তাহা আপনি জানিবেন; এই আমার বিজ্ঞাপন। ৩২। হে বিষ্ণো! হে ঈশান! আপনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। আমি আপনার কৃপায় প্রাতঃকালে জাগরিত হইলাম। আপনি যাহা যাহা করান, ভবদীয় আজ্ঞায় আমি তাহাই করি। ৩৩। হে নৃহরে! হে অন্তরাত্মন্! হে ভূমন্! আমি যখন আপনার আজ্ঞায় সংসারানুষ্ঠান করিব, তখন যেন স্পর্দ্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ এবং ভয় এই সকল মদীয় হৃদয়কে আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। ৩৪। অথ প্রণামবাক্য সকল। ব্রহ্মণ্যদেব, গো ব্রাহ্মণহিতকারি, জগন্মঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে বার বার নমস্কার করি। ৩৫। অসুর, দেবতা ও সিদ্ধ সকল যাঁহার অন্ত জানিতে সমর্থ হন না। মুনিগণ যাঁহাকে অন্তঃকরণে চিন্তা করেন। যিনি পরম নির্ম্মল। যিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জীবের কর্ম্মাকর্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞাত আছেন, এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপ, সেই অজ, সত্য,

যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তং ॥৩৭॥

অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনং।

ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্ঘোষপূর্ব্বকং।
প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদং ॥ ৩৮ ॥

অথ স্তোত্রাণি।

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং-
স্ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ৩৯ ॥
সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্-

ঈশ্বরও বাসুদেবকে আমি প্রণাম করি। ৩৬। যাজ্ঞিক সকল যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে বাসুদেব ও বেদান্তবিদেরা যাঁহাকে বিষ্ণু বলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। ৩৭। অথ শ্রীভগবৎ প্রবোধন অর্থাৎ ভগবানের জাগরণকরণ। তাহার পর দেবালয়ে গমনানন্তর ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যপূর্ব্বক দেবস্তুতি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া নীরাজন করতঃ এই প্রার্থনা করিবে। ৩৮। অথ স্তোত্রসকল বলিতেছেন। হে অজিত! আপনার জয় হউক, হে অখিলশক্তি অববোধক! অর্থাৎ আপনি সমস্ত শক্তির অন্তর্য্যামী, এঁকারণ স্থাবর-জঙ্গমশরীরধারী প্রাণীগণের সম্বন্ধে আপনি স্বীয় স্বরূপ অবতারণার্থ গৃহীত সত্ব, রজ, তমোগুণান্বিতা অবিদ্যাকে নষ্ট করুন্। যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সর্ব্বৈশর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি-কালে আপনি অখণ্ড একরস হইয়াও যখন মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদসকল সেই কালে আপনাকে প্রতিপন্ন করেন। ৩৯। সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় দয়াবান, তিনি প্রসিদ্ধ

উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৪০ ॥
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পারয়াচ্যুত ॥ ৪১ ॥
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ৪২ ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্প্তু ॥ ৪৩ ॥
যুবতীনাং যথা যূনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ৪৪ ॥
দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রাণীষ্টানি কীর্ত্তয়ন্।
কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্জ্যং নির্ম্মাল্যমপসারয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রেমসহ হাস্য দ্বারা স্বনয়নাম্বুজ বিকসিত করিয়া, এই বিশ্বের উদ্ভব ও আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার জন্য নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে মদীয় বিষাদ দূরীভূত করুন্। ৪০। হে দেব, হে প্রপন্নজনভয়ভঞ্জন! হে কেশব! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। হে অচ্যুত! পুনরায় অবলোকন দান দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন্। ৪১। হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি সহস্রযোনির মধ্যে যে যে যোনিতে কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করিনা কেন, সেই সেই জন্মে যেন আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে। ৪২। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসকলের প্রীতি কেবলমাত্র বিষয়েই সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু আপনাকে স্মরণপূর্ব্বক মদীয় অন্তঃকরণে যে প্রীতির উদয় হইল, ইহা যেন আমার হৃদয় হইতে কখন অপসারিত না হয়। ৪৩। হে কৃষ্ণ! যুবতীবৃন্দের যুবাপুরুষে এবং যুবকগণের যুবতীতে হৃদয় যেরূপ প্রেমার্দ্র হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ হয়, সেইরূপ আমার হৃদয় তোমাতে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করুক। ৪৪। এইরূপ

অথ নির্ম্মাল্যোত্তারণং।

তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকা চ রজঃস্বলা।
দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতং ॥ ৪৬ ॥
দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমূহনং।
স্নাপনং সর্ব্বদেবানাং গোপ্রদানসমং স্মৃতং ॥ ৪৭ ॥
যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং নির্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি।
ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতা চ নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্ ॥৪৮॥
অরুণোদয়বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজে দিতিবচনা-
দনুদিনমরুণোদয়কালে দেবানাং নির্ম্মাল্যাপসারণং বিহিত-
তিদিক্ ॥ ৪৯ ॥

স্তব পাঠ পূর্ব্বক, তদনন্তর দেবমন্দিরে প্রবেশ করতঃ আপনার মনোমত মনোহর স্তোত্র অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে তুলসী ব্যতিরিক্ত অপর নির্ম্মাল্য সমুদায় অপসারণ করিবে। ৪৫। অথ নির্ম্মাল্য অপসারণ। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃ অর্থাৎ অরুণোদয়কালে শ্রীদেবের নির্ম্মাল্য অর্থাৎ দেবনিবেদিত পুষ্পাদি অপসারণ করিবেন। তৃষ্ণান্বিত পশু যদি বন্ধনগ্রস্ত থাকে, অবিবাহিতা কান্তা যদি রজঃস্বলা হয়, এবং দেবতা যদি নির্ম্মাল্যযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁরা পূর্ব্ব উপার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয় বিনষ্ট করিয়া থাকে। ৪৬। দেবতার নির্ম্মাল্য অপসারণ, সম্মার্জ্জনী দ্বারা দেবগৃহের সম্মার্জ্জন ও দেবতাসকলকে স্নান করান, গোদানের সমান ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৭। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথোক্ত নিত্যকর্ম্ম সমাপনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য উত্তারণ করেন, তাঁহার দুঃখ দরিদ্রতা ও পীড়া উৎপন্ন হয় না। ৪৮। অরুণোদয় কালেই নির্ম্মাল্য শল্য (শেল) হইয়া থাকে, এই বচনহেতু প্রতি দিন অরুণোদয় কালেই দেবতাসকলের নির্ম্মাল্য অপসারণ করাই বিহিত কার্য্য দেখা যাইতেছে। ৪৯। অথ শ্রীমূর্ত্তির

অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনং।

শ্রীহস্তাঙ্ঘ্রিমুখাম্ভোজক্ষালনায় চ তদ্গৃহে।
গণ্ডূষাণি জলৈর্দত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥ ৫০ ॥
জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাদুকে শুদ্ধমৃত্তিকাং।
সলিলঞ্চ পুনর্দদ্যাদ্বাসোঽপি মুখমার্জ্জনং।
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েদ্ভগবৎপ্রিয়াং ॥ ৫১ ॥

এবঞ্চ কর-চরণ-বদনক্ষালনপুরঃসরং পতদ্গ্রহে গণ্ডূষাণি দত্ত্বা শ্রীতুলসীং সমর্প্য মঙ্গলনীরাজনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫২ ॥

অথ প্রিয়শ্লোকাঃ।

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥৫৩॥
তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজূ রজ্জুর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডলত্বিষৎকপোলারুণকুম্কুমাননাঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমুখ প্রক্ষালন। শ্রীমূর্ত্তির শ্রীহস্ত, শ্রীচরণ, শ্রীমুখপদ্ম প্রক্ষালনের নিমিত্ত সেই গৃহের ভিতর জল দ্বারা গণ্ডূষ প্রদান পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ অর্পণ করিবে। ৫০। জিহ্বোল্লেখনিকা (জীবছোলা), কাষ্ঠপাদুকা-দ্বয় ও পবিত্র মৃত্তিকা প্রদান করতঃ পুনর্ব্বার জল এবং শ্রীমুখমার্জ্জন ও বস্ত্রার্পণ করিবে। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পবিত্রা শ্রীতুলসী প্রদান করিবে। ৫১। এই প্রকারে শ্রীমূর্ত্তির করচরণবদনক্ষালন পুরঃসর পতদ্গ্রহে অর্থাৎ আচমনীয় পাত্রে (পিকদানীতে বা ডাবরে) জলগণ্ডূষ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীতুলসী সমর্পণ করণানন্তর শ্রীদেবের মঙ্গলনীরাজন (মঙ্গল আরাত্রিক) করিবে। ৫২। অথ প্রিয়শ্লোক সকল বলিতেছেন। শ্রীনন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধবের এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি কথোপকথনে সেই নিশা যাপিতা হইল। রজনীশেষে গোপীসকল শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন এবং দেহল্যাদি অর্থাৎ চৌকাঠের অধঃ বা উপরিফলকাদি মার্জ্জন করিয়া দধিমন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৩। মন্থনরজ্জু বিকর্ষণ

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥৫৫॥
ক্ষৌমংবাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ ॥ ৫৬ ॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৫৭ ॥

করিতে করিতে তাঁহাদের করকঙ্কণস্থ মণিসকল প্রদীপের আলোকে উদ্দীপ্ত হওয়াতে অত্যধিক শোভা হইতে লাগিল। আর সেই সময় ঐ সকল গোপাঙ্গনার নিতম্বদেশ ও উচ্চপয়োধরস্থিত হার চলিত হইল অর্থাৎ দোদুল্যমান হইতে লাগিল ও কপোলদেশ কর্ণকুণ্ডলে উল্লাসিত এবং বদন অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে রঞ্জিত হওয়াতে অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইতে লাগিল। ৫৪। সেই সকল ব্রজরমণী উচ্চৈঃস্বরে অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি গান করাতে, তাহার ধ্বনি দধিমন্থনধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। ওহো! সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে দিক্‌সমূহের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। ৫৫। শ্রীমতীযশোদার বিশাল কটিতটে ক্ষৌম অর্থাৎ পট্টবসন কাঞ্চী দ্বারা নিবদ্ধ ছিল, পুত্রস্নেহে স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ পতিত হইতেছিল। বারংবার মন্থনদণ্ডের রজ্জুর আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত হওয়াতে তাহা হইতে কঙ্কণ চলিত ও কর্ণের কুণ্ডলযুগল কম্পিত এবং কবরী হইতে পুষ্পমাল্য স্খলিত হইতেছিল। অপর শ্রমনিমিত্ত তাঁহার বদন ঘর্ম্মবিন্দুতে অঙ্কিত হইয়াছিল। ৫৬। ব্রজাঙ্গনা-গণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নটবর শরীর ধারণ পূর্ব্বক স্বপদাঙ্কিত

পঠিত্বেমান্ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিঃ স্বনৈঃ।
প্রভোর্নীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতং ॥ ৫৮ ॥

অথ মঙ্গলনীরাজনম্।

মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা তৎকালোচিতসঙ্গীতপুরঃসরঞ্চ শ্রীভগবতো মঙ্গলনীরাজনং কুর্য্যাৎ। এতচ্চ নীরাজনং সুবাসিনীভিঃ পতিচিরায়ুষ্ট্বদ্বারা পুত্রাদিলাভায়। কন্যাদিভিঃ সদ্বরলাভায়। পুরুষৈশ্চ স্বোদ্যমফললাভায়। সর্ব্বৈরপি সমস্তদারিদ্র্যদৈন্য-দুরিতোপশান্তয়ে চ নরৈরত্যাদরেণোত্থায় শুচিশরীরৈঃ কর্ত্তব্যং ॥ ৫৯ ॥ ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থায় যথাবিধিকৃতমলোৎসর্গঃ শৌচাঙ্ঘ্রিকরবদনপ্রক্ষালনদন্তধাবনগণ্ডূষাচমনানি বিধায় দেবা-

মনোহর বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তদীয় শিরোদেশে ময়ূরপুচ্ছময় মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধান কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন ও গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা। তিনি স্বয়ং অধরসুধা দ্বারা বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে গোপবালকেরা তদীয় কীর্ত্তিসকল গান করিতেছে। ৫৭। এই সকল প্রিয়শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক তুমুল বাদ্যধ্বনি সহকারে জগতের হিতসাধক প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল আরাত্রিক করিবেন। ৫৮। অথ মঙ্গল আরাত্রিক। মূলমন্ত্র জপ করিয়া মহাবাদ্য ও তৎকালোচিত সঙ্গীতপুরঃসর শ্রীভগবানের মঙ্গল আরাত্রিক করিবে। এই মঙ্গল আরাত্রিক সুবাসিনী স্ত্রীসকলের পতির চিরায়ুষ্ট্ব দ্বারা পুত্রাদি লাভের, কন্যাগণের সদ্বরলাভের, পুরুষদিগের স্বীয় উদ্যমফললাভের কারণস্বরূপ ও সকল মনুষ্যের দারিদ্র্য, দৈন্য এবং দুরিত উপশমের কারণ; অতএব অত্যন্তাদরের সহিত ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শুচিশরীরে এই মঙ্গল আরাত্রিক করা বা দর্শন করা কর্ত্তব্য। ৫৯। ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি মলত্যাগ করণানন্তর শৌচাচরণ, বদন প্রক্ষালন, দন্তধাবন, গণ্ডূষাচমন বিধান পুরঃসর দেবমন্দিরে উপবেশন করিয়া

গারে উপবিশ্য ঘণ্টাদি ঘোষপূর্ব্বং বেদস্তুত্যা দেবং প্রবোধ্য নীরাজনং কুর্য্যাদিতি কেচিদ্ভক্তা বদন্তি ॥ ৬০ ॥

অথ প্রাতঃস্নানার্থোদ্যমঃ।

ততোঽরুণোদয়স্যান্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ।
কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরং ॥ ৬১ ॥
উদয়াৎপ্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাত্তদ্ধি পুণ্যতমং স্মৃতং ॥ ৬২ ॥
ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
স্বস্তিকাদ্যাসনং বদ্ধা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজং।
ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ।
বাসুদেবানিরুদ্ধাথ প্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত।
শ্রীকৃষ্ণানন্তগোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোঽস্তু তে ॥ ৬৩ ॥
গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নানসাধনং।

ঘণ্টাদিবাদন পূর্ব্বক বেদস্তুতি দ্বারা শ্রীদেবকে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) ও আরাত্রিক করিবে, এই কথা কোন কোন ভক্ত বলেন। ৬০। অথ প্রাতঃস্নানের উদ্যোগ। তদনন্তর অরুণোদয় কাল অতীত হইলে, স্নান করিবার জন্য বাহিরে গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে পবিত্র জলাশয়সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। ৬১। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ডকাল অরুণোদয়কাল, সেই সময় স্নান করাই প্রশস্ত, তাহাই পুণ্যতম বলিয়া অভিহিত। ৬২। ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে উত্থান পূর্ব্বক শুচি ও সমাহিত হইয়া স্বস্তিকাসনে (জানু এবং উরুর মধ্যে উভয় পদতল রক্ষা পূর্ব্বক সরলভাবে বসার নাম স্বস্তিকাসন) উপবেশন করত শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম ধ্যান করিবে। তদনন্তর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এই সকল নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে, যথা—শ্রীবাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, অধোক্ষজ, অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ, অনন্ত, গোবিন্দ, ও সঙ্কর্ষণ তোমাকে প্রণাম করি। ৬৩। এই

বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচং বিধায় চ।
আচম্য খানি সম্মার্জ্জ্য স্নানং কুর্য্যাদযথোদিতং ॥ ৬৪ ॥

অথ বিন্মূত্রোৎসর্গঃ।

বেগরোধো ন কর্ত্তব্যস্ত্বন্যত্র ক্রোধবেগতঃ ॥ ৬৫ ॥
ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাত্যধিকং গৃহাৎ ॥ ৬৬ ॥
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥ ৬৭ ॥
আত্মচ্ছায়াং তরোশ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন।
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ।

প্রকার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তীর্থাদিতে গমন পূর্ব্বক সেই স্থানে স্নানোপযুক্ত সামগ্রী (বস্ত্র প্রভৃতি) রক্ষা করত বিধিপূর্ব্বক মলত্যাগাদি কার্য্য, শৌচ, আচমন ও ইন্দ্রিয়ছিদ্র সকল ধৌত করিয়া বর্ণাশ্রমাদির অনুরূপ স্নান করিবে। ৬৪। অথ মলমূত্র পরিত্যাগ বিধি। ক্রোধবেগ ব্যতীত অপর কোন বেগ অবরোধ করিবে না অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগ কোন ক্রমেই ধারণ করিবে না। ৬৫। তদনন্তর কল্যে অর্থাৎ ঊষাকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গ্রামের নৈঋত-কোণে গৃহ হইতে বাণক্ষেপের দূরতা অতিক্রম করত অধিক দূরে গিয়া মলত্যাগ করিবে। ৬৬। তাহার অভাব হইলে গ্রামের যে দিকেই হউক গৃহ হইতে দূরে গমন পূর্ব্বক মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে। পাদধৌত জল ও উচ্ছিষ্ট গৃহপ্রাঙ্গণে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না। ৬৭। নিজের এবং তরুর ছায়াতে গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু আর ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কখন মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন না। কর্ষণ করা ক্ষেত্রে, শস্যমধ্যে, গোচারণ স্থানে, জন-

নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনং।
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব।
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥ ৬৮॥
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অন্তর্দ্ধাপ্য মহীং কাষ্ঠৈঃ পত্রৈর্লোষ্ট্রৈস্তৃণেন বা।
প্রাবৃত্য তু শিরঃ কুর্য্যাদ্বিম্মূত্রস্য বিসর্জ্জনং॥ ৬৯॥
কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতং।
বিম্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাদযদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ॥ ৭০॥
নৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাং।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন॥ ৭১॥
ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈঋতীং দিশমাশ্রয়েৎ।
গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণং।

সমাজে, পথমধ্যে, নদীপ্রভৃতি তীর্থসকলে, জলমধ্যে, জলের তীরে ও শ্মশানে মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে না। আপদকাল উপস্থিত ব্যতীত বিজ্ঞব্যক্তি দিবাভাগে উত্তর মুখ হইয়া ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া তৃণদ্বারা ভূমিআচ্ছাদন এবং বস্ত্রে শির আবৃত করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, তথায় অধিক সময় থাকিবে না আর কোন কথাও কহিবে না। ৬৮। দক্ষিণকর্ণে ব্রহ্মসূত্র অর্পণানন্তর উত্তরমুখ হইয়া কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র, তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করত আবৃত মস্তক হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। ৬৯। দ্বিজগণ পৃষ্ঠ হইতে কণ্ঠদেশের অধঃপর্য্যন্ত হারের ন্যায় যজ্ঞসূত্র রক্ষাপূর্ব্বক অথবা দক্ষিণকর্ণে ধারণপূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। ৭০। স্ত্রী, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেব, দেবালয় ও জল এই সকলের সম্মুখীন হইয়া মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে

কর্ণোপবীত্যুদঙ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিন্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ॥ ৭২॥
যথাসুখমুখো রাত্রৌ দিবাচ্ছায়ান্ধকারয়োঃ।
ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জ্জনং॥ ৭৩॥
উদস্তবাসা উত্তিষ্ঠেদ্দৃঢ়ং বিধৃতমেহনঃ।
বামেন পাণিনা শিশ্নং ধৃত্বোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্॥ ৭৪॥
আহারন্তু রহঃ কুর্য্যান্নির্হারঞ্চৈব সর্ব্বদা।
গুপ্তাভ্যাং লক্ষ্ম্যুপেতঃ স্যাৎ প্রকাশে হীয়তে তয়া।
আহারনির্হারবিহারযোগাঃ সুসম্ভৃতা ধর্ম্মবিদা তু কার্য্যাঃ।
বাগ্‌বুদ্ধিগুপ্তিশ্চ তপস্তথৈব ধনায়ুষী গুপ্ততমে তু কার্য্যে॥৭৫॥
ন চ সোপানৎকো মূত্র পুরীষে কুর্য্যাদিতি॥ ৭৬॥
করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মূত্রপুরীষকে।
মূত্রতুল্যন্তু পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥ ৭৭॥

না। ৭১। অনন্তর মলত্যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন নিমিত্ত গ্রামের নৈঋত দিকে যাইবে। গ্রাম হইতে একশতধনু অর্থাৎ চারিশত হস্ত আর নগর হইতে তাহার চতুর্গুণ গমন করিবে। দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত রক্ষাপূর্ব্বক দিবসে ও উভয়সন্ধ্যায় উত্তরাস্য হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণাস্য হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবে। ৭২। প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে দিবাতে ও রাত্রিতে যে দিকে সুখবোধ হইবে, সেই দিকে মুখ করিয়া এবং ছায়াতে ও অন্ধকারেও মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে। ৭৩। মলত্যাগ শেষ হইলে কটিদেশ হইতে উৎক্ষিপ্ত বসন এবং শিশ্ন যত্নপূর্ব্বক বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া উত্থিত হইবে। ৭৪। আহার, মলমূত্রত্যাগ, স্ত্রীসম্ভোগ, সমাধি, অশুভালাপ, ধন, পরমায়ু এই সকল গোপন করিলে মনুষ্য শ্রীযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকাশ করিলে শ্রীবিহীন হইতে হয়। তাৎপর্য্য এই যে, 'আহার বিহারাদি গোপনে করিবে। ৭৫। পাদুকা

অথ শৌচবিধিঃ।

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জ্জলান্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাং॥ ৭৮॥
অন্তঃ প্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে॥ ৭৯॥
গুহে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ।
দশবামকরে চাপি সপ্তপাণিদ্বয়ে মৃদঃ।
একৈকাং পাদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদঃ স্মৃতাঃ॥৮০॥
ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্গন্ধলেপক্ষয়াবধি।
ক্রমাৎদ্বিগুণমেতত্তু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু।
দিবাবিহিতশৌচ্যাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ।
রুজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে।
তদর্দ্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েৎ।
আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮১॥

পরিধান করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ৭৬। জলপাত্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক মলমূত্র বিসর্জ্জন করিলে, সেই পাত্রস্থ জল মূত্রতুল্য হইয়া থাকে। সেই জল পান করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৭৭। অথ শৌচবিধি। বল্মীক (উই) ও মূষিক (ইন্দুর) কর্ত্তৃক উত্তোলিত, অভ্যন্তরে জল বিশিষ্ট (পঙ্কাদি) শৌচের অবশিষ্ট এবং গৃহের ভিত্তি (ভিত) স্থিত মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে অগ্রহণীয়। ৭৮। অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র কীটগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত, লাঙ্গল দ্বারা উত্থাপিত এই প্রকার মৃত্তিকা শৌচকর্ম্মে গ্রহণ করিবে না। ৭৯। লিঙ্গে একবার, গুহে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুইহস্তে সাতবার ও দুই পদে এক একবার, পুনর্ব্বার দুইকরে তিনবার, জলযুক্ত মৃত্তিকা প্রদানানন্তর শৌচ-কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। ৮০। গৃহস্থব্যক্তি, যতক্ষণ হস্তাদির গন্ধলেপ দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার শৌচকর্ম্ম করিবেন।

ন যাবদুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং তেষাং বিধীয়তে॥ ৮২॥
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলা ক্রিয়া॥ ৮৩॥
শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং॥ ৮৪॥
গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধ্যতি॥ ৮৫॥
ধাবন্তঞ্চ প্রমত্তঞ্চ মূত্রোচ্চারকৃতন্তথা।
ভুঞ্জানমাচমনার্হঞ্চ নাস্তিকং নাভিবাদয়েৎ॥ ৮৬॥

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে এই প্রকার শৌচ ক্রমশঃ দ্বিগুণ অর্থাৎ গৃহীব্যক্তির যে প্রকার শৌচ ব্যবস্থা, ব্রহ্মচারীর তদপেক্ষা দ্বিগুণ ও বানপ্রস্থের তিনগুণ এবং ভিক্ষুকের চতুর্গুণ শৌচকর্ম্ম জানিতে হইবে। দিবাভাগে শৌচের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, রাত্রিতে তাহার অর্দ্ধ ব্যবস্থা। পীড়িতাবস্থাতেও অর্দ্ধ। চৌরাদি দ্বারা আক্রান্ত পথে তাহার অর্দ্ধ। স্ত্রীসকলের তদর্দ্ধ। শরীর সুস্থ থাকিতে শৌচের ন্যূনতা করিবে না। একবার শৌচকর্ম্মে আর্দ্র আমলকীফল পরিমিত মৃত্তিকা গ্রহণীয়। ৮১। যতদিন যজ্ঞোপবীত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দ্বিজকুমার শূদ্রতুল্য, এই হেতু দ্বিজবালক ও স্ত্রীজাতির গন্ধলেপক্ষয়-কর শৌচ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ৮২। শৌচাচার বিহীনব্যক্তির সমস্ত কর্ম্মই বিফল হইয়া থাকে। ৮৩। বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে শৌচ দুই প্রকার। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যশৌচ হইয়া থাকে। ভাবশুদ্ধি দ্বারা আন্তর শৌচ হয়। ৮৪। বহু গঙ্গাজল এবং পর্ব্বত সমান মৃত্তিকা দ্বারা মরণকালাবধি স্নাতক হইলেও ভাব দুষ্ট (বিশ্বাসাদি পরিশূন্য) ব্যক্তি কোনক্রমেই শুদ্ধ হইতে পারে না। ৮৫। গমন-কারীকে, প্রমত্তকে, মলমূত্র পরিত্যাগকারীকে, ভোজনকারীকে, আচমনকারীকে ও নাস্তিক ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না। ৮৬।

জন্মপ্রভৃতিযৎকিঞ্চিচ্চেতসা ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি চৈকহস্তাভিবাদনাৎ ॥ ৮৭ ॥
যস্মিন্‌স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্বিশোধয়েৎ।
ন শুদ্ধিস্তদ্ভবেত্তস্য মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

গোময়েন মৃদা বা কমণ্ডলুং প্রমৃজ্য পূর্ব্ববদুপস্পৃশ্য আদিত্যং সোমমগ্নিং বালোক্য ইমং মন্ত্রং পঠেৎ।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।
যদ্যপ্যুপহতঃ পাপৈর্মনসাত্যন্তদুস্তরৈঃ।
তথাপি সংস্মরন্ বিষ্ণুং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ আচমনবিধিঃ।

অচ্ছেনাগন্ধফেণেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৯০ ॥

জন্মাবধি চিত্ত প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু ধর্ম্ম আচরিত হইয়াছে, এক-হস্ত ভূমিতে রক্ষা পূর্ব্বক দেবতা প্রভৃতিকে প্রণাম করিলে সেই ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। ৮৭। যে স্থানে শৌচকার্য্য করা হইবে, জলদ্বারা সেইস্থান পরিষ্কার করিবে। যে ব্যক্তি স্থানশুদ্ধি না করে, সে ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ৮৮। শৌচকর্ম্ম সমাধানানন্তর গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা কমণ্ডলু ঘটি বা গাড়ু মার্জ্জন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আচমন অর্থাৎ গণ্ডূষজল যথামত গ্রহণানন্তর সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নিকে অবলোকন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। জীব অপবিত্রই হউন বা পবিত্রই হউন, যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকুন, যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তিনি বাহ্যে ও অভ্যন্তরে পবিত্র হয়েন। জীব যদি অত্যন্ত দুস্তর নানাবিধ পাপেও দূষিত হয়, তাহা হইলে মনোমধ্যে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেই বাহ্যাভ্যন্তর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ৮৯। অথ আচমন বিধি। স্বচ্ছ অথচ গন্ধ, ফেণ,

কৃত্বাদৌ পাদশৌচং বিমলমথজলং ত্রিঃ পিবেদ্বন্মৃজেদ্দি-
র্দ্দেশিন্যঙ্গুষ্ঠযুগ্মাৎ সজলমভিমৃজেন্নাসিকারন্ধ্রযুগ্মং।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং নয়নযুগশ্রুতং কর্ণযুগ্মংকনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নাভিদেশং হৃদয়মথতলেনাঙ্গুলীভিঃ শিরোঽংশং ॥ ৯১ ॥

প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি।
উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ।
অনুষ্ণাভিরফেণাভিরদ্ভিহৃদ্গাভিরত্বরঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ।
কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুদ্ধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রীশূদ্রাবাপসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুদ্ধ্যতঃ ॥ ৯২ ॥

বুদ্বুদ (বিম্ব) রহিত জল দ্বারা আচমন করিবে। পুনর্ব্বার সাবধান হইয়া পদে মৃত্তিকা প্রদান করিবে। ৯০। প্রথমতঃ পাদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক বারত্রয় বিমলজল পান করিবে; অর্থাৎ গণ্ডূষত্রয় জল মুখের ভিতর দিয়া পুনর্ব্বার ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাব দ্বারা নাসিকারন্ধ্রের অধস্তনভাগে দুইবার উন্মার্জ্জন করিয়া জলস্পর্শ করত অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি) তর্জ্জনীকে (অঙ্গুষ্ঠনিকটস্থ অঙ্গুলি) সম্মিলিত পূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকারন্ধ্রদ্বয় মার্জ্জন করিবে এবং মিলিত অঙ্গুলি ও অনামিকা (কনিষ্ঠার নিকটস্থ অঙ্গুলি) দ্বারা নেত্র এবং কর্ণদ্বয়ে দুই দুইবার মার্জ্জন করিবে। তারপর কনিষ্ঠা (ছোট অর্থাৎ কোড়ে) ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিতে, করতল দ্বারা হৃদয়ে, একত্রিত অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা ভুজদ্বয় মূলের ঊর্দ্ধ-ভাগে ও মস্তকে এক একবার মার্জ্জন করত আচমন সম্পূর্ণ করিবে। ৯১। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ভস্ম বিরহিত পবিত্র ভূমিতে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক শীতল, ফেণবর্জ্জিত, দুর্গন্ধবিহীন, সুমিষ্টজল দ্বারা আচমন-করা বিধেয়। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ অর্থাৎ হৃদম্বুজের মূল পর্য্যন্ত গমনশীল

পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।
যদ্যাচামেৎ স্রাবয়িত্বা ভূমৌ বৌধায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৯৩ ॥
পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ ॥ ৯৪ ॥
ভুক্ত্বা পাত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্টা বাসো বিপরিধায় চ।
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽনৃতভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাশশ্বাসাগমে তথা।
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ৯৫ ॥
শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ৯৬ ॥

দৃষ্টিপূত জল দ্বারা আচমন করিবেন। ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত জলদ্বারা, বৈশ্য তালুগামিজল দ্বারা আচমন করিবে এবং স্ত্রী আর শূদ্র ওষ্ঠে জল সংস্পর্শন মাত্রেই পবিত্র হইবে। ৯২। ব্রাহ্মণ চরণ প্রক্ষালনাবশেষ জল দ্বারা আচমন করিবেন না। যদি আচমন করেন, তাহা হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক আচমন করিবেন, এই কথা বৌধায়ন ঋষি বলিয়াছেন। ৯৩। অঙ্গুলি সঙ্কোচ অর্থাৎ দক্ষিণকর তরণী আকৃতি করিয়া তদ্দ্বারা আচমন করিবে। জল যদি নখস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির সংযোগ বিশ্লেষ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯৪। ভোজন ও পান করিয়া, নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, স্নান করিয়া, পথভ্রমণকালে, বিপরীত-ক্রমে ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া, শুক্র, মূত্র ও মল পরিত্যাগ করিয়া, মিথ্যাবাক্য কহিয়া, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থু থু ফেলাইয়া, অধ্যয়নের আরম্ভ কাশ ও শ্বাসের সমাগমে, চত্বর অর্থাৎ অঙ্গনে বা শ্মশান ভ্রমণ করিয়া এবং উভয় সন্ধ্যায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ আচমন

ন চৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ।
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা॥ ৯৭॥
ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে সুপ্তে পরিধানেঽশ্রুপাতনে।
কর্ম্মস্থ এষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বায়ুরগ্নিশ্চ ধর্ম্মরাট্।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ।
কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনং।
কুর্ব্বীতালভনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য চ॥ ৯৮॥
যঃ কর্ম্ম কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ।
ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥ ৯৯॥

করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার আচমন করিবেন। ৯৫। মস্তকাবরণ বা কণ্ঠাবরণ পূর্ব্বক কিম্বা কচ্ছ (কাছা) ও শিখামুক্ত করত অথবা পাদদ্বয়ে মৃত্তিকাশৌচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি অবস্থায় থাকিতে হয়। ৯৬। বর্ষধারার জলে, উচ্ছিষ্টহস্তে, এক-হস্তার্পিত জলে কিম্বা যজ্ঞসূত্রবিহীন হইয়া আচমন করিবে না। পাদুকার উপর উপবেশন পূর্ব্বক, কি জানুকে বহির্ভাগে রাখিয়া, আচমন করিবে না। ৯৭। কর্ম্মস্থ ব্যক্তি ক্ষুতে, নিষ্ঠীবিতে, সুপ্তে, বস্ত্রান্তর পরিধানে, অশ্রুপাতে, আচমন না করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বায়ু, অগ্নি, ধর্ম্মরাজ, এই সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে নিত্য অবস্থান করেন। প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গাদিসরিৎ সকল, ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে অবস্থান করেন। আচমন, গোপৃষ্ঠ স্পর্শন, সূর্য্যদর্শন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শন যথাসম্ভব করিবে। ৯৮। যে নাস্তিক ব্যক্তি মোহবশতঃ আচমন না করিয়া কোন কর্ম্ম

অথ দন্তধাবনবিধিঃ।

দন্তোল্লেখো বিতস্ত্যা ভবতি পরিমিতাদায়ুরিত্যাদিমন্ত্রাৎ
প্রাতঃ ক্ষীর্য্যাদিকাষ্ঠৈর্ব্বটখদিরপলাশৈস্তথাম্রার্ক বিল্বৈঃ।
ভুক্ত্বা গণ্ডূষষট্কং দ্বিরপিকুশমৃতে দেশিনীমঙ্গুলীভি-
র্নন্দাভূতাষ্টপর্ব্বণ্যপি ন চ নবমীজন্মবারব্রতেষু॥ ১০০ ॥

মন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে॥ ১০১ ॥
নখং সমস্তং সংশোধ্য শুচির্ভূত্বা বিশেৎক্ষণং।
স্বস্তিকাদ্যাসনে ধ্যায়েদেগাবিন্দং স্বাত্মরূপিণং॥ ১০২ ॥
অহং দাসো ন চান্যোঽস্মি সদা তৎসেবনোৎসুকঃ।
তদংশভূতো জীবোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।
ইতি সংচিন্ত্য মনসা চোত্তিষ্ঠেৎ সাবধানতঃ॥ ১০৩ ॥

করে, সেই ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম বৃথা হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৯৯। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুশ, তর্জ্জনী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গুলি সকলের দ্বারা দ্বাদশ গণ্ডূষজল মুখে দিয়া দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত (আম্র, বট, খদির, পলাশ, বিল্ব ও অশ্বত্থ ব্যতীত) প্রশস্ত ক্ষীরী-বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা "আয়ুঃ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। কিন্তু প্রতিপদ, দশমী, ষষ্ঠী, ভূতচতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি পর্ব্বদিবসে, শ্রাদ্ধদিনে এবং নবমী, সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, জন্মবার ও ব্রতদিবসে দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করিতে নাই। ১০০। দন্ত-কাষ্ঠ ব্যবহারের মন্ত্র এই—"হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশঃ, তেজঃ, সন্তান, পশু, ধন, বেদজ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রদান কর। ১০১।" তদনন্তর নখাদির সংশোধনপূর্ব্বক শুচি হইয়া স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন করিয়া, সেই পরমাত্মরূপী গোবিন্দকে চিন্তা করিবে। ১০২। "হে গোবিন্দ! আমি তোমার দাস ব্যতীত

দিনেষ্বেতেষু কাষ্ঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু।
নিষিদ্ধত্বাত্তৃণৈঃ কুর্য্যাত্তথা কাষ্ঠেতরৈশ্চ তৎ॥ ১০৪॥
প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং দন্তধাবনং।
পর্ণৈরন্যত্র কাষ্ঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি॥ ১০৫॥
অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনং।
পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি॥ ১০৬॥

অথ তত্রৈবাপবাদঃ।

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনং।
তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা॥ ১০৭॥
অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্বিদধ্যাদ্দন্তধাবনং॥ ১০৮॥
অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে।
গণ্ডূষা দ্বাদশগ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয় ইতি॥ ১০৯॥

অপর কেহ নহি। সর্ব্বদা ত্বদীয় সেবনোৎসুক। আমি তদংশভূত জীব। নিত্য মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট। মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সাবধান পূর্ব্বক উত্থিত হইবে। ১০৩। ঐ সকল দিনে কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিষেধপ্রযুক্ত তৃণ, বৃক্ষের ত্বক্ (ছাল) ও পত্রদ্বারা দন্ত-ধাবন করিবে। ১০৪। প্রতিপদ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী ও রবিবারে পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে, কিন্তু সকল দিনেই কাষ্ঠদ্বারা জিহ্বো-ল্লেখিকা করিবে। ১০৫। দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ দিনে পবিত্র পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে। কিন্তু নিষিদ্ধ বা অনিষিদ্ধ সকল দিনেই জিহ্বোল্লেখ করিবে। ১০৬। তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি বলিতেছেন। প্রতিপদাদি তিথিসমূহে কাষ্ঠদ্বারা যে দন্তধাবন নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা পত্রদ্বারা করিবে। কিন্তু অমাবস্যা এবং একাদশীতে তৃণ পত্র দ্বারাও দন্তধাবন করিবে না। ১০৭। দন্ত-কাষ্ঠ অপ্রাপ্তে অথবা যে তিথিতে দন্তধাবন করিতে নাই, সেই তিথিতে

তৃণপর্ণাদিনা কেচিৎ উপবাস দিনেষ্বপি।
দন্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ ॥ ১১০ ॥
মুখে পর্য্যুষিতে যস্মাৎ ভবেদশুচিভাঙ্‌নরঃ।
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন শুদ্ধ্যর্থং দন্তধাবনং ॥ ১১১ ॥
উপবাসেপি নো দুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনং।
গন্ধালঙ্কারসদ্বস্ত্রপুষ্পমালানুলেপনং ॥ ১১২ ॥
মধ্যাহ্নস্নানকালে চ যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥ ১১৩ ॥
বমন্তং জৃম্ভমানঞ্চ কুর্ব্বন্তং দন্তধাবনং।
অভ্যক্তশিরসঞ্চৈব স্নান্তং নৈবাভিবাদয়েৎ ॥ ১১৪ ॥
স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্মবিধিক্রিয়াঃ।
মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ ॥ ১১৫ ॥

দ্বাদশ গণ্ডূষজলে দন্তধাবন করিবে। ১০৮। দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা নিষিদ্ধ দিবসে মুখশুদ্ধির জন্য দ্বাদশ গণ্ডূষজল গ্রহণীয়। ১০৯। যাঁহাদের মুখশোধন কার্য্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এমন কোন কোন ব্যক্তি উপবাস দিনে তৃণপত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন ইচ্ছা করেন। ১১০। যেহেতু মুখ পর্য্যুষিত থাকিলে মনুষ্য অপবিত্র হয়, এই হেতু শুদ্ধির জন্য যত্নপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। একাদশী প্রভৃতি উপবাস দিনেও দন্তধাবন, অঞ্জন, চন্দন, অলঙ্কার, সদ্বস্ত্র, পুষ্প-মালা এবং গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিলে দোষ নাই। ১১২। মধ্যাহ্ন স্নানের সময় যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, তাহার পিতৃলোকের সহিত দেবগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন। ১১৩। বমনকারী, জৃম্ভনকারী, দন্তধাবনকারী, অভ্যক্তশিরস্ক, স্নানকারী ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না। ১১৪। শৌচহীন ব্যক্তির স্নান, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মন্ত্রজপ, কর্ম্ম, বিধিবোধিতক্রিয়া, মঙ্গলাচার, নিয়ম সকল বিফল হইয়া থাকে।

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥ ১১৬ ॥

অথ কেশপ্রসাধনং।

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনং।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং দ্বিজঃ ॥ ১১৭ ॥
ন দক্ষিণামুখোনোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনং।
স্মৃত্বোঁকারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধ্নীয়াচ্ছিখান্ততঃ ॥ ১১৮ ॥
অথবা মূলমন্ত্রেণ নিবধ্নীয়াচ্ছিখান্ততঃ ॥ ১১৯ ॥

তত্র গায়ত্রীয়ং।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ১২০ ॥

অস্যার্থঃ।

তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।

১১৫। শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন, দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করিয়া যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করে, সেই এক কর্ম্ম কর্ত্তৃকই তাহার সর্ব্বকাল কৃতকর্ম্ম বিনষ্ট হয়; অর্থাৎ তাহার সেই উপাসনা বিফল। ১১৬। অনন্তর কেশ সংস্করণ। তাহার পর দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দন্তধাবনানন্তর আচমন পূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত বিধানানুসারে কেশসংস্কার করতঃ প্রণব (ওঁ) ও গায়ত্রী স্মরণ করিয়া শিখাবন্ধন করিবে। ১১৭। দক্ষিণমুখ বা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কেশবন্ধন করিবে। ১১৮। অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা শিখাবন্ধন করিবে। ১১৯। তথায় গায়ত্রী এই ওঁ ভূর্ভুবঃ ইত্যাদি। গায়ত্রীর অর্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি পরম ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু "ভর্গ" তেজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছেন। সেই জ্যোতিঃই ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই নিখিল জগতের জন্মাদির কারণ। কোন কোন ব্যক্তি সেই জ্যোতিকে শিব বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, কোন কোন্ ব্যক্তি তাহাকে শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ

ইত্যারভ্যপুনরাহ।

তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণং।
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ।
অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে।
নিত্যং শুদ্ধং পরংব্রহ্ম নিত্যভর্গমধীশ্বরং।
অহং জ্যোতিঃ পরংব্রহ্ম ধ্যায়েমহি বিমুক্তয় ইতি।

যত্তু দ্বাদশে ওঁ নমস্তে ইত্যাদি গদ্যেষু তদর্থত্বেন সূর্য্যঃ স্তুতঃ তৎপরমাত্মদৃষ্ট্যৈব ন তু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যদোষঃ। যথৈবাগ্রে।

ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনোহরেরিতি।

ন চাস্য ভর্গস্য সূর্য্যমণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বং। মন্ত্রে বরেণ্য শব্দেনাত্র পরমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ততায়া দর্শিতত্বাৎ।

ধ্যানেন পুরুষোহয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি।

কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ অগ্নিতে হবনীয় দেবগণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ অগ্ন্যাদিরূপী ভগবান্ "বিষ্ণুই" বেদ প্রভৃতিতে "ব্রহ্ম" বলিয়া গীত হইয়াছেন। যিনি নিত্য, শুদ্ধ, পরমব্রহ্ম, যিনি নিত্য তেজময় অধীশ্বর, যিনি "অহং জ্যোতিঃ" পরম-ব্রহ্মস্বরূপ, বিমুক্তির জন্য আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি, ইতি। যদিচ দ্বাদশস্কন্ধে "ওঁ নমস্তে ইত্যাদি গদ্য সকলে গায়ত্রীর অর্থ দ্বারা সূর্য্যদেবকে স্তব করিয়াছেন, তাহা কেবল পরমাত্মদৃষ্টি দ্বারাই জানিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে সেই স্তব নহে; একারণ তাহাতে কোন দোষ হয় নাই এবং ঐ দ্বাদশস্কন্ধের কিছু অগ্রে বলিয়াছেন। হে সূত! আমরা শ্রদ্দধান হইয়াছি; অতএব আমা-দিগের নিকট সূর্য্যরূপী ভগবান শ্রীহরির ব্যূহ বর্ণন কর? উল্লিখিত "ভর্গঃ" শব্দের সূর্য্যমণ্ডলমাত্রে অধিষ্ঠান নহে; কারণ গায়ত্রীমন্ত্রে

ত্রিলোকী জনানামুপাসনার্থং প্রলয়ে অবিনাশি সূর্য্যমণ্ডলে চান্তর্যামিতয়া প্রাদুর্ভূতোঽয়ং পুরুষো ধ্যানেন দ্রষ্টব্য উপাসিতব্যঃ। যত্তু বিষ্ণোস্তস্য মহাবৈকুণ্ঠরূপং পরমং পদং তদেব সত্যং কালত্রয়াব্যভিচারি সদাশিবমুপদ্রবশূন্যং যতো ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ॥ ২১॥

অথ শূদ্রস্য শিখাবন্ধনোন্মোচন মন্ত্রৌ।

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥ ১২২॥
গচ্ছন্তু সকলা দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলালক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং॥ ১২৩॥
শূদ্রস্য মুক্তশিখত্বং কেচিদাহুর্মনীষিণঃ॥ ১২৪॥

অথ স্ত্রীশূদ্রাদীনাং গায়ত্র্যাদ্যুচ্চারণনিষেধমাহ।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি। সাবিত্রীং

"বরেণ্য" শব্দ দ্বারা পরম ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হইয়াছে। ধ্যানদ্বারা এই পুরুষকে সূর্য্যমণ্ডলে দর্শন করিতে হয়। সত্য, সদাশিব, ব্রহ্ম এবং সেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া অভিহিত। এই যে ত্রিভুবনস্থ জনগণের উপাসনার নিমিত্ত প্রলয়কালে বিনাশরহিত সূর্য্যমণ্ডলে অন্তর্যামিরূপে প্রাদুর্ভূত এই পুরুষকে ধ্যানদ্বারা দর্শন ও উপাসনা করিতে হয়। যাহা সেই ভগবান্ বিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠাখ্য পরমপদ, তাহাই সত্য, অর্থাৎ কালত্রয়ে অব্যভিচারী, সদাশিব অর্থাৎ সে সর্ব্বোপদ্রববিহীন; যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই গায়ত্রীর অর্থ। ১২১। অথ শূদ্রের শিখাবন্ধন ও উন্মোচনের মন্ত্র। সহস্র ব্রহ্মবাণী, একশত শিববাণী, সহস্র বিষ্ণুনাম দ্বারা আমি শিখাবন্ধন করিতেছি। ১২২। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সকলে গমন করুন, লক্ষ্মী অচলা হইয়া রহুন্। আমি শিখামুক্ত করিতেছি। ১২৩। শূদ্র মুক্তশিখ হইয়া স্নান করিবে, এই কথা কোন কোন পণ্ডিত বলেন। ১২৪। অনন্তর স্ত্রীশূদ্রাদির গায়ত্রী প্রভৃতি উচ্চারণ নিষেধ, ইহাই বলি-

প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধোগচ্ছতি। লক্ষ্মীং লক্ষ্মীমন্ত্রং ॥ ১২৫ ॥

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং ॥ ১২৬ ॥

অথ স্নানবিধিঃ।

স্নানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তমন্তর্ব্বাহ্যবিভেদতঃ।
মন্ত্রসংস্মরণেনান্তর্ব্বাহ্যস্তু মৃজ্জলাদিনা।
ধৌতাম্বরাণি দর্ভাংশ্চ গৃহীত্বা মৃত্তিলাংস্তথা।
নদ্যাদিতীরমাগত্য স্নায়াৎ স্ব স্ব বিধানতঃ ॥ ১২৭ ॥
অধৌতেন ন বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াং।
কুর্ব্বন্ ফলং ন চাপ্নোতি দত্তং ভবতি নিষ্ফলং ॥ ১২৮ ॥

তেছেন। গায়ত্রী, প্রণব, যজু, লক্ষ্মীমন্ত্র, স্ত্রী শূদ্রকে প্রদান করিতে পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন না। ঐ সকল যদি স্ত্রী-শূদ্র জানিতে পারে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী-শূদ্রের মৃত্যু বা নরকগতি হইয়া থাকে। ১২৫। স্ত্রী-শূদ্র ও নিন্দিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বেদে অধিকার নাই; এই হেতু শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) সাধনকর্ম্মমার্গে মূঢ় স্ত্রী-শূদ্রাদির কিরূপে নিস্তার হইবে, এই বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি কৃপা করিয়া তাহাদের শ্রেয়ঃ নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন। ১২৬। অথ স্নানবিধি বলিতেছেন। অন্তর ও বাহ্যভেদে স্নান দুই প্রকার। অন্তর স্নান নিজ মূলমন্ত্র স্মরণ এবং মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে। সোত্তরীয় ধৌতবসন, দর্ভ (কুশ) মৃত্তিকা ও তিল গ্রহণপূর্ব্বক নদ্যাদির তীরে গমনানন্তর স্ব স্ব বিধানানুসারে স্নান করিবে। ১২৭। অধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল লাভ হয় না। (না করিলে পাপভাগী হইতে হয় ও করিলে পাপ মাত্রের ক্ষয় হয়, এইরূপ বেদবিহিত

ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পমাদৃতঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাঙ্গতয়া স্নানং করিষ্যেঽহং তদাজ্ঞয়া॥ ১২৯॥

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকস্মিন্ মাসি অমুকস্মিন্ পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামঃ অস্মিন্‌জলে তদর্চ্চনাঙ্গস্নানমহং করিষ্যে॥ ১৩০॥

গঙ্গাজলে "অস্যাং গঙ্গায়াং" ইতি পঠেৎ। শূদ্রশ্চেৎ "শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ" "শ্রীঅমুক দাসঃ ইতি ব্রুয়াচ্চ॥ ১৩১॥

ততো গঙ্গাদিতীর্থাণি স্মৃত্বা শ্রীভৈরবং স্মরেৎ॥

তত্রৈব গঙ্গাদিতীর্থস্মরণং।

জাহ্নবীং যমুনাং সিন্ধুং গোদাবরীং সরস্বতীং।
প্রভাসং পুষ্করাদীংশ্চ স্নানকালে নমাম্যহং ইতি॥

ততস্তু শ্রীভৈরবস্মরণং।

সাগরস্বননির্ঘোষদণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর॥ ইতি॥

নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মই নিত্য কর্ম্ম। পুত্র জন্ম প্রভৃতি নিবন্ধন যে যাগাদি করিতে হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম।) এবং দানাদি করিলে, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১২৮। তদনন্তর হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আচমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে তদীয় অর্চ্চনার অঙ্গস্বরূপ স্নান করিতেছি, এই প্রকারে নামগোত্র প্রভৃতি উল্লেখপূর্ব্বক সঙ্কল্প করণানন্তর স্নান করিবে। ১২৯। অথ সঙ্কল্প মন্ত্র এই।—"ওঁ বিষ্ণুরোম্" হইতে আরম্ভ করিয়া "স্নানমহং করিষ্যে" পর্য্যন্ত সঙ্কল্প মন্ত্র। ১৩০। শূদ্রব্যক্তি "ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ" ইতি মন্ত্রের পরিবর্ত্তে "শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ" ইহাই বলিবে। এবং "শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা" স্থলে "শ্রীঅমুক দাসঃ" ইহাই পাঠ করিবে। ৩১। তদনন্তর গঙ্গাদিতীর্থ সকলকে স্মরণপূর্ব্বক শ্রীভৈরবকে স্মরণ করিবে। তথায় গঙ্গাদি-তীর্থ স্মরণ বলিতেছেন। জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী,

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ।
অন্যথা তৎফলস্যার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ং॥
নত্বাথ ভগবদ্বিষ্ণুং স্নানার্থং প্রার্থয়েদ্দিদং।
দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তবতীর্থনিষেবণে॥ ইতি॥
ততস্তু মৃদমাদায় ললাটাদিষু ম্রক্ষয়েৎ॥

তত্র মৃত্তিকাহরণমন্ত্রশ্চায়ং।

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥ ইতি॥
ততো নারায়ণোচ্চার্য্যং ধ্যাত্বা তদ্রূপমুত্তমং।
স্নায়াচ্চ বিধিবদ্বিপ্রো নদ্যাদিষু দিনে দিনে॥

প্রভাস এবং পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থসকলকে স্নানকালে আমি নমস্কার করি। তাহার পর শ্রীভৈরবস্মরণ। হে সাগরধ্বনিতুল্য ভয়ঙ্কর শব্দশালিন্! হে দণ্ডহস্ত! হে অসুরান্তক! হে জগৎসৃষ্টিকারিন্! হে জগন্মর্দ্দিন্! হে সুরেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তীর্থস্নান করিবে; ইহার অন্যথা করিলে তীর্থের ঈশ্বর স্বয়ং তীর্থস্নানের অর্দ্ধ ফল অপহরণ করেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া তীর্থস্নান জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর! হে বিষ্ণো! আপনার তীর্থনিষেবণে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন্। তদনন্তর মৃত্তিকাগ্রহণ পূর্ব্বক ললাট প্রভৃতিতে যথানিয়ম ম্রক্ষণ করিবে। তথায় মৃত্তিকা হরণ মন্ত্র এই।—হে বসুন্ধরে! তুমি অশ্ব কর্ত্তৃক আক্রান্ত, রথদ্বারা আক্রান্ত ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত। হে মৃত্তিকে! আমি যে পাপাচরণ করিয়াছি, তুমি আমার সেই পাপ হরণ কর।

তদ্ধ্যানং।

অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং।
তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বকাং তনুং।
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমন্তর্দ্দেহগতং মলং॥
ধ্যাত্বাথবা স্বমূলেন স্নানং কুর্য্যাদ্যথোদিতং॥ ১৩২॥
কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ।
কৃত্বা চাঘমর্ষণঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
তত্র দ্বাদশধা তোয়ে নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ।

ওঁ শ্রীকেশবায় নমঃ।১। ওঁ শ্রীমধুসূদনায় নমঃ।২। ওঁ শ্রীদামোদরায় নমঃ। ৩। ওঁ শ্রীবাসুদেবায় নমঃ। ৪। ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ৫। ওঁ শ্রীমাধবায় নমঃ। ৬। ওঁ শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ। ৭। ওঁ শ্রীঅধোক্ষজায় নমঃ।৮।ওঁশ্রীগোবিন্দায় নমঃ।৯।ওঁশ্রীঅচ্যুতায় নমঃ।১০। ওঁ শ্রীনারায়ণায় নমঃ।১১। ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ ১২॥

হে সুব্রতে, বরাহরূপী শতবাহু শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তুমি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি স্থান, তোমাকে প্রণাম করি। তাহার পর শ্রীনারায়ণ, উচ্চারণ পূর্ব্বক তদীয় সুন্দররূপ চিন্তা করিয়া, নদী প্রভৃতিতে প্রতিদিন বিধিবৎ স্নান করিবে। শ্রীনারায়ণের ধ্যান। অনন্তাদিত্যসঙ্কাশ, চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বনমালা বিভূষিত ভগবান্ বাসুদেবের চরণোদকধারা দ্বারা স্বদেহান্তর্গত সমস্ত মল সংক্ষালিত হইয়াছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া বা মূলমন্ত্র দ্বারা যথা বিধি স্নান করিবে। ১৩২। বাসুদেব কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জলে নিমগ্ন হইয়া স্নান করিবে। অঘমর্ষণ করণানন্তর শ্রীকেশবাদি দ্বাদশ নাম সহকারে জলে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশবার স্নান করিবে। (বৈদিকসন্ধ্যায় অঘমর্ষণ দেখ)। "ওঁ শ্রীকেশবায় নমঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"

শূদ্রশ্চেৎ শ্রীকেশবায় নমঃ ইত্যাদি পঠেৎ। নিমজ্জনাৎ প্রাক্ মৃদ্‌গ্রহণং তথাঘমর্ষণঞ্চ বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানাদিকং মূলমন্ত্রজপনং কেশবাদিনামভির্দ্বাদশবারনিমজ্জনাদিকঞ্চেত্যেবং মিশ্রিতং বিবেচনীয়ং ইতি॥

অকৃতাঘমর্ষণস্য চেদং স্নানং সুসিদ্ধ্যতি।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।
ইত্যাদিশুকবাক্যঞ্চ প্রমাণং তত্র চৈবহি॥ ইতি॥
ইদং স্নানং বরং মন্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতং॥ ১৩৩॥
শ্রীমদ্বিষ্ণূপাসকানাং দ্বিজানাং প্রীতিহেতবে।
বক্ষ্যামি তান্ত্রিকং স্নানং স্মৃত্বা বিষ্ণুপদাম্বুজং॥
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পমাদৃতঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাঙ্গতয়া স্নানং করিষ্যেঽহং তদাজ্ঞয়া॥ ১৩৪॥

এই পর্য্যন্ত দ্বাদশ নাম। শূদ্র কেবল "শ্রীকেশবায় নমঃ" ইত্যাদি পাঠ করিবে। (এই স্নানবিধি বৈদিক ও তান্ত্রিক। স্নানের পূর্ব্বে মৃত্তিকা গ্রহণ, তদনন্তর অঘমর্ষণ, ইহাই বৈদিক এবং কৃষ্ণধ্যানাদি, মূলমন্ত্র জপ, কেশবাদি নামোচ্চারণ পূর্ব্বক দ্বাদশবার নিমজ্জন, ইহাই তান্ত্রিক। অতএব এই স্নানবিধি বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্রিত বিধি বিবেচনা করিতে হইবে। তান্ত্রিক অঘমর্ষণ কৃষ্ণসন্ধ্যায় দেখ) অঘমর্ষণ না করিয়াও এই স্নান সুসিদ্ধ হয়। কেন না ভগবান্ বিষ্ণুর নামগ্রহণ অশেষ অঘ অর্থাৎ পাপহারক জানিবে ইত্যাদি শুকবাক্য তথায় নিশ্চয় অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণ। এই স্নানমন্ত্র স্নান হইতে শ্রেষ্ঠ, সহস্রগুণ ফলদায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১৩৩। অনন্তর তান্ত্রিকস্নান বলিতেছেন। শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক শ্রীমদ্বিষ্ণূপাসক দ্বিজগণের প্রীতি নিমিত্ত আমি এই তান্ত্রিক স্নান বিধি বলিতেছি। "ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ততঃ
বিনস্থাঙ্গে ষড়ঙ্গানি প্রাণায়ামপুরঃসরং।
শ্রীসূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাকৃষ্যাঙ্কুশমুদ্রয়া।
বমিত্যনেন চাপ্লাব্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ।
সংরক্ষ্যাস্ত্রেণ মূলেন মন্ত্রয়েদ্রুদ্রসংখ্যয়া।
নিমজ্জ্য তস্মিন্ ধ্যায়েচ্ছ্রীকৃষ্ণংভক্ত্যা জপেন্মনুং।
উন্মজ্জ্য কুম্ভমুদ্রাঞ্চ বদ্ধা স্নায়াদ্দিষট্ততঃ॥ ১৩৫॥

অথ তত্রৈব প্রাণায়ামঃ।

দশাক্ষরেণ চেত্তত্র অষ্টাবিংশতি রেচয়েৎ।
পূরয়েদ্বাময়া তদ্বদ্ধারয়েত্তৎ প্রমাণতঃ।

পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ১৩৪। অথ সঙ্কল্পমন্ত্র এই—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তদনন্তর প্রাণায়াম পুরঃসর ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, অঙ্কুশমুদ্রা (দক্ষিণহস্তের মুষ্টি হইতে বিনিঃসৃতমধ্যমাঙ্গুলি জলস্পর্শ জন্য সরলভাবে এবং তর্জ্জন্যঙ্গুলি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রক্ষা করিলেই অঙ্কুশমুদ্রা হইয়া থাকে। মতান্তরে তর্জ্জনী সরলভাবে ও মধ্যমা বক্রভাবে রক্ষা করিলেই অঙ্কুশমুদ্রা হয়) দ্বারা শ্রীসূর্য্য-মণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক বরুণবীজ (বং) দ্বারা আপ্লাবন, তদনন্তর কবচমন্ত্র (হুং) দ্বারা অবগুণ্ঠন (মুষ্টিবদ্ধ বামহস্তের তর্জ্জনীকে মুষ্টি হইতে বাহির পূর্ব্বক অধোমুখে সরলভাবে স্থাপনের নাম অবগুণ্ঠন মুদ্রা) তদনন্তর অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা রক্ষিত পূর্ব্বক একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করতঃ তাহাতে নিমগ্ন হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর কুম্ভমুদ্রা (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ বামাঙ্গুষ্ঠে সংলগ্ন পূর্ব্বক দুই হস্তে এমন একটী মুষ্টিবন্ধন করিবে, যেন তাহার ভিতরে শূন্য থাকে, ইহার নামই কুম্ভমুদ্রা) দ্বারা জল তুলিয়া আটবার স্নান করিতে হইবে॥ ১৩৫॥ তথায় প্রাণায়াম। দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিবার

প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচপূরককুম্ভকৈঃ।
চেত্তদ্বাষ্টাদশার্ণেন দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ।
একেন রেচয়েৎ কামবীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্।
পূরয়েৎ সপ্তজপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ।
সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন চাচরেৎ।
অশক্তৌ কথিতশ্চৈবং শক্তৌ চ যোগিনাং মতং।
অথবা সর্ব্বমন্ত্রেষু বর্ণানুক্রমতো জপন্।
প্রাণায়ামঞ্চরেন্মন্ত্রী রেচপূরককুম্ভকৈঃ।
মন্ত্রপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যৌগিকং কথয়ামি তে।
রেচয়েদ্দক্ষয়া বিদ্বান্ মাত্রা ষোড়শকেন চ।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়াপূর্য্য চতুঃষষ্ট্যা তু ধারয়েৎ।
একশ্বাসশ্চৈকমাত্রো মাত্রায়া নিয়মো মতঃ।
বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রামণং যাবতা ভবেৎ।

সময় অষ্টাবিংশতি রেচন করিবে। ঐ প্রমাণে বামনাসিকায় পূরণ এবং যথানিয়ম কুম্ভক করিবে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম-কালে দ্বাদশবার রেচন করিবে। কামবীজ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ একবার রেচন করিবে। সপ্তবার জপ দ্বারা পূরণ করিবে। বিংশতিবার জপ দ্বারা ধারণ করিবে। সকল কৃষ্ণমন্ত্রেই কামবীজ দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে। আবার সকল মন্ত্রেই বর্ণানুক্রমেই জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে। ইহার নাম মন্ত্র প্রাণায়াম। তদনন্তর যৌগিক প্রাণায়াম বলিতেছেন। ষোড়শমাত্রায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা রেচন করিবে। দ্বাত্রিংশন্মাত্রায় বামনাসায় পূরণ করিবে। চতুঃ-ষষ্টি মাত্রায় উভয় নাসিকা রুদ্ধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিবে। একটি শ্বাসই একটি মাত্রার নিয়ম। যত সময়ে আপনার হস্ত আপনার জানুমণ্ডল বেষ্টন করিতে পারে, তত সময়ের নাম মাত্রা। বেদজ্ঞ মুনিসকল ঐ সময়কেই এক একটি মাত্রা বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ।
প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগর্ভশ্চ নিগর্ভকঃ।
সগর্ভো মন্ত্রজাপেন প্রাণায়ামো মতো বুধৈঃ।
নিগর্ভশ্চ প্রাণায়ামো মাত্রায়াঃ সংখ্যয়া ভবেৎ॥ ১৩৬॥

কচিচ্চ।

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবংস্যাৎ প্রাণসংযমঃ।
বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলং।
পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকে স্থিতঃ।
তত্র প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগং।
ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ধ্যানমতন্দ্রিতঃ।

মন্ত্রমূর্দ্ধগং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র শিরঃ স্থিতং মান্মথং বীজং বা অভ্যস্যন্। মনসা আবর্ত্তয়ন্ প্রণবাভ্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তং। অস্য প্রণবমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্দেবীগায়ত্রীছন্দঃ পরমাত্মাদেবতা আকারো বীজং উকারঃ শক্তির্মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ইতি বীজাভ্যাসে চ মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকং ধ্যানঞ্চ তত্তদ্দেবতয়া এবেত্যহং বিকল্পশ্চ মুক্তি ভুক্ত্যাদিফলভেদেন বর্ণাশ্রমাদিভেদেন বেতিদিক্।

সগর্ভ এবং নিগর্ভভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার। মন্ত্র জপ বা মাত্রার সংখ্যানুসারে যে প্রাণায়াম, তাহারই নাম সগর্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত প্রাণায়ামের নাম নিগর্ভ। ১৩৬। কোন স্থলে এইরূপ কথিত হইয়াছে। ষোড়শমাত্রায় রেচক, দ্বাত্রিংশন্মাত্রায় পূরক ও চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুম্ভক। এইরূপ করিলে প্রাণবায়ু দমন করা হয়। (দেহ হইতে বায়ু পরিত্যাগের নাম রেচক। শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করার নাম পূরক। শরীরাভ্যন্তরে বায়ু অবরোধ করার নাম কুম্ভক।) অগ্রে শরীরস্থ বায়ুবিরেচনপূর্ব্বক গুহ্যদেশ সঙ্কোচিত করিবে।

তদ্ধ্যানশ্লোকং।

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলা কল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি-
শ্রোণীভূষং সবক্ষো মণিমকরমহাকুণ্ডলামৃষ্টগণ্ডং।
হস্তোদ্যচ্ছঙ্খচক্রাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসং
বিদ্যোতদ্ভাসমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্মসংস্থং নমামি॥ ১৩৭॥
একান্তিভিশ্চ ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভু।
কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্ব্বতঃ॥ ১৩৮॥

অথ তত্রৈব ষড়ঙ্গন্যাসঃ।

ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুঁ। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্॥ ১৩৯॥

স্বশক্ত্যনুসারে বায়ু পূরণ করতঃ কুম্ভক করিবে। যদি কামবীজ (ক্লীঁ) কিম্বা বীজমন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র) জপ করে, তাহা হইলে ঋষি প্রভৃতি স্মরণ পূর্ব্বক আলস্য বিহীন হইয়া ধ্যান করিবে। (প্রণবমন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা পরমাত্মা। বীজ আকার। শক্তি উকার। আধারদণ্ড মকার। প্রাণায়াম কার্য্যে এই মন্ত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে। উহার ধ্যান এইরূপ কথিত হইয়াছে। যাঁহার উজ্জ্বল কিরীট শিরোভূষণ, হস্তে অঙ্গদবলয় শোভিত, গলদেশে শ্রেষ্ঠমনোহর হার, যাঁহার উদর ও চরণ ও শ্রোণীদেশ (কটি) অলঙ্কারে বিভূষিত, যাঁহার গণ্ডস্থল বক্ষোমণি-সংলগ্ন মহৎশ্রেষ্ঠ মকরাকৃতি কুণ্ডলে চুম্বিত, যাঁহার হস্তে উদ্যত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, যিনি অত্যন্ত নির্ম্মল পীত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গ হইতে দিব্য দীপ্তি (তেজঃ) বহির্গত হইতেছে, যিনি দেখিতে উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় এবং যিনি সহস্রদলপদ্মমধ্যে বিরাজমান, আমি সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ১৩৭। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, সেই একান্তভক্তগণের সকল কার্য্যেই গোপ-গোপীঅভিমতজনবেষ্টিত সর্ব্বদেবময় ভগবান্ প্রভু

বর্ণৈনৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরোমতং।
চতুর্ভিশ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতং।
নেত্রং তথা চতুর্ব্বর্ণৈরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথামতমিতি ॥১৪০॥
ততশ্চাপাদমাকেশান্ন্যসেদ্দোর্ভ্যামিমং মনুং।
বারাংস্ত্রীন্ ব্যাপকত্বেন ন্যসেচ্চ প্রণবং সকৃৎ ॥ ১৪১ ॥

অথ তত্রৈব তীর্থাবাহনং।

বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেণসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ।
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ১৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ১৩৮। অনন্তর সেই স্থলে ষড়ঙ্গ-ন্যাস। "ক্লীঁ" হইতে আরম্ভ "অস্ত্রায় ফট্" পর্য্যন্ত ষড়ঙ্গন্যাসের মন্ত্র জানিতে হইবে। ১৩৯। "ক্লীঁ" এই একবর্ণে হৃদয়। "কৃষ্ণায়" এই বর্ণত্রয়ে মস্তক। "গোবিন্দায়" এই বর্ণচতুষ্টয়ে শিখা। "গোপী জন" এই চারিবর্ণে কবচ। "বল্লভায়" এই বর্ণচতুষ্টয়ে নেত্র। "স্বাহা" এই বর্ণদ্বয়ে অস্ত্র কল্পনা করিতে হয়। ১৪০। তদনন্তর দুই হস্তে বেষ্টন করণভাবে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গের চতুর্দ্দিকে বারত্রয় ন্যাস করিবে। ঐ প্রকারে একবার প্রণব (ওঁ) ন্যাস করিতে হইবে। ১৪১। অনন্তর সেই স্থানে তীর্থ আবাহন করিতে হইবে। তাহার মন্ত্র এই—হে মাতর্গঙ্গে! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুর শক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা; অতএব আমি আজন্মমরণাবধি যে সকল পাপাচরণ করিব, সেই সকল পাপ হইতে তুমি আমায় পরিত্রাণ কর। হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধো! হে কাবেরি! আমি স্নান করিতেছি; অতএব তোমরা সকলে এই জলে আগমন কর ইতি। ১৪২।

অথ গুর্ব্বাদিসন্নিহিতে গুরু-পিতৃ-মাতৃ-বিপ্রপাদোদকেন স্নানমেকং স্নানং কুর্য্যাদিতি।

গুরোঃ সন্নিহিতস্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ।
বিপ্রাণাঞ্চ পদাম্ভোভিঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধাভিষেচনম্॥ ১৪৩॥

অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতস্নানং।

তথৈব তুলসীমিশ্রা শালগ্রামশিলাম্ভসা।
অভিষেকং বিদধ্যাচ্চ পীত্বা তৎকিঞ্চিদগ্রতঃ॥ ১৪৪॥
শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীগন্ধমিশ্রিতং।
কৃত্বা শঙ্খে ভ্রাময়ংস্ত্রিঃ প্রক্ষিপেন্নিজমূর্দ্ধনি।
শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।
বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ।
বিরুদ্ধমাচরেন্মোহাৎ ব্রহ্মহা সা নিগদ্যতে।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সসাগরাণি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥ ১৪৫॥

অনন্তর শ্রীগুরু প্রভৃতি নিকটে থাকিলে, গুরু পিতামাতা ও ব্রাহ্মণের পাদোদক দ্বারা একবার স্নান করিবে, অনন্তর যদি সেই সময় গুরুবর্গ নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে, গুরু, পিতা মাতা ও ব্রাহ্মণদিগের পাদোদক দ্বারাও মস্তকে অভিষেক করিবে। ১৪৩। অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত স্নান বলিতেছেন। তথা শ্রীতুলসী মিশ্রিত শ্রীশালগ্রাম শিলার স্নানজল অগ্রে কিঞ্চিৎ পান করিয়া, তদ্দ্বারাও স্নান করিবে। ১৪৪। তুলসী-চন্দন মিশ্রিত শ্রীশালগ্রাম শিলার স্নানজল শঙ্খ করিয়া, স্বমস্তকোপরি বারত্রয় ঘুরাইয়া স্বমস্তকে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জল অগ্রে কিঞ্চিৎ পান না করিয়া, মস্তকে নিক্ষেপ করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলা যায়। শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান

অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ইতি॥ ১৪৬॥

ততো জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্ত্বা মূর্দ্ধ্নি ত্রীন্ কুম্ভমুদ্রয়া।
মূলেনাথ বিশেষেণ কুর্য্যাদ্দেবাদিতর্পণং॥ ১৪৭॥

অথ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং।

ওঁ ব্রহ্মাণং তর্পয়ামি উপবীতী পূর্ব্বাভিমুখঃ। ওঁ বিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ রুদ্রং তর্পয়ামি। ওঁ প্রজাপতিং তর্পয়ামি। ওঁ ভূর্দ্দেবাংস্তর্পয়ামি। ভুবো দেবাংস্তর্পয়ামি। স্বর্দেবাং-স্তর্পয়ামি। ভূর্ভুবঃ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি। ওঁ কৃষ্ণদ্বৈপায়-নাদয়ো যে ঋষয়স্তানৃষীন্ তর্পয়ামি। ভূর্ঋষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ ভুবঋষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ স্বর্ঋষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বর্ঋষীং স্তর্পয়ামি। ইত্যনেন প্রত্যেকেন দৈবতীর্থেণ জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ॥ ১৪৮॥

করিবে; যে ব্যক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করে, সে ব্যক্তিকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ সাগরে অবস্থিত এবং সাগর সহিত তীর্থ সমুদায় ব্রাহ্মণের দক্ষিণচরণে বিদ্যমান। ১৪৫। অনন্তর শ্রীবিষ্ণু-চরণামৃত ধারণের মন্ত্র বলিতেছেন। অকালমৃত্যুহরণকারী, সর্ব্ব-ব্যাধিবিনাশক, বিষ্ণুর চরণোদক পানানন্তর আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি। ১৪৬। তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুম্ভমুদ্রা দ্বারা বারত্রয় মস্তকে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ বিশেষরূপে দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করিবে। ১৪৭। অথ সামান্যভাবে দেবতা প্রভৃতির তর্পণ বলিতেছেন। স্বাভাবিক বামস্কন্ধের উপরি হইতে দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া লম্বিত যজ্ঞোপবীতকে উপবীত কহা যায়। এইরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে "ওঁ ব্রহ্মাণং তর্পয়ামি" হইতে আরম্ভ করিয়া

ততঃ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ।

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা। ইত্যনেন প্রত্যেকেন জলাঞ্জলিত্রয়ং পিতৃতীর্থেন দদ্যাৎ ॥ ১৪৯ ॥

পীড়য়িত্বাম্বরং চোরূ প্রক্ষাল্যাচম্য যত্নতঃ।
ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরিধানোত্তরীয়কে ॥ ১৫০ ॥

কচিচ্চ।

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্য স্নানবস্ত্রাণ্যবাসসা।
পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ ॥ ১৫১ ॥

"ওঁ ভূর্ভুবস্বর্ঋষিংস্তর্পয়ামি, পর্য্যন্ত তর্পণ করিবে। প্রত্যেককে দৈবতীর্থ (অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ কহে) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ১৪৮। তদনন্তর প্রাচীনাবীতি (দক্ষিণ-স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণের নাম প্রাচীনাবীতি) হইয়া দক্ষিণাভি-মুখে "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃপিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃস্বধা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা" পর্য্যন্ত তর্পণ করিবে। প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যস্থান) দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ১৪৯। এইরূপে দেবতাদির তর্পণ করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন করিবে। তাহার পর উরুদ্বয় প্রক্ষালন করণানন্তর আচমন করতঃ পরিশুদ্ধ শুক্লবর্ণ অচ্ছিন্ন সোত্তরীয় বসন ধারণ করিবে। ১৫০। কাহার মত এই যে, উক্ত মতে দেবতাদির তর্পণ সমাপন পূর্ব্বক যে বসন পরিধান

বিধিবত্তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ।
বিধায় বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীং ॥ ১৫২ ॥

অথ গৃহস্নানং।

নদ্যাদৌ স্নানাশক্তস্য গৃহস্নানং বিধীয়তে ॥ ১৫৩ ॥

ওঁ বিষ্ণুরোন্তৎসদদ্যামুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দোদকমিশ্রিতেনোদকেন তদর্চ্চনাঙ্গস্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য।

নলিনী নন্দিনী সীতা মালতী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী।

(ইতি দ্বাদশনামভির্জলভাজনে গঙ্গামাবাহ্যানুজ্ঞাপ্রস্তাবং বিধায় ন্যাসং কৃত্বাঙ্গমলমপসার্য্য স্নাত্বা আপোহিষ্ঠেতি সম্মার্জ্য জলং বিলোড্য নাসালগ্নেন চুলুকেনাঘমর্ষণং কৃত্বা গুরুবিপ্রাদি তীর্থাভিষেকপূর্ব্বকং তুলসীমিশ্রিতশালগ্রামতীর্থং শঙ্খে কৃত্বা

করিয়া স্নান করা হইয়াছিল, অগ্রে আচমনপূর্ব্বক সেই পরিধেয় বসন ব্যতীত অপর বসন দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিবে। তাহার পর শুক্লবর্ণ সোত্তরীয় বসন ধারণ করিয়া উপবেশনানন্তর পুনর্ব্বার আচমন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, স্নানবস্ত্রের অঞ্চল কিংবা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না। ১৫১। তদনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি পরের লিখিত নিয়মানুসারে তিলক নির্ম্মাণ করিয়া বৈদিকী সন্ধ্যা করণানন্তর তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন। ১৫২। যে ব্যক্তি নদীপ্রভৃতিতে স্নান করিতে অশক্ত, সে ব্যক্তির গৃহে স্নান করা কর্ত্তব্য। ১৫৩। গৃহে স্নান করিতে হইলে অগ্রে "ওঁ বিষ্ণুরোম্" হইতে আরম্ভ করিয়া, "স্নানমহং করিষ্যে" পর্য্যন্ত এই সঙ্কল্প মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া, নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালতী, মহাপগা, বিষ্ণুচরণার্ঘ্যসম্ভূতা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী,

মূলেনৈকাদশধাভিষিচ্য মূলেন ন্যাসং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমেণ তর্পণং সমাপ্যাচম্য বাসঃ পরিদধ্যাৎ। তদনন্তরমাসনে উপবিশ্য পুনরাচম্য বিধিবত্তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈদিকীং সন্ধ্যাং বিধায় তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং কুর্য্যাদিতি ॥ ১৫৪ ॥)

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ।
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা ॥ ১৫৫ ॥
অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তৌ কর্ম্মিণাং সদা।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জনং ॥ ১৫৬ ॥

অশক্তৌ উদকং বিনেতি মন্ত্রস্নানাদিকং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥

প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ ॥ ১৫৮ ॥

ত্রিদশেশ্বরী এই দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে গঙ্গাকে আবাহন করতঃ অনুজ্ঞা প্রস্তাব করণানন্তর ন্যাসপূর্ব্বক অঙ্গের মলাপসরণ করিবে। তদনন্তর স্নান পূর্ব্বক "আপোহিষ্ঠা" এই মন্ত্র দ্বারা সম্মার্জ্জন করিয়া জলকে চালনাপূর্ব্বক নাসালগ্ন চুলুক অর্থাৎ গণ্ডূষ প্রমাণ জল দ্বারা অঘমর্ষণ (অঘমর্ষণ মন্ত্র সামবেদীয় সন্ধ্যা মধ্যে অথবা কৃষ্ণসন্ধ্যায় দেখিয়া লইবে) পূর্ব্বক গুরু-বিপ্রাদির পাদোদকাভিষেক করত শ্রীতুলসীমিশ্রিত শালগ্রামচরণামৃত মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশবার অভিষেক করত মূলমন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তর্পণ সমাপনানন্তর আচমন করিয়া বসন পরিধান করিবে। তদনন্তর আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পুনরায় আচমন করিয়া বিধিবৎ তিলক ধারণ করত পুনর্ব্বার আচমনপূর্ব্বক বৈদিকীসন্ধ্যা করত তান্ত্রিকীসন্ধ্যা করিবে। ১৫৪। বানপ্রস্থও, গৃহস্থের প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নকালে স্নান। যতির ত্রিসন্ধ্যা স্নান। ব্রহ্মচারির একবার স্নান বিধেয়। অশক্ত হইলে সকলের পক্ষেই একবারমাত্র স্নান। তাহাতেও অশক্ত হইলে কেবলমাত্র মন্ত্রস্নানাদি বিধেয়। ১৫৫। অশক্ত অবস্থায় কর্ম্মিব্যক্তির

অথ সামবেদীয় সন্ধ্যা।

তত্রাদৌ শ্রীবিষ্ণু স্মরণং। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ইতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা আচমনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫৯ ॥

অথামচনবিধিঃ।

অন্তর্জ্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ।
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বুবীক্ষিতং।
সম্বৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখং।
সংহৃত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।

সকল সময়েই মস্তকব্যতীত স্নান হইতে পারে। আর্দ্রবস্ত্র বা আর্দ্রকর দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিলেই স্নান হয়। ১৫৬। "অশক্তৌ উদকং বিনেতি" বাক্যদ্বারা অশক্তপক্ষে মন্ত্রস্নান করিবে। ১৫৭। নদীতে প্রবাহাভিমুখে এবং পুষ্করণী প্রভৃতিতে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। ১৫৮। অনন্তর সামবেদীয় সন্ধ্যা। সর্ব্বাগ্রে বারত্রয় সপ্রণব বিষ্ণুর স্মরণ করিবে। আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুর দর্শনশক্তির যেমন কোন প্রকার বাধা হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী দেবতাসকল অবাধে বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণুর বেদাদিসিদ্ধ উৎকৃষ্ট তেজোময় রূপ সর্ব্বদা দর্শন করেন। এইরূপ বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিবে। ১৫৯। অনন্তর আচমন বিধি বলিতেছেন। পবিত্রস্থানে জানু (হাঁটু) দ্বয়মধ্যে হস্ত রাখিয়া উত্তর কিংবা পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত ব্রাহ্মণসকল ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করিবেন। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুল্যগ্র দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে প্রজাপতিতীর্থ ও তর্জ্জনীবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে পিতৃতীর্থ) প্রথমতঃ হস্ত-পদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক বারত্রয় জলপান

নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ।

ইত্যাচম্য বিষ্ণুংস্মরন্ স্বশিরসি কিঞ্চিজ্জল প্রোক্ষণানন্তরং সন্ধ্যামুপাসয়েৎ। কালাতিপাতে গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জ্জনং কুর্য্যাদিতি ॥ ১৬০ ॥

সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ। অথ আপোমার্জ্জনং।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ।
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ।

করিবে। (একটী মাশকলাইমাত্র নিমগ্ন হইতে পারে, এই পরিমাণ এক একুট জল দক্ষিণ করতলে রক্ষাপূর্ব্বক ঐরূপ পান) তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা বারদ্বয় মুখমার্জ্জনপূর্ব্বক তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা (অঙ্গুষ্ঠ হইতে দ্বিতীয়াঙ্গুলির নাম তর্জ্জনী, অঙ্গুষ্ঠ হইতে তৃতীয়াঙ্গুলির নাম মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ হইতে চতুর্থ অঙ্গুলির নাম অনামিকা) এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা মুখস্পর্শ করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকাদ্বয় স্পর্শ করণানন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বারদ্বয় চক্ষুঃ ও কর্ণ স্পর্শ করিবে। তাহার পর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ (ছোট অঙ্গুলির নাম কনিষ্ঠ ও প্রথম অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির নাম অঙ্গুষ্ঠ) দ্বারা নাভি এবং করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল ও সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা মস্তক আর সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। এইমত আচমন করতঃ বিষ্ণুকে স্মরণপূর্ব্বক স্বমস্তকে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণ করিয়া সন্ধ্যাকে উপাসনা করিবে। সন্ধ্যার সময় অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। ১৬০। সন্ধ্যাপ্রয়োগ অর্থাৎ সন্ধ্যানুষ্ঠান বলিতেছেন। অথ আপ (জল) মার্জ্জন। মরুদেশোদ্ভব জল আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন। জলময় দেশের জল আমাদের মঙ্গল প্রদায়ক হউন। বারিধির জল আমাদের মঙ্গল করুন।

ওঁ আপো হিষ্ঠাময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরস
স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ।
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ
তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ
সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ১৬১ ॥

কূপের জল আমাদের ভদ্রদায়ক হউন। কার্য্যক্লিষ্ট ঘর্ম্মাক্ত মানব যেমন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ঘর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নানানন্তর যেরূপ দেহের মল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, ঘৃত যেমন মন্ত্রদ্বারা পবিত্র হয়, সেইরূপ ঐ সকল জল আমাকে পাপ হইতে পরিশুদ্ধ করুন। হে জলসকল! তোমরা পরম সুখপ্রদায়ক, সেই নিমিত্ত ইহকালে আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দাও এবং পরকালে অত্যন্ত রমণীয় দর্শন পরমব্রহ্ম বিষ্ণুর সহিত আমাদের মিলন করিয়া দিও। স্নেহময়ী জননী যে প্রকার আপনার স্তন্যরস পান করাইয়া সন্তানের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, হে জলনিচয়! সেই প্রকার তোমরাও ইহকালে আমাদিগকে তোমাদের কল্যাণময় রসদান কর। হে জলসকল! যে রসদ্বারা তোমরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, তোমাদের সেই রসদ্বারা আমরা যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। তোমরা আমাদিগকে সেই আশ্চর্য্যরস ভোগ করিতে দাও। মহাপ্রলয়কালে কেবল একমাত্র পরমব্রহ্ম নারায়ণই ছিলেন, (একো নারায়ণঃ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ) তদ্ভিন্ন সমস্তই অন্ধকারময় ছিল। তদনন্তর স্বতঃ হৃষ্টারম্ভকালে সেই নারায়ণের শক্তিতে

অথ প্রাণায়ামঃ তত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতীপংক্তি ত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। (ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরোবেষ্টনং কুর্য্যাৎ) গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। (ইত্যুক্ত্বা পুনশ্চ জলেন শিরোবেষ্টনং কুর্য্যাৎ) গায়ত্রী শিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নি সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। (ইত্যুক্ত্বা

সৃষ্টির মূলীভূত কারণস্বরূপ জলরাশিপূর্ণসমুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই সমুদ্র হইতে জগন্নির্ম্মাণসমর্থ বিধাতা (ব্রহ্মা) জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই বিধাতাই যথানিয়মে সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন, তাহাতেই দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। তদ্দারাই সংবৎসরের অর্থাৎ তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন ও বর্ষাদি সৃষ্টি হইল। তাহার পর সেই বিধাতা পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও মহদাদি লোক সমূহ সৃষ্টি করেন। (আপো নারা ইতি প্রোক্ত আপো বৈ নরসূনবঃ) ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি বাক্যদ্বারা উক্ত জল্পনার নিগূঢ়ার্থ সেই নারায়ণেরই উপাসনা বুঝিতে হইবে। যাঁহারা অদূরদর্শী, তাঁহারাই উহাকে সামান্য জলের উপাসনা মনে করিয়া থাকেন। ১৬১।

অনন্তর প্রাণায়াম। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া,—প্রণবের অর্থাৎ ওঁকারের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি, সমস্ত কর্ম্মারম্ভে উহার প্রয়োগ আবশ্যক হয়। "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য, এই সপ্ত ব্যাহৃতির (ঐ সাতটি মন্ত্রের নাম সপ্ত ব্যাহৃতি) ঋষি প্রজাপতি; ছন্দগায়ত্রী-উষ্ণিক-অনুষ্টুপ-বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুপ ও জগতী; দেবতা অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতি-ইন্দ্র এবং বিশ্বদেব, প্রাণায়াম কার্য্যে

পুনশ্চ জলেন শিরোবেষ্টনং কুর্য্যাৎ) ততস্তু দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা বামনাসাপুটেন বায়ুমাকর্ষয়ন্ নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ) নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ। (তদনন্তরং অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা বায়ুং সংস্তম্ভয়ন্ হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ) হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ

ইহাঁদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই বলিয়া জলদ্বারা শিরো-বেষ্টন করিবে। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ গায়ত্রী, সবিতা (সূর্য্য) দেবতা প্রাণায়ামে প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জলদ্বারা শিরোবেষ্টন করিবে। গায়ত্রীর শির অর্থাৎ "আপোজ্যোতী" মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী, ব্রহ্ম-বায়ু-অগ্নি ও সূর্য্য, এই চারি দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগ হয়। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার জলদ্বারা শিরো বেষ্টন করিবে। তদনন্তর দক্ষিণ করাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে ধ্যান (চিন্তা) করিবে। নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, দক্ষিণ করে রুদ্রাক্ষমালা, বাম করে কমণ্ডলু, হংসারূঢ় ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত তেজের জীবনীভূত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণীশক্তির আধার স্বরূপ সেই পরম ব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আমি চিন্তা করি। ("জ্যোতি-

স্বরোঁ। (ততোঽঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং ত্যজন্ ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ) ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥ ১৬২॥

রভ্যন্তরে রূপং পুরুষং শ্যামসুন্দরং” অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য-মণ্ডলাভ্যন্তরে শ্যামসুন্দরাকৃতি পুরুষ বিরাজমান।) যিনি জন্ম মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি স্বশক্তি-প্রভাবে আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ে উন্মুখী করিতেছেন, তিনিই আবার ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, এই সপ্ত লোক ব্যাপিয়া স্বজ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন, (“জ্যোতিরূপেণ ভগবান্”) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানাইতেছেন যে, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই স্বাঙ্গজ্যোতির্ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান।) তিনিই জগতের হেতুভূত জলস্বরূপ (আপো নারায়ণ প্রোক্তঃ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ ; তিনিই মণি পাষাণ প্রভৃতি স্থাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ অর্থাৎ জ্যোতিব্রহ্মরূপে সেই ভগবান মণিপাষাণাদিতে বিরাজ-মান এবং তৃণ বৃক্ষ ওষধী সকলের অন্তরে রসরূপে তিনিই অবস্থিত (রসো বৈ সঃ) ইত্যাদি বাক্যে সেই ভগবান্ শ্রীহরিই রসরূপ ব্রহ্ম। তিনিই অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণই মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীটাদি জঙ্গম সমূহের হৃদয়ে চেতনাত্মারূপে বিরাজমান। (“ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানাইতেছেন যে, সেই এক অদ্বয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম-আত্মা ও ভগবানরূপে ভাসমান।) তিনিই গুণত্রয়াতীত পরমব্রহ্ম ; (“হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরং” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানাইতেছেন যে, হরিই গুণত্রয়াতীত

অথ প্রাতরাচমনং।

(দক্ষিণহস্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা চাচমনং কুর্য্যাৎ) সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১৬৩॥

পরমব্রহ্ম।) তিনিই সত্ত্ব-রজ-তমো গুণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। ("হরি বিরিঞ্চি হরেতি", ইত্যাদি বাক্যে জানাইতেছেন যে, এক সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতির গুণে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে ঐ ত্রিবিধ কার্য্য করিতেছেন। রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে মহেশ্বর।) তদনন্তর অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক বায়ুকে স্তম্ভন করিতে করিতে হৃদয়ে নীলোৎপলদলপ্রভাবিশিষ্ট চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়া, তমোগুণে মহেশ্বর পর্য্যন্ত সপ্তব্যাহৃতি যুক্ত ও সশিরস্ক গায়ত্রীর অর্থ ভাবনা করিবে। তদনন্তর ললাটে শ্বেতবর্ণ-দ্বিভুজ-ত্রিশূল ও ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত-ত্রিনয়ন-বৃষারূঢ় শম্ভুকে ধ্যান করিতে করিতে, পূর্ব্ববৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবে।১৬২। তদনন্তর প্রাতঃকালের আচমন। দক্ষিণ হস্তে জলগ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আচমন করিবে। "সূর্য্যশ্চ মা" ইতি মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা জল, ইহাদের আচমনে প্রয়োগ হয়। সূর্য্য ও ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়নিচয় ক্রোধকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ কোন সময় যেন আমার এরূপ ক্রোধ উৎপন্ন

অথ মধ্যাহ্নাচমনং।

(দক্ষিণহস্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা চাচমনং কুর্য্যাৎ) আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। তৎ সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ১৬৪॥

না হয়, যদ্দ্বারা আমি কোন অপকার্য্য করি। পরন্তু আমি নিশাকালে মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গদ্বারা যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, দিবস সেই সমুদায় নষ্ট করুক। অর্থাৎ মনঃ দ্বারা অসচ্চিন্তা, বাক্যদ্বারা অসদালাপ, হস্তদ্বারা অস্পৃষ্ট স্পর্শ, পদদ্বারা অসৎস্থানে গমন, উদরে অভোক্ষ্য পূরণ এবং লিঙ্গদ্বারা অগম্যাগমনরূপ যে সকল পাপ করিয়াছি, দিনপতি সূর্য্য সেই সকল পাপ হইতে আমায় মুক্ত করুন। আমার হৃদয়ে যে কিছু পাপ আছে, তন্মিশ্রিত এই জলকে আমি হৃৎপদ্মমধ্যস্থিত অমৃতযোনি (যোনিস্যাদাকরে ভগে তাম্রয়োরিতি মেদিনী) স্বরূপ অগ্নির আধারভূত বা কারণস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে হোম করিলাম; এখন তাহা সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইয়া যাউক ।১৬৩। অনন্তর মধ্যাহ্নকালের আচমন। উক্তরূপে জল গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে। "আপঃ পুনন্তু" ইতি মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও দেবতা জল, ইহাদের আচমনে প্রয়োগ হইয়া থাকে। জল মদীয় পার্থিবদেহকে পবিত্র করুন। দেহ জলে পবিত্র হইয়া জীবাত্মাকে পবিত্র করুন। (অর্থাৎ জীবাত্মা মায়াশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববিশিষ্ট এবং শ্রীহরির নিত্য দাস" ইহা জানিতে পারুক) এবং জল জ্ঞানাধিষ্ঠাতা পরমাত্মাকেও পবিত্র করুক। (অর্থাৎ বিশুদ্ধ করুক, যদ্দ্বারা আমি তাঁহাকে জানিব।) পরমাত্মা

অথ সায়াহ্নাচমনং।

(দক্ষিণহস্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা চাচমনং কুর্য্যাৎ) অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষি প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যু-পতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১৬৫॥

অথ পুনর্ম্মার্জ্জনং।

(জলে গায়ত্রীং জপ্ত্বা এতন্মন্ত্রত্রয়েণ শিরসি বারত্রয়ং জলং দদ্যাৎ) আপো হি ষ্ঠেতি ঋকৃত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষি-

---

পবিত্র হইয়া আমার গোচরীভূত হওত আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য, অসদাচরণ ও অসৎপ্রতিগ্রহনিবন্ধন আমার শরীরে যাহা কিছু পাপ আছে, সেই সকল হইতে জল (জলরূপী নারায়ণ) আমাকে রক্ষা করুন। এই সমুদায় পাপ মিশ্রিত সামান্যোদক সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইয়া যাউক।১৬৪। অথ সায়াহ্ন-আচমন। উক্ত প্রকারে জলগ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পঠনানন্তর আচমন করিবে। "অগ্নিশ্চ মা" এই মন্ত্রের ঋষি রুদ্র, ছন্দঃ প্রকৃতি এবং জল দেবতা, আচমন কার্য্যে ইহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অগ্নি, ক্রোধ, ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ ইন্দ্রিয়-জনিত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।) আমি দিবাভাগে মন, বাক্য, হস্তদ্বয় পদদ্বয়, উদর এবং লিঙ্গদ্বারা যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, আমার সেই পাপ সকল রাত্রি বিনষ্ট করুন। আমার দেহেতে যে কিছু পাপ আছে, তন্মিশ্রিত এই জলকে আমি অমৃতযোনি অর্থাৎ অমৃতনামক হুতাশনস্থিত হৃদয়স্থ জ্যোতির্ম্ময় সত্যে (সত্যং

গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতী-রিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৬৬ ॥

অথাঘমর্ষণং।

(ততো জলগণ্ডূষং নাসিকায়ামারোপ্য অঘমর্ষণং কুর্য্যাৎ) ঋতমিত্যস্য অঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসো-হধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোহজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্ব

পরং ধীমহি) হোম করিলাম, (অর্থাৎ সত্যরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরে অর্পণ করিলাম,) এক্ষণে তাহা নিঃশেষে দগ্ধ হউক।। ১৬৫। অনন্তর পুনর্ম্মার্জ্জন বলিতেছেন। জলে গায়ত্রী জপ করিয়া এই মন্ত্র তিনটীর দ্বারা মস্তকে তিনবার জল দিবে। পুনর্মার্জ্জন—"আপো হিষ্ঠা" এই মন্ত্রত্রয়ের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, গায়ত্রী ছন্দঃ, দেবতা জল, ইহাঁদের মার্জ্জনে প্রয়োগ হইয়া থাকে। হে জল! তোমরা অত্যন্ত সুখদ ; এ নিমিত্ত আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহা কমনীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিও। হে জল! তোমরা পরম হিতাভিলাষিণী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় ইহলোকে পরমমঙ্গলদায়ী নিজ রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা সেই রসে তৃপ্তি লাভ করি। ১৬৬। অথ অঘমর্ষণ। তদনন্তর এক গণ্ডূষ জল নাসিকার উপর অর্থাৎ নাসিকাসংলগ্ন পূর্ব্বক অঘমর্ষণ করিবে। "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" এই মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, ছন্দঃ

মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ। (ইতি পঠিত্বা বামনাসয়া বায়ুমাকৃষ্য দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য বামহস্ততলে কল্পিতশিলায়াং পাপপুরুষেণ সহ তজ্জলং নিক্ষিপেৎ। ইত্থমেব বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ততঃ করপ্রক্ষালনানন্তরং গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং সূর্য্যায় দদ্যাৎ। ততঃ সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ॥ ১৬৭॥

সূর্য্যোপস্থানং।

(প্রাতঃ সায়াহ্নচাঞ্জলিবদ্ধা মধ্যাহ্নেচোর্দ্ধবাহুর্ভূত্বা ইদং মন্ত্রদ্বয়ং পঠেৎ) উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। চিত্রমিত্যস্য কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যো-

---

অনুষ্টুপ্, দেবতা ভাববৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইহাঁদের অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (অপর মন্ত্রানুবাদ মার্জ্জনস্থলে দেখিয়া লইবে।) এই মন্ত্র পাঠান্তে বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা অন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ু নিঃসারণ করতঃ বাম হস্ততলে কল্পিত শিলাতে পাপপুরুষের সহিত সেই জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার বারত্রয় করিয়া অঘমর্ষণ অর্থাৎ পাপমর্ষণ কার্য্য শেষ সমাধা পূর্ব্বক তদনন্তর কর-প্রক্ষালন করণান্তর গায়ত্রীদ্বারা তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যকে প্রদান করিবে। তাহার পর সূর্য্যোপস্থান করিবে।১৬৭।

সূর্য্য উপস্থান (উপাসনা) বলিতেছেন। প্রাতঃকাল ও সায়ং-কালে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এই মন্ত্র দুইটি পাঠ করিবে। "উদুত্যং" এই মন্ত্রের ঋষিপ্রস্কন্ন, ছন্দঃ গায়ত্রী ও দেবতা সূর্য্য, ইহাঁদের সূর্য্য উপাসনার প্রয়োজন। জগতের প্রকাশ

পস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবনা-মুদগাদনীকং, চক্ষু-র্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১৬৮ ॥

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ উপজায় নমঃ। (ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা প্রত্যুপস্থানং কুর্য্যাৎ) ॥ ১৬৯ ॥

অথ গায়ত্র্যা আবাহনং। [তত্র কৃতাঞ্জলিঃ]

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭০ ॥
গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা
দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ ১৭১ ॥

নিমিত্ত রশ্মি সমূহ সেই সূর্য্যদেবকে ধারণ করিতেছে। "চিত্র-মিত্যাদি" মন্ত্রের ঋষি কৌৎস, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, দেবতা সূর্য্য, ইহাঁদের সূর্য্য উপসনায় প্রয়োজন। মিত্র, বরুণ, অগ্নি, এই দেবতাত্রয়ের চক্ষুস্বরূপ; সকল দেবতার সমষ্টি স্বরূপ; স্থাবর জঙ্গমের আত্মা-স্বরূপ, সূর্য্যদেব আশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশকে নিজ রশ্মিজাল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ১৬৮। "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ উপজায় নমঃ" পর্য্যন্ত সকলকে ঐরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া তর্পণ করিবে। ১৬৯। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া গায়ত্রীর আবাহন করিবে। হে বরদে! হে দেবি! হে ত্র্যক্ষরময়ি! হে ব্রহ্মবাদিনি! হে ছন্দোজননি! হে বেদোদ্ভবে গায়ত্রি! আগমন কর। তোমাকে নমস্কার করি। ১৭০। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী, সবিতা দেবতা, ইহাঁরা জপ এবং উপনয়ন সময়ে প্রয়োগ হন। ১৭১।

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

শিরসি-বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ। মুখে-গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি-সবিত্রে দেবতায়ৈঃ নমঃ॥ ১৭২॥

অথ ষড়ঙ্গন্যাসঃ।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। (ইত্যঙ্গন্যাসং কৃত্বা তালত্রয়ং দত্বা দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাচ্চ। ততঃ কূর্ম্ম মুদ্রাং বদ্ধা গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ।)॥ ১৭৩॥

তত্র প্রাতর্ধ্যানং।

ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥ ১৭৪॥

মধ্যাহ্ন ধ্যানং।

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চতার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥ ১৭৫॥

অথ ঋষ্যাদিন্যাস। "শিরসি বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ" হইতে "হৃদি সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ" পর্য্যন্ত ঋষ্যাদি ন্যাস। ১৭২। অথ ষড়ঙ্গন্যাস। "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" হইতে "অস্ত্রায় ফট্" পর্য্যন্ত ষড়ঙ্গন্যাস। এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া তালত্রয় প্রদানানন্তর দিগ্বন্ধন করিবে। তদনন্তর কূর্ম্মমুদ্রা (বামকরের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ করের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণ করের তর্জ্জনীতে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ সংযোজিত পূর্ব্বক দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত এবং বামকরের মধ্যমা প্রভৃতি অঙ্গুলি দক্ষিণ করের ক্রোড়-দেশে সংযোজিত করিবে। তাহার পর দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকা বামকরের মূলদেশে অধোমুখে স্থাপনানন্তর করের উপরি-ভাগ কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় করিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হয়) বদ্ধ হইয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। ১৭৩। তত্র গায়ত্রীর প্রাতঃকালের ধ্যান। কুমারী, ঋগ্বেদযুক্তা, ব্রহ্মরূপা, মরালোপরি অবস্থিতা, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডল-

সায়াহ্ন ধ্যানঞ্চ।

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্॥

(প্রাতরাদিকালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সরস্বতীং ধ্যায়ন্, প্রাতরুত্তানকরো মধ্যাহ্নে তির্য্যক্‌করঃ সায়ঞ্চাধোমুখকরঃ ভূত্বা গায়ত্রীং জপেৎ। জপস্য সংখ্যা দশধা, সমর্থশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বা। দশধা জপে দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠেন যথাক্রমং অনামিকায়ামধ্যং মূলং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়া মূল মধ্যোঽগ্রপর্ব্ব, অনামিকায়া মধ্যমায়াশ্চাগ্রপর্ব্ব, তর্জ্জন্যগ্র মধ্যমূলপর্ব্ব চোপস্পৃষ্টশ্চ জপসংখ্যাং কুর্য্যাৎ। শতধা জপে দক্ষিণকরেণোক্ত ক্রমেণৈকবার জপং সমাপ্য বামকরেণোক্তক্রমেণৈকৈক পর্ব্বণাসংখ্যাং রক্ষেৎ।) ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১৭৬॥

স্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে। ১৭৪। গায়ত্রীর মধ্যাহ্নকালের ধ্যান। মধ্যাহ্নে যুবতী, যজুর্ব্বেদযুতা, চতুর্ভুজা, বিষ্ণুস্বরূপিনী, গরুড়োপরি অবস্থিতা, পীতাম্বর পরিধানা, রবিমণ্ডলস্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে। ১৭৫। গায়ত্রীর সায়াহ্নকালের ধ্যান। সায়াহ্নে বৃদ্ধা, সামবেদধারিণী, শিবরূপা, বৃষোপরি অবস্থিতা, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে। প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী ও সায়াহ্নে সরস্বতীরূপা গায়ত্রীকে ধ্যান করিতে করিতে প্রাতঃকালে উত্তান করে (চিৎকরে), মধ্যাহ্নে তির্য্যক্ করে (আকুঞ্চিত করে) এবং সায়াহ্নে অধোমুখ করে গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। জপের সংখ্যা দশবার, যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে শতবার বা সহস্রবার জপ করিবে। দশবার জপে দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর অগ্র-মধ্য

ওঁ মহেশ বদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয় সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥
(এতন্ মন্ত্রেণৈকাঞ্জলি জলং দত্বা গায়ত্রীং বিসর্জ্জয়েৎ)॥১৭৭॥

অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্।
ওঁ আদিত্য শুক্রাভ্যাং নমঃ॥
(ইতি পঠিত্বৈকাঞ্জলি জলং দদ্যাৎ)॥ ১৭৮॥

অথ আত্মরক্ষা।

(দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণশ্রবণস্থ পৃষ্ঠদেশ স্পৃষ্ট্বা) জাত-বেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম, মরাতীয়তো নিদহাতি। বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। (ইত্যুচ্চার্য্য শিরসি জলং দদ্যাৎ)॥ ১৭৯॥

মূল পর্ব্ব স্পর্শ পূর্ব্বক সংখ্যা রক্ষা করিবে। শতবার জপে, দক্ষিণ করে ঐ প্রকার একবার জপ সম্পূর্ণ হইলে, বামকরে ঐরূপ ক্রমে একটি একটি পর্ব্বে জপ সংখ্যা রাখিবে। গায়ত্রী। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-আকাশরূপ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যস্বরূপ এবং জন্ম-মৃত্যু-দুঃখাদি বিনাশ নিমিত্ত উপাসনীয় সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত তেজের জীবনী-ভূত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তির আধারভূত সেই সর্ব্বান্তর্যামি পরমব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা করি। যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন। (বিস্তার অর্থ স্নান প্রকরণে করা হইয়াছে।)। ১৭৬। হে দেবি গায়ত্রি! তুমি মহেশের বদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। ব্রহ্মা তোমায় বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে প্রস্থান কর। এই মন্ত্রদ্বারা একাঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করিবে। ১৭৭! এই রূপে ভগবান্ আদিত্য এবং শুক্র প্রীত হউন। আদিত্য ও শুক্রকে নমস্কার করি। 'এইটি' পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ১৭৮।

অথ রুদ্রোপস্থানং। [কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা]

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো-নমঃ॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ॥ (ইত্যনেন মন্ত্রৈণৈকৈকাঞ্জলি জলমর্পয়েৎ)॥ ১৮০ ॥

অনন্তর আত্মরক্ষার বিষয় বলিতেছেন। দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া,—“জাতবেদসে” ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, অগ্নিদেবতা, ইহাঁরা আত্মরক্ষার নিমিত্ত জপে প্রয়োগ হন। আমরা অগ্নির প্রীতির জন্য সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি; যেহেতু অগ্নি আমাদিগের অহিত সকল ভস্ম করেন। বেদকে আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেন। যে বেদজ্ঞান দ্বারা আমরা সেই শ্যামসুন্দরাকৃতি শ্রীহরিকে জানিতে পারি। নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার হয়, সেইরূপ এই জগৎ অগ্নি কর্ত্তৃক পাপরাশি সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকে। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বমস্তকে জল প্রদান করিবে। ১৭৯। অনন্তর রুদ্রোপস্থান অর্থাৎ রুদ্রোপাসনা বলি-তেছেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া—“ঋতমিত্যাদি” মন্ত্রের ঋষি কালাগ্নিরুদ্র, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, রুদ্র দেবতা, ইহাঁরা রুদ্রোপাসনায় প্রয়োগ হয়েন। যিনি ঋত, অর্থাৎ একাক্ষর স্বরূপ—সত্য, অর্থাৎ অনন্তজ্ঞান স্বরূপ পরমব্রহ্ম, যিনি কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপী অথবা চৈতন্যরূপ ভগবান্, ঊর্দ্ধলিঙ্গ অর্থাৎ উপরে যাঁহার স্থান, বিরূপাক্ষ (সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি) এই বিশেষরূপ যাঁহার নয়ন, সেই বিশ্বরূপ পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। প্রণাম করি। ব্রহ্মা, জল, জলাধি-পতি বরুণ, বিষ্ণু ও রুদ্রকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ১৮০।

অথ সূর্য্যার্ঘ্যঃ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। (ইত্যনেন মন্ত্রেণ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যং তদভাবে বা জলং দদ্যাৎ) ॥ ১৮১ ॥

অথ সূর্য্য প্রণামঃ।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।
(ইতি মন্ত্রেণ শ্রীসূর্য্যং প্রণমেৎ) ॥ ১৮২ ॥

অথ প্রার্থনা।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ গণ্ডূষৈকং জলং পরিত্যজেৎ) ॥১৮৩॥
ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ ॥ ১৮৪ ॥

অথ সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান বলিতেছেন। হে ব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃ দেব! তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, তুমিই বিষ্ণুতেজস্বরূপ, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র স্বরূপ এবং সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তোমাকে নমস্কার করি। এই অর্ঘ্য শ্রীসূর্য্যকে অর্পণ করিলাম। এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য, তাহার অভাবে জল প্রদান করিবে। ১৮১। অথ সূর্য্যের প্রণাম। জবাকুসুমের সদৃশ রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অত্যন্ত দীপ্তিমান, অন্ধকার-বিনাশী ও সর্ব্বপাপপ্রণাশক দিবাকরকে প্রণাম করি। এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীসূর্য্যকে প্রণাম করিবে। ১৮২। তদনন্তর প্রার্থনা। হে দেবি গায়ত্রি! তুমি শ্রীভগবানের শক্তিরূপা, অতএব করুণাময়ী; সেই নিমিত্ত তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা যে, যদি এই সন্ধ্যোপা-সনায় কোন অক্ষরের উচ্চারণ না করিয়া থাকি ও যদি কোন মাত্রার উচ্চারণ না হইয়া থাকে, হে সুরেশ্বরি গায়ত্রি! তদীয় প্রসন্নতায় সেই সমুদায় সম্পূর্ণ হউক। ১৮৩। এই সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগ

অথ সন্ধ্যায়াঃ কালনির্ণয়ঃ।

পূর্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে স নক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে।
সম সূর্য্যেঽপিমধ্যাহ্নে মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি॥

অথ সন্ধ্যায়াস্তাৎপর্য্যংব্যাখ্যাস্যামঃ।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহংশশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মিবাসবঃ।
ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং।
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মিসাগরঃ।

সমাপ্ত হইল। অনন্তর সন্ধ্যার কালনির্ণয়। গগনমণ্ডলে যে সময় দুই একটি নক্ষত্র দেখা যায়, সেই সময় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত যখন সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থলে থাকেন, তাহাই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল। অনন্তর সন্ধ্যার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। ১৮৪। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সকলের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্র সকলের মধ্যে আমি অধিপতি চন্দ্র, বেদ সমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে আমি মন, ভূত নিচয়ের মধ্যে আমি চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষস সকলের মধ্যে আমি বিত্তেশ কুবের, বসুদিগের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বত সকলের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিত সকলের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনানীগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক ও জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর। মহর্ষিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি ওঙ্কার, যজ্ঞ

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণোযাদসামহং।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃসংযমতামহং।
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহং।
অক্ষরাণামকারোঽস্মিদ্বন্দং সামাসিকস্যচ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।
বৃহৎসামতথাসাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহং।
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়াভূতং চরাচরং।
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।

সকলের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ, স্থাবর সমূহের মধ্যে আমি হিমালয়, নাগদিগের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ড-প্রদাতাগণের মধ্যে আমি যম, বেগবান ও পবিত্রকারীর মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি পরশুরাম, অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস, সংহারকারীদিগের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র, স্রষ্টা সকলের মধ্যে আমি ব্রহ্মা, সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম, ছন্দ সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী, সর্ব্বভূতের প্ররোহ কারণ বীজই আমি, যেহেতু চরাচর বিশ্বমধ্যে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। হে পরন্তপ! মদীয় দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। আমার অসংখ্য বিভূতির উদ্দেশ মাত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐশ্বর্য্যান্বিত সম্পত্তিযুক্ত, বল-প্রভাব প্রভৃতির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সমস্তই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদায়ই মদীয় শক্তিলেশ দ্বারা সম্ভূত। হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মক হর বিরিঞ্চি প্রমুখাবধি সমস্ত জগৎ আমি, আমার

এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া।
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ।
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১৮৫॥
ইত্যাদীশ্বরবাক্যেন সন্ধ্যা তদ্বিভূতির্মতা।
তস্মাদ্বৈষ্ণববিপ্রাণামুপাস্যা হি সতাং মতং॥ ১৮৬॥
সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৮৭॥
ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ শাক্তিকাঃ।
উপাসন্তে যতঃ সন্ধ্যাং হরেঃশক্ত্যাদিরূপিণীং॥ ১৮৮॥

অথ কৃষ্ণসন্ধ্যা।

কৃত্বা তু বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃষ্ণসন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥১৮৯॥

একমাত্র প্রকৃতিতে অন্তর্যামী পুরুষরূপে অধিষ্ঠান বা ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি, পালন, ধারণ এবং অবস্থান করিতেছি। ফলিতার্থ এই যে, আমি নিজ বিভূতি সকলের দ্বারা বিশ্বসৃষ্ট্যাদি সমস্তই করিয়া থাকি। আমার বিভূতির অন্ত নাই। আর আমার প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। তোমার নিকট মদ্বিভূতির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। ১৮৫। ইত্যাদি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যদ্বারা সন্ধ্যা যে তদীয় বিভূতি, তাহা নিশ্চয় হইয়াছে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের সন্ধ্যা উপাস্যা, তাহাতে কোন সংশয় নাই, ইহাই বিদ্বান্‌দিগের মত। ১৮৬। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূত্যাদি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যোগীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকেন; তদ্দারা দীর্ঘায়ুলাভ করেন ও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। ১৮৭। ব্রাহ্মণমাত্রেই বৈষ্ণব, তাঁহারা শৈব বা শাক্ত নহেন; যেহেতু হরির শক্ত্যাদিরূপিণী সন্ধ্যাকে উপাসনা (ভজনা)

শ্রীগোবিন্দং হরিং নত্বা কৃষ্ণসন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে কৃষ্ণং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ॥ ১৯০॥

অথ সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

তত্রাদৌ সামান্যাচমনং সমাপ্য জলে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র গঙ্গে চ যমুনে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য মূলেন কুশেন ত্রিবারং ভূমৌ জলং নিক্ষিপ্য তজ্জলেন সপ্তধা মূর্দ্ধানমভিষিঞ্চেৎ। ততঃ মস্তকে "ক্লীঁ গোপীজনায়", ললাটে "বিদ্মহে", চক্ষুর্দ্বয়ে "গোপীজনায়" বাহুদ্বয়ে "ধীমহি" পদদ্বয়ে "তন্নঃকৃষ্ণঃ" সর্ব্বাঙ্গে "প্রচোদয়াৎ", ইতি ক্রমেণ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বা ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা বামহস্তে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য হং যং বং লং রং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলিতোদকবিন্দুভিস্তত্ত্ব মুদ্রয়া মূর্দ্ধ্নি সপ্তধাভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ পাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং

করেন। ১৮৮। অথ কৃষ্ণ সন্ধ্যা। অগ্রে বৈদিকী সন্ধ্যা করিয়া তৎপরে কৃষ্ণসন্ধ্যা করিবে। ১৮৯। শ্রীগোবিন্দ হরিকে নমস্কার পূর্ব্বক কৃষ্ণসন্ধ্যাচরণ করিবে এবং সায়ং-প্রাতঃ-মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিবে। ১৯০। সন্ধ্যাপ্রয়োগ বলিতেছেন। প্রথমে সামান্যরূপে আচমন করতঃ জলে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া, মণ্ডলমধ্যস্থ জলে "গঙ্গেচ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তীর্থ আবাহন পূর্ব্বক মূলমন্ত্রে কুশদ্বারা তিনবার ভূমিতে জলনিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই জল সাতবার মস্তকে অভিষেচন করিবে। তদনন্তর মস্তকে "ক্লীঁ গোপীজনায়" ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাসকরতঃ বামহস্তে জল রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক "হং" ইত্যাদি মন্ত্র বারত্রয় উচ্চারণ করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে করগলিতোদক জলবিন্দু সকল তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা (দক্ষিণকর অধোমুখ করিয়া অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ করিলেই তত্ত্বমুদ্রা হয়)

তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা পিঙ্গলয়া বিরেচ্য পুরঃ কল্পিতবজ্র-শিলায়াং ফড়িতিমন্ত্রেণ পাপপুরুষরূপং তজ্জলং ক্ষিপেদিত্য-ঘমর্ষণং। ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীঁ হং সঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা ওঁ ঘৃণিসূর্য্য আদিত্য ইতিমন্ত্রেণ বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। (অর্ঘ্যং গোপালগায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রির্নিবেদয়েদিতি কেচিৎ) তদ্গায়ত্র্যা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য, তর্পণং কুর্য্যাৎ। ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি। ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি। ওঁ গুরুংতর্পয়ামি। ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ নারদং তর্পয়ামি। ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি। ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি। ওঁ

সপ্তবার মস্তকে অভ্যুক্ষণ (অভিষেচন) করিয়া শেষ জল দক্ষিণ-হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক তেজোরূপ ধ্যানকরতঃ ঐ জল "ইড়য়া" অর্থাৎ বামনাসা দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহমধ্যগত পাপপ্রক্ষালন করিয়া, সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ চিন্তাকরতঃ "পিঙ্গলয়া" অর্থাৎ দক্ষিণনাসা দ্বারা বিরেচনপূর্ব্বক সম্মুখে কল্পিত বজ্রশিলাতে "ফট্" এই মন্ত্রে পাপপুরুষরূপ সেই জল ক্ষেপণ করিবে, ইহাকেই অঘমর্ষণ বলে। তদনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া "হ্রীঁ" ইত্যাদি অথবা "ওঁ ঘৃণি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা শ্রীসূর্য্যদেবকে কেবলমাত্র নীর দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তাহার পর "ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ" ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা শ্রীগোপাল গায়ত্রী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর তদ্গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক তিনবার জল দিয়া তর্পণ করিবে। "ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি" পর্য্যন্ত প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিয়া, তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি। ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি। ততো মূল-মুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ ইতি ত্রিস্তর্পয়েৎ। ততো গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ। ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেম্বরে ॥ ১৯১ ॥

মধ্যাহ্নে। ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং ॥ ১৯২ ॥

(সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ)
ওঁ শুক্লাংশুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ১৯৩ ॥

ইতি ধ্যাত্বা গায়ত্রীং শতধা দশধা বা জপেৎ। ক্লীঁ গোপীজনায় বিদ্মহে, গোপীজনায় ধীমহি, তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচো-

---

তর্পণ করিবে। তাহার পর গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে। প্রাতঃ-কালের ধ্যান। উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বামকরে বেদপুস্তক ও দক্ষিণকরে জপমালাধারিণী, কৃষ্ণাজিনবিধারিণী, তারকিতাম্বরা ব্রাহ্মীশক্তিকে ধ্যান করিবে। ১৯১। মধ্যাহ্নকালের ধ্যান। শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-ধারিণী, সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া দেবীকে ধ্যান করিবে। ১৯২। সায়ংকালের ধ্যান। সায়ংকালে বরদা, গায়ত্রীরূপা, শ্বেতবর্ণা, শ্বেতাম্বরপরিধানা, বৃষারূঢ়া, ত্রিনেত্রা, বর-পাশ-শূল ও নৃকরোটিকা অর্থাৎ নরভাগ্যফলধারিণী, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থা দেবীকে ধ্যান করিবে। ১৯৩। এইমত ধ্যান করিয়া গোপাল গায়ত্রী ১০০ শতবার বা ১০ দশবার জপ করিবে। "ক্লীঁ গোপী-জনায়" হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত গোপাল গায়ত্রী। ঐ গায়ত্রীর অর্থ এই—লকার হইতে পৃথিবীর, ককার হইতে জলের, ঈকার হইতে অগ্নির, নাদ হইতে বায়ুর এবং বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি। ক্-ল-ঈ-ঁ-এই পাঁচ মিলিত হইয়া ক্লীঁ বীজ বা শব্দ

দয়াৎ। (ইতি শ্রীমদ্‌গোপালগায়ত্রী) ততো মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রাজক্রীড়ারতং শ্রীকৃষ্ণং বিভাব্য প্রাণায়াম-ত্রয়ং কৃত্বা উৎক্ষিপ্তভুজো মূলমন্ত্রং গায়ত্রীং বা শতধা দশধা বা জপেৎ। ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর। ইতি মন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণকরে জপং সমর্প্য, প্রাণায়ামং কৃত্বা, ওঁ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব, ইতি সংহারমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ ইষ্টদেবং

নিষ্পন্ন হইয়াছে, উহাকেই কামবীজ কহে। অথবা ঐ কামবীজ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। "কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ" ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, এবং শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত বীজার্থ প্রকাশিকা বা দীপিকায় কামবীজ কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া সপ্রমাণ লিখিত হইয়াছে। কাহার কাহার মতে "ককারো ভগবান্ কৃষ্ণ ঈকারঃ প্রকৃতি রাধা।" অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের অভিন্ন রূপই কামবীজ। এই সকল অভিপ্রায় গায়ত্রীদ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। "গোপীজনায় বিদ্মহে" অর্থাৎ আমরা সেই গোপী-জনকে অবগত হই। "গোপীজনায় ধীমহি" অর্থাৎ গোপীজনকে ধ্যান করি। "তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে পরমতত্ত্ব (তদীয় প্রেম) প্রেরণ করুন, ইহাই গোপাল গায়ত্রীর মর্ম্মার্থ। তদনন্তর মূলমন্ত্র জপ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ রাজক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনাপূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী শতবার বা দশবার জপ করিবে। হে দেব! হে দেবেশ্বর! আপনি গুহ্য অর্থাৎ হৃদয়ের বস্তু, একারণ গোপনীয়, এবং অতি গুহ্যবিষয়েরও রক্ষাকারী। অতএব আমার কৃত গোপনীয় জপ গ্রহণ করুন। আপনার প্রসাদে আমার সিদ্ধি-লাভ হউক। (তোমার শ্রীচরণসেবাই আমার সিদ্ধি ইত্যাদি অভি-প্রায়) এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব" এই বলিয়া সংহার মুদ্রায় (বামহস্ত

স্বহৃদয়মানীয় ধ্যাত্বা তীর্থং প্রণমেৎ। জাহ্নবীং যমুনাং সিন্ধুং গোদাবরীং সরস্বতীং। প্রভাসং পুষ্করাদীংশ্চ স্নানকালে নমাম্যহং॥ ইতি কৃষ্ণসন্ধ্যা॥ ১৯৪॥

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিং।
অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে।
সূর্য্যে চাভ্যার্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ॥ ১৯৫॥
ন কুর্য্যাদ্যদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ।
সন্ধ্যাত্রয়ং যথা কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকং।
তন্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বন্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী স্বশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ।
সন্ধ্যায়াং পতিতায়াস্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ॥ ১৯৬॥

অধোমুখে রক্ষাপূর্ব্বক তদুপরে দক্ষিণহস্ত (উত্তান) চিৎ করিয়া রক্ষা করিবে, পরে বামকরের অঙ্গুলি সমূহের মধ্যে মধ্যে দক্ষিণকরের অঙ্গুলি সকল প্রবেশ করাইয়া, উভয়করের অঙ্গুলি বাঁকাইয়া পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মোড়া দিয়া বক্ষের নিকট ঘুরাইয়া আনিয়া উভয় তর্জ্জনী একবারে নির্গত করিবে, ইহাকেই সংহারমুদ্রা কহে।) সূর্য্যমণ্ডল হইতে ইষ্টদেবকে নিজ হৃদয়ে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় ধ্যান করতঃ তীর্থকে প্রণাম করিবে। জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী, প্রভাস ও পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ সকলকে স্নানকালে আমি নমস্কার করি, এই কৃষ্ণসন্ধ্যা। ১৯৪। পণ্ডিত সকল অগ্নিতে ঘৃত দ্বারা, জলমধ্যে পুষ্প দ্বারা, হৃদয় মধ্যে ধ্যান দ্বারা ও রবিমণ্ডলে জপদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবেন। সূর্য্যমণ্ডলে অর্চ্চনা শ্রেষ্ঠ এবং জলমধ্যে জলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করাই কর্ত্তব্য। ১৯৫। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত সন্ধ্যানুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি দীক্ষা ফল লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃ,

অথ বিশেষতো দেবাদি তর্পণং।

(তত্রাদৌ আচমনং কৃত্বা প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ।) ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥ ১৯৭॥

অথোপবীতী পূর্ব্বাভিমুখঃ দেবতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং। (ইত্যনেন মন্ত্রেণ দেবতীর্থেন

মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে তিনবার সন্ধ্যা করিবেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয়ে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সন্ধ্যা করিবেন। শূদ্র তন্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক কেবলমাত্র তান্ত্রিক সন্ধ্যা (কৃষ্ণসন্ধ্যা) করিবে। উভয় প্রকার সন্ধ্যাচরণে অশক্ত হইলে, সকলেই সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবেন। সংক্ষেপ সন্ধ্যা এই—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। নির্দ্দিষ্টকালে সন্ধ্যা না করিলেই সন্ধ্যা পতিত হইয়া থাকেন। সন্ধ্যা পতিত হইলে দ্বিজগণ দশবার ব্রহ্মগায়ত্রী এবং তদিতর ব্যক্তিগণ দশবার কৃষ্ণগায়ত্রী জপপূর্ব্বক কৃষ্ণসন্ধ্যা করিবেন। (দ্বিজগণও কৃষ্ণগায়ত্রী জপ করিতে পারেন। চতুর্ব্বর্ণ বৈষ্ণবমাত্রেরই কৃষ্ণ-গায়ত্রীতে অধিকার আছে। ত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধে বর্ণাদির বিচার নাই)। ১৯৬। অথ বিশেষরূপ দেবতা প্রভৃতির তর্পণ বলিতেছেন। অগ্রে আচমন করিয়া প্রাচীনাবীতী (স্বভাবতঃ যে প্রকার যজ্ঞোপবীত ধারণ করা যায়, তাহার বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধের উপর হইতে বামপার্শ্ব দিয়া লম্বমান যজ্ঞোপবীতকে প্রাচীনাবীতী বলা যায়) হইয়া দক্ষিণাভিমুখে করযোড়ে "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থসকল তর্পণকালে আগমন করুন্। ১৯৭। তদনন্তর উপবীতী হইয়া অর্থাৎ সচরাচর যজ্ঞোপবীত যে ভাবে রাখা যায়, সেইভাবে রাখিয়াই দেবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলী সকলের অগ্রভাগকে দেবতীর্থ কহে) পূর্ব্বাভিমুখ

প্রত্যেকেন জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ) ওঁ দেবা যক্ষাস্তথানাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পা সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া। (ইতি মন্ত্রেণ দেবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ) ॥ ১৯৮ ॥

অথ নিবীতীপশ্চিমাভিমুখঃ মনুষ্যতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা। (ইতি মন্ত্রং বারদ্বয়ং পঠিত্বা কায়তীর্থেন ক্রোড়াভিমুখেন জলাঞ্জলিদ্বয়ং দদ্যাৎ) ॥ ১৯৯ ॥

হইয়া দেবতর্পণ করিবে। "ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তদনন্তর "ওঁ দেবাযক্ষাস্তথানাগা" হইতে আরম্ভ করিয়া, "দীয়তে সলিলং ময়া" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ দেবতীর্থ দ্বারা পূর্ব্বমুখে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। "দেবাযক্ষাঃ" ইত্যাদি শ্লোকার্থ এই--দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা সকল, নির্দ্দয় প্রাণী সকল, সুপর্ণ সকল, তরু সকল, বক্রগামী জীবসকল, পক্ষীসকল, বিদ্যাধরগণ, জলাধার মেঘগণ, গগনচারীগণ, নিরাহারজীবগণ এবং পাপকর্ম্মরত প্রাণীগণ, আমি তাহাদের তৃপ্তিজন্য এই জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। ১৯৮। অনন্তর নিবীতী হইয়া (যজ্ঞোপবীতকে মাল্যবৎ ধারণ করার নাম নিবীতী) পশ্চিমাভিমুখে মনুষ্য তর্পণ করিবে। "ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ" হইতে আরম্ভ করিয়া "মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা" পর্য্যন্ত মন্ত্র দুইবার পাঠপূর্ব্বক কায়তীর্থ দ্বারা (কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ কায়তীর্থ) ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে। "সনকশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই—সনক, সনন্দ,

অথোপবীতী পূর্ব্বাভিমুখঃ ঋষিতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং। ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং। (ইত্যনেন মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন দেবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ)॥ ২০০॥

অথ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ দিব্যপিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। (ইত্যনেন মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পিতৃতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ ॥ ২০১॥)

সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ইহাঁরা মৎপ্রদত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। ১৯৯। অনন্তর উপবীতী হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে ঋষিতর্পণ করিবে। "ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল অর্পণ করিবে। ২০০। অনন্তর প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বিপরীত ক্রমে ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে দিব্যপিতৃতর্পণ করিবে। "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা", পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও

অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা বর্হিষন্তস্তথোষ্মপাঃ। কব্যানলৌ-বর্হিষদস্তথাচৈবাজ্যপাঃ পুনঃ ॥ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অথ যমতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ। (ইতি মন্ত্রং বারত্রয়ং পঠিত্বা জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥ ২০২ ॥)

অথ বদ্ধাঞ্জলির্ভূত্বা আবাহনং কুর্য্যাৎ।

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং ॥ ২০৩ ॥

অথ পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা-মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা-মেতৎসতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগের নাম পিতৃতীর্থ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দান করিবে। অগ্নিষ্বাত্তা, সোমপ, বর্হিষন্ত, উষ্মপ, কব্য, অনল, বর্হিষদ, আজ্যপ এইরূপ পাঠ কোন পুস্তকে দেখা যায়। ২০১। তাহার পর যমতর্পণ করিবে। "ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায়" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। "যমায়" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই-যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র, চিত্রগুপ্ত, এই সকলকে নমস্কার। ২০২। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া আবাহন করিবে। "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর" ইত্যাদি আবাহন মন্ত্র। হে মদীয় পিতৃগণ, আপনারা আগমন পূর্ব্বক মৎপ্রদত্ত এই জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ২০৩।

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ মাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা পিতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা প্রপিতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা মাতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা প্রমাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা ॥

তদনন্তর পিতৃতর্পণ করিবে। "বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র পিতা অমুক দেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা বৃদ্ধ-প্রমাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা", এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠসহ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী এই প্রত্যেককে তিন তিনবার সতিল জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, মাতামহী প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। এইরূপ নিয়মে পিতৃব্য, মাতুল,

(ইত্যনেন মন্ত্রেণ পিতাপিতামহপ্রপিতামহমাতামহ-প্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ মাতাপিতামহীপ্রপিতামহীভ্যঃ প্রত্যেকং সতিলজলাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা মাতামহীপ্রভৃতীনাং প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিনা তর্পণং কার্য্যং। এবং ক্রমেণ পিতৃব্য-মাতুলপিতৃষ্বস্ভ্রাতৃভগিনীসপিণ্ডান্ একৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ॥ ২০৪॥)

অথ ভীষ্মাষ্টম্যাং ভীষ্মতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥
(ইতি মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ॥ ২০৫॥

ততশ্চ প্রণমেৎ।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥ ২০৬॥

ততঃ।

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

পিতৃষ্বসা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও সপিণ্ড সকলকে এক এক অঞ্জলি দ্বারা তর্পণ করিবে। ২০৪। তদনন্তর ভীষ্মতর্পণ করিবে। "ওঁ বৈয়াঘ্র পদ্যগোত্রায়" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "ভীষ্মবর্ম্মণে" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ সহিত এক অঞ্জলি জল দান করিবে। বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্র সাংকৃতি প্রবর ও পুত্রবিহীন ভীষ্মবর্ম্মাকে আমি এই জলাঞ্জলি দ্বারা তর্পণ করিলাম। ২০৫। তদনন্তর ভীষ্ম প্রণাম। "ওঁ ভীষ্ম শান্তনবো বীরঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং" পর্য্যন্ত ভীষ্মের প্রণাম। ভীষ্ম, শান্তনুনন্দন, বীর, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, অতএব তদীয় পুত্রপৌত্রোচিতক্রিয়াসকল আমাদের কর্ত্তৃক সম্পন্ন হউক। ২০৬। তদনন্তর "ওঁ যেঽবান্ধবা" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥
(ইমং মন্ত্রদ্বয়ং পঠিত্বা ভূমৌ একৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ॥ ২০৭॥

অথ রামতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যতু ভুবনত্রয়ং॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ॥ ২০৮॥)

অথ লক্ষ্মণতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু॥
(মন্ত্রেণানেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ॥ ২০৯॥)

"পরাংগতিং" পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ ভূমিতে এক এক অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। যাহাঁরা আমার বান্ধব নন, যাহাঁরা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার জন্মান্তরের বান্ধব, যাঁহারা মদ্দত্তজলের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সকলে মৎপ্রদত্ত জলাঞ্জলি দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। যাহাঁরা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহাঁরা অন্য কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাঁদিগকে আমি ভূমিতে এই জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। তাঁহারা এই জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ এবং পরম গতি লাভ করুন। ২০৭। তদনন্তর রাম তর্পণ করিবে। "ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "ভুবনত্রয়ং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ব্রহ্মলোকাবধি সমস্তলোক, দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব, পিতৃগণ, মাতা, মাতামহ প্রভৃতি, অতীত কোটিকুল, সপ্তদ্বীপনিবাসী সকলে আমার দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। ২০৮। অনন্তর লক্ষ্মণ তর্পণ করিবে। "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিন অঞ্জলি

ততশ্চ।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পাড়নোদকং॥
(ইমং মন্ত্রমুচ্চার্য্য বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকমেকবারং ভূমৌ নিক্ষিপেৎ ॥ ২১০ ॥)

অথ পিতৃস্তুতিঃ।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ ২১১ ॥

অথ পিতৃপ্রণামঃ।

ওঁ পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥ ২১২ ॥

ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা।

ওমদ্য কৃতমেতৎ তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ওমদ্যেত্যাদি

জল প্রদান করিবে। ২০৯। তদনন্তর "ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ২১০। অনন্তর পিতৃস্তুতি। ওঁ পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি। পিতাই স্বর্গ, পিতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপঃ, পিতার প্রীতি উৎপাদনেই সমস্ত দেবতার প্রীতি উৎপাদন করা হয়। ২১১। অনন্তর পিতার প্রণাম। "ওঁ পিতৄন্নমস্যে" ইত্যাদি। যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তিমান্, যাঁহারা বায়ুভূত হইয়াও শ্রদ্ধাসহকারে আকর্ষিত হইলে, বিপ্রশরীরে আবির্ভূত হইয়া স্বধা অর্থাৎ অন্নাদি, শ্রাদ্ধোপকরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, নির্ম্মলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে যাঁহারা মনুষ্যহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্ত্যাদির উদ্ভাবন দ্বারা সমস্ত ক্লেশ দূর করেন ও সমস্ত মঙ্গল বিধান করেন, সেই পরম মঙ্গলাধার পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। ২১২। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ মদ্যকৃতমেতৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া

কৃতেঽস্মিন্ তর্পণকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

ততঃ।

ওঁ বিষ্ণুরিতি দশধা জপ্ত্বা। ওঁ অজ্ঞানাদযদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ। ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। ময়া যদিদং কর্ম্মকৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতং ইতি তর্পণং ॥ ২১৩ ॥

অথ জীবৎপিতৃকস্য তর্পণনিষেধমাহ।

দর্শস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলৈস্তর্পণমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকো ভূপ কুর্য্যাৎ কৃত্বাঘমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১৪ ॥

"ওঁ বিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর "ওঁ বিষ্ণু এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া "ওঁ অজ্ঞানাদযদি বা মোহাৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তর্পণ শেষ করিবে। "অজ্ঞানাদযদি বা" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ এই, অজ্ঞান বা মোহপ্রযুক্ত এই যজ্ঞ সকলে যে কিছু অঙ্গহীনাদি দোষ নিপতিত হইয়াছে, বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা সেই সকল অঙ্গহীনাদি দোষ দূরগত হইয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, এই কথা শ্রুতি বলেন। সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ হরি, আমার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হউন। তিনি সন্তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহার প্রীতিতেই জগৎ প্রীতিলাভ করে। এক্ষণে আমার এই কৃত কর্ম্ম সকল ভগবদ্বিষ্ণুর প্রীতিতে সমর্পিত হইল। ইতি তর্পণ সম্পূর্ণ। ২১৩। অনন্তর জীবৎপিতৃকের তর্পণ নিষেধ এই কথা বলিতে-ছেন। অমাস্নান, গয়াশ্রাদ্ধ, তিল দ্বারা তর্পণ, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি করিবে না, যদি করে, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত হইবে। ২১৪।

অথ তিলতর্পণ নিষেধমাহ।

রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাৎ তিলতর্পণং।
সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং॥ ২১৫॥

অথ প্রতিপ্রসবমাহ।

অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে।
সূর্য্যশুক্রাদিবারেঽপি ন দোষস্তিলতর্পণে।
তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতং॥ ২১৬॥

অথ তর্পণবিধানমাহ।

এবং স্নাত্বা পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যাংস্তর্পয়েন্নরঃ।
নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা চিন্তয়েদূর্দ্ধমানসঃ।

আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিমিত্যাদিবচন প্রমাণান্নাভিনিমগ্নপরিমিতোদকে দণ্ডায়মানোভূত্বা তর্পণং

অনন্তর তিলতর্পণ নিষেধ বলিলেন। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী, শ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মদিন ও সংক্রান্তি, এই সকল দিনে এবং রাত্রিতে তিলতর্পণ করিবে না। ২১৫। তথায় ঐ বিষয়ের প্রতিপ্রসব অর্থাৎ নিষিদ্ধের পুনর্বিধান বলিয়াছেন। অয়নে, বিষুব সংক্রান্তিতে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে, উপাকর্ম্মে, উৎসর্গে, যুগের আদিতে, মৃতবাসরে, রবি-শুক্রাদি বারেও তিলতর্পণে দোষ নাই। তীর্থে, বিশেষ তিথিতে, গঙ্গাতে প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিতে পারিবে। ২১৬। তদনন্তর তর্পণ বিধান বলিয়াছেন। নাভিনিমগ্ন পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অশক্ত হইলে, স্থলেও তর্পণ করিতে পারিবে। দুই কর সংলগ্ন করণানন্তর অঞ্জলি-

কুর্ব্বীত তদশক্তশ্চেৎ "বসিত্বা বসনং শুক্ল-স্থলে চাস্তীর্ণবর্হিষি। বিধিজ্ঞাস্তর্পণং কুর্য্যুরিতিবচনপ্রমাণেন স্থলেঽপি তর্পণং" কুর্য্যাৎ। উভয়করসংলগ্নকল্পণানন্তরমঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বকং তর্পণং কুর্য্যাচ্চ। দেব-মনুষ্য-ঋষি-তর্পণে তিলার্পণং নিষিদ্ধং। তিলাভাবেঽপি "সতিলগঙ্গোদকং" ইতি ব্রূয়াৎ। গঙ্গোদকাভাবেঽপি কেবলং "সতিলোদকং" ইতি ব্রূয়াচ্চ। নিত্য তর্পণস্থলে চ যমতর্পণস্য বিশেষাবশ্যকতা নাস্তি। ভীষ্মতর্পণ মনুদিনমনাবশ্যকং। কেবলং ভীষ্মাষ্টম্যাং কর্ত্তব্যম্। সম্পূর্ণ-তর্পণাশক্তৌ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু ইত্যনেন মন্ত্রেণ স্ত্রীংস্তর্পয়েৎ। তর্পণাদাবূর্দ্ধপুণ্ড্র কুশাঙ্গুরীয়ক ধারণমবশ্যং কর্ত্তব্যং। স্নানাঙ্গত্বাৎ সন্ধ্যায়াঃ পূর্ব্বং তর্পণং কার্য্যমিতি কেচিৎ স্মার্ত্তাঃ।

সন্ধ্যোপাসনতঃ পূর্ব্বং কেচিদ্দেবাদিতর্পণং।
মন্যন্তে সকৃদেবেদং পুরাণোক্তানুসারতঃ ॥ ২১৭ ॥

অথ শূদ্রস্য তর্পণবিধিঃ।

বিহারিলাল রামস্য শ্রীমতোভীষ্টপূর্ত্তয়ে।
সাম্প্রতং সংপ্রবক্ষ্যামি শূদ্রস্য তর্পণক্রমং ॥ ২১৮ ॥

বন্ধন পূর্ব্বক তর্পণ করিবে। দেব মনুষ্য ঋষিতর্পণে তিল প্রদান নিষেধ। তিলের অভাবেও "সতিল গঙ্গোদকং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। গঙ্গাজলের অভাব হইলে, কেবল "সতিলোদকং" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। নিত্যতর্পণস্থলে যমতর্পণের বিশেষ আবশ্যক নাই। প্রতিদিন ভীষ্মতর্পণ অনাবশ্যক। কেবল ভীষ্মাষ্টমীতেই কর্ত্তব্য। সম্পূর্ণ তর্পণে অশক্ত হইলে কেবল লক্ষ্মণ তর্পণ করিবে। তর্পণের অগ্রে উর্দ্ধপুণ্ড্র ও কুশাঙ্গুরী ধারণ কর্ত্তব্য। স্নানের অঙ্গহেতু সন্ধ্যার পূর্ব্বে তর্পণ করিবে, এই কথা কোন কোন স্মার্ত্ত বলেন। ধর্ম্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের মতানুসারে কোন কোন পণ্ডিত সন্ধ্যা-

তত্রাদৌ আচমনং কুর্য্যাৎ।

নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।
নমোবিষ্ণুঃ নমোবিষ্ণুঃ নমোবিষ্ণুঃ।

অথ পূর্ব্বাভিমুখঃ প্রকৃতোত্তরীয়ঃ দেবতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। নমো বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। নমো রুদ্রস্তৃপ্যতাং। নমঃ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং। (ইত্যনেন প্রত্যেকেনৈকৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ।)

ততঃ।

নমো দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া।
(ইত্যনেন মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ।)

উপাসনার পূর্ব্বে এই দেবতা প্রভৃতির তর্পণ একবার মাত্র করিবে, এইরূপ সম্মতি প্রকাশ করেন। ২১৭। অনন্তর শূদ্রের তর্পণবিধি বলিতেছেন। শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের সম্পূর্ণ লালসা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমি শূদ্রের তর্পণবিধি যথোক্তক্রমে বলিতেছি। ২১৮। অগ্রে আচমন করিবে। "নমঃ অপবিত্র" হইতে আরম্ভ করিয়া "নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ" পর্য্যন্ত আচমন পাঠ করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে দেবতর্পণ করিবে। "নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতাং" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তদনন্তর "নমো দেবা যক্ষা" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "দীয়তে সলিলং ময়া" পর্য্যন্ত মন্ত্রোচ্চারণানন্তর এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। তদনন্তর উত্তর মুখে উত্তরীয়

অথোত্তরাভিমুখঃ মাল্যবদুত্তরীয়ং কৃত্বা মনুষ্যতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ—সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ ক্রোড়াভিমুখেন জলাঞ্জলিদ্বয়ং দদ্যাৎ।)

অথ পূর্ব্বাভিমুখঃ প্রকৃতোত্তরীয়ং কৃত্বা ঋষিতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমো মরীচিস্তৃপ্যতাং। নমঃ অত্রিস্তৃপ্যতাং। নমঃ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং। নমঃ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। নমঃ পুলহস্তৃপ্যতাং। নমঃ ক্রতুস্তৃপ্যতাং। নমঃ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং। নমঃ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। নমঃ ভৃগুস্তৃপ্যতাং। নমঃ নারদস্তৃপ্যতাং। (ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ।)

অথ দক্ষিণাভিমুখো বিপরীতোত্তরীয়ং কৃত্বা দিব্যপিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। নমঃ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। নমো হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। নমঃ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সলিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। নমঃ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। নমঃ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। নমঃ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। (ইত্যনেন মন্ত্রেণ প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিসতিলগঙ্গোদকং দদ্যাৎ।)

মালার ন্যায় করিয়া মনুষ্যতর্পণ করিবে। "নমঃ সনকশ্চ" হইতে আরম্ভ করতঃ "মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে। তাহার পর পূর্ব্বমুখে প্রকৃত উত্তরীয় করিয়া ঋষি তর্পণ করিবে। "নমো মরীচিস্তৃপ্যতাং" হইতে আরম্ভপূর্ব্বক "নমঃ নারদস্তৃপ্যতাং" পর্য্যন্ত পঠনানন্তর প্রত্যেককে

অথ দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা যমতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমো যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।
(ইতি মন্ত্রং বারত্রয়ং পঠিত্বা জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ।)

অথ বদ্ধাঞ্জলির্ভূত্বা দক্ষিণাভিমুখঃ পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্লন্ত্বপোঽঞ্জলিং। (ইতি মন্ত্রেণ আবাহনং কৃত্বা।)

বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদাসঃ তৃপ্যস্বৈতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ॥ (এবং পিতামহ-প্রপিতামহ-মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রত্যেকমঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ।)

বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দাসী তৃপ্যস্বৈতৎ

এক এক অঞ্জলি জল অর্পণ করিবে। তদনন্তর দক্ষিণাভি-মুখী হইয়া, উত্তরীয় বিপরীতক্রমে ধারণপূর্ব্বক দিব্য পিতৃ তর্পণ করিবে। "নমঃ অগ্নিষ্বাত্তাঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "নমঃ আজপ্যা পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল প্রদান করিবে। তদনন্তর ঐ মুখে যমতর্পণ করিবে। "নমো যমায়" হইতে "চিত্র-গুপ্তায় বৈ নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল দিবে। মন্ত্রও তিনবার পাঠ করিবে। তাহার পর ঐ মুখে পিতৃ তর্পণ করিবে। যোড়কর হইয়া "নমঃ আগচ্ছন্তু মে পিতর" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিয়া "বিষ্ণুর্নমঃ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দাসঃ তৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ" এইরূপ নিয়মে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পিতামহ প্রপিতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ প্রত্যেককে তিনতিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

সতিলগঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ। (এবং পিতামহী-প্রপিতামহী-ভ্যোঽপি প্রত্যেকমঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। মাতামহীপ্রমাতামহী-বৃদ্ধপ্রমাতামহীভ্যঃ প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পিতৃব্য-বিমাতৃ-জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবর্গাদি-গুরুপত্নী-মাতুল-মাতুলানী-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-মিত্রাদিভ্যঃ প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ।)

অথ রামতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ)

অথ লক্ষ্মণতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু॥
(মন্ত্রেণানেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ)

"বিষ্ণুর্নমঃ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দাসী তৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ" এইরূপে পিতামহী ও প্রপিতামহীকে তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল প্রদান করিবে। এবং মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে এক এক অঞ্জলি তিলমিশ্র জল দান করিবে। তদনন্তর পিতৃব্য বিমাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতিকে ও গুরুপত্নী-মাতুল মাতুলানী-শাশুড়ি শ্বশুর বন্ধু ইত্যাদিকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। তাহার পর রামতর্পণ করিবে। "নমঃ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা হইতে "তৃপন্তু ভুবনত্রয়ং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল দান করিবে। তাহার পর লক্ষ্মণ তর্পণ। নমঃ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎতৃপ্যতু, এই মন্ত্র পাঠ সহকারে অঞ্জলিত্রয় জল দিবে। তদনন্তর ভীষ্মতর্পণ করিবে। "নমঃ বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রায়" হইতে "ভীষ্মবর্ম্মণে" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে এক অঞ্জলি

অথ ভীষ্মতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ)

ততশ্চ প্রণমেৎ।

নমঃ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

ততঃ।

নমো যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥
নমঃ—অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥
(ইমং মন্ত্রদ্বয়ং পঠিত্বা ভূমৌ একৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ)

ততো জলাদুত্থায় দ্বিরাচম্য বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকেন তর্পয়েৎ।

নমো যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকমেকবারং ভূমৌ ক্ষিপেৎ)

অথ পিতৃস্তুতিঃ।

নমঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

জল দান করিবে। তাহার পর ভীষ্মের প্রণাম। "নমঃ ভীষ্মঃ শান্তনবো" হইতে "ক্রিয়াং" পর্য্যন্ত প্রণাম মন্ত্র। "নমো যেঽবান্ধবা" হইতে "তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ" পর্য্যন্ত এবং "নমো অগ্নিদগ্ধাশ্চ" হইতে "পরাং গতিং" পর্য্যন্ত মন্ত্র দুইটি পাঠ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তদনন্তর জল হইতে উত্থান পূর্ব্বক দুইবার আচমন করিয়া বস্ত্র নিঙ্‌ড়াণ জলদ্বারা তর্পণ করিবে। "নমো যে চাস্মাকং কুলে জাতা"

অথ পিতৃ প্রণামঃ।

পিতৄন্ নমস্যে পরমাত্মভূতা যে বৈ বিমানে নিবসন্তি মূর্ত্তাঃ।
যজন্তি যানস্তমলৈর্মনোভির্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতূন্॥
এতৎকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু ইতি শূদ্রস্য তর্পণং॥ ২১৯॥

অথ তত্রৈকান্তভক্তাভিপ্রায়ঃ।

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্যাহ্যকুতোভয়ঃ॥ ২২০॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥২২১॥

হইতে "বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পঠনানন্তর বস্ত্র নিঙ্‌রাণ জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পিতৃস্তব। "নমঃ পিতা স্বর্গঃ" হইতে "প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" পর্য্যন্ত পিতৃস্তব জানিবে। তদনন্তর পিতৃ প্রণাম। "পিতৄন্ নমস্যে" ইত্যাদি হইতে "বিমুক্তি হেতূন্" পর্য্যন্ত প্রণাম মন্ত্র। যাঁহারা পরমাত্মভূত হইয়া বিমানে মূর্ত্তিমানরূপে অবস্থান করিতেছেন, অমলমনা যোগীশ্বরগণ যাঁহাদিগকে যজনা করিতেছেন, যাঁহার সর্ব্বক্লেশ মোচনের কারণস্বরূপ, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি; এই কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম্। এই শূদ্রের তর্পণ শেষ হইল। ২১৯। (তর্পণের আবশ্যকীয় মন্ত্রার্থ পূর্ব্বে করা হইয়াছে) অনন্তর সেই স্থলে একান্ত ভক্তের অভিপ্রায় বলিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্ত উদ্ধবকে কহিলেন, হে প্রিয় উদ্ধব! "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম ইতি" বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম (বিধি নিষেধ) এবং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রুত-শ্রবণযোগ্য বিষয় সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহির আত্মা যে আমি, সেই আমার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই মৎ-কর্ত্তৃক

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাংভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২২২॥
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ২২৩ ॥

সর্ব্বদা নির্ভয় হইবে। ২২০। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা প্রদান জন্য স্বভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে সখে! তুমি গার্হস্থ্যাদি চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, বিভিন্নভাব, ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য-স্বরূপ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে পাপভয় হইতে মুক্ত করিব, তুমি সে জন্য কিছুমাত্র শোক করিও না। দেখ, আমার শরণাগত ব্যক্তির কুত্রাপি ভয় নাই। ২২১। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, "হে সখে! এই প্রকার যে ব্যক্তি, মৎ কর্ত্তৃক বেদবোধিত নিজ আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, গুণ-দোষের উপাদেয়তা ও হেয়তা বিচার পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাকে সাধু সকলের মধ্যে সাধুতম বলিয়া জানিবে। (গুণদোষের বিচার এই—নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় রূপ দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যদিও তাহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃপ্রবেশ হইতে বহু বিলম্ব হইয়া পড়ে; এমন কি, কর্ম্মে আসক্তি জন্মিলে হয় ত কর্ম্ম করিতে করিতেই জীবন শেষ হইয়া যায়; অতএব ইহা সামান্য দোষ নহে। আর আশ্রম-বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-কাণ্ড বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল শ্রীহরিভজন দ্বারা শীঘ্রই হৃদয়ে হরি তত্ত্বের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ গুণ। বিশেষতঃ, এতন্নিবন্ধন নিত্য নৈমিত্তি-কাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত পাপও বিনষ্ট হয়। ২২২। করভাজন কহিলেন, হে মহারাজ! যে মানব আশ্রম-বিহিত সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কায়মনোবাক্যে শরণাগত বৎসল শ্রীমুকুন্দের

যথাবিধিনিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকং ॥ ২২৪ ॥
ইত্যাদীনীশ্বরোক্তানি মুন্যুক্তানি চ ভক্তিতঃ।
নিধায় হৃদয়ে কশ্চিদেকান্তমানসো দ্বিজঃ।
স্নানাদেশ্চরণপ্রান্তে নত্বেদং যাচতে সদা ॥ ২২৫ ॥
স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যা ভব
দ্বেদঃ খেদমবাপশাস্ত্রপটলী সংপূটিতান্তঃ স্ফূটা।
ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজং মমাহর্নিশং ॥ ২২৬ ॥

শরণ গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির আর দেবতা-ঋষি-ভূত-পিতৃগণ এবং মানব নিচয়ের প্রীতির উদ্দেশে কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয় না। কারণ সেই ব্যক্তি এই সকল ঋণ হইতে মোচনলাভ করেন। ২২৩। যেরূপ স্মৃত্যুক্ত বিধি-নিষেধ মুক্ত-পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের যথাবিহিত ভজনাকারীকে বিধিনিষেধ স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। ২২৪। ইত্যাদি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এবং মুনির বাক্যসকল ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করতঃ কোন একান্তমানস দ্বিজ স্নান প্রভৃতির চরণপ্রান্তে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন। ২২৫। নিষ্ঠাভক্তিপ্রযুক্ত নিত্য প্রভৃতি কর্ম্মত্যাগ আপনিই ঘটিয়া থাকে, ইহা কোন ভক্তদ্বিজের বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন। কোন একান্তভক্ত দ্বিজ ভক্তির উচ্ছ্বাসে স্নানাদির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আমার স্নান ম্লান হউক, আমার ক্রিয়া অক্রিয়া হউক, আমার উভয় সন্ধ্যা বন্ধ্যা হউক, আমার বেদজ্ঞান সবেদ সহিত মলিনতালাভ করুক, শাস্ত্রনিচয় অন্তঃ-করণে স্ফূর্ত্তি হউক, ধর্ম্ম মর্ম্মাহত হউক, অধর্ম্ম সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, ফলিতার্থ হে স্নানাদি! তোমরা সকলে স্থানান্তরে গমন কর, মদীয় মনোভৃঙ্গ শ্রীযাদবেন্দ্রচরণসরোজে নিরন্তর নিশ্চলভাবে প্রবেশ

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাং।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥২২৭॥
দেবকীতনয়সেবকীভবন্ যো ভবানি স ভবানি কিন্ততঃ।
উৎপথে ক্বচন সৎপথেঽপি বা মানসং ব্রজতু দৈবদেশিতং ॥২২৮॥
মুগ্ধং মাং নিগদন্তু নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকা
মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধিয়ং মুক্তাদরা সোদরাঃ।

করুক। ২২৬। হে সন্ধ্যাবন্দন! তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান! তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ! হে পিতৃগণ! এই জলতর্পণ বিধিতে আমি অক্ষম, সুতরাং আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। এখন আমি শ্রীবৃন্দাবনাদি যে কোন ধামে বা অন্য কোন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক যদুকুলের শিরোরত্ন কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে বার বার স্মরণ করতঃ অঘনিচয় দূরীভূত করিব; সুতরাং হে স্নানাদি! তোমাদিগকে আমার আর প্রয়োজন কি? তোমরা আমায় কৃপা করিয়া স্থানান্তরে যাও? আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, এক কৃষ্ণ স্মরণাদি দ্বারা সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২২৭। পূর্ব্বে আমি শ্রীদেবকীতনয়ের সেবক ছিলাম না; সম্প্রতি তাঁহার সেবক হইয়াছি, এখন আমি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে হই সে হই না কেন, তাহাতে কি হইবে? যাঁহারা কৃষ্ণের সেবক, তাঁহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কোন পুরুষার্থই চাহেন না। এমন কি, সজ্জাতীত্যাদিও তাঁহাদের প্রার্থনীয় নহে। এখন আমার মন পূর্ব্বকর্ম্ম অনুসারে দৈব-প্রেরিত হইয়া বিপথেই গমন করুক বা সৎপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে? ২২৮। শাস্ত্রাভিজ্ঞজনগণ আমাকে মূঢ় বলেন বলুন, কর্ম্মজ্ঞাননিষ্ঠ বৈদিক সকল আমাকে বারম্বার ভ্রান্ত বলেন বলুন, বান্ধব সকল আমাকে নিকৃষ্ট বলেন বলুন, সহোদরগণ কর্ম্মাদি পরিত্যাগ দেখিয়া, আমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া, আমাকে

উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামং মহাদাম্ভিকং
মোক্তুং ন ক্ষমতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাং ॥২২৯॥
অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নত্বেষ্টদেবতাং।
গুরূন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পেধঃকুশাম্ভোধারকেতরান্॥ ২৩০ ॥
ইতি প্রথমযামার্দ্ধকৃত্যং ॥ * ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দির সংস্কারঃ।

মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকং।
কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ ॥ ২৩১ ॥
শুদ্ধং গোময়মাদায় ততোমৃৎস্নাং জলং তথা।
ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনং ॥ ২৩২ ॥

জড়বুদ্ধি বলেন বলুন, ধনবানেরা আমাকে ধন প্রার্থনায় বিরত দেখিয়া উন্মত্ত বলেন বলুন এবং বস্তুস্বরূপনিশ্চয়নিপুণ বিবেক চতুর ব্যক্তিগণ আমাকে যথেচ্ছা দাম্ভিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মন ক্ষণকালের জন্যও শ্রীগোবিন্দ পাদস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতএব হে স্নানাদি! আমি আর কিরূপে তোমাদের ভজনা করিব? তোমরা আমায় ক্ষমা কর। ২২৯। অনন্তর অর্থাৎ স্নান প্রভৃতির পর, প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে এবং যাঁহারা পূজার নিমিত্ত পুষ্প, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, কুশ তথা জল আনয়ন করিতেছেন, সেই সকল ব্যতীত অপর গুরুজনকে ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রণামপূর্ব্বক স্বগৃহে আগমন করিবে। স্মৃত্যন্তরে বলিয়াছেন, "তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং সমিৎপুষ্পহরং তথা। উদপাত্র ধরঞ্চৈব ভুঞ্জন্তং নাভিবাদয়েৎ।" অর্থাৎ স্নানকারীকে, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণকারীকে, পুষ্পোত্তলনাদিকারীকে, জলপাত্রধারীকে ও ভোজনকারীকে প্রণাম করিবে না। ২৩০। ইতি প্রথম যামার্দ্ধ কৃত্য ॥ ১ ॥ অনন্তর শ্রীভগবন্মন্দির সংস্কার। আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জন করিবে, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তদীয় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দাস্যভাবে আত্মসমর্পণ করিবে। ২৩১।

মৃদা ধাতুবিকারৈর্ব্বা বর্ণকৈর্গোময়েন বা।
উপলেপনকৃদ্যস্তু নরো বৈমানিকো ভবেৎ ॥ ২৩৩ ॥
অশ্মাদিনির্ম্মিতং রম্যং ভগবন্মন্দিরং শুভং।
জলেন মার্জ্জয়েদ্ভক্ত্যা পারম্পর্য্যানুসারতঃ ॥ ২৩৪ ॥

অথ পীঠবস্ত্রাদিসংস্কারঃ।

তত্র তাম্রাদিপাত্রং যৎ প্রভোর্বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
পীঠাদিকঞ্চ তৎসর্ব্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥ ২৩৫ ॥
পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ।
উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩৬ ॥

অথ তৈজসাদিপাত্রাণাং।

উড়ুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ।
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ।
মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খোপলস্য চ।
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ ॥ ২৩৭ ॥

তাহার পর শুদ্ধ গোময়, শুদ্ধ মৃত্তিকা ও জল লইয়া ভক্তিসহ বিং মন্দিরের চারিদিকে লেপন এবং প্রাঙ্গণ অভ্যুক্ষণ করিবে অর্থাৎ ছড়া দিবে। ২৩২। যে ব্যক্তি ধাতুবিকার, মৃত্তিকা, নানাবিধ বর্ণক এবং গোময় দ্বারা কৃষ্ণমন্দির লেপন করেন, তিনি বিমানচারী দেবতা হন। ২৩৩। প্রস্তরাদিনির্ম্মিত রম্য মঙ্গলময় ভগবন্মন্দির পরম্পরানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক কেবল জলদ্বারা মার্জ্জন করিবে। ২৩৪। অনন্তর পীঠ পাত্র এবং বস্ত্রাদির সংস্কার। তাহার মধ্যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের তাম্রাদি বিনির্ম্মিত পাত্র ও বসন প্রভৃতি এবং পীঠাদি যথোক্ত বিধানানুসারে মার্জ্জনা করিবে। ২৩৫। শ্রীকৃষ্ণের পাদ পীঠ (খড়মাদি) বিল্বপত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিবে। উষ্ণ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ২৩৬। তদনন্তর ধাতুপাত্রাদির শোধন। অম্ল দ্বারা তাম্রপাত্র, ভস্ম দ্বারা

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ।
নির্লেপানি তু শুদ্ধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।
শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধাক্ষারাম্লবারিভিঃ॥ ২৩৮ ॥
অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা।
ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংসস্য লৌহস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥২৩৯॥
তাম্রময়েন শুদ্ধ্যেত নচেদামিষলেপনং।
আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দ্দাহেণ শুদ্ধ্যতি॥ ২৪০ ॥
সূতিকাসবৰিণ্মূত্ররজঃস্বলহতানি চ।
প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥ ২৪১ ॥

রঙ্গ ও সীসপাত্র আর ভস্মযুক্ত জলদ্বারা কাংস্যপাত্র নিচয়ের শোধন হইয়া থাকে। আর দ্রবদ্রব্যের প্লাবন অর্থাৎ উর্দ্ধে বিস্তার করায় শোধন হয়। মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, খড়গ এবং প্রস্তরের পাত্র শ্বেতসর্ষপের কল্ক (খৈল) কিম্বা তিলকল্ক দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হয়। ২৩৭। সুবর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, স্ফটিক প্রভৃতি রত্ন, কাঁসা, লোহা, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসকের পাত্র সমস্ত যদি অন্ন প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে কেবল জলদ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে; আর যদি ঐ সমস্ত পাত্রে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হয়, তাহা হইলে বারত্রয় ভস্ম, অম্ল ও জলদ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৩৮। অম্লরস দ্বারা তাম্র, সীস, রঙ্গ, আর ভস্ম দ্বারা কাংস্য ও লৌহের শুদ্ধিবিধান বিধেয়। ২৩৯। যদ্যপি আমিষ দ্বারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাম্রপাত্র অম্লদ্বারা শুদ্ধ হইবে, যাহা আমিষ লিপ্ত, তাহাকে পুনর্ব্বার দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৪০। প্রসূতাস্ত্রী, মদ্য, শব, বিষ্ঠা, মুত্র ও রজস্বলা কর্তৃক দূষিত পাত্র সমুদায়; যে পাত্র যতক্ষণ উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে, তাহা ততক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া রাখিবে, তাহা হইলেই শুদ্ধ হইবে। ২৪১।

সংহতানাস্তু পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে।
তস্যৈব শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ২৪২ ॥

অথ বস্ত্রাদীনাং।

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ।
অংশুভিঃ শোধয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ।
ঊর্ণপট্টাংশুকক্ষৌমদুকূলাবিকচর্ম্মণাং।
অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণাপ্রোক্ষণাদিভিঃ।
তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্গৌরসর্ষপৈঃ।
ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ।
তুলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জ্জয়েন্মুহুঃ।
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ ॥ ২৪৩ ॥

পরস্পর মিলিত হইয়া অবস্থিত বহুপাত্রের মধ্যে যদি একটী পাত্র দূষিত হয়, তবে ঐ এক দূষিত পাত্রের সংশোধন সকলদ্রব্যের শুদ্ধকারক হইয়া থাকে। ২৪২। অশুচিং সংস্পৃশেদ্যস্তু এক এব স দূষ্যতি। তং স্পৃষ্ট্বান্যো ন দুষ্যেত্তু সর্ব্বদ্রব্যেপ্যয়ং বিধিঃ। অর্থাৎ যে অশুচি স্পর্শ করে, সেই দূষিত হইয়া থাকে, তাহার স্পর্শে অন্যে দূষিত হইতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদির এইরূপ বিধি। অনন্তর বস্ত্র প্রভৃতির শোধন। কার্পাস সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বে মল দ্বারা দূষিত হইয়াছে, তাহাকে ক্ষার ও জলদ্বারা শুদ্ধ করিবে; পরে সূর্য্যকিরণ অথবা বায়ুদ্বারা শুষ্ক করিয়া উত্তোলন করিবে। লোমজ বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, মেষলোমজাতবস্ত্র, চর্ম্ম, এই সকলের অল্প অশুদ্ধি হইলে শুষ্ককরণ ও জল প্রোক্ষণাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর ঐ সকল দ্রব্য যদি অপবিত্র বস্তুতে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধান্যের কল্ক, পত্রের কল্ক, ফলের বল্কলজাত রসদ্বারা শুদ্ধ করিবে। তুলিকা অর্থাৎ তুলানির্ম্মিত শয্যা (তোষক), উপাধান

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসসাং।
প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্ভিরেব বিধীয়তে।
চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুদ্ধ্যতি।
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ং॥ ২৪৪॥
আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মারুতার্কেণ শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ॥ ২৪৫॥

অথ ধান্যাদীনাং।

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ।
তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ॥ ২৪৬॥

(বালিশ) পুষ্পরসরঞ্জিত ও সুবর্ণরত্ন প্রভৃতি খচিত বস্ত্র সকলকে রৌদ্রে অল্পকাল শুষ্ককরতঃ হস্তদ্বারা বারংবার ঘর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ উহার উপরে জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক "শুচি" এই কথা বলিবে। ২৪৩। ধান্য ও বস্ত্র বহু পরিমাণে হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা পবিত্র হইবে। অল্প পরিমাণে হইলে জলদ্বারা প্রক্ষালনের বিধান করিতে হইবে। বস্ত্রের যেরূপ, চর্ম্ম এবং বিদারিত বংশ বা বেত্রজাতবস্তুর (চেঙ্গারাদির) শুদ্ধি সেই প্রকার। শাক, মূল ও ফলের শুদ্ধি ধান্যের সদৃশ। তৃণকাষ্ঠ এবং পলাল (শস্যবিহীন খড়) প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা গৃহ এবং পুনর্দাহন দ্বারা মৃণ্ময়-পাত্র শুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৪৪। আসন, শয্যা, যান, নৌকা, পথ, তৃণ ও পক্কইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ প্রভৃতি সূর্য্যরশ্মি এবং বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হয়। ২৪৫। অনন্তর ধান্যাদি শোধন। ধান্য, শাক, মূল, ফল সমুদায় জলপ্রোক্ষণ দ্বারা কিম্বা যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে পরিত্যাগ অথবা তুষহীনকরণ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৪৬।

প্রপণং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।
ভাণ্ডানি প্লাবয়েদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ।
দ্রবদ্রব্যাণি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চাম্ভসা॥ ২৪৭॥
আধারদোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবং।
ঘৃতঞ্চ পায়সং ক্ষীরং তথৈক্ষবরসো গুড়ঃ।
শূদ্রভাণ্ডস্থিতং তক্রং তথা মধু ন দূষ্যতি॥ ২৪৮॥
অন্যেপি শুদ্ধিবিধয়ো দ্রব্যাণাং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ।
অপেক্ষ্যা বৈষ্ণবৈর্জ্ঞেয়াস্তত্তদ্বিস্তারণৈরলং॥ ২৪৯॥
তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন দূষ্যতি॥ ২৫০॥

অথ পূজার্থ তুলসীপুষ্পাদ্যাহরণং।

প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞাস্য বৈষ্ণবঃ।
সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যথোদিতং॥ ২৫১॥

প্লাবন দ্বারা ঘৃত, তৈল ও দুগ্ধ শুদ্ধি হয়, জলদ্বারা ভাণ্ড সকল প্লাবিত করিবে, আর শাক-মূল-ফল, এ সমুদয় জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়। দ্রবদ্রব্য বেশী পরিমাণ হইলে জলদ্বারা প্লাবিত করিবে অর্থাৎ পাত্রসহ দ্রবদ্রব্য জলে ডুবাইয়া তুলিয়া লইবে। ঘৃতাদির প্লাবনসম্ভব নয়, এ কারণ ঘৃতাদির পাত্র জলে ডুবাইলে, তাহাকেই প্লাবন বলা যায়; কারণ সজাতীয় দ্রব্যের প্লাবন দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। ২৪৭। আর আধার দোষে দূষিত হইলে দ্রব-দ্রব্যকে পাত্র হইতে পাত্রান্তর করিবে। ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, তক্র (ঘোল) ও মধু, এই সকল দ্রব্য শূদ্রের পাত্রে থাকিলে দূষিত হয় না। ২৪৮। দ্রবদ্রব্যনিচয়ের অপরাপর শোধনবিধি স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক বৈষ্ণব সকল জ্ঞাত হইবেন, সে সকল এ স্থলে বিস্তার করার প্রয়োজন নাই। ২৪৯। তীর্থে, বিবাহে, দেবযাত্রায়, যুদ্ধে, দেশবিপ্লবে, নগর ও গ্রামদাহে, অস্পৃষ্ট স্পর্শে

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্লন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্লন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ২৫২ ॥
তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ং। অত উক্তং।
অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা দেবার্থে পিতৃকর্ম্মণি।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২৫৩ ॥
অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ২৫৪ ॥

অথ তুলস্যবচয়মন্ত্রঃ।

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে।
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি।
মোক্ষৈকহেতো ধরণীপ্রশস্তে বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব ॥ ২৫৫ ॥

কোন দোষ হয় না। ২৫০। অনন্তর পূজার জন্য তুলসী পুষ্পাদি আহরণ। তাহার পর বৈষ্ণব ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে প্রণামানন্তর অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রীতুলসী ও যথোচিত পুষ্প প্রভৃতি আহরণ করিবেন। যদি কোন দ্বিজ স্নান করিয়া পুষ্প আহরণ করেন, তাহা হইলে সেই পুষ্প দেবতাগণ গ্রহণ করেন না। উহা কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ২৫২। মধ্যাহ্নস্নানের পর জানিতে হইবে। অতএব উক্ত হইয়াছে। দেবতার জন্য ও পিতৃকর্ম্মে স্নান না করিয়া শ্রীতুলসী চয়ন করিলে, সে সকল নিষ্ফল হয়, কিন্তু পঞ্চগব্য স্পর্শ করাইলে শুদ্ধ হয়। ২৫৩। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া তুলসী ছেদন পূর্ব্বক পূজা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী হয় ও তৎকৃত কর্ম্ম সমুদায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। ২৫৪। অনন্তর তুলসীচয়ন মন্ত্র বলিতেছেন। হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে এবং

ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা চিত্বা দক্ষিণপাণিনা।
পত্রাণ্যেকৈকশো ন্যস্যেৎ সৎপাত্রে মঞ্জরীরপি ॥ ২৫৬ ॥
সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে ॥ ২৫৭ ॥

অথ তুলস্যবচয়নিষেধকালঃ।

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ ॥২৫৮॥
ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা।
জীবিতস্যাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৫৯ ॥
দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে।
লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্ ॥ ২৬০ ॥

তুমি সর্ব্বকালেই কেশবের প্রিয়া; সেই জন্য আমি কেশবের পূজার কারণ তোমাকে চয়ন করিতেছি, এখন তুমি বরপ্রদা হও। হে পবিত্রাঙ্গি! হে কলিপাপবিনাশিনি! ত্বদীয় অঙ্গসম্ভূত পত্র দ্বারা আমি যে প্রকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে পারি, তুমি সেইরূপ কর। হে তুলসি! তুমি মোক্ষের একমাত্র হেতুস্বরূপা, ধরণীতে তোমার সমান শ্রেষ্ঠ নাই, তুমি সর্ব্বলোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয়া, এ কারণ তাঁহার আরাধনার জন্য আমি তোমার শ্রেষ্ঠমঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তজ্জন্য যে অপরাধ, তাহা তুমি ক্ষমা কর। ২৫৫। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীতুলসীকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ হস্তে একএকটী পত্র ও মঞ্জরী চয়ন করতঃ উত্তমপাত্রে রাখিবে। মঞ্জরী দ্বিদল হওয়া আবশ্যক। ২৫৬। স্মৃতিতে বলিয়াছেন যে, সংক্রান্ত্যাদিতে অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং রবিবারে তুলসী চয়ন করিতে নাই, এইমত নিষেধসত্ত্বেও বিষ্ণুভক্ত সকল কেবল দ্বাদশীতেই তুলসীচয়ন ইচ্ছা করেন না। ২৫৭। অথ তুলসীচয়ন নিষেধকাল। হে ব্রাহ্মণগণ! বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে কখন তুলসী ছেদন করিবেন না। ২৫৮। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি আয়ুক্ষয় বাসনা না করেন, তাহা হইলে রবিবারে দূর্ব্বা ও দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধাস্তথা।
ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্য চ ॥ ২৬১ ॥
নিত্যমর্চ্চয়তে যো বৈ তুলস্যা কৃষ্ণমীশ্বরং।
মহাপাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং ॥ ২৬২ ॥
তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং সংপ্রাপ্যতে মাধব পুণ্যবাসরে।
ধিগ্‌যৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে ॥

তুলসীদলচূর্ণসংগ্রহশ্চ ন নির্ম্মূলঃ।

বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং জলং।
ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবীজলং ॥ ২৬৪ ॥

অথ পুষ্পং।

তত্র হেমপুষ্পং হরেরতিপ্রিয়ং, ন চাস্য কদাচিন্নির্ম্মাল্যতা। "ন নির্ম্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা"। বৃক্ষাদিজান্যপি

করিবেন না, করিলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। ২৫৯। যে মানব দ্বাদশীতে তুলসীপত্র এবং কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীপত্র (আমলকী) ছেদন করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় নরকে গমন করিবে। ২৬০। অমাবস্যায় দেবতার নিমিত্ত তুলসীছেদন, হোমার্থে কাষ্ঠছেদন ও গরুর জন্য তৃণছেদন দোষাবহ নহে। ২৬১। যে মানব তুলসী দ্বারা নিত্য ঈশ্বর কৃষ্ণকে পূজা করেন, তাহাতে তাঁহার যখন মহাপাতক নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, তখন আর উপপাতক সকলের কথা কি? বৈশাখ মাস অথবা পুণ্যদিন অক্ষয় তৃতীয়া কিংবা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাহারা শ্রীহরিপূজার জন্য তুলসীসংগ্রহ না করে, তাহাদিগের যৌবন, জীবন ও অর্থসঞ্চয়াদিতে ধিক্। তাহারা ইহকালে বা পরকালে কোন সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। ২৬৩। তুলসীচূর্ণ সংগ্রহ করা নির্ম্মূল নহে, এই কথা বলিতেছেন, পর্য্যুষিত পুষ্প ও পর্য্যুষিত জল পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু তুলসীপত্র ও জাহ্নবীজল পর্য্যুষিত (বাসী) হইলে পরিত্যাগ করিবে না। ২৬৪। অথ পুষ্পাহরণ। পুষ্পের মধ্যে

সদ্বর্ণসুগন্ধবন্তি তত্তৎকালোদ্ভবান্যনিষিদ্ধানি গ্রাহ্যাণি। নিষিদ্ধানি তু কীট-কেশশ্বাসোর্ণোপহতাপবিদ্ধশীর্ণপর্য্যুষিতাপক্রান্তঘ্রাত-ভগ্নপত্র-পতিতাগন্ধোগ্রগন্ধামগন্ধ-মুকুলাতিফুল্লম্লান-চৈত্যচতুষ্পথ শিবস্থানজযাম্যাহন্যাহৃতানি রক্তাদীনি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬৫ ॥

অথ বিশেষবিহিতানি।

মল্লিকা-যূথিকাদ্বয়-কেতকী-চম্পক-কুরুবক-কুন্দ-পুন্নাগ-বকুল-পাটলাশোক-নীলশ্বেত-রক্তপদ্ম-কুমুদ-জবা-বন্ধূক-করবীর দ্বয়-কুম্‌কুম্‌-কেশর-কিংশুক-মুনিদ্বয়-কুসুম্ভ-জাতী-নন্দ্যাবর্ত্ত-কুব্জ কাটরূষকাতসী-শমীপুষ্প-কর্ণিকার-কোবিদারনাগকেশরত্রিসন্ধ্যা কদম্ব-শতপত্র-বাণ-চূত-বিল্বপুষ্পাতিমুক্তকাদীনি প্রশস্তানি।

হেমপুষ্প হরির অত্যন্ত প্রিয়। হেমপুষ্প কখন নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত হয় না। অতএব হেমপুষ্প হরিকে সর্ব্বদা প্রদান করিবে। বৃক্ষাদি জনিত, সদ্বর্ণ, সুগন্ধশালী ও সেই সেই কালোদ্ভব অনিষিদ্ধপুষ্প কৃষ্ণপূজার্থ গ্রহণ করিবে। কিন্তু কীট, কেশ, শ্বাস ও উর্ণা (মাকড়শা) কর্ত্তৃক উপহত, অপবিদ্ধ, শীর্ণ, পর্য্যুষিত, উল্লঙ্ঘিত, আঘ্রাত, ভগ্নপত্র, পতিত, অগন্ধ, উগ্রগন্ধ, আমগন্ধ, মুকুল, অতিফুল্ল, ম্লান, চৈত্য অর্থাৎ গ্রাম্যজনপূজ্যবেদিকাবদ্ধ বৃক্ষজাত, চতুষ্পথস্থতরুজাত, শিবস্থানস্থতরুজাত, যাম্য অর্থাৎ শ্মশানস্থবৃক্ষজাত, অন্যকর্ত্তৃক আহৃত এবং রক্তবর্ণ প্রভৃতি পুষ্প কৃষ্ণপূজায় বর্জ্জন করিবে। ২৬৫। অথ বিশেষ বিহিত পুষ্পসকল। মল্লিকা, দুইরূপ যূথিকা, কেতকী, চম্পক, কুরুবক (ঝাঁটি) কুন্দ, পুন্নাগ (নাগকেশর বা শ্বেতোৎপল) বকুল, পাটল (পারুল) অশোক, নীলপীত-শ্বেত ও রক্তবর্ণ পদ্ম, কুমুদ (শ্বেত ও রক্তোৎপল) জবা, বন্ধূক (বন্ধুজীবকপুষ্প) করবীরদ্বয়, কুম্‌কুম, কেশর (নাগেশ্বর চম্পক) কিংশুক (পলাশ) মুনিদ্বয় (শ্বেত রক্ত বক পুষ্প) কুসুম্ভ, জাতী, নন্দ্যাবর্ত্ত (তগর) কুব্জক (শ্বেতখদিরাদি) অটরূষক (বাসক) অতসী, শমীপুষ্প

আরণ্যানি চ প্রশস্তানি। মল্লিকাহোরাত্রং নিবেদ্যা। শম্পাক যূথিকেরাত্রৌ। নন্দ্যাবর্ত্তমর্দ্ধরাত্রে। প্রাতর্মালতী। ইতরাণি দিবা। জাত্যাদি পুষ্পমালাবিতানানি চ প্রশস্তানি॥ ২৬৬॥

অথ বিশেষ নিষিদ্ধানি।

অর্ক-ধুস্তূর-শাল্মলী-শিরীষ-কপিত্থ-বিভীতক-করঞ্জ-কাঞ্চনার কূটজ-কোরটকাদীনি। করবীরদ্বয়ঞ্চ গৃহে নিষিদ্ধং। "ন গৃহে করবীরস্থৈঃ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিমিতি।" ন চাত্র করবীরকুসুমৈ-র্গৃহে ন হরিমর্চ্চয়েদিত্যন্বয়ঃ শঙ্কনীয়ঃ শিষ্টাচারবিরোধাৎ অতো গৃহে জাতং যৎ করবীরদ্বয়ং তৎস্থৈরিতি যোজনীয়ং। বন্ধূক

(শাঁইবাব্‌লা) কর্ণিকার, কোবিদার (কাঞ্চন) নাগকেশর, ত্রিসন্ধ্যা, কদম্ব, শতপত্র, বাণ (নীলঝাঁটি) ভূত, অতিমুক্তক (মাধবী) প্রভৃতি পুষ্প সকল অতি প্রশস্ত। বনোদ্ভবপুষ্প প্রশস্ত। সমস্ত মল্লিকাই অহোরাত্র নিবেদনযোগ্য। শম্পাক অর্থাৎ সোঁদাল ও যূথিকা রাত্রিতে নিবেদনযোগ্য। নন্দ্যাবর্ত্ত অর্দ্ধরাত্রে, প্রাতঃকালে মালতী ও অন্যান্য পুষ্পসমূহ দিবায় নিবেদন করিবে। জাতীশমী প্রভৃতি পুষ্প সকল শয্যার নিমিত্ত প্রশস্ত। অথ বিশেষ নিষিদ্ধ পুষ্পসকল। অর্ক (আকন্দ) ধুস্তূর, শাল্মলী (শিমুল) শিরীশ, কপিত্থ, বিভীতক (বয়ড়া) করঞ্জ (করমচা) কাঞ্চনার, কূটজ (কুরচি) ও কোরটক (কুঁড়ি) প্রভৃতি কুসুম সকল নিষিদ্ধ। গৃহজাত করবীরদ্বয় নিষিদ্ধ। গৃহকরবীরস্থ পুষ্পদ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করিবে না। এস্থলে করবীর পুষ্পদ্বারা গৃহে হরিকে পূজা করিবে না, এই অন্বয় শঙ্কা করিও না, যেহেতু ইহা সদাচার বিরুদ্ধ। অতএব গৃহে জাত যে দুই করবীর সেই পুষ্পদ্বারা হরিকে পূজা করিবে না, এইমত অন্বয় যোজনা করিতে হইবেই হইবে। বন্ধূক-করবীর কোনক্রমেই গৃহে রোপণ করিবে না। বন্ধূক জবা প্রভৃতি পুষ্প নিষেধ কেবল বিহিত পুষ্পের অলাভ অভিপ্রায়ে জানিতে হইবে। বিহিতের অলাভ হইলে

করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কচিদিতি। বন্ধূকজবাদি নিষেধস্তু কেবলবিহিতপুষ্পালাভাভিপ্রায়েণ। "বিহিত প্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েদিতিপত্রাণি আমলকী-মুনি-বিল্ব-শমী-কুশ-চূতাদিভবানি। অঙ্কুরাশ্চ দূর্ব্বাঙ্কুরাদয়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

বিহিতকুসুমালাভে ওড্রপুষ্পাদিনাত্বপি।
অর্চ্চয়েদ্ভগবদ্বিষ্ণুং ব্রাহ্মণো বিষ্ণুতৎপরঃ।
বিল্বপত্রং শমীপত্রং কুশপত্রঞ্চ বৈষ্ণবঃ।
নার্পয়েদ্ধরয়ে ভক্ত্যাঃ নাতিশস্তং বিধানতঃ ॥ ২৬৮ ॥
মৃদাসনঃ কুশকরো বৈষ্ণবো ন ভবেদ্দ্বিজ।
ইত্যাদিমুনিবাক্যস্তু প্রমাণমেব তত্র হি ॥ ২৬৯ ॥
প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশং।
জলজং সপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্তু বকং তথা।
অবচায়োত্তরে কালে জ্ঞেয়মেতদ্বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭০ ॥

বিহিত প্রতিষিদ্ধ দ্বারা পূজা করিবে। যে সকল পুষ্প শাস্ত্রে বিহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যেও আবার যে সকলের নিষেধ করিয়াছেন, বিহিত পুষ্পের অভাবে ঐ সকল বিহিত মধ্যে নিষিদ্ধ পুষ্প গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু যে সকল পুষ্প একবারে নিষিদ্ধ, সে সকল পুষ্প কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমলকী, মুনি, বিল্ব, শমী, কুশ ও চূতাদিজনিত পত্র সকল পূজায় প্রশস্ত। অঙ্কুর অর্থাৎ দূর্ব্বাঙ্কুরাদি পূজাকার্য্যে প্রশস্ত। ২৬৭। বিহিত পুষ্পের অলাভে বিষ্ণুতৎপর ব্রাহ্মণ জবাপুষ্পাদি দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে পূজা করিবেন। অত্যন্ত প্রশস্ত বিধি নহে বলিয়া বৈষ্ণব ব্যক্তি হরিকে বিল্বপত্র শমীপত্র ও কুশপত্র অর্পণ করিবে না। ২৬৮। হরিপূজায় মৃদাসন ও কুশকর বিহিত নয়। ইত্যাদি মুনিবাক্য তথায় প্রমাণ আছে। ২৬৯। জাতীপুষ্প এক প্রহরকাল থাকে। করবীর দিবারাত্রি। পদ্ম সপ্ত রাত্রি। বক ছয়মাস পর্য্যন্ত থাকে।

অথ বস্ত্রধারণবিধিঃ।

অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ।
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন।
নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যাৎ নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ।
নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নোরক্তপটস্তথা।
নগ্নশ্চ শৃতবস্ত্রঃস্যান্নগ্নঃ স্নিগ্ধপটস্তথা।
দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ।
একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং।
শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ।
ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং সন্ধিতং রজকাহৃতং।
শুক্রমূত্ররক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি।
অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ।
চতূর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ২৭১ ॥

চয়নের পর হইতে এই নিয়ম জানিতে হইবে। ২৭০। অনন্তর বস্ত্র ধারণ ব্যবস্থা বলিতেছেন। অধৌত, রজকধৌত, পরদিবসধৌত, কাষায়, মলিনবস্ত্র ও কৌপীন পরিধান করিবে না। আর্দ্র (ভিজা) বসন কখন পরিধান করিবে না। যাঁহার বস্ত্র মলিন তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বসন সাধারণ পরিমাণে অর্দ্ধ তিনি উলঙ্গ, যাঁহার দ্বিগুণবসন তিনি উলঙ্গ, যাঁহার রক্তাম্বর তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বস্ত্র পক্কঘৃত ও পক্কদুগ্ধ লিপ্ত তিনি উলঙ্গ, যিনি দ্বিকচ্ছ তিনি উলঙ্গ, যাঁহার উত্তরীয় হীন বসন পরিধান তিনি উলঙ্গ ও যাঁহার বস্ত্র পরিধান নাই তিনি দিগম্বর। একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভোজন ও দেবতার্চ্চন করিবে না। সর্ব্বদা শুক্লবসন পরিধান করিবে। কদাচ রক্তবস্ত্র পরিধান করিবে না। মেষলোমজাত বস্ত্র ধৌত হউক বা অধৌত হউক, দগ্ধ হউক, বা সন্ধিত (সেলাইকরা) হউক, রজকের গৃহ হইতে

দিবসস্য দ্বিতীয়েঽংশে বেদাভ্যসনমাচরেৎ।
মীমাংসাতর্কধর্ম্মার্থশাস্ত্রাদীনামপি দ্বিজঃ।
সালঙ্কারঃ স্বচ্ছমনাঃ সংপশ্যেন্মঙ্গলাষ্টকং।
গোভুবিপ্রাম্বুহেমজ্যমণিম্নেহ নৃপানিতি।
ইতি দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্যং ॥ ২৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামি-
বিরচিতায়াং শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণ্যাং
দ্বিতীয়স্তরঙ্গঃ ॥ ২ ॥

আনীত হউক, কিম্বা শুক্র-মূত্র-বিষ্ঠা লিপ্ত হউক, তথাপি পরম পবিত্র। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা অগ্নি, মেষলোমজাতবসন, ব্রাহ্মণ এবং কুশ এই চারিকে অপবিত্র করেন না, অর্থাৎ এই চারিতে দোষার্পণ করেন নাই। ২৭১। দিবসে দ্বিতীয়ভাগ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদপাঠ করিয়া মীমাংসা, তর্ক, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রাদির আলোচনাপূর্ব্বক কুণ্ডলাদি ভূষণে ভূষিত হইয়া শুদ্ধমানসে গো, ভূমি, ব্রাহ্মণ, তীর্থোদক, কাঞ্চন, সূর্য্য, ঘৃত ও রাজাকে দর্শন করিবে। ইহাকেই মঙ্গলাষ্টক কহে। এই দ্বিতীর যামার্দ্ধ কৃত্য। ২৭২।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামি বিরচিত
শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর দ্বিতীয়
তরঙ্গ সম্পূর্ণ হইল ॥ ২ ॥

তৃতীয়-তরঙ্গঃ।

রেবতীরমণং রামং গোকুলজনরঞ্জনং।
প্রলম্বনিধনং বন্দে গোবিন্দভক্তিদং গুরুং॥ ১॥
প্রভুং রামমহং বন্দে বংশীবদনপৌত্রকং।
যেনানীতৌ রামকৃষ্ণৌ গোকুলাদ্গৌড়মণ্ডলে॥ ২॥
নত্বা পিতৃপদদ্বন্দ্বং পোষ্যাণাং পোষণায় চ।
ধনার্জ্জনবিধিং বক্ষ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৩॥

অথ ধনার্জ্জনং।

বিভাগেহহ্নস্তৃতীয়ে তু পোষ্যাণাং পোষণায় চ।
বেদশাস্ত্রাবিরুদ্ধেন দ্রবিণং কর্ম্মণার্জ্জয়েৎ।
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন।

রেবতীরমণ, গোকুলজন-জনরঞ্জন, প্রলম্বনিধন, গোবিন্দভক্তি-প্রদাতা, গুরু বলরামচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি। ১। যিনি গোকুল হইতে বলরামচন্দ্রকে ও কৃষ্ণচন্দ্রকে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করিয়াছেন, সেই শ্রীবংশীবদনপৌত্র প্রভু রামচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি। ২। পিতৃদেব প্রভু দীননাথ গোস্বামির পাদপদ্মকে প্রণাম করিয়া পিতামাতা পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি পোষ্যবর্গের পোষণ নিমিত্ত আমি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ধন উপার্জ্জন বিধি বলিতেছি। ৩। অথ ধন উপার্জ্জন। দিবসে তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ তৃতীয় যামার্দ্ধ উপস্থিত হইলে পরিবার সকলের পোষণজন্য বেদাদিশাস্ত্রবিহিত কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিবে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ঋত অর্থাৎ উঞ্ছবৃত্তি (উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি) অমৃত অর্থাৎ প্রার্থনা ব্যতীত লব্ধ, মৃত অর্থাৎ নিত্য

ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতং।
মৃতস্তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং।
সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনং।
শ্ববৃত্তির্গর্হিতা সম্যক্ নাঙ্গীকুর্য্যাৎ কদাপি তাং।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শ্বা স্বাধীনঃ ক্ব চ সেবকঃ।
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
অনপেক্ষশ্চ তৌ ভাগৌ তিষ্ঠন্মন্ত্রী জপেন্মনুং।
কৃষ্ণাজ্ঞাকৃতবিশ্বাসো দাতা সর্ব্বেশ্বরো যতঃ।
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্সন্ধারয়াম্যহং ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়যামার্দ্ধকৃত্যং।

ভিক্ষা, প্রমৃত অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম, সত্যানৃত অর্থাৎ বাণিজ্য, এই সকল ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কখনও শ্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচসেবা করিবে না; যেহেতু নীচসেবা সর্ব্ব প্রকারে গর্হিত। কুক্কুর ও সেবক (বেতনভোগী ভৃত্য) কদাচ কোন ক্রমেই স্বেচ্ছাচারী (স্বাধীন) হইতে পারে না। যে দ্বিজগণ আত্মাকে পণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল দ্বিজের অন্নভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। অথবা একান্ত ভক্ত ঐ সময় কিছুতে অপেক্ষা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় একান্ত বিশ্বাসী হইয়া, তদীয় মন্ত্র জপ করিবেন, যেহেতু কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর ও দাতা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণের যিনি একান্ত শরণাগত, কৃষ্ণ তাঁহার কোন অভাবই রাখেন না। একান্ত বিশ্বাস এইরূপ—হে গোবিন্দ! তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিয়াছ যে, "আমার একান্ত ভক্তের কখনই নাশ হয় না অর্থাৎ অবসাদাদি প্রাপ্ত হয় না।" স্বীয় শ্রীমুখের এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য বার বার স্মরণ

অথ দ্বাদশশুদ্ধিঃ।

অথ দ্বাদশশুদ্ধিস্তু বৈষ্ণবানাং ইহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণং।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে।
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্যমালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণামশ্চ হরেঃ পুনঃ।
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্য চ গৌতম।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদশেষেণ ঘ্রাণস্যাপি বিধানতঃ।
পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েদিতি ॥৫॥

করিয়া, এখনও আমি প্রাণ সকলকে ধারণ করিতেছি। এই তৃতীয়যামার্দ্ধকৃত্য। ৪। অথ দ্বাদশ শুদ্ধি বলিতেছেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণের দ্বাদশ শুদ্ধির বিষয় কথিত হইতেছে। শ্রীবিষ্ণু গৃহোপ-সর্পণ (গৃহসমীপে উপস্থিতি) শ্রীবিষ্ণুর অনুগমন (পশ্চাদ্‌গমন) ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ। ইহারই নাম পাদশোধন। পূজার্থ পত্র পুষ্পাদি উত্তোলন। ইহারই নাম করশুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্ত্তন। এই দুয়ের নাম বাক্‌শুদ্ধি। কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও তদীয় শ্রীরাসাদি উৎসব দর্শন। এতদুভয়ের নাম যথাক্রমে শ্রোত্র ও নেত্রশুদ্ধি। পাদোদক, নির্ম্মাল্য, তুলসীমালা ধারণ ও প্রণাম। ইহারই নাম শিরঃশুদ্ধি। গন্ধপুষ্প ও নির্ম্মাল্য প্রভৃতির আঘ্রাণ।

অথ পঞ্চবিধার্চ্চনং।

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে।
অভিগম উপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চপ্রকারাদ্যা ক্রমেণ কথয়ামি তে।
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনং।
উপলেপননির্ম্মাল্যদূরীকরণমেব চ।
উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নং তথা।
ইজ্যানাম চেষ্টদেবপূজনঞ্চ যথার্থতঃ।
স্বাধ্যায়ো নাম কৃষ্ণাখ্যো হ্যাত্মানুপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরিসংকীর্ত্তনং তথা।
তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মনৈব বিভাবনা।
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রত ॥ ৬ ॥

ইহারই নাম ঘ্রাণশুদ্ধি। এই সকলের নামই দ্বাদশ শুদ্ধি। পত্র পুষ্পাদি যাহা কৃষ্ণপাদযুগে অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল পত্রপুষ্পাদি সর্ব্বলোক পবিত্রকারী, অতএব তদ্দারা সর্ব্বাঙ্গশোধন করিবে। ৫। পূজা পঞ্চ প্রকার উক্ত হইয়াছে, পঞ্চ প্রকারের ভেদ শ্রবণ কর। অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা এই পঞ্চবিধ অর্চ্চনা যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবতার স্থান মার্জ্জন, উপলেপন ও নির্ম্মাল্য করণের নাম অভিগমন। শ্রীকৃষ্ণদেবের নিমিত্ত গন্ধপুষ্প প্রভৃতি আহরণের নাম উপাদান। নিজেষ্ট দেবতার স্বরূপতঃ পূজার নাম ইজ্যা। শ্রীকৃষ্ণাখ্য প্রিয়াত্মার মন্ত্র জপ, সূক্তস্তোত্রাদি পাঠ, হরিসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম (প্রিয়) রূপে বিভাবনের নাম যোগ। হে সুব্রত! ত্বদীয় সন্নিধানে এই পঞ্চ

অথার্চ্চনং।

শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বাঙ্গকর্ম্মনির্ব্বাহপূর্ব্বকং।
অর্চ্চনং তূপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনং॥ ৭॥
ততো দেবালয়ং গত্বা ন্যাসান্ কৃত্বার্চ্চয়েদ্ধরিং।
লব্ধানুজ্ঞাং বিশেন্মন্ত্রী মন্দিরং সুন্দরং স্বকং॥ ৮॥
আচার্য্যশ্রীকৃষ্ণদেবমানন্দবনদেশিকং।
চৈতন্যসেবকান্নত্বা বক্ষ্যামি পূজনং হরেঃ॥ ৯॥
পূর্ব্বাহ্লো বৈ দেবানাং স্যাদিতি বেদানুশাসনং॥ ১০॥

অথ পূজোপচারাঃ।

আসনস্বাগতে সার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ।
সুগন্ধসুমনোধূপদীপনৈবেদ্য বন্দনং।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শঃ॥ ১১॥

প্রকার অর্চ্চনার কথা বলিলাম। ৬। অনন্তর পূজা বলিতেছেন। ভূতশুদ্ধি এবং মাতৃকান্যাস প্রভৃতি পূর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বাহপূর্ব্বক, মন্ত্রোচ্চারণ করত, উপচার সমর্পণ করার নাম অর্চ্চন। ৭। তদনন্তর শ্রীদেবমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, মাতৃকান্যাসাদি সমাপনানন্তর শ্রীহরির পূজা করিয়া, তদীয় আদেশ গ্রহণ করত, নিজ রমণীয় অর্থাৎ কলহ আদিদোষশূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে। ৮। শ্রীমৎ কৃষ্ণদেবাচার্য্য, আনন্দবনদেশিক ও চৈতন্যসেবকগণকে নমস্কার পূর্ব্বক, আমি এই শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ক্রম (নিয়ম) বলিতেছি। ৯। দেবার্চ্চন দিবসের পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ প্রথম ভাগ ১০ দশ দণ্ডের মধ্যে কর্ত্তব্য, ইহাই বেদের অনুশাসন। ১০। অনন্তর পূজার উপচার সকল বলিতেছেন। আসন, স্বাগত (কুশল প্রশ্ন) অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দন, শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনায় এই ষোড়শ (১৬)

অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনং মধুপর্কাচমানপি।
গন্ধাদয়ো নিবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ॥ ১২॥
গন্ধাদিভির্নৈবেদ্যান্তৈঃ পূজাপঞ্চোপচারিকী।
সপর্য্যাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ॥ ১৩॥

ক্বচিচ্চ।

আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কং।
স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ।
প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃ পরং।
প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শঃ॥ ১৪॥
কেচিচ্চাহুশ্চতুঃষষ্টিমুপচারান্মমার্চ্চনে।
তেষ্বনেকপ্রকারেষু প্রকারৈকোঽত্র লিখ্যতে॥ ১৫॥
সুখসুপ্তস্য কৃষ্ণস্য প্রাতরাদৌ প্রবোধনং।
বেদঘোষণবীণাদিবাদ্যৈর্ব্বন্দিস্তবৈরপি।

উপচার প্রদান করিবে। ১১। অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য, যথানিয়মে এই (১০) দশ উপচার সমর্পণ করিবে। ১২। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য পর্য্যন্ত পূজাকে (৫) পঞ্চোপচারিকী পূজা কহা যায়। পূজা তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কোন প্রকার হউক, একটীর অনুষ্ঠান করিবে। ১৩। অপর কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে। আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, বিসর্জ্জন, এই ষোড়শ (১৬) প্রকার উপচার। পুষ্প ও পুষ্পাঞ্জলি এই দুই ঐক্য দ্বারা ষোড়শ হইবে। ১৪। শ্রীভগবান্ কহিলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি মদীয় অর্চ্চন বিষয়ে চতুঃষষ্টি (৬৪) উপচার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহা অনেক প্রকার হইলেও তন্মধ্যে এই পুস্তিকায় এক প্রকার বর্ণিত হইতেছে। ১৫।

জয়শব্দা নমস্কারা মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ।
আসনং দন্তকাষ্ঠঞ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনান্যপি।
ততশ্চ মধুপর্কাদ্যাচমনং পাদুকার্পণং।
অঙ্গমার্জ্জনমভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে স্নপনং জলৈঃ।
ক্ষীরেণ দধ্না হবিষা মধুনা সিতয়া তথা।
মন্ত্রপূতৈঃ পুনর্বাদ্ভিরঙ্গবাসোঽথবাসসী।
উপবীতং পুনশ্চাচমনীয়ং চানুলেপনং।
ভূষণং কুসুমং ধূপো দীপো দৃষ্ট্যপসারণং।
নৈবেদ্যং মুখবাসস্তু তাম্বুলং শয়নোত্তমং।
কেশপ্রসাধনং দিব্যবস্ত্রাণি মুকুটং মহৎ।
দিব্যগন্ধানুলেপশ্চ কৌস্তুভাদিবিভূষণং।
বিচিত্র দিব্যপুষ্পাণি মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ।
আদর্শঃ সুখযানেন মণ্ডপাগমনোৎসবঃ।
সিংহাসনোপবেশশ্চ পাদ্যাদ্যৈঃ পুনরর্চ্চনং।

সুখ সুপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রাতঃকালে বেদগান, বীণা প্রভৃতির বাদ্য, বন্দিগণের স্তব অর্থাৎ শ্রুতিস্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধন। ১। জয়শব্দ। ২। নমস্কার। ৩। মঙ্গল নীরাজন। ৪। আসন। ৫। দন্তকাষ্ঠ। ৬। পাদ্য। ৮। অর্ঘ্য। ৮। আচমন। ৯। মধুপর্ক সমন্বিতাচমন। ১০। কাষ্ঠ-রৌপ্য-স্বর্ণাদিনির্ম্মিত পাদুকার্পণ। ১১। শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন অর্থাৎ পর্য্যুষিত অনুলেপনাদিরূপ শ্রীঅঙ্গমলের উত্তারণ। ১২। অভ্যঙ্গ অর্থাৎ সুগন্ধ তৈল মর্দ্দন করান। ১৩। উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ তৈলাদির অপসারণ। ১৪। সুগন্ধি পুষ্পোদকে স্নান করান। ১৫। দুগ্ধ স্নান। ১৬। দধি স্নান। ১৭। ঘৃত স্নান। ১৮। মধু স্নান। ১৯। শর্করা স্নান। ২০। পুনর্ব্বার মন্ত্রপূত সুগন্ধি জল দ্বারা স্নান। ২১। অঙ্গবাস অর্থাৎ শ্রীঅঙ্গজল মার্জ্জনার্থ বস্ত্র। ২২। সোত্তরীয় বস্ত্র। ২৩। যজ্ঞসূত্র। ২৪। পুনরাচমনীয়। ২৫। গন্ধানুলেপন। ২৬। ভূষণ। ২৭।

পুনর্ধূপাদ্যর্পণেন প্রাগ্বন্নৈবেদ্যমুত্তমং।
ততশ্চ দিব্যতাম্বূলমহানীরাজনং পুনঃ।
চামরব্যজনচ্ছত্রং গীতং বাদ্যঞ্চ নর্ত্তনং।
প্রদক্ষিণং নমস্কারঃ স্তুতিঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ।
তয়োশ্চস্থাপনং মূর্দ্ধ্নি, তীর্থনির্ম্মাল্যধারণং।
উচ্ছিষ্টভোজনং পাদসেবোদ্দেশোপবেশনং।
নক্তং শয্যাবিনির্ম্মাণং দিব্যৈর্ব্বিবিধসাধনৈঃ।
হস্তপ্রদানং শয়নস্থানাগমমহোৎসবঃ।
শয্যোপবেশনং শ্রীমৎপাদক্ষালনপূর্ব্বকং।
গন্ধপ্রসূনতাম্বূলার্পণনীরাজনোৎসবঃ।
শেষপর্য্যঙ্কশয়নপাদসম্বাহনাদিকং।
ক্রমেণৈতে চতুঃষষ্টিরুপচারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৬॥

পুষ্প। ২৮। ধূপ। ২৯। দীপ। ৩০। দৃষ্টি অপসারণ অর্থাৎ দুষ্ট-লোকের দৃষ্টির অপসারণ। ৩১। নৈবেদ্য। ৩২। মুখবাস। ৩৩। তাম্বূল। ৩৪। মনোহর কোমল শয্যা। ৩৫। কেশ প্রসাধন। ৩৬। উত্তম বসন। ৩৭। উৎকৃষ্ট মুকুট। ৩৮। উত্তম গন্ধানুলেপন। ৩৯। কৌস্তুভাদি অলঙ্কার। ৪০। বিচিত্র দিব্য পুষ্প। ৪১। মঙ্গল আরা-ত্রিক। ৪২। দর্পণ। ৪৩। উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করাইয়া মণ্ডপ গমনোৎসব। ৪৪। সিংহাসনোপরি উপবেশন। ৪৫। পাদ্যাদি দ্বারা পুনরর্চ্চন। ৪৬। পুনর্ব্বার ধূপার্পণাদি দ্বারা পূর্ব্ববদুত্তম নৈবেদ্যার্পণ। ৪৭। পুনরুত্তম তাম্বূলার্পণ পূর্ব্বক মহানীরাজন। ৪৮। চামরব্যজন-ছত্র। ৪৯। গীত। ৫০। বাদ্য। ৫১। নৃত্য। ৫২। প্রদক্ষিণ। ৫৩। প্রণাম। ৫৪। শ্রীচরণ সন্নিধানে স্তুতি। ৫৫। শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় শিরোপরি রক্ষণ। ৫৬। মস্তকে পবিত্র নির্ম্মাল্যধারণ। ৫৭। কৃষ্ণো-চ্ছিষ্ট ভোজন। ৫৮। পাদসেবার উদ্দেশে উপবেশন। ৫৯। নিশা-কালীন উত্তমোত্তম নানারূপ সুগন্ধি চূর্ণাদি সুবাসিত কোমল বস্ত্রের

সদাচারানুসারেণ যদযদাচরতে স্বয়ং।
নিত্যকর্ম্মাদিকং তত্তৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি কারয়েৎ॥ ১৭॥
অতোঽত্রালিখিতং যদযদুপচারাদিকং পরং।
সর্ব্বং তত্তচ্চ জানীয়াল্লোকরীত্যনুসারতঃ॥ ১৮॥
উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা।
ভক্তেনার্চ্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈরন্তর্ভাবিতৈরপি॥ ১৯॥
যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ২০॥

মধ্যে পুষ্পরচনাদি সাধন দ্বারা মনোহর শয্যা প্রস্তুত। ৬০। শয়ন স্থানে শুভগমনার্থ হস্ত প্রদান অর্থাৎ বারদ্বয়ের সংযোজন। ৬১। শয়ন স্থানাগমনের মহোৎসব। ৬২। শ্রীযুক্তপাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন ও গন্ধ-পুষ্প-তাম্বূলার্পণ সহকারে নীরাজনোৎসব। ৬৩। শেষ পর্য্যঙ্কে শয়ন এবং পাদসম্বাহনাদি। ৬৪। ক্রমে এই চতুঃষষ্টি (৬৪) উপচার কীর্ত্তন করিলাম। ১৬। অপর যে যে উপচার উক্ত হয় নাই, সেই সেই উপচার সকল সদাচার অনুসারে জানিবে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের যে যে নিত্য কর্ম্ম এবং জন্মাদি উৎসব করিয়া থাকেন, তদনুসারে সমুদায় নির্ব্বাহ করিবে। তাৎপর্য্য এই জন্ম দিনে তিল স্নানাদি, নবান্নাদিকালে নবান্নপ্রদান আদি, মাসকৃত্য সকল জানিবেন। লোক ব্যবহারানুসারে সৎসম্মত অন্যান্য কর্ম্ম করিবে। শীতকালে উষ্ণদ্রব্য ও শীত নিবারণার্থ যোগবস্ত্র প্রদান করিবে। উষ্ণকালে শীতলদ্রব্য সমর্পণ করিতে হইবে। ইত্যাদি লোকানুসারে জানিতে হইবে। ১৭। অতএব এস্থলে অন্যান্য যে সকল উপচার লেখা হয় নাই, সেই সকল সল্লোক ব্যবহার দ্বারা জানিবে। ১৮। উক্ত পঞ্চ উপচার নিচয়ের মধ্যেও যে যে দ্রব্যের অভাব হইবে, ভক্ত ব্যক্তি যথালব্ধ ও মানস কল্পিত দ্রব্য দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। ১৯। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,

শ্রীকৃষ্ণপরিচর্য্যায়াং যন্মতির্ধাবিতানিশং।
চতুঃষষ্ট্যুপচারংতু তৎপ্রমুদেহস্তু সর্ব্বদা॥ ২১ ॥
শ্রীমদ্বিহারিলালস্য মচ্ছিষ্যাণাঞ্চ হৃন্মঠে।
উপচারাশ্চতুঃষষ্টিস্তিষ্ঠন্তু প্রীতয়ে হরেঃ॥ ২২ ॥
পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদিপরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা॥ ২৩ ॥
এতেষু চোপচারেষু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতং।
যদসম্পন্নমেতেষাং মনসা তু প্রকল্পয়েৎ।
যদযন্ন্যূনং ভবত্যেব রামারাধনসাধনং।
তুলসীদলমাত্রেণ যুক্তং তৎপরিপূর্য্যতে॥ ২৪ ॥

অথ গন্ধঃ।

চন্দনাগুরুহ্রীবেরং কুষ্ঠকুম্কুমরোচনাঃ।
জটামাংসী মুরামাংসী বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতং।

হে উদ্ধব! যে যে বস্তু লোকে অত্যুৎকৃষ্ট ও যে সকল দ্রব্য আপনার এবং আমার প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে, তাহারা অনন্ত ফলোপদায়ক হইবে। ২০। শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যায় যাহার মতি অনুক্ষণ ধাবিতা, এই চৌষট্টি (৬৪) উপচার তাহার সর্ব্বদা আনন্দ বিধান করুক। ২১। ভক্তভূষণ শ্রীমান্ বিহারি লাল রামের এবং আমার শিষ্যগণের হৃদয়মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত এই চতুঃষষ্টি উপচার সর্ব্বদা অবস্থান করুক। ২২। মহারাজের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবনকে পরিচর্য্যা কহে; এই পরিচর্য্যা দ্বিবিধ। যথা—উপকরণাদি পরিষ্করণ এবং চামর ছত্র ও বীণা প্রভৃতি দ্বারা উপাসনা। ২৩। এই সকল উপচার সংগ্রহ সম্বন্ধে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যাহা অসম্পন্ন হইবে, তাহা মন দ্বারা কল্পনা করিবে, হে রাম! যে যে পূজোপকরণই ন্যূন হইবে, তাহা তাহা তুলসীদল মাত্র যুক্ত হইয়াই পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে

গন্ধাষ্টকমিদং হৃদ্যং বিষ্ণোঃ সান্নিধ্যকারকং।
চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধ ইহোচ্যতে ॥
কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমং।
কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসমং।
সর্ব্বং গন্ধ ইতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভং ॥
কুঙ্কুমতুলসীকাষ্ঠচন্দনোশীরচন্দ্রমঃ।
হরিচন্দনমিত্যাহুর্হরেরত্যন্তবল্লভং ॥ ২৫ ॥

অথ ধূপাঃ।

গুগ্গুল্বগুরুশীরশর্করামধুচন্দনৈঃ।
ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রৈর্নীচৈর্দ্দেবস্য দেশিকঃ ॥ ২৬ ॥
সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্গুল্বগুরুচন্দনং।
ষড়ঙ্গধূপমেষতু সর্ব্বদেবপ্রিয়ঃ সদা ॥ ২৭ ॥

সন্দেহ নাই। ২৪। অথ গন্ধাষ্টক। চন্দন, অগুরু, হ্রীবের, (বালা) কুষ্ঠ, (কুড়) কুম্কুম্, রোচনা, জটামাংসী ও মুরামাংসী, এই আটটি দ্রব্যের নাম গন্ধাষ্টক। এই গন্ধাষ্টক বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং সান্নিধ্যকারক চন্দন, অগুরু ও কর্পূরপঙ্ককে এস্থলে গন্ধ কহে। কস্তূরীর দুইভাগ, চন্দনের চারিভাগ, কুম্কুমের তিন ভাগ, কর্পূরের একভাগ। এই ভাগক্রমে কর্পূর, চন্দন, কস্তূরী, কুম্কুম্ একত্রে মিশ্রিত হইলে গন্ধ বলে। ঐ গন্ধ সর্ব্বদেব প্রিয়। কর্পূর, তুলসীকাষ্ঠ, কুম্কুম্, বেনার মূল ও চন্দন, এই পাঁচ একত্রে হরিচন্দন হইয়া থাকে। ২৫। অথ ধূপের বিষয় বলিতেছেন। গুগ্গুলু, অগুরু, বেণারমূল, শর্করা, (চিনি) মধু, চন্দন ও ঘৃত, এই সমস্ত একত্র পূর্ব্বক ধূপ প্রস্তুত করিয়া, দেবতার নিম্ন প্রদেশে প্রজ্বালিত করিবে। ২৬। শর্করা, ঘৃত, মধু, গুগ্গুলু, অগুরু ও চন্দন, এই সকল দ্রব্যকে ষড়ঙ্গধূপ কহে।

গুগ্‌গুলুং সরলং দারুপত্রং মলয়সম্ভবং।
হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সজ্জরসং ঘনং।
হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজং।
ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি॥ ২৮॥
মধু মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরুশৈলজং।
সরলং শিহ্লসিদ্ধার্থং দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে॥ ২৯॥
সগুগ্‌গুল্বগুরূশীর সিতাজ্য মধুচন্দনৈঃ।
সারাঙ্গারবিনিঃক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্ধূপমুত্তমং॥ ৩০॥
অথ ধূপেষু নিষিদ্ধং। তত্রৈব। ন ধূপার্থে জীবজাতং॥৩১॥
তত্রৈবাপবাদঃ।
বিনামৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩২॥
ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন॥ ৩৩॥
ন শল্লকীজং ন তৃণং ন শঙ্করসসম্ভৃতং।
ধূপং প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় বুদ্ধিমান্॥ ৩৪॥

এই ধূপ সমস্ত দেবতার প্রিয়। ২৭। গুগ্‌গুলু, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধূনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী ও শৈলজ, এই ষোড়শাঙ্গ ধূপ দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে প্রশস্ত জানিবে। ২৮। মধু, মুথা, ঘৃত, চন্দন, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, শিলারস ও শ্বেতসর্ষপ, এই সমস্ত দ্রব্যকে দশাঙ্গধূপ কহে। ২৯। উত্তম কাষ্ঠের অঙ্গার গুগ্‌গুলু, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তম ধূপ রচনা করিবে। ইহাকে অঙ্গারিক ধূপ বলে। ৩০। অনন্তর ধূপ সকলের মধ্যে যাহা যাহা নিষিদ্ধ, তাহাই বলিতেছেন। প্রাণিজাত দ্রব্যে ধূপ প্রস্তুত করিবে না। ৩১। তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি। ধূপ বিষয়ে মৃগমদ ব্যতীত অন্যপ্রাণিজাত বস্তু বর্জ্জনীয়। ৩২। মাধবকে কখন যক্ষধূপ অর্থাৎ শালবৃক্ষের নির্য্যাস (আটা ধূনা) অর্পণ

অথ দীপঃ।

দীপং প্রজ্বালয়েচ্ছক্তৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা ॥ ৩৫ ॥
সঘৃতং গুগ্‌গুলুং ধূপং দীপং গোঘৃতদীপিতং।
সমস্তপরিবারায় হরয়ে শ্রদ্ধয়ার্পয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
ঘৃতেন দীপো দাতব্যো রাজন্ তৈলেন বা পুনঃ।
হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ দীপে নিষিদ্ধং।

বসামজ্জাস্থিনির্যাসৈর্ন কার্য্যঃ পুষ্টিমিচ্ছতা ॥ ৩৮ ॥
নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যা তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন ॥ ৪০ ॥

করিবে না। ৩৩। শল্লকী (শালেয়ী) জাত, উশীরাদি তৃণজাত, শল্ক-রস (সেহরের মজ্জা) সমুৎপন্ন এবং ঐ সকলের কাণ্ডাদি প্রত্যঙ্গ সম্ভূত ধূপ বুদ্ধিমান জন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবেন না। ৩৪। অনন্তর দীপের বিষয় বলিতেছেন। যাহার যেরূপ সামর্থ্য, তিনি সেই অনুসারে কর্পূর দ্বারাই হউক বা গব্যঘৃত দ্বারাই হউক, দীপ জালাইবেন। যদ্যপি কোন ব্যক্তি তাহাতেও অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি সুগন্ধি তৈল দ্বারাও দীপ জালাইতে পারিবেন। ৩৫। ঘৃত সংযুক্ত গুগ্‌গুলু, ধূপ ও প্রদীপ গব্যঘৃত দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে সপরিবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবে। ৩৬। হে রাজন্! ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা দীপ অর্পণ করিবে। ঘৃতদ্বারা দীপদান মুখ্য কল্প এবং ওষধি রস অর্থাৎ তিল, সর্ষপ ও কুসুম্ভাদি রসদ্বারা দীপ দান গৌণ কল্প জানিবে। ৩৭। অথ দীপ-দানে নিষিদ্ধ। যিনি আপনার পুষ্টিলাভ বাসনা করেন, তিনি বসা, (চর্ব্বি) মজ্জা, (বৃক্ষরসাদি) ও অস্থিনির্যাস দ্বারা দীপ দান করিবেন না। ৩৮। নীল এবং রক্তবর্ণ দশান্বিত দীপ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়। ৩৯।

অথ দীপনির্ব্বাপণাদি দোষঃ।

দত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেনকর্ম্মবিজানতা।
নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতং।
যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনং তেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাণকৃদ্ভবেৎ।। ৪১ ।।

অথ শোণমলিনাদিবস্ত্রবর্ত্ত্যাদীপদাননিষেধঃ।

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব চ।
উপভুক্তং ন বা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচনেতি ।। ৪২ ।।

অথ পাককর্ম্ম।

"আগচ্ছাগচ্ছ লক্ষ্মীশে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
কৃষ্ণার্থং ক্রিয়তাং পাকঃ সুস্বাদ্বন্নং চতুর্ব্বিধং।
ত্বয়া যৎপচ্যতে দেবি তদন্নং দেবদুর্ল্লভং।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুষ্করং পরং ॥"

হে ভৈরব! তৈজস প্রভৃতি অর্থাৎ পিত্তলাদি ধাতু নির্ম্মিত দীপাধারে (পীলসজে) দীপ রক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। কখন মৃত্তিকায় দীপ রক্ষা করিবে না। ৪০। অনন্তর দীপ নির্ব্বাপণাদি দোষ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দীপ দান করিয়া হরণ করিবে না; হরণ করিলে মহাপাতক হইয়া থাকে। আর দীপ নির্ব্বাপণ এবং হিংসন (ভঙ্গ) দূষণীয়। যে ব্যক্তি দীপকে তৈলাদি হইতে বিযোজিত করে, তাহার চক্ষু পুষ্পরোগ (ছানি) বিশিষ্ট হয়। যে অপহরণ করে, সে অন্ধ হয় এবং যে নির্ব্বাণ করে, সে কাণ (কাণা) হইয়া থাকে। ৪১। অথ রক্তবর্ণ ও মলিনাদি বস্ত্র নির্ম্মিত বর্ত্তি (বাতি) দ্বারা দীপ দান নিষেধ বলিতেছেন। রক্তবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত কার্পাসবস্ত্রে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কদাচ দীপ দান করিবে না। ৪২। অনন্তর পাক কর্ম্ম বলিতেছেন। হে লক্ষ্মীশে! হে রাধে! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি এই রন্ধনশালায় আগমন কর, আগমন

ইতি প্রার্থয়তে ভক্ত্যা প্রণম্য রাধিকাপদং।
অগ্নিং প্রজ্বাল্য তাং নত্বা পাকমারভতে দ্বিজঃ।
সংযম্য বচনং কাঞ্চএকাগ্রমনসা তথা।
কৃত্বা তু বিবিধং পাকং শ্রীকৃষ্ণপুরতো ন্যসেৎ।
অবৈষ্ণবস্য পক্কান্নং হরয়ে নার্পয়েদ্বুধঃ॥

অথ নৈবেদ্যং।

নৈবেদ্যঞ্চাধিকগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদং।
নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সং।
হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ॥ ৪৩॥

কর, আগমন করিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত সুস্বাদু চতুর্ব্বিধ অন্নপাক কর। হে দেবি! তোমার কৃত পক্ক অন্ন দেবদুর্ল্লভ, মিষ্ট ও অমৃতকেও তিরস্কার করে এবং ভক্ষণে বিশেষ আয়ুষ্কর। এইরূপ প্রার্থনানন্তর রাধিকাচরণকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ চুল্লীকাতে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিকে নমস্কার পূর্ব্বক দ্বিজব্যক্তি পাকারম্ভ করিবেন। বাক্য সংযম করিয়া, কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি একাগ্রমন দ্বারা বিবিধ দ্রব্য পাক করণানন্তর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্পণ করিবেন। পণ্ডিত ব্যক্তি অবৈষ্ণবের পক্ক অন্ন হরিকে প্রদান করিবেন না। অথ নৈবেদ্য। পুরুষের অর্থাৎ ভগবানের তুষ্টিপ্রদ, পুরুষের আহা· রোপযোগী অধিকগুণশালী নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। নানাবিধ অন্ন পান এবং উৎকৃষ্ট ভক্ষণীয়াদি দ্রব্য দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তাহার অভাব হইলে কেবল ঘৃত সংযুক্ত পায়স দান করিবে। যব, গোধূম, (গম) শালিধান্য, কৃষ্ণ তিল, মুদ্গ (মুগ) প্রভৃতি কলায় (মাষ-মসূর ব্যতীত) এবং চণকাদি (ছোলা) প্রভৃতি শস্য গব্যঘৃত সংযুক্ত হইলে হরির প্রীতিকর হইয়া থাকে। ৪৩।

যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৪৪ ॥
নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরং।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং ন তুলস্যা বিনায়কং॥ ৪৫ ॥
অক্ষতস্তিলকাদৌ চ শ্রীমদ্ভগবতো হরেঃ।
গৃহ্লীয়াদ্বৈষ্ণবো বিদ্বানর্ঘ্যাদৌ চ বিশেষতঃ॥
ন দদ্যাৎ স্বালয়ে শূদ্রঃ হরয়ে পক্কমোদনং।
ব্রাহ্মণৈস্তু সুপক্কান্নং গোধূমপিষ্টকাদিকং।
অর্পয়েত্তেন বা শূদ্রঃ প্রদানেনৈবদোষভাক্॥ ৪৬ ॥
স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দগ্ধং সর্ব্বং কার্য্য উদারধীঃ॥ ৪৭ ॥
দ্বিঃ স্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে।
নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভোজনে চ নিবেদনে॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! লোকে যাহা যাহা প্রিয় এবং যে সকল দ্রব্য আপনার অতিশয় প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য আমাকে অর্পণ করিলে, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। ৪৪। অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণুর, কেতকীদ্বারা মহেশ্বরের ও দূর্ব্বাদ্বারা দুর্গার এবং তুলসীদ্বারা বিনায়কের পূজা করিবে না। ৪৫। ভক্ত ব্যক্তি অক্ষতদ্বারা শ্রীহরির তিলকাদি রচনা করিবেন। অর্ঘ্যতে অক্ষত (আতপতণ্ডুল) প্রশস্ত; কিন্তু পূজাতে অর্থাৎ নৈবেদ্যতে প্রশস্ত নহে। শূদ্র স্বভবনে হরিকে পক্ক অন্ন (ভাত) দিবে না। ব্রাহ্মণদ্বারা সুপক্ক গোধূম পিষ্টকাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্পণ করিবে, তাহাতে দোষ হইবে না। ৪৬। উদারধী বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ দ্রব্য শ্রীগোবিন্দ পূজায় বর্জ্জন করিবেন। ৪৭। দুইবার সিদ্ধ করা ধান্যের তণ্ডুল এবং চিপিটক দেশবিশেষে শুদ্ধ; কিন্তু বিপ্র সকলের

অথ নৈবেদ্যপাত্রাণি।

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃণ্ময়মেব চ।
পালাশং পাদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং॥
কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ।
তাম্রাতিরিক্তমিচ্ছন্তি মধুপর্কস্য ভাজনং॥
তথৈব শঙ্খমেবার্ঘ্যপাত্রমিচ্ছন্তি কেচন।
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সলিলাক্ষতং।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্যেত্যেবং স্কান্দেঽভিধানতঃ॥

গব্যস্য ঘৃতব্যতিরিক্তস্য দুগ্ধাদিগোরসস্য আদিশব্দান্মধুনশ্চ যোগে দোষাদ্ধেতোঃ তথাচ স্মৃতিঃ। তাম্রপাত্রে স্থিতং গব্যং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনেতি। মধুনশ্চ সুরাপরিবর্ত্তেন তাম্রপাত্রে দেয়ত্বাৎ॥ ৪৯॥

পাত্রপরিমাণং চোক্তং।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলং।
বস্বঙ্গুলবিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ॥ ৫০॥

ভোজনে ও নিবেদনে বিশেষ প্রশস্ত নহে। ৪৮। অথ নৈবেদ্য পাত্র সকল বলিতেছেন। মহাত্মা কেশবের নৈবেদ্যপাত্রের বিষয় আমি বলিতেছি। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য ও মৃত্তিকাপাত্র এবং পলাশপত্র ও পদ্মপত্র নির্ম্মিত পাত্র বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়। কেহ কেহ বলেন, ঘৃত ব্যতীত দুগ্ধাদিগোরস ও মধুর সহিত সংযুক্ত হইলে তাম্রপাত্র দূষিত হইয়া থাকে; এজন্য তাঁহারা তাম্রাতিরিক্ত মধুপর্কের পাত্র ইচ্ছা করেন। সুরাপরিবর্ত্তে তাম্রপাত্রে মধু দেয়। ঐরূপে কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্খকেই অর্ঘ্যপাত্র করিবে। ৪৯। পাত্রের পরিমাণ বলিতেছেন। ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) অঙ্গুলি পরিমিত

অথ পঞ্চগব্যং।

পলমাত্রং দুগ্ধভাগো গোমূত্রং তাবদিষ্যতে।
ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্গোময়ং তোলকদ্বয়ং।
দধি প্রসূতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতং॥ ৫১॥

অথ পঞ্চামৃতং।

দুগ্ধং সশর্করঞ্চৈব ঘৃতং দধি তথা মধু।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু।
উপচারানেবমাদীনাহৃত্য পূজকো দ্বিজঃ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরং॥ ৫২॥

অথ গুরুসেবাদিকং।

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুং।
প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্ত্বা কিঞ্চিদুপায়নং।
রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভেষজং গুরুং।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ॥ ৫৩॥

পাত্র উত্তম, চতুর্ব্বিংশতি (২৪) অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র মধ্যম এবং দ্বাদশ (১২) অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র অধম। অষ্টাঙ্গুলের (৮) ন্যূন পাত্র কখন করাইবে না। ৫০। অথ পঞ্চগব্যের বিষয় বলিতেছেন। এক পল দুগ্ধ, একপল গোমূত্র, একপল ঘৃত, দুইতোলা গোময় ও প্রসূতি (বারকোষ) মাত্র দধি, এই পাঁচটির নাম পঞ্চগব্য। কেহ কেহ বলেন, ঐ পঞ্চদ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ৫১। অথ পঞ্চামৃত। দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, দধি ও মধু, এই পাঁচের নাম পঞ্চামৃত। উহা সকল কর্ম্মেই বিধেয়। ৫২। অথ গুরুর বিষয় বলিতেছেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে উপস্থিত হইয়া, অগ্রে সন্নিকটবর্ত্তী গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করতঃ ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। রিক্তহস্তে (শুধু হাতে) রাজা, গুরু ও চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না এবং উপায়ন হস্তে লইয়া

প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যস্ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ৫৪॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধিস্তথাগুরুং।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৫॥
গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং।
তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রো নৈব বিদ্যতে।
কামক্রোধাদিকং যদ্যদাত্মনোঽনিষ্টকারণং।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥৫৬॥

পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যকে দেখিবে না। ৫৩। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া, তদনন্তর আমার অর্চ্চনা করিলে মানবসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন; তাহা না করিলে মমার্চ্চনের ফল হয় না। শ্রুতি কহিলেন, যাঁহার দেবতার প্রতি পরমাভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি, সেইরূপ শ্রীগুরুরও প্রতি ভক্তি, সেই মহাত্মাই মদুক্ত পুরুষার্থ সকল বুঝিতে পারেন। ৫৪। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আচার্য্যকে (গুরুকে) আমার স্বরূপ জানিবেন, কখন তাঁহার অবমাননা করিবেন না এবং মনুষ্যজ্ঞানে কখন তাঁহার অসূয়া করিবেন না; যেহেতু গুরুসর্ব্বদেবময়। অতএব যে প্রকার বিধি আছে, সেই বিধি অনুসারে যিনি সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে গুরুদেবকে কৃষ্ণের সহিত অভেদজ্ঞানে পূজা করেন, তিনি মুক্তিফলপ্রাপ্ত হইবেন। ৫৫। গুরুসেবা করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্ম হইতে উত্তম বা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই। আত্মার (দেহের) অনিষ্টকারক যে যে কামক্রোধাদি আছে, মনুষ্য গুরুসেবা দ্বারা অনায়াসে সেই সকল

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা।
যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং।
গুরোঃ সমাসনেনৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ॥ ৫৭॥
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥ ৫৮॥
সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্মোঽতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবং॥৫৯॥
নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ ৬০॥

জয় করিতে সমর্থ হন। ৫৬। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম; অতএব নিত্য গুরুকেই পূজা করিবে। যে মন্ত্র, সেই সাক্ষাৎগুরু, যিনি গুরু, তিনিই হরি। গুরু যাঁহার উপর প্রসন্ন হন, স্বয়ং হরিও তাঁহার উপর প্রসন্ন হন। অতএব গুরুর সমান আসনে অথবা গুরু অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না। ৫৭। হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব ত্রাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই ত্রাণ করিতে পারেন না; অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে গুরুকেই প্রসন্ন করিবে। ৫৮। শ্রীবিষ্ণুভক্ত দেবগণের বাক্য এই যে, শিষ্য গুরুর প্রতি অবিচলিতা ভক্তি করিয়া, আমাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে লাভ করিবে, এইরূপ জানিয়া দেবগণ সাধকের গুরুভক্তি মন্দীভূত করিয়া দেন। ৫৯। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি সর্ব্বভূতের আত্মা, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা আমি যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়া থাকি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যত্যাচারেও সেরূপ পরিতুষ্ট হই

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ ৬১॥
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরভাবনং।
কুর্ব্বন্তি যে মহারাজ তে যান্তি নরকং ধ্রুবং॥ ৬২॥
যথা মন্ত্রে তথা দেবে যথা দেবে তথা গুরৌ।
পশ্যেদভেদতো মন্ত্রী এবং ভক্তিক্রমো মুনে॥ ৬৩॥
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥ ৬৪॥
গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবস্তু সুহৃচ্ছিবঃ।
ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মকং গুরুং॥৬৫॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেত গুরুদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ ৬৬॥

না। ৬০। শ্রীনারদ কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞানদীপপ্রদগুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, যে ব্যক্তি ঐ গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করে, তাহার নিখিলশাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া থাকে। ৬১। হে মহারাজ! গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি এবং মন্ত্রে অক্ষর ভাবনা যাহারা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬২। যেমন মন্ত্রে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে, যেমন শ্রীকৃষ্ণে, সেইরূপ গুরুতে, সাধক ব্যক্তি অভেদ দর্শন করিবেন, হে মুনে! ইহাই ভক্তির ক্রম অর্থাৎ নিয়মাদি জানিবে। ৬৩। যে মানব গুরুকে মনুষ্য, গুরুদত্ত মন্ত্রকে অক্ষর ও শ্রীশালগ্রামাদি দেবপ্রতিমাকে শিলাজ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি নরকে গমন করে। ৬৪। গুরুই মাতা, পিতা, স্বামী, সর্ব্বাত্মা, বান্ধব, সুহৃদ ও পরমেশ্বর, এইরূপ জানিয়া সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবকে ভজনা করিবে। ৬৫। শ্রীপ্রবুদ্ধ কহিলেন, গুর্ব্বালয়ে গমন পূর্ব্বক উপাসকের আনন্দপ্রদ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অকপট বিশ্বাস সহকারে গুরুর উপাসনা করতঃ

আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ।
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেত্তু নৈব শাপমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৭॥
উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যা হরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাচরেৎ।
নাস্যনির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
নাক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন।
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।

গুরুকে প্রিয়তম (আত্ম) দেবতাজ্ঞান করিয়া, তৎসন্নিধানে ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে। ৬৬। গুরু আগমন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বা শুনিয়া অগ্রগামী হইয়া গুরুকে স্বগৃহে আনয়ন করিবে ও যখন তিনি গমন করিবেন, তখন তাহার অনুগামী হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুদেব অনুজ্ঞা প্রদান না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। যখন তিনি আজ্ঞা প্রদান করি-বেন, তখন তাহার অদর্শন পর্য্যন্ত সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে. পরে গুরু দর্শনপথাতীত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হইবে; এইরূপ না করিলে শিষ্য শাপভাগী হইয়া থাকে। ৬৭। শ্রীগুরুর স্বাজ্ঞানুসারে নিত্য শ্রীগুরুর সেবার জন্য জল, কুশ, সমিধ, পুষ্প, আহরণ করিবে। গুরুর গৃহলেপন, অঙ্গমার্জ্জন, গাত্রে চন্দন-লেপন, পাদুকাদি প্রক্ষালন, সর্ব্বদা এই সকল কার্য্য করিবে। কখন গুরুর শয্যায় শয়ন করিবে না ও তদীয় কাষ্ঠ এবং চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিবে না। গুরুর আসনে উপবেশন, ছায়া-লঙ্ঘন, তদীয় ভোজনপাত্রে ভোজন করিবে না। প্রতিদিন গুরু-দেবকে দন্তকাষ্ঠ আনিয়া দিবে এবং স্বকর্ত্তব্যকার্য্য গুরুকে জানা-

জৃম্ভাহাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥ ৬৮॥
যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলং।
ভক্তিপ্রহ্বো গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্।
প্রণবশ্রীযুতং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ।
নতমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা॥ ৬৯॥

ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ। তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যং। যত্তে ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ। তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ। ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ। এত এব ত্রয়োবেদা এত এব ত্রয়ঃ সুরাঃ। এত এব ত্রয়ো-

---

ইয়া করিবে। গুরুর অনুমতি না লইয়া গমন করিবে না। সর্ব্বদা গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকিবে। গুরুর সন্নিধানে কদাচ পাদ প্রসারণ, জৃম্ভণ, হাস্য, উচ্চভাষণ, কণ্ঠপ্রাবরণ, অঙ্গুলিস্ফোটন করিবে না। ৬৮। যে কোন স্থানেই হউক, কেবল গুরু নাম গ্রহণ করিবে না, ভক্তি সহকারে সংযতচিত্ত হইয়া "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদা, এইরূপ গুরুনাম উচ্চারণ করিবে। স্ত্রী-শূদ্র "নমো শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদা, বলিবে। আর গুরুনামোচ্চারণ করিবার সময় কৃতাঞ্জলি ও নতমস্তক হইবে। মোহপ্রযুক্ত কখন গুরুকে কিছু আদেশ করিবে না এবং গুরু যাহা আদেশ করেন, তাহাও লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভক্ষণ করিবে না; অর্থাৎ অন্ন-পান প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে অর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিবে। ৬৯। মাতা, পিতা ও আচার্য্য, (মন্ত্রপ্রদ গুরু) এই তিনই পুরুষের গুরু, অর্থাৎ পুরুষ-স্ত্রী-জাতির গুরু; অতএব প্রতিদিন ঐ গুরুত্রয়ের শুশ্রূষা করিবে। ঐ গুরুত্রয় যাহা

লোকা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। পিতা চ গার্হপত্যাগ্নির্দক্ষিণাগ্নির্ম্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ। সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ। অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ। ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং। গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥ ৭০॥

ন চাতিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ।
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।

প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপীত্যাদি মনুস্মৃতৌ মন্ত্রগুরোঃ প্রাধান্যং স্বীকৃতমস্তীতি সুধীভির্দ্রষ্টব্যং॥ ৭১॥

"আচার্য্য দেবো ভব" যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ চেত্যাদি শ্রুতিবচনাদাচার্য্যস্য মন্ত্রগুরোর্দেবত্ব সিদ্ধিঃ।

আদেশ করেন, তাহাই করিবে। উহাঁরা যাহা আদেশ না করেন, তাহা করিবে না। সর্ব্বদা উহাঁদিগের প্রিয় ও হিতসাধন করিবে। উহাঁরা তিনই বেদ, তিনই দেবতা, এইরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। পিতাকে গার্হপত্যাগ্নি, মাতাকে দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য্যকে আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি উক্ত গুরুত্রয়কে যথোচিত আদর করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও গুরুকে বিহিতবিধানে পূজা না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই বিফল। মাতৃভক্তি দ্বারা ঐহিক ফলভোগ, পিতৃভক্তি দ্বারা পারলৌকিক ফলভোগ হইয়া থাকে এবং যথোচিত গুরুসেবায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ৭০। উপাধ্যায় গুরুকেও মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথোচিত প্রণামাদি করিবে। যেহেতু উপাধ্যায় গুরু অধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ পূর্ব্বক মঙ্গলকর উপদেশ দেন। অতএব সর্ব্বদাই, উপাধ্যায় গুরুকে মন্ত্রপ্রদ গুরুর তুল্য জ্ঞানে সেবাদি করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি মনু স্মৃতিতে মন্ত্রপ্রদ গুরুর প্রাধান্য অর্থাৎ সর্ব্বগুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" "লোকানাং গুরুরেব" চেত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্বচনাৎ "যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়" মিতিশাস্ত্রবাক্যাচ্চ গুরুকৃষ্ণয়োরভিন্নত্বং সিদ্ধং। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য স্বরূপ-প্রকাশশ্রীমদ্গুরুদেবেতি শ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতৃপ্রভৃতিভিঃ সাধুভির্লিখিতং। অতঃ গুরুকৃষ্ণয়োরেকত্বং প্রাচীনৈঃ স্বীকৃতং ॥ ৭২ ॥

গুরোস্তু শুক্লবর্ণত্বাৎ স বলোঽপি স্বয়ং কিল।
সর্ব্বেষাং গুরুদেবশ্চ শৃণোমি গুরুসন্নিধৌ ॥ ৭৩ ॥
নানারূপধরো দেবঃ শেষোঽশেষপরাক্রমঃ।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বজীবানামভিন্নো হরিণা সহ ॥ ৭৪ ॥

স্বীকার আছে, ইহা পণ্ডিতগণের দ্রষ্টব্য। ৭১। অনন্তর মন্ত্রগুরুর স্বরূপ বলিলেন। "আচার্য্য (মন্ত্রগুরু) দেবতা হন" এবং যাহার দেবতাতে উত্তমা ভক্তি, যেমন দেবতাতে তেমনি মন্ত্রপ্রদগুরুতে উত্তমা ভক্তি, ইত্যাদি বেদবাক্যহেতু আচার্য্যের অর্থাৎ দীক্ষাগুরুর দেবত্ব প্রমাণ হইতেছে। "আমাকে আচার্য্য জানিবে" ও "লোক সকলের গুরু আমি" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবানের বাক্য হেতু এবং "যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি, এই শাস্ত্র বচন হেতু গুরু-কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রমাণ হইতেছে। "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের স্বরূপ প্রকাশ শ্রীমদ্‌গুরুদেব, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা প্রভৃতি সাধু সকল লিখিয়াছেন। "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ। গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥" অতএব গুরু কৃষ্ণের একত্ব প্রাচীনেরা স্বীকার করিয়াছেন। ৭২। মন্ত্রপ্রদগুরুর শুক্লবর্ণ হেতু জানা যাইতেছে যে, সেই শ্রীবলদেবই স্বয়ং সকলের গুরুদেব, এই কথা আমি গুরুর নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। ৭৩। সেই অশেষ পরাক্রম শেষদেব বহুরূপধারী, তিনি সকল জীবের মূলাশ্রয়,

লোকা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। পিতা চ গার্হপত্যাগ্নির্দক্ষিণাগ্নির্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ। সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ। অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ। ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং। গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥ ৭০॥

ন চাতিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ।
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।

প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপীত্যাদি মনুস্মৃতৌ মন্ত্রগুরোঃ প্রাধান্যং স্বীকৃতমস্তীতি সুধীভির্দ্রষ্টব্যং॥ ৭১॥

"আচার্য্য দেবো ভব" যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ চেত্যাদি শ্রুতিবচনাদাচার্য্যস্য মন্ত্রগুরোর্দেবত্ব সিদ্ধিঃ।

আদেশ করেন, তাহাই করিবে। উহাঁরা যাহা আদেশ না করেন, তাহা করিবে না। সর্ব্বদা উহাঁদিগের প্রিয় ও হিতসাধন করিবে। উহাঁরা তিনই বেদ, তিনই দেবতা, এইরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। পিতাকে গার্হপত্যাগ্নি, মাতাকে দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য্যকে আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি উক্ত গুরুত্রয়কে যথোচিত আদর করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও গুরুকে বিহিতবিধানে পূজা না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই বিফল। মাতৃভক্তি দ্বারা ঐহিক ফলভোগ, পিতৃভক্তি দ্বারা পারলৌকিক ফলভোগ হইয়া থাকে এবং যথোচিত গুরুসেবায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ৭০। উপাধ্যায় গুরুকেও মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথোচিত প্রণামাদি করিবে। যেহেতু উপাধ্যায় গুরু অধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ পূর্ব্বক মঙ্গলকর উপদেশ দেন। অতএব সর্ব্বদাই, উপাধ্যায় গুরুকে মন্ত্রপ্রদ গুরুর তুল্য জ্ঞানে সেবাদি করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি মনু স্মৃতিতে মন্ত্রপ্রদ গুরুর প্রাধান্য অর্থাৎ সর্ব্বগুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" "লোকানাং গুরুরেব" চেত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্বচনাৎ "যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়" মিতিশাস্ত্রবাক্যাচ্চ গুরুকৃষ্ণয়োরভিন্নত্বং সিদ্ধং। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য স্বরূপ-প্রকাশশ্রীমদ্গুরুদেবেতি শ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতৃপ্রভৃ-তিভিঃ সাধুভির্লিখিতং। অতঃ গুরুকৃষ্ণয়োরেকত্বং প্রাচীনৈঃ স্বীকৃতং ॥ ৭২ ॥

গুরোস্তু শুক্লবর্ণত্বাৎ স বলোঽপি স্বয়ং কিল।
সর্ব্বেষাং গুরুদেবশ্চ শৃণোমি গুরুসন্নিধৌ ॥ ৭৩ ॥
নানারূপধরো দেবঃ শেষোঽশেষপরাক্রমঃ।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বজীবানামভিন্নো হরিণা সহ ॥ ৭৪ ॥

স্বীকার আছে, ইহা পণ্ডিতগণের দ্রষ্টব্য। ৭১। অনন্তর মন্ত্রগুরুর স্বরূপ বলিলেন। "আচার্য্য (মন্ত্রগুরু) দেবতা হন" এবং যাহার দেবতাতে উত্তমা ভক্তি, যেমন দেবতাতে তেমনি মন্ত্রপ্রদগুরুতে উত্তমা ভক্তি, ইত্যাদি বেদবাক্যহেতু আচার্য্যের অর্থাৎ দীক্ষাগুরুর দেবত্ব প্রমাণ হইতেছে। "আমাকে আচার্য্য জানিবে" ও "লোক সকলের গুরু আমি" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবানের বাক্য হেতু এবং "যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি, এই শাস্ত্র বচন হেতু গুরু-কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রমাণ হইতেছে। "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের স্বরূপ প্রকাশ শ্রীমদ্‌গুরুদেব, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা প্রভৃতি সাধু সকল লিখিয়াছেন। "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাহাঁর প্রকাশ। গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে ॥" অতএব গুরু কৃষ্ণের একত্ব প্রাচীনেরা স্বীকার করিয়াছেন। ৭২। মন্ত্রপ্রদগুরুর শুক্লবর্ণ হেতু জানা যাইতেছে যে, সেই শ্রীবলদেবই স্বয়ং সকলের গুরুদেব, এই কথা আমি গুরুর নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। ৭৩। সেই অশেষ পরাক্রম শেষদেব বহুরূপধারী, তিনি সকল জীবের মূলাশ্রয়,

তৎস্বরূপপ্রকাশো হি বলদেবমহাশয়ঃ।
ইতি তত্ত্বং বিজানীয়ান্নান্যথা ভবতি ক্বচিৎ॥ ৭৫॥
হরেঃ স্বরূপরূপঃ শ্রীগুরুদেবো ন সংশয়ঃ।
স গুরুঃ শ্রীবলশ্চৈব ইতি তত্ত্ববিদাং মতং॥ ৭৬॥
স দেবো রেবতীকান্তো ধৃত্বানেকবপুর্হরিং।
সেবতে স্বপ্রিয়ং কান্তং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কিল॥ ৭৭॥
ক্বচিদ্ভার্য্যা ক্বচিদ্ভৃত্যঃ কদাচিচ্চাগ্রজোঽনুজঃ।
ক্বচিৎ শয্যাদিরূপশ্চ ক্বচিৎ প্রেষ্ঠসখো মতঃ॥
ইত্যাদ্যভীষ্টভাবেন শেষং প্রাপ্তা হরেঃ কিল।
শেষদেবো হ্যনন্তশ্চ শ্র্যবশেষং হরিং ভজেৎ॥ ৭৮॥
গুরুগোবিন্দয়োস্তত্ত্বমেকো হি ন ভবেদ্দ্বিধাঃ।
অবতারাবতারিণোর্ন ভেদ ইতি পণ্ডিতাঃ॥ ৭৯॥
এবঞ্চ হরিণা সার্দ্ধমভিন্নত্বং গুরৌ যদি।
সিদ্ধং স্যান্নিত্যশস্তর্হি শ্রীগুরোঃ সেবয়া হরেঃ॥

কৃষ্ণের সহিত তাঁহার অভিন্নভাব। ৭৪। কৃষ্ণের স্বরূপপ্রকাশ বলদেব মহাশয়, ইহাই তত্ত্ব জানিবে, ইহাতে কখন অন্যথা নাই। ৭৫। শ্রীহরির স্বরূপ রূপ শ্রীগুরুদেব, তাহাতে সংশয় নাই, সেই গুরু নিশ্চয়ই শ্রীবলদেব, ইহাই তত্ত্ববিদ্গণের মত। ৭৬। সেই দেব রেবতীকান্ত অনেকরূপ ধারণ পূর্ব্বক, স্বকীয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেবা করিতেছেন। তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৭৭। কখন ভার্য্যা, কখন ভৃত্য, কখন অগ্রজ, কখন অনুজ, কখন শয্যাদি রূপ, কখন প্রিয়সখা, ইত্যাদি অভীষ্টভাব দ্বারা হরির শেষ প্রাপ্ত হইয়া, শেষদেব অনন্ত শ্রীঅবশেষরূপ হরিকে ভজনা করেন। ৭৮। শ্রীগুরু-গোবিন্দ একতত্ত্ব, কখনই দুই তত্ত্ব নহেন। পণ্ডিতগণ অবতার অবতারী ভিন্ন বলেন না। ৭৯। এইরূপে শ্রীহরির সহিত যদি গুরুর অভিন্নত্ব প্রমাণ হইল, তবে শ্রীগুরুসেবায় হরির

সেবনং সিদ্ধমেব স্যাৎ কিমর্থং পৃথগর্চ্চনং।
এতন্মে সংশয়ং ছিত্বা স্বরূপং বদ বিস্তরাৎ ॥ ৮০ ॥
সেব্যঃ স ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বে তৎসেবকা মতা।
স্বয়ং তৎকিল বিশ্বাত্মা হতারির্গতিদায়কঃ।
অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ॥ ৮১ ॥
স ব্রহ্মনির্গুণং সাক্ষাদতস্তং জ্ঞানিনঃ সদা।
ভজন্তি যোগমাশ্রিত্য ভৃগুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৮২ ॥
হরির্হি স্বস্বরূপেণ লোকানাং গুরুরেব চ।
ইত্যজ্ঞা ন হি জানন্তি ভাগ্যদোষানুসারতঃ ॥ ৮৩ ॥
বল্লবীভাবলুব্ধানাং যানঙ্গমঞ্জরীগুরুঃ।
সানঙ্গমঞ্জরী সাক্ষাদ্বলরামো ন সংশয়ঃ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈতবংশীবদনাদিরূপে সোঽনন্তদেবো বলঃ।
গুরুর্ভবতি কৃপয়া লোকানাং চৈতন্যাবতারে প্রভুঃ ॥ ৮৪ ॥
অথ শুদ্ধাসনে ভক্তশ্চোপবিশ্য উদঙ্মুখঃ।
আচম্য তিলকং কৃত্বা পূজয়েদ্গুরুদৈবতং ॥ ৮৫ ॥

সেবন সিদ্ধি হউক? আর পৃথক্ অর্চ্চনে প্রয়োজন কি? আমার এই সংশয় ছেদনপূর্ব্বক, যথার্থ বিষয় বিস্তারক্রমে বলুন। ৮০। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, সকলেই তাহাঁর সেবক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্বাত্মা, হতারি গতিদায়ক। দেবকীর অষ্টমগর্ভে স্বয়ং হরি জন্মগ্রহণ করেন। ৮১। তিনি গুণত্রয়াতীত-শুদ্ধ সত্বগুণপূর্ণ; অতএব নির্গুণ। এই হেতু জ্ঞানীসকল ভৃগুবাক্যানুসারে ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাঁকেই সর্ব্বদা ভজনা করেন। ৮২। শ্রীহরি নিজস্বরূপ দ্বারা লোকগণের গুরু, ভাগ্যদোষ অনুসারে অজ্ঞ সকল ইহা জানিতে পারে না। ৮৩। বল্লবী (গোপী) ভাবলুব্ধ সকলের যে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী গুরু হন, সেই অনঙ্গমঞ্জরী সাক্ষাৎ বলরাম; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই চৈতন্যাবতারে, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও বংশীবদনাদিরূপে সেই, অনন্তদেব

অথ পূজার্থাসনং।

ততশ্চাসনমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য চাসনং।
তস্মিন্নুপবিশেৎ পদ্মাসনেন স্বস্তিকেন বা।
অভ্যর্চ্চ্য "ওঁ আধারশক্তয়ে নম" ইতি সংপূজ্য ॥ ৮৬ ॥

তত্রৈব পদ্মাসনাদিকং।

সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ।
তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ ॥
বিষ্টভ্য কট্যুরোগ্রীবান্নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
পদ্মাসনং ভজেদেবং সর্ব্বেষামপি পূজিতমিতি ॥ ৮৭ ॥
জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলাবুভৌ।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষত ইতি ॥৮৮॥
তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখঃ ॥ ৮৯ ॥

প্রভুবলরাম কৃপাপূর্ব্বক লোকসকলের গুরু হয়েন। ৮৪। তদনন্তর ভক্তব্যক্তি উত্তরমুখে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক, আচমন করণানন্তর, তিলক করিয়া, গুরুদেবের পূজা করিবেন। ৮৫। অথ পূজার জন্য আসনের বিষয় বলিতেছেন। তাহার পর আসন মন্ত্র, (ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ) এই মন্ত্র দ্বারা আসনকে আমন্ত্রণ ও অভ্যর্চ্চনা করতঃ সেই শুদ্ধাসনের উপর পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিবে। ৮৬। তথায় পদ্মাসনাদির বিষয় বলিতেছেন। বামপাদ লইয়া দক্ষিণপদের উপর ও দক্ষিণপদ লইয়া বামপদের উপর সংস্থাপন করিবে। কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, গ্রীবাদেশ স্থির পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নাসার অগ্রভাগে বিন্যস্ত করিবে, অর্থাৎ নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টি রক্ষা করিবে, এইরূপ উপবেশনের নাম পদ্মাসন। ৮৭। জানুদেশ ও উরুদেশের মধ্যে উভয় পদতল সংস্থাপনপূর্ব্বক সরল (সোজা) ভাবে উপবেশন করার নাম স্বস্তিকাসন। ৮৮। শ্রীকৃষ্ণার্চ্চক

শ্রীমূর্ত্তিং বামভাগে তু কৃত্বা ভক্তো হ্যুদঙ্মুখঃ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্দেবমিতি প্রায়েণ লভ্যতে ॥ ৯০ ॥

অথাসনানি।

বংশাশ্মদারুধরণীতৃণপল্লবনির্ম্মিতং।
বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্রব্যাধিদুঃখদং।
কৃষ্ণাজিনং কম্বলম্বা নান্যদাসনমিষ্যতে ॥ ৯১ ॥
শুচিদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজীনকুশোত্তরমিতি ॥৯২॥

কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মেত্যাদিনা আসনাদৌ মতভেদ আশ্রমাদিভেদেন। তত্র বহূনাং যন্মতং তদেব স্বসম্প্রদায়ানুসারেণ গ্রাহ্যমিতিদিক্। শ্রীমচ্চৈতন্যচরণভজনপরায়ণ-মাধ্বিবৈষ্ণবানাং প্রায়ঃক্ষৌমাদিবিনির্ম্মিতাসনং গ্রাহ্যমিতি সর্ব্বত্রদিক্ ॥ ৯৩ ॥

ব্যক্তি নিশ্চলদেহ ও শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া, দিবসে প্রায় পূর্ব্বমুখে এবং নিশাকালে প্রায় উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন। ৮৯। শ্রীমূর্ত্তিকে বামভাগে রক্ষাপূর্ব্বক, ভক্তব্যক্তি উত্তরমুখে উপবেশন করত বিধিবৎ দেবতাকে পূজা করিবেন; ইহা প্রায় শব্দ দ্বারা লাভ হইতেছে; অর্থাৎ জানা যাইতেছে। ৯০। অনন্তর আসন সকলের বিষয় বলিতেছেন। বংশ, প্রস্তর, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, কুশব্যতীত তৃণ ও পত্র নির্ম্মিত আসন, দারিদ্র, রোগ এবং দুঃখ প্রদান করে; অতএব বিদ্বানব্যক্তি এই সকল আসন বর্জ্জন করিবেন। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম আর কম্বল ভিন্ন অপর আসন গ্রহণ করা উচিত নহে। ৯১। অতি উচ্চ এবং অতি নীচও না হয় এইরূপে প্রথমে পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগবিশিষ্ট কুশ, তদুপরি কৃষ্ণসার চর্ম্ম, তদুপরে পট্টবস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক, আপনার নিশ্চল আসন পবিত্রস্থানে স্থাপন করিবেন। ৯২। কৃষ্ণাজিন ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি বিনির্ম্মিতাসন আশ্রমভেদে গ্রাহ্য, এইরূপ মতভেদ দেখা যায়।

অথাকামবৈষ্ণবস্ত মৃদাসনাদিনিষেধমাহ।

মৃদাসনঃ কুশকরো বৈষ্ণবো ন ভবেদ্দ্বিজঃ।
সর্ব্বকামফলত্যাগী হরেঃ সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
নো দ্বিজঃ কুশহস্তঃ স্যাৎ স্নানপূজাজপাদিষু।
কদাচিদ্দর্ভহস্তো ন ত্যক্তকামস্তু বৈষ্ণবঃ।
স্নানাদিষু চ কৃত্যেষু গোবিন্দস্যার্চ্চনাদিষু।
ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডেঽভিধানাৎ ॥ ৯৪ ॥

অথ বৈষ্ণবাচমনং।

আদৌ করদ্বয়ং প্রক্ষালয়েৎ। ততঃ শ্রীকেশবায় নমঃ। শ্রীনারায়ণায় নমঃ। শ্রীমাধবায় নমঃ। ইতি মন্ত্রত্রয়ং জপন্ মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠসংহতাঙ্গুলিনা দক্ষিণকরেণ বারত্রয়ং জলং পিবেৎ। ততঃ শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ করদ্বয়ং প্রক্ষালয়েৎ। ততঃ। শ্রীমধু-

---

তথায় বহুজনের যেমত, তাহাই স্বসম্প্রদায়ানুসারে গ্রহণীয়, ইহাই দেখা যাইতেছে। শ্রীমচ্চৈতন্যচরণভজনপরায়ণ মাধ্বিবৈষ্ণবসকলের প্রায়ক্ষৌমাদি বিনির্ম্মিত আসন গ্রাহ্য; ইহাই প্রাচীনসকল বলেন। ৯৩। অনন্তর অকাম বৈষ্ণবের মৃদাসন প্রভৃতি নিষেধ করিলেন। হে দ্বিজ! অকামবৈষ্ণব মৃদাসন ও কুশকর না হইয়া, শ্রীহরির সর্ব্বসেবা ও নামাদি জপবিশেষ যত্নের সহিত করিবেন। সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগী, হরি সন্নিধানে সর্ব্বসঙ্কল্প বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, স্নান ও হরির পূজা এবং নামাদি জপকালে কখনই কুশহস্ত হইবেন না। নিষ্কামবৈষ্ণব স্নানাদিকৃত্যসকলে এবং শ্রীগোবিন্দদেবের অর্চ্চনাদি সময়ে কোন ক্রমেই কুশগ্রহণ করিবেন না, ইহা পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে কথিত হইয়াছে। ৯৪। অনন্তর বৈষ্ণবাচমন বলিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তদনন্তর "শ্রীকেশবায় নমঃ। শ্রীনারায়ণায় নমঃ। শ্রীমাধবায় নমঃ।" এই মন্ত্রত্রয় জপ করিতে

সূদনায় নমঃ। শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ সংবৃতাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বামদক্ষিণক্রমাভ্যাং বারদ্বয়ং মার্জ্জয়েৎ। ততঃ শ্রীবামনায় নমঃ। শ্রীশ্রীধরায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ তথা সংবৃতাঙ্গুষ্ঠমূলেন ওষ্ঠাধরৌ ঊর্দ্ধাধঃক্রমেণ বারদ্বয়মুন্মার্জ্জয়েৎ। ততঃ শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ। শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ পাদদ্বয়ং প্রক্ষালয়েৎ। ততঃ শ্রীদামোদরায় নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ শিরসি ত্রিবারং জলমভিষিঞ্চেৎ। ততঃ শ্রীবাসুদেবায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সংহতানামিকামধ্যমাতর্জ্জনীভির্মুখমুপস্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীসঙ্কর্ষণায় নমঃ। শ্রীপ্রদ্যুম্নায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং নাসিকাং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীঅনিরুদ্ধায় নমঃ। শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ সংহতাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং নেত্রদ্বয়ং যথাক্রমেণোপস্পৃশেৎ।

করিতে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি বর্জ্জনানন্তর মিলিত অঙ্গুলি সকল দ্বারা দক্ষিণকরে তিনবার জল পান করিবে। তাহার পর “শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিতে করিতে করদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে “শ্রীমধুসূদনায় নমঃ। শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ।” এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে সংস্কৃত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখের বাম দক্ষিণ যথা নিয়ম দুইবার মার্জ্জনা করিবে অর্থাৎ “শ্রীমধুসূদনায় নমঃ” বলিয়া বামদিক ও “শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ” বলিয়া দক্ষিণদিক্ মার্জ্জনা করিতে হয়। তদনন্তর “শ্রীবামনায় নমঃ। শ্রীশ্রীধরায় নমঃ।” এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে সংবৃত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা ওষ্ঠ ও অধরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ যথা নিয়ম দুইবার উন্মার্জ্জন করিবে। তদনন্তর “শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ। শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ।” এই মন্ত্র দুইটী জপ করিতে করিতে পদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক পদে জলের ছিটা দিবে। তীর্থোদক হইলে ছিটাও দিবে না। দেবতার সম্মুখে ঐ

ততঃ শ্রীঅধোক্ষজায় নমঃ। শ্রীনৃসিংহায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ সংযতাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং শ্রবণযুগলমুপস্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীঅচ্যুতায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সংযতাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাং নাভিদেশং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীজনার্দ্দনায় নমঃ। ইতি মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ করতলেন হৃদয়ং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীউপেন্দ্রায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাঙ্গুলিভি-র্মস্তকং স্পৃশেৎ। ততঃ শ্রীহরয়ে নমঃ। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইতি মন্ত্রদ্বয়ং জপন্ করাগ্রেণোভয়বাহুমূলং স্পৃশেদিতি। অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথাচ বাক্। কুর্ব্বীতাল-ভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ। শৌচবিধেশ্চোত্তরমিদমাচমন-মিতি কেচিৎ। তত্রাদৌ পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ॥ ৯৫॥

কার্য্য মানসেই বিধেয়) তাহার পর "শ্রীদামোদরায় নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা স্বমস্তকে বারত্রয় জলসেচন করিবে। তদনন্তর "শ্রীবাসু-দেবায় নমঃ।" এই মন্ত্র দ্বারা মিলিত অনামিকা-মধ্যমা-তর্জ্জনীদ্বয় মুখস্পর্শ করিবে। তাহার পর "শ্রীসঙ্কর্ষণায় নমঃ। শ্রীপ্রদ্যুম্নায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিতে করিতে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীঅনিরুদ্ধায় নমঃ। শ্রীপুরু-ষোত্তমায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে মিলিত অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নয়নযুগল পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তৎপরে "শ্রীঅধোক্ষজায় নমঃ। শ্রীনৃসিংহায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় জপিতে জপিতে সংযত অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা কর্ণযুগল পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীঅচ্যুতায় নমঃ।" এই মন্ত্র জপিতে জপিতে সংযত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীজনার্দ্দনায় নমঃ।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। তাহার পর "শ্রীউপেন্দ্রায় নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। তদনন্তর "শ্রীহরয়ে

ততস্তু তিলকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপাচন্দনাদিনা।
তত্রাদাবনুলেপেন ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ।
নির্ম্মাল্যেন প্রসাদেন সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ॥ ৯৬॥
শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা।
সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসনেতি॥ ৯৭॥
ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ॥ ৯৮॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥ ৯৯॥

নমঃ। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।” এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে করাগ্র দ্বারা উভয়বাহুমূল স্পর্শ করিবে। ইতি। রোগাদি কর্ত্তৃক অসমর্থ হইলে, কেবল দাক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে; তাহা হইলেই ঐ আচমন সিদ্ধ হইবে। অতএব এই বিষয়ে বচন আছে। অপবা অসমর্থ ব্যক্তি কেবল দক্ষিণশ্রবণ মাত্র স্পর্শ করিবে, তদ্দারাই ঐ আচমন নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। শৌচবিধির পর এই আচমন কেহ কেহ করেন। ৯৫। তদনন্তর গোপীচন্দনাদি দ্বারা তিলক নির্ম্মাণ করিবে। ঐ কার্য্যে অগ্রে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের চরণাব্জ বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য-প্রসাদ চন্দন দ্বারা সমস্ত শরীর (নাভির ঊর্দ্ধ হইতে সর্ব্বাঙ্গ) বিলেপন করিবে। ৯৬। হে কমলাসন! মহতী শুদ্ধির জন্য শ্রীশালগ্রাম শিলালগ্ন চন্দন সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে ধারণ করিবে। ৯৭। তদনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি কেশবাদিদ্বাদশনাম উচ্চারণ করতঃ যথোক্তবিধি অনুসারে দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা

তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবাদিমূর্দ্ধনি।
বাসুদেবেতি বাসুদেবায় নমঃ ইতি এতচ্চ সমস্ত
স্বরৈঃ সহ ন্যসেদিতিজ্ঞেয়ং ॥ ১০০ ॥

তৎ প্রয়োগঃ।

ললাটে—শ্রীকেশবায় নমঃ। উদরে—শ্রীনারায়ণায় নমঃ। বক্ষঃস্থলে—শ্রীমাধবায় নমঃ। কণ্ঠকূপকে—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। দক্ষিণকুক্ষৌ—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। দক্ষিণবাহৌ—শ্রীমধুসূদনায় নমঃ। দক্ষিণকন্ধরে—শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ। বামপার্শ্বকে—শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ। পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ। কট্যাং—শ্রীদামোদরায় নমঃ ইতি ॥ ১০১ ॥

অথোর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণবিধিঃ।

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১০২ ॥

করিবেন। ৯৮। অনন্তর দ্বাদশ তিলকের বিধি বলিতেছেন। ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষঃস্থলে মাধবকে, কণ্ঠমূলে গোবিন্দকে, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণবাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণকন্ধরে ত্রিবিক্রমকে, বামপার্শ্বে বামনকে, বামবাহুতে শ্রীধরকে, বামকন্ধরে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে ও কটীতে দামোদরকে ন্যাস করিবে। ৯৯। তিলকের প্রক্ষালন জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বরের সহিত স্বমস্তকে ন্যাস করিবে, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। ১০০। তিলকের মন্ত্র প্রয়োগ দেখাইতেছেন। ললাটে "শ্রীকেশবায় নমঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক, কট্যাং, "শ্রীদামোদরায় নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্র বলিয়া যথানিয়মে তিলক করিবে। অনুবাদ মূলশ্লোকে দেখ। ১০১। তদনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) নির্ম্মাণ বিধি প্রথমতঃ নাসিকার মূল হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক, ললাটের

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যছিদ্রনিত্যতা।

নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি।
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনং।
বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥ ১০৩॥

অতএবোক্তং হরিমন্দিরলক্ষণং।

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াত্তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥ ১০৪॥
শুদ্ধসত্ত্বময়শ্রীমদ্গোপীশ্বরাখ্য যঃ শিবঃ।
সদাশিবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কথিতো ব্রহ্মণা স্বয়ং॥ ১০৫॥
হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি

শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয়ভাগকে নাসা-মূল কহে। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করত ছিদ্র রচনা করিবে। ১০২। অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্রের নিত্যতা দেখাইতেছেন। যে দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করে, সে নিশ্চয় তত্রস্থ বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীকে দূরীভূত করিয়া দেয়। অতএব হে শুভ-দর্শনে! দণ্ডাকৃতি, ছিদ্রান্বিত, সুশোভন পুণ্ড্র, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রী-জাতি সকলের সর্ব্বদা ধারণীয়। ১০৩। এই জন্যই শ্রীহরিমন্দিরাকৃতি তিলকের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। নাসা হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক কেশা-বধি বিস্তৃত, অত্যন্ত মনোহর, মধ্যছিদ্রবিশিষ্ট যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করেন; একারণ মধ্যভাগ লেপন করিবে না। ১০৪। এ স্থলে শুদ্ধসত্ত্বময়শ্রীমৎ গোপীশ্বর নামক যে শিব, তাহাকেই সদাশিব বলিয়া জানিবে;

স পুণ্যবান্। মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তি-ভাগ্ ভবতীতি ॥ ১০৬ ॥

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১০৭ ॥

অথ তিলকরচনাঙ্গুল্যঃ।

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধিনী ॥ ১০৮ ॥

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রমৃত্তিকাঃ।

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ।
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্লীয়াত্তত্র মৃত্তিকাং।
শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।

এই কথা ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন। ১০৫। যে মহাত্মা দেহেতে শ্রীহরির পাদচিহ্ন ধারণ করেন, তিনি অন্যের এবং হরির প্রিয় হন এবং তিনিই পুণ্যবান্। যিনি মধ্যভাগে ছিদ্রান্বিত পুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি মুক্তি-প্রাপ্ত হয়েন। ১০৬। হে মহাভাগ! যে মানব আদর্শে (দর্পণে) কিম্বা জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তাহাঁর পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। ১০৭। অথ তিলক রচনায় অঙ্গুলি সকলের বিষয় বলিতেছেন। অনামিকা, অভীষ্ট প্রদায়িকা, মধ্যমা পরমায়ুঃবৃদ্ধিকরী ও অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক বলিয়া উক্ত এবং তর্জ্জনী মোক্ষসাধিকা। ১০৮। অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মৃত্তিকার বিষয় বলিতেছেন। পর্ব্বতের শিখর দেশ, নদীর তীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সমুদ্রের তীর, বল্মীক (উই মৃত্তিকা) বিশেষরূপে হরিক্ষেত্র এবং যে স্থানে প্রতিদিবস বিষ্ণুর স্নানোদক নিক্ষিপ্ত হয়, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ নিমিত্ত ঐ সকল স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণীয়।

প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বরাহে তুলসীবনে।
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ ॥ ১০৯ ॥
দিব্যঞ্চ শ্রীহরেঃ ক্ষেত্রং মাথুরং ধরণীতলে ॥ ১১০ ॥

অথ শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যং।

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হেতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১১১ ॥
শ্রীখণ্ডে ক্ব স আমোদঃ স্বরো বর্ণঃ ক্ব তাদৃশঃ।
তৎপাবিত্র্যং ক্ব বৈ তীর্থে শ্রীগোপীচন্দনে যথা ॥ ১১২ ॥
স্ব স্ব গুরুপরম্পরানুসারেণ তিলকং কুর্য্যাৎ।

অথ মুদ্রাধারণবিধিঃ।

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ।

শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কট পর্ব্বত, শ্রীকূর্ম্ম, শুভা দ্বারকা, প্রয়াগ, শ্রীনরসিংহ ক্ষেত্র প্রভৃতি, বরাহক্ষেত্র এবং তুলসীকানন হইতে ভক্তি সহকারে মৃত্তিকা গ্রহণানন্তর শ্রীবিষ্ণু চরণামৃতের সহিত ললাটাদিতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে শ্রীবিষ্ণু সাযুজ্য লাভ করিবে। যাহা সর্ব্বোত্তম হরি-ক্ষেত্র, সেই স্থান হইতেই মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। ১০৯। ধরণীতলে শ্রীহরির সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্র মথুরা জানিবে। ১১০। তথা শ্রীগোপী-চন্দন মাহাত্ম্য। ব্রহ্মঘাতক, বা গোঘাতক কিম্বা কুতর্কী, অথবা সর্ব্বপাপকারীই হউক, গোপীচন্দন স্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া থাকে। গোপীচন্দনে যেরূপ সৌরভ, চন্দনে সে সৌরভ কোথায়, তত্তুল্য স্বর ও বর্ণই বা কোথায় এবং তৎসম পবিত্র তীর্থই বা কোথায়। ১১১—১১২। স্ব স্ব গুরুপরম্পরা উপদিষ্ট তিলক করিবে। অথ মুদ্রা ধারণ বিধি। দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম

শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ।
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা॥ ১১৩॥
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনং।
মৎস্যং পদ্ম চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথেতি॥ ১১৪॥

অথ চক্রাদীনাং লক্ষণানি।

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং।
চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তঃ শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃ স্মৃতঃ।
গদাপদ্মাদিকং লোকসিদ্ধমেব মতং বুধৈঃ।
মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ॥ ১১৫॥
সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ।
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি॥ ১১৬॥

বাহুতে এবং দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খ, বাম বাহুতে গদা এবং গদার নিম্নে পুনর্ব্বার চক্র ধারণ করিবে। শঙ্খের উপর পদ্ম, পুনরায় দক্ষিণ বাহুতে পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়গ এবং মস্তকে শরসহিত ধনু ধারণীয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি অগ্রে এই পঞ্চ আয়ুধ ধারণ করিবেন, তদনন্তর দক্ষিণ হস্তে মৎস্য এবং বাম হস্তে কূর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিবেন। ১১৩। ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন, মৎস্য ও পদ্ম ও বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম এবং গদা ধারণ করিবেন ইতি। ১১৪। অনন্তর চক্রাদির লক্ষণ বলিতেছেন। দ্বাদশ আর অর্থাৎ চাকার দ্বাদশ পাখী, ছয় কোণ ও তিনটী বলয় সংযুক্ত হইলে সুদর্শন চক্র হয়; কথিত হইয়াছে, শ্রীহরির শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত অর্থাৎ উহার দক্ষিণদিক হইতে আবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। গদা ও পদ্ম প্রভৃতি যেরূপ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, পণ্ডিত সকল তদনুসারেই গ্রহণ করেন। অথবা মুদ্রা

ভগবন্নাম্না কৃষ্ণরামেত্যাদিনা অষ্টাক্ষরমন্ত্রাদিভির্ব্বাঙ্কিতা। আদিশব্দেন পঞ্চাক্ষরাদিনা ॥ ১১৭ ॥

অথ মালাদিধারণং।

ততস্তু হরিনামানি তদ্ভৃত্যবোধকানি চ।
বিভূয়াদ্বৈষ্ণবো ভক্ত্যা ক্রমেণ বক্ষসাদিষু ॥ ১১৮ ॥
ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতা।
ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।
মস্তকে কর্ণয়োর্ব্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি ॥ ১১৯ ॥

অথ মালাধারণবিধিঃ।

ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাং।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাং।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ॥ ১২০ ॥

ভগবানের "রাম-কৃষ্ণ" প্রভৃতি নাম সকল দ্বারা কিম্বা অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ১১৫। সাম্প্রদায়িক শিষ্টগণের আচারানুসারে নিজাভিরুচিক্রমে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন। আর নিজেষ্টদেবতার চিহ্ন সকলও যথোক্ত সর্ব্বশরীরে ধারণ করিবেন। ১১৬—১১৭। তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্যবোধক তদীয় মঙ্গলময় নাম সকল, ভক্ত ভক্তি সহকারে যথানিয়মে প্রত্যহ অঙ্গে ধারণ করিবেন। ১১৮। অনন্তর মালাদি ধারণ বলিতেছেন। শ্রীতুলসীদল, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ ও আমলকী ফল দ্বারা গ্রথিত মালা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ পূর্ব্বক, ভক্তি সহকারে ধারণ করিবে। বৈষ্ণবজন মস্তকে, দুই কর্ণে, দুই বাহুতে ও দুই হস্তে রুচি অনুসারে তুলসী কাষ্ঠের মাল্যভূষণ ধারণ করিবেন। ১১৯। অনন্তর মালা ধারণের বিধি বলিতেছেন। মালা প্রস্তুত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ক্ষালন পূর্ব্বক; মালার উপর মূলমন্ত্র

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং।
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং॥ ১২১॥
দানে লা ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে॥ ১২২॥
এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবন্মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাং।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং॥ ১২৩॥
যস্য নারায়ণীমুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতং।
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে।
আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ॥ ১২৪॥

জপ করত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে, তদনন্তর ধূপের ধূম স্পর্শ করাইয়া সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা পরমভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে। ১২০। হে মালে! তুমি তুলসীকাষ্ঠে নির্ম্মিতা, কৃষ্ণভক্তগণ তোমাকে প্রিয়জ্ঞান করেন, আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, আমাকে কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর। হে কৃষ্ণবল্লভে! যেরূপ তুমি কৃষ্ণের প্রিয়া এবং যেমন কৃষ্ণভক্ত সকল তোমাকে সর্ব্বদা প্রীতি করেন, সেইরূপ আমাকে কৃষ্ণভক্তজনের প্রিয়পাত্র কর। ১২১। দানঅর্থে লা” ধাতুর প্রয়োগ হয়, হে হরিবল্লভে! তুমি আমাকে সমস্ত ভক্তজনকে দান করিলে; এই হেতু তোমাকে মালা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ১২২। যথা নিয়মানুসারে এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক যে বৈষ্ণব অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকণ্ঠে মালা অর্পণ করতঃ পশ্চাৎ ধারণ করেন, তিনি বিষ্ণুপদে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। ১২৩। শ্রীসনৎ-কুমার কহিলেন, যে ব্রাহ্মণের শরীরে শঙ্খ চক্র প্রভৃতি চিহ্নিত নারায়ণী মুদ্রা, আমলকী ফলের মালা, তুলসী কাষ্ঠের মালা এবং

তুলসীপত্রমালাঞ্চ তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
ধৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণো ভূয়ান্মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ॥ ১২৫ ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া।
নৃত্যগীতং প্রকর্ত্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব ॥ ১২৬ ॥

ইত্যাদি শ্রীসনৎকুমারপাদ্মোত্তরখণ্ডকাশীখণ্ডে শ্রীচন্দ্রশর্ম্মণোক্তেন চ শ্রীমদ্বিষ্ণুপূজকব্রাহ্মণানাং শ্রীতুলসীকাষ্ঠবিনির্ম্মিতা মালাত্ববশ্য ধারণীয়েতি "বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ" "নরকান্ননিবর্ত্তন্তে" চেত্যাদিবচনাৎ যে চ ন মন্যন্তে তে চ বিষ্ণুদ্রোহকারকাঃ নারকিনশ্চেতি। যজ্ঞোপবীতবদ্ধার্য্যেতিন্যায়াৎ তুলসীকাষ্ঠমালিকা দ্বিকণ্ঠীন্যূনা ন ধারণীয়া। শাস্ত্রবিদাং মতমলমতিবিস্তরেণ ॥ ১২৭ ॥

অথ পঞ্চমালাধারণং।

গুঞ্জা তু তুলসী ধাত্রী পট্টশ্যামাঞ্জনী তথা।
এতা পঞ্চমালাধার্য্যাঃ কথয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ১২৮ ॥

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের সহিত অস্ত্র নিচয় অঙ্কিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ আমার সমান বৈষ্ণব জানিবে। ১২৪। তুলসীদলমালা এবং তুলসীকাষ্ঠ সম্ভবামালা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চয় মুক্তিভাগী হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ১২৫। শ্রীচন্দ্র শর্ম্মা কহিলেন, হে ভগবন্! তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা মৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদা ধারণীয় এবং ত্বদীয় বাসরজাগরে নৃত্য গীত বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। অদ্য হইতে মৎকর্ত্তৃক ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ১২৬। ইত্যাদি সনৎকুমার, পাদ্মোত্তরখণ্ড ও কাশীখণ্ডে শ্রীচন্দ্র শর্ম্মার উক্তি দ্বারা শ্রীমৎ বিষ্ণুপূজক ব্রাহ্মণ সকলের তুলসীকাষ্ঠ বিনির্ম্মিতা মালা অবশ্য ধারণীয়, যাহারা তুলসীকাষ্ঠ মালা ধারণ না করে, তাহারা বিষ্ণুদ্রোহী হয় এবং তাহাদের নরকভোগের নিবৃত্তি নাই, ইহাই শাস্ত্রবিদ্গণের মত। এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন

অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসনবিধিঃ।

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ যথাবিধি।
কৃষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদিতর্পণং ॥ ১২৯ ॥
শিরসা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণং।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ বৈষ্ণবৈস্তু সমং মতং ॥ ১৩০ ॥
গৃহেত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণস্মৃতা।
শতসাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ১৩১ ॥
ঋতে বিষ্ণুং শিবাদীনাং তর্পণং চরণোদকৈঃ ॥ ১৩২ ॥
যথোক্তমুপবিশ্যাথ সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ ন্যস্যেত্তত্তৎপদেষু তান্ ॥ ১৩৩ ॥

অথ পূজা পাত্রাসাদনং।

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ন্যসেচ্চ দ্বারিভাগশঃ।

নাই। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তুলসীকাষ্ঠমালা দুই কণ্ঠির ন্যূন ধারণ নিষেধ। ১২৭। গুঞ্জা, (শ্বেতকুঁচ) তুলসীকাষ্ঠ, ধাত্রীফল, বিষ্ণুর পট্টডোরি ও রাধাকুণ্ড মৃত্তিকার মালা, এই পঞ্চমালা বৈষ্ণবের ধারণীয়া, তোমার নিকট কহিলাম। ১২৮। অথ গৃহে সন্ধ্যাপাসনার বিধি। মালা ধারণের পর যথানিয়মে সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে, ঐ কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক দ্বারা দেবতাদির তর্পণ করিবে। ১২৯। মস্তকে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, কৃষ্ণচরণামৃত দ্বারা পিতৃ ও দেবতাগণের তর্পণ, বৈষ্ণব সকল এই দুইকে সমান বলিয়াছেন। ১৩০। সন্ধ্যো-পাসনা গৃহে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, নদীতে শত সহস্রগুণ এবং বিষ্ণু সন্নিধানে করিলে অসংখ্যগুণ হইয়া থাকে। ১৩১। বিষ্ণু ব্যতীত শিব প্রভৃতি দেবগণের তর্পণ কৃষ্ণপাদোদক দ্বারা করিবে। ১৩২। অনন্তর যথোক্ত অর্থাৎ সম্প্রদায়ানুসারে উল্লিখিত আসনে উপবেশনানন্তর শঙ্খাদি পূজার দ্রব্য সমস্ত নিম্নলিখিত যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিবে। ১৩৩। অনন্তর পূজা পাত্রের গ্রহণ।

তুলসীগন্ধপুষ্পাদি ভাজনানি চ দক্ষিণে।
বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলশং পূর্ণমম্ভসা।
দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ।
সম্ভারানপরান্ন্যস্যেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে।
করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ ॥) ৩৪ ॥

ক্বচিচ্চ।

গন্ধপুষ্পাদিপাত্রাণি স্বদক্ষে চ নিবেশয়েৎ।
দীপং বলিঞ্চ নৈবেদ্যং সুন্দরং পুরতো ন্যসেৎ।
সুবাসিতাম্বুসংপূর্ণং বামে কুম্ভং সুশোভনং।
পৃষ্ঠদেশে পাত্রমেকং করক্ষালনায় সংন্যসেৎ।
পদ্মাসনং স্বস্তিকাম্বা আচার্য্যো বিধিনাবিশেৎ।
ঊরোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমং।
জানূর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা সম্যক্ পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদযোগী স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষ্যতে ॥১৩৫॥

(সুন্দরং যুবতীস্তনাকারমিত্যর্থঃ।)

বিদ্বান্‌ব্যক্তি নিজ বামদিকের সম্মুখে আধারের সহিত (ত্রিপদীর উপর) শঙ্খ স্থাপন করিবেন; সেই স্থানেই অর্ঘ্য প্রভৃতির অর্থাৎ অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও মধুপর্কের পাত্র সকল স্থানে স্থানে বিভাগ পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। স্বদক্ষিণে তুলসী, চন্দন ও পুষ্পাদির পাত্র এবং স্ববামদিকে জলপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবেন। দক্ষিণে ঘৃতদীপ ও বামে তৈলদীপ রাখিবেন। অন্যান্য পূজা সামগ্রী সকল নিজ নয়নপথে রক্ষা করিবেন। করপ্রক্ষালন জন্য একটি পাত্র নিজ পৃষ্ঠদেশে (পাছুতে) রাখিবেন। ১৩৪। কোন গ্রন্থে বলিয়াছেন, গন্ধ পুষ্পাদি পাত্র স্বদক্ষিণে রাখিবে। দীপ ও পূজার সুন্দর অর্থাৎ যুবতীস্তনাকার নৈবেদ্য সকল দেবতার সম্মুখেই সংস্থাপন করিবে।

অথ মঙ্গলঘটস্থাপনং।

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতং।
ফলাদিসহিতং দিব্যং ন্যসেদ্ভগবতোঽগ্রতঃ॥
কুম্ভং সকরকং দিব্যং ফলকর্পূরসংযুতং।
ন্যস্যেদর্চ্চনকালে তু কৃষ্ণস্যাতীববল্লভমিতি॥ ১৩৬॥

ফলাদ্যর্পণেতু বিশেষঃ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং সর্ব্বং নেষ্টমধোমুখং।
দুঃখদং তৎসমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং।
অধোমুখং ফলং নেষ্টং পুষ্পাঞ্জলিবিধৌ ন চ॥ ১৩৭॥

অথার্ঘ্যদ্রব্যাদীনি।

প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রে তু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্।
কুশাগ্রতিলদূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ।
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বদন্তি হি॥

বামভাগে সুবাসিত জলপূর্ণ কলস এবং পৃষ্ঠদেশে করধৌতার্থ একটি পাত্র রাখিবে। তদনন্তর আচার্য্য (পূজক) পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসনে যথাবিধি উপবেশন করিবেন। উরুদ্বয়ের উপরিভাগে উভয় পদতল রক্ষাপূর্ব্বক উপবেশনের নাম পদ্মাসন। এই পদ্মাসন যোগিসকলের অত্যন্ত প্রিয়। জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পদতল রক্ষা পূর্ব্বক সরলকায়ে উপবেশনের নাম স্বস্তিকাসন। ১৩৫। অনন্তর মঙ্গল ঘটস্থাপন বলিতেছেন। পূজার সময় প্রস্তরখণ্ড সমন্বিত ফল—কর্পূর প্রভৃতি সংযুক্ত দিব্য কলসপূর্ণ জল, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে স্থাপন করিবে। উহা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব মঙ্গলের কারণ। ১৩৬। ফলাদি দানের বিশেষ এই,—পুষ্প, পত্র ও ফল অধোমুখ করিয়া দিবে না; তাহা হইলে সাধক দুঃখভাগী হয়। পুষ্প, ফল, পত্রাদি যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে দিবে। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি দানে এই নিয়ম আদরণীয় নহে। ১৩৭। অথ অর্ঘ্যদ্রব্য প্রভৃতি বলি-

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলাস্তথা।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ঘোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৩৮॥
পাদ্যপাত্রে চ কমলং দূর্ব্বাং শ্যামাকমেবচ।
বিনিক্ষিপেদ্বিষ্ণুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ং॥ ১৩৯॥
তথৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেৎ॥ ১৪০॥
মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতং।
মধুখণ্ডমপীত্যেবং নিক্ষিপেদ্দ্রব্যপঞ্চকং।
কেচিত্ত্রীণ্যেব পাত্রেঽস্মিন্ দ্রব্যাণাচ্ছন্তি সাধবঃ।
ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কো বিধীয়তে॥ ১৪১॥
দধিসর্পিমধুসমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মম।
মধুনস্তু হ্যলাভে তু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ॥

ঔড়ুম্বরে তাম্রে। অত্র চ ঘৃতংবিনেতি স্মৃত্যুক্ত্যা ঘৃত-

তেছেন। অর্ঘ্যপাত্রে (শঙ্খাদিতে) চন্দন, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, কুশাগ্রভাগ, তিল, দূর্ব্বা এবং শ্বেতসর্ষপ প্রক্ষেপ করিবে। কেহ কেহ ঐ অর্ঘ্যপাত্রে জলাদি অষ্টদ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, আতপতণ্ডুল, যব, শ্বেত সর্ষপ, তিল, এই আট দ্রব্য অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য বলিয়া অভিহিত। ১৩৮। পাত্ত পাত্রে, পদ্ম, শ্যামাধান্য, দূর্ব্বা ও তুলসী, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমর্পণ করিবে। ১৩৯। পণ্ডিত ব্যক্তি আচমনীয় পাত্রে, জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) এই তিন দ্রব্য নিক্ষেপ করিবেন। ১৪০। মধুপর্ক পাত্রে, গব্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি) এই দ্রব্য পঞ্চ অর্পণ করিবে। কতকগুলি সাধু ঐ মধুপর্ক পাত্রে তিনটী দ্রব্য ব্যবস্থা করেন। ঘৃত, দধি ও মধু এই তিন দ্রব্যে মধুপর্ক হইয়া থাকে॥ ১৪১॥ শ্রীবরাহদেব কহিলেন, আমার মধুপর্ক তাম্র পাত্রে; দধি, ঘৃত ও মধু প্রদান করিবে। মধুর অভাবে গুড় দিবে।

সাহিত্যেন তাম্রেঽপি গব্যস্য সংযোগেন দ্রব্যান্তরসংযোগেন চ মধুনোঽপি ন দূষ্যতেবেতি সূচিতং ॥ ১৪২ ॥

ঘৃতস্যালাভে সুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ।
তথা দধ্নোঽপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ।
তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া ক্ষিপেৎ।
নারদস্ত্বাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে ॥ ১৪৩ ॥
মূলেন পাত্রেণৈকৈকমষ্টকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
কুর্য্যাচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া।
পূজামারভমানো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ।
পঠেন্মঙ্গলশান্তিং তাং যার্চ্চনে সম্মতা সতাং ॥ ১৪৪ ॥

অথ স্বমূলমন্ত্রং শতমষ্টবারং জপ্ত্বা মঙ্গলশান্তিং পঠেৎ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবান্
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।

ঔড়ুম্বর তাম্র এ স্থলে ঘৃত ব্যতীত, এই স্মৃতি বাক্যানুসারে ঘৃতাদি সহিত তাম্রপাত্রে মধুপ্রদানে কোন দোষ হয় না। দ্রব্যান্তর সংযোগ দ্বারা দোষ দূরীভূত হয়। ১৪২। হে সুশ্রোণি! ঘৃতের অলাভে লাজ (খৈ) সহ মিশ্রিত করিবে। দধির অলাভে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে। আর উক্ত দ্রব্য সকলের অলাভে, তত্তৎ স্বরূপ ভাবনা পূর্ব্বক পুষ্পাদি নিক্ষেপ করিবে। শ্রীনারদ কহিলেন, কেবল পবিত্র জল দ্বারাই সকল পরিপূর্ণ হইবে। ১৪৩। প্রত্যেক পাত্রের উপর আটবার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। এবং চক্র মুদ্রা দ্বারা ঐ সমস্ত পাত্রের রক্ষা বিধান করিবে। (দুই কর সম্মুখীন পূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল পরস্পর প্রোথিত করণানন্তর করতল মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে সম্মিলিত করিবে; এইরূপে সম্মিলিত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ভগ্ন অথচ প্রসারিত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে, ইহার নাম "চক্রমুদ্রা"। পূজা আরম্ভ করিয়াই যথোক্ত আসনে উপবেশনান্তর,

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্বশ্যেম দেব হিতং যদায়ু ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবঃ স্বস্তি নঃ পুষা।
বিশ্বেদেবাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষোঽরিষ্টনেমিঃ।
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাত্বিতি পঠন্ ওঁ শান্তিঃ
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবত্বিতি ॥ ১৪৫ ॥
ভাগবতা বদন্ত্যেবং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনং।
পরমংমঙ্গলং শান্তিমিহ চোত্র ন সংশয়ঃ ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং ॥

মধুসকল অর্চ্চনাকার্য্যে যে মঙ্গলশান্তির বিধান করিয়াছেন, সেই মঙ্গলশান্তি মন্ত্রপাঠ করিবে। ১৪৪। অনন্তর একশত আটবার নিজ মূলমন্ত্র জপ করিয়া মঙ্গলশান্তি মন্ত্র পাঠ করিবে। হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে শ্রীকৃষ্ণ নামাদি সম্পূর্ণভাবে শুনিতে পাই; হে যাজ্ঞিক সকল, আমরা যেন নয়নে শ্রীকৃষ্ণরূপাদি সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাই, স্বচ্ছন্দতা ও দেহ লাভ করাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া যেন আমরা দেবগণের হিত অর্থাৎ প্রিয়তুল্য আয়ুঃ বশ করিতে সমর্থ হই। বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদিগকে কৃষ্ণপূজায় নিযুক্ত করিয়া, আমাদিগের মঙ্গল করুন; পুষা আমাদিগের মনকে কৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত পূর্ব্বক, আমাদিগের মঙ্গল করুন, বিশ্ব দেবগণ আমাদিগের বুদ্ধি কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন, অরিষ্টনেমিতার্ক্ষ্য আমাদিগের জ্ঞানকে কৃষ্ণগত করিয়া, আমাদিগের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদিগের বিদ্যা ও ইন্দ্রিয়াদিকে কৃষ্ণনিষ্ঠ করিয়া, আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ওঁ শান্তি" শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মারাধনে আমাদিগের মঙ্গল হউক ইতি। ১৪৫। ভাগবত সকল বলিয়াছেন যে, শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন ইহ পরকালে পরম মঙ্গল

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ১৪৬ ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

অথ সামন্যার্ঘাদিকং।

ভূমৌ ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তন্মণ্ডলাভ্যন্তরে বর্ত্তুলাকার মণ্ডলং বিধায় তন্মণ্ডলমধ্যে চতুষ্কোণমণ্ডলমঙ্কয়িত্বা পুষ্পেণ তুলসীদলেন বা ত্রিকোণং মধ্যঞ্চ পূজয়েৎ। তন্মন্ত্রো যথা ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। মধ্যে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এবং ক্রমেণ পূজয়িত্বা চতুষ্কোণমণ্ডলমধ্যে ত্রিপদিকাস্থং শঙ্খং সংরক্ষ্য তাম্রপাত্রং সংস্থাপ্য বা পূজয়েৎ। তন্মন্ত্রো যথা—ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।

শান্তি স্বরূপ, তাহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রীবাসুদেব নামাদি কীর্ত্তন সকল মঙ্গলস্বরূপ, আয়ুর্বর্দ্ধক, সর্ব্বব্যাধিনাশক, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির হেতুভূত। হে ভৃগুবর! সমস্ত মধুর হইতেও সুমধুর, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল, সমস্ত বেদবল্লীর সৎফল ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণনাম, যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা হেলায় কীর্ত্তিত হন, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম নর মাত্রকে উদ্ধার করেন। ১৪৬। সকল মঙ্গলের মঙ্গল, বরেণ্য বরদ, পরমশুভ নারায়ণকে নমস্কার পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে। ১৪৭। অথ সামান্যার্ঘ্যাদি বলিতেছেন। প্রথমতঃ ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল নির্ম্মাণানন্তর, সেই মণ্ডলের ভিতরে গোলাকার মণ্ডল করিয়া, সেই মণ্ডল মধ্যে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া পুষ্প বা তুলসী-পত্র দ্বারা ত্রিকোণ এবং মধ্যস্থল পূজা করিবে। তাহার মন্ত্র এই যে,

ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খং তাম্রপাত্রং বা সম্পূজ্য অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খমুড়ুম্বরপাত্রং বা ধৌতং কৃত্বা চতুষ্কোণমণ্ডলোপরি সংরক্ষ্য নমঃ ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খং তাম্রপাত্রং বা জলেনাপূর্য্য শঙ্খতাম্রপাত্রাগ্রে বা অর্ঘ্যং সংস্থাপ্য তত্র শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যুচ্চার্য্য অঙ্কুশমুদ্রয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইতি মন্ত্রেণ সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য জলশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ॥ ততঃ ক্লীমিত্যুচ্চার্য্য তত্র জলে গন্ধপুষ্পতুলসীর্দত্ত্বা বং ইতি মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য ক্লীঁ ইতি মন্ত্রং দশধা জপেৎ। ততস্তু তজ্জলং স্বশিরসি নৈবেদ্যাদৌ চ যৎকিঞ্চিন্নিক্ষিপেৎ। একঞ্চ স্বধাম্নি মূলদেবতাপূজনার্থং বিশেষার্ঘ্যং স্থাপয়েদিতি ॥ ১৪৮ ॥

"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" হইতে "ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" পর্য্যন্ত। এইরূপে মণ্ডলের পূজা করিয়া চতুষ্কোণমণ্ডল মধ্যে ত্রিপদিকাস্থ শঙ্খ রাখিয়া অথবা তাম্রপাত্র (কোশা) রাখিয়া পূজা করিবে। তাহার মন্ত্র এই—"ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" হইতে "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" পর্য্যন্ত। এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্খ বা তাম্র পাত্র পূজা করিয়া "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ বা তাম্র পাত্র ধৌত করিয়া চতুষ্কোণমণ্ডলোপরি রাখিয়া "নমঃ" এই মন্ত্রে শঙ্খ বা কোশা জলপূর্ণ রাখিয়া শঙ্খ বা তাম্রপাত্রাগ্রে অর্ঘ্য স্থাপন করতঃ সেই অর্ঘ্য "শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা "ওঁ গঙ্গে চ" হইতে "কুরু" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ সকলকে আবাহন করিয়া জল শুদ্ধি করিবে। তদনন্তর "ক্লীং" এই বীজ উচ্চারণ করণানন্তর শঙ্খ বা তাম্র পাত্রস্থ (কোশার) জলে চন্দন, পুষ্প ও তুলসী প্রদান করিয়া "বং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া "ক্লীং"

অথাসনশুদ্ধিঃ।

স্বদক্ষিণে আসননিম্নে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা "এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ" ইতি মন্ত্রেণাসনোপরি পুষ্পং দত্ত্বা দক্ষিণহস্তেনাসনং ধৃত্বা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ।

ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ
কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ।
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু॥ ইতি॥

অথ পুষ্পশুদ্ধিঃ।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণেচ হুং ফট্ স্বাহা।" ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা "এঁ রং অস্ত্রায় ফট্" ইত্যুচ্চার্য্য করদ্বয়েন পুষ্পৈকং সংমর্দ্দ্য স্ববামভাগে নিক্ষিপেৎ। ততঃ পুষ্পোপরি যৎকিঞ্চিজ্জলং দত্ত্বা পাত্রস্থং পুষ্পং পশ্যেৎ॥ ১৪৯॥

এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। তাহার পর শঙ্খসহ বা তাম্রপাত্রস্থ জল নিজ মস্তকে এবং নৈবেদ্যাদিতে যৎকিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে স্ববামভাগে মূলদেবতা পূজনার্থ বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করিবে, ইতি। ১৪৮। অনন্তর আসনশুদ্ধি বলিতেছেন। নিজ দক্ষিণভাগে আসনের নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে" হইতে "কমলাসনায় নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে আসনের উপর পুষ্প প্রদান করিয়া দক্ষিণহস্তে আসন ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, "ওঁ আসনমন্ত্রস্য" হইতে "পবিত্রমাসনং কুরু" পর্য্যন্ত। ঐ মন্ত্রের অর্থ এই—আসন মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, ছন্দঃ সুতল, দেবতা-কূর্ম্ম, আসনাভিমন্ত্রে প্রেরণ। হে পৃথ্বি! তুমি সর্ব্বলোক ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তুমিও সর্ব্বদা আমাকে ধারণ কর; আসনকে পবিত্র কর ইতি। অনন্তর পুষ্পশুদ্ধি বলিতেছেন। "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে" হইতে "স্বাহা"

অথ ভূতাপসারণং।

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ যৎ কিঞ্চিদাতপতণ্ডুলং নিক্ষেপেৎ)
ইত্যুদীর্য্যাস্ত্রমন্ত্রেণ বামপাদস্য পার্ষ্ণিনা।
ঘাতৈস্ত্রিভির্বুধো বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্ব্বান্নিবারয়েৎ॥
অন্তরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়েণ হি।
নিরস্যোৎসারয়েদ্দিব্যান্ তান্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ॥

তেন অস্ত্র মন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্টিত ইতি মূলমন্ত্র সঞ্চিন্তিত দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ॥ ১৫০॥

অত্রৈকান্তভক্তানামাশয়ঃ।

যত্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণঃ যত্র তন্নামকীর্ত্তনং।
ন তিষ্ঠন্তি ক্বচিত্তত্র ভূতাদ্যা বিঘ্নকারকাঃ॥ ১৫১॥

পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া "ঐঁ রং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দুইকরে একটী পুষ্প মর্দ্দন করিয়া নিজের বামভাগে ফেলিয়া দিবে। পুষ্পোপরি যৎকিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া পাত্রস্থ পুষ্প সকল দেখিবে। ১৪৯। অনন্তর ভূতাপসারণ বলিতেছেন। "অপসর্পন্তু তে ভূতা" হইতে "শিবাজ্ঞয়া" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূমিতে যৎকিঞ্চিৎ আতপতণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে। ঐ মন্ত্রের অর্থাদি এই—যে সকল ভূত ধরণীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা দূরে পলায়ন করুন; যে সমস্ত ভূত বিঘ্নকর্ত্তা, শিবাজ্ঞায় তাঁহারা বিনষ্ট হউন; পণ্ডিতব্যক্তি এইমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্র (অস্ত্রায় ফট্) উচ্চারণ করিয়া তিনবার বামপদের পার্ষ্ণি ভূমিতে প্রহার করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন সকল নিবারণ করিবেন। তান্ত্রিকব্যক্তি "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দ্বারাই অন্তরীক্ষের বিঘ্ননিচয় বিনষ্ট পূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা দিব্য দৃষ্টি ভাবনা করিয়া, সেই দিব্য দৃষ্টি কর্ত্তৃক বিঘ্ন সমুদায় বিনাশ করিবেন। ১৫০। এইস্থলে একান্তভক্তগণের অভিপ্রায় বলিতেছেন।

ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা যে সর্ব্বে বিঘ্নকারকাঃ।
অপসর্পন্তি তে তূর্ণং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ১৫২॥
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং লোকে বিঘ্নাশেষহরং পরং।
ইতীরয়ন্তি শাস্ত্রাণি কিমত্র শঙ্করাজ্ঞয়া॥ ১৫৩॥
কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ।
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তিস্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ॥
সর্ব্বানর্থহরং তস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং স্মৃতং॥ ১৫৪॥
যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥ ১৫৫॥
যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ১৫৬॥

যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যেখানে তাঁহার নামকীর্ত্তন, সেখানে ভূতাদি বিঘ্নকর্ত্তারা কখনই থাকিতে পারে না। ১৫১। ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি যে সকল বিঘ্নকর্ত্তা, শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন হেতু তাহারা শীঘ্র দূরে পলায়ন করুক। ১৫২। ভুবনে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অশেষ বিঘ্নাপহারক এবং সমস্ত যজ্ঞাদির শ্রেষ্ঠ, এই কথা শাস্ত্র সকল বলেন, অতএব ভূতাদি অপসারণ জন্য শিবাজ্ঞার প্রয়োজন কি? হরিনামোচ্চারণেই ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ১৫৩। অমিততেজা দেবদেব বিষ্ণুর নামাদি সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ডাকিনী সকল ও অপরাপর হিংসকগণ পলায়ন করে. এই নিমিত্ত হরিনামসঙ্কীর্ত্তন সকল প্রকার অনর্থাপহারক বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ১৫৪। যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, সেই ব্যক্তি হইতে অখিলজগৎ প্রীতিলাভ করে, এবং কি স্থাবর (বৃক্ষ ভূমি প্রভৃতি) কি জঙ্গম (গমনশীল) সকল প্রাণীই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। ১৫৫।

অথ শ্রীগুর্ব্বাদিনতিঃ।

ততঃ কৃতাঞ্জলির্বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুং।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি নমেদ্‌গুরুপরম্পরাং।
গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেঽথ পৃষ্ঠতঃ।
ক্ষেত্রপালং নমেদ্ভক্ত্যা মধ্যে চাভীষ্টদৈবতং ॥ ১৫৭ ॥
ততশ্চাস্ত্রেণ সংশোধ্য করৌ কুর্ব্বীত তেন হি।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্রাকারমেব চ ॥ ১৫৮ ॥

গণেশং মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেববিশেষং। দুর্গাং মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীং। ক্ষেত্রপালং ক্ষেত্রপালকগোপীশ্বরাখ্যশিববিশেষঞ্চেত্যর্থঃ।

যে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল অর্থাৎ অবিদ্যাসম্বন্ধমল রহিত হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদ শ্রীকৃষ্ণের দাসদিগের ভূতসারণাদি কোন্ কার্য্যই বা অবশেষ থাকে? অতএব হরিদাস সকলের ভূতাপসারণাদির আর প্রয়োজন কি? ১৫৬। অনন্তর শ্রীগুরু প্রভৃতির নমস্কার। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে শ্রীগুরু, পরমগুরু ও পরমেষ্ঠি গুরু প্রভৃতি গুরু পরম্পরাকে নমস্কার করিবে। তাহার পর দক্ষিণে গণপতিকে, সম্মুখে দুর্গাকে, পৃষ্ঠভাগে ক্ষেত্রপালকে এবং মধ্যভাগে অন্যান্য অভীষ্ট দেবতাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে। সেই সকল প্রণামের প্রয়োগ এইরূপে করিতে হইবে, "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। গং গণেশায় নমঃ। হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ" ইত্যাদি। ১৫৭। তদনন্তর অস্ত্রমন্ত্র "অস্ত্রায় ফট্" উচ্চারণ পূর্ব্বক করদ্বয় সংশোধন পূর্ব্বক সেই অস্ত্রমন্ত্র সহকারেই ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে তিনটি করতালি, দিগ্বন্ধন ও অগ্নির প্রাচীর আপনার দেহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবে। ১৫৮। এখানে মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃ দেববিশেষকে গণেশ, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী

অথ ভূতশুদ্ধিঃ।

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং।
অব্যয়ব্রহ্মসম্পর্কাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ১৫৯ ॥
ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥ ১৬০ ॥

তৎপ্রকারশ্চায়ং।

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদব্জতঃ।
শিরঃ সহস্রপাত্রাব্জে পরমাত্মনি যোজয়েৎ।
পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি তস্মিন্ লীনানি ভাবয়েৎ ॥ ১৬১ ॥

বিশেষকে দুর্গা ও ক্ষেত্রপালকরুদ্রবিশেষকে ক্ষেত্রপাল বলিয়া জানিতে হইবে। এই অর্থ। অথ ভূতশুদ্ধি। শরীরের উপাদান (গ্রহণ বা সমবায়ি কারণ) স্বরূপ ভূত সকল (ভূমি-জল-আকাশ-বায়ু-অগ্নি) অক্ষয় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, সুতরাং তিনি কারণ এবং ইহারা কার্য্যস্বরূপ, অতএব তাঁহা হইতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন, এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহার নাম ভূতশুদ্ধি। ১৫৯। জপাদি-কারি ব্যক্তির জপাদি কর্ম্ম যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলেও ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সমুদায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১৬০। ভূতশুদ্ধি প্রকারও এই,—কারকচ্ছপিকামুদ্রা রচনা পূর্ব্বক দীপশিখাকার জীবাত্মাকে চিন্তাযোগে হৃৎপদ্ম হইতে শিরস্থিত সহস্রদলপদ্মের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাতে যোজনা করিবে, অনন্তর পৃথিব্যাদি তত্ত্বসকল ভাবনা পূর্ব্বক, তাঁহাতে লীন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—পূজকব্যক্তি প্রথমতঃ চিন্তা করিবেন, "মোহন" (তদংশত্বাত্তদভিন্নত্বেন তদীয়ত্বে বা স্বাত্মানং বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ স হি সোঽহমিতি সঃ শ্রীভগবদংশঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽহং। যদ্বা তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোঽস্মীত্যর্থঃ।) অর্থাৎ আমি সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শুদ্ধ জ্ঞানময় ও মুক্তস্বভাব হইয়াও কোনকারণে মায়াবদ্ধ, অথবা সেই শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রযুক্ত, আমি তাঁহার অধীন, নিত্য সেবক,

বামহস্তং তথোত্তানমধো দক্ষিণবন্ধিতং।
করকচ্ছপিকা মুদ্রা ভূতশুদ্ধৌ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৬২॥
দেহং সংশোষ্য দগ্ধ্বা সমাপ্লাব্যামৃতবর্ষতঃ।
উৎপাদ্য দ্রঢ়য়িত্বাশু প্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ॥ ১৬৩॥
আত্মানমেবং সংশোধ্য নীত্বা কৃষ্ণার্চ্চনার্হতাং।
বাৎসল্যাদ্ধৃদ্‌গতং কৃষ্ণং যষ্টুং হৃৎপুনরানয়েৎ।
অখণ্ডাৎ ব্রহ্মণঃ কৃষ্ণাৎ প্রেরকঃ পুরুষস্তথা।
প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতস্ততোঽহং ত্রিগুণাত্মকঃ।
তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সংভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ
বায়োরাগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা
ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নং। অন্নাদ্রেতো। রেতসঃ
পুরুষঃ। স বৈ এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥ ১৬৪॥

এইপ্রকার নিশ্চয় করিবেন, তদনন্তর সেই পরমাত্মায় পৃথিব্যাদি কার্য্যকারণরূপ তত্ত্বনিচয় ঐ পরমাত্মাই সর্ব্বমূল হওয়াতেই তাহাতে লীন হইযাছে, এইমত ভাবনা করিবে, কিম্বা তৎসমুদায় তদীয় মায়াময় এইরূপ অবধারণ করিবে। ১৬১। ভূতশুদ্ধি কর্ম্মে যে করকচ্ছপিকা মুদ্রা বিহিত হইয়াছে, তাহা এই—বামহস্ত উত্তান করিয়া এবং তাহার নিম্নদিকে দক্ষিণহস্ত সম্বন্ধ করিতে হয়। ১৬২। বিধিপূর্ব্বক শরীর শুদ্ধি করিয়া দাহ করিবে। পুনর্ব্বার অমৃতবর্ষণ দ্বারা শরীরকে শীঘ্র উৎপাদন পূর্ব্বক দৃঢ়ীভূত করণানন্তর সেই শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ১৬৩। এইরূপে শোধনপূর্ব্বক জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ-পূজার উপযুক্ত করিয়া ভক্তবাৎসল্যহেতু হৃৎপদ্মে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবার জন্য ঐ আত্মাকে পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনয়ন করিবে অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পুরুষ। তাঁহা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু। বায়ু হইতে অগ্নি।

তত্র ভূতশুদ্ধিবিধিশ্চায়ং।

আদৌ পাপপুরুষং চিন্তয়েৎ। তথাচোক্তং। মূলাজ্ঞানং ততঃ পাপং জন্মাদিদুঃখদঞ্চ যৎ। প্রাণাপানৌ নিরুধ্যাথ তস্য রূপং বিচিন্তয়েৎ। মহাপাতকপঞ্চাঙ্গং পাতকোপাঙ্গ সংশ্রয়ং। উপপাতকরোমাণং কৃষ্ণং ক্রূরাতিভীষণং। ইতি। তন্নাশার্থমাদৌ যং ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং পরম শোষণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুমাপূর্য্য নাভিমণ্ডলে বীজং মনসা নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা যং বীজোত্থবায়ুনা সপাপপুরুষং সর্ব্বশরীরং সংশোষ্য যং বীজস্থ দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসাপুটেন তং বায়ুং রেচয়েৎ। ততো রং ইতি বহ্নি বীজং রক্তবর্ণ বায়ুসম্বন্ধং দক্ষিণনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য মূলাধারে বীজং নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং

অগ্নি হইতে জল। জল হইতে পৃথিবী। পৃথিবী হইতে ওষধি। ওষধি হইতে অন্ন। অন্ন হইতে রেত। রেত হইতে অন্নরসময় পুরুষ। ১৬৪। এখন ভূতশুদ্ধির এই বিধি বলিতেছেন। সর্ব্বাদৌ পাপপুরুষকে চিন্তা করিবে। সেই পাপপুরুষ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। পাপপুরুষ জন্মমরণাদি দুঃখদাতা। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন ও ইহাদের সংসর্গ, এই পঞ্চ মহাপাতক পাপ পুরুষের পঞ্চাঙ্গ। পাতক সকল তাঁহার উপাঙ্গ। উপপাতক সমুদায় তাঁহার রোম। তিনি কৃষ্ণবর্ণ। ক্রূরমতি। অতি ভীষণ। (অন্যত্র এইরূপ বর্ণিত আছে,—ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং। সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং। তৎসংযোগিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতকং। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং। খড়্গচর্ম্মধরং পাপমঙ্গুষ্ঠ পরিমাণকং। অধোমুখং কৃষ্ণবর্ণং দক্ষকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা পাপপুরুষের মস্তক। স্বর্ণস্তেয় (চুরি) হস্তদ্বয়।

কৃত্বা বীজোত্থবহ্নিনা স-পাপপুরুষং সমস্তদেহং দগ্ধ্বা দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন ভস্মনা সহিতং বায়ুং বামনাসাপুটেন রেচয়েৎ। ততঃ ঠং ইতি চন্দ্রবীজং শ্বেতবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুমাপূর্য্য বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং চন্দ্রং নীত্বা তচ্চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে রং ইতি বরুণবীজং ধ্যাত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা ঠংবীজাত্মকচন্দ্রাদ্বর্ণ-

গুরুপত্নীগমন কটিদেশ। পাতকনিচয় পাদদ্বয় ও অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। উপপাতক সমূহ রোম। শ্মশ্রু (গোঁপ দাড়ি) ও চক্ষু রক্তবর্ণ। দুই করে খড়্গচর্ম্ম ধারণ। দেহের পরিমাণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সমান। অধোমুখ এবং কৃষ্ণবর্ণ এইমত চিন্তা করিয়া, তাঁহার নাশার্থ অগ্রে বামনাসাপুট মধ্যে "যং" এই ধূম্রবর্ণ পরমশোষণ বায়ুবীজ ভাবনা পূর্ব্বক ষোড়শবার ঐ বায়ুবীজ জপ করণানন্তর বায়ুপূর্ণ করিয়া, মনোদ্বারা ঐ বীজকে নাভিদেশে লইয়া যাইবে এবং চৌষট্টিবার জপিয়া কুম্ভক করিলে পর, "যং" বীজ হইতে যে বায়ু উত্থিত হইবে, তদ্দ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহকে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর বত্রিশবার "যং" বীজ জপ করিয়া, দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা ঐ বায়ু রেচন (ত্যাগ) করিবে। তদনন্তর "রং" এই রক্তবর্ণ, বায়ু সহ বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে চিন্তা করিবে। ষোড়শবার ঐ বীজ জপ পূর্ব্বক বায়ু পূর্ণ করণানন্তর বীজকে মূলাধারে লইয়া গিয়া চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া বায়ু পূর্ণ পূর্ব্বক বীজকে মূলাধারে লইয়া যে অগ্নি উত্থিত হইবে, উহার দ্বারা পাপ পুরুষের সহিত ঐ শরীর দগ্ধ করিয়া, দ্বাত্রিংশবার জপ করিয়া, ভস্মের সহিত ঐ বায়ুকে বামনাসাপুট দ্বারা রেচন করিবে। তদনন্তর "ঠং এই শ্বেতবর্ণ চন্দ্র বীজকে বামনাসাপুট মধ্যে ভাবনাপূর্ব্বক ষোড়শ বার জপ করিবে। তাহার পব বায়ু-পূর্ণ করিয়া বীজকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চন্দ্রে লইয়া গিয়া, ঐ চন্দ্রমণ্ডলের

ময়ীমমৃতবৃষ্টিমুৎপাদ্য তয়াপ্লাব্য ততঃ সর্ব্বাবয়বপূর্ণং বিভাব্য শরীরমুৎপাদ্য লং ইতি পৃথিবীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন সমস্তং শরীরং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েদিতি। ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ তন্মন্ত্রশ্চায়ং হৃদি হস্তং সন্নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠেৎ। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণু রুদ্রা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানি ছন্দাংসি অতিছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যাদেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দস্পর্শরূপ রসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুজিহ্বাঘ্রাণাত্মনে ঊং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ আং

"রং" এই বরুণবীজ ধ্যান করিবে। এবং ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করণানন্তর "ঠং" এই বীজময়চন্দ্র হইতে বর্ণময়ী অমৃতধারা উৎপাদন করিবে। ঐ অমৃত ধারা দ্বারা দগ্ধ দেহকে প্লাবিত করিয়া কল্পনা দ্বারা সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্ট শরীর উৎপন্ন করিয়া "লং" এই পীতবর্ণ পৃথিবী বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ পূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে দৃঢ় করণান্তর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রদ্বারা বায়ু নিঃসরণ করিবে। তদনন্তর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহার মন্ত্র এই,—"প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য" হইতে "বিনিয়োগঃ" পর্য্যন্ত। মন্ত্রের অর্থ এই,—প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র। ঋক্ যজুঃ সাম কিম্বা ক্রিয়াময় অতিছন্দ ইহার ছন্দ। প্রাণ নামে ইহার দেবতা। এই মন্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ হইয়া

নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীং হৃদয়াদানাভিঃ। ওঁ হ্রৌঁ মস্তকাদা-হৃদয়ং। ততঃ, ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ হৃদি। ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ দক্ষিণাংসে। ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ ককুদি। ওঁ বং মেদাত্মনে নমঃ বামাংসে। ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাণিপর্য্যন্তং। ওঁ যং মজ্জাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বাম-পাণিপর্য্যন্তং। ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাদ পর্য্যন্তং। ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাদপর্য্যন্তং। ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং। ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্মস্তকপর্য্যন্তং।

তত্র ধ্যানং।

বক্ত্রাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়াকরাগ্রৈঃ
পাশঙ্কোদণ্ডমিক্ষুদ্ভবমথগুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্।

থাকে। "ওঁ কং খং গং" ইত্যাদি হইতে "অঃ অস্ত্রায় ফট্" পর্য্যন্ত মন্ত্র মূলোক্তি অনুসারে যথানিয়মে পাঠ করিবে। তদনন্তর নাভির অধোভাগে "ওঁ আং" ন্যাস করিবে। এবং হৃদয় হইতে নাভিস্থানাবধি "ওঁ হ্রীং", মস্তক হইতে হৃদয়াবধি "ওঁ হ্রৌঁ ন্যাস করিবে। তদনন্তর হৃদয়ে "ও যং ত্বগাত্মনে নমঃ"। দক্ষিণ স্কন্ধে "ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ।" ককুদভাগে "ও লং মাংসাত্মনে নমঃ।" বামস্কন্ধে "ও রং মেদাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্তাবধি "ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে বামহস্তাবধি "ওঁ যং মজ্জাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে দক্ষিণপাদাবধি "ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে বামপাদাবধি "ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে নাভিপর্য্যন্ত "ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ"। এবং হৃদয় হইতে মস্তকাবধি "ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ"। এই প্রকার ন্যাস করিবে। তাহার পর মূলানুসারে ধ্যান করিবে। ধ্যানের অর্থ এই,—রক্তবর্ণসাগরস্থিতপোতে উল্লাসিত (বিকসিত) রক্ত-পদ্মোপরি উপবিষ্টা, হস্তসকলে পাশ, ধনু, ইক্ষুদ্ভবগুণ, অঙ্কুশ,

বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবীবালার্কবর্ণা ভবতু শুভকারী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ ॥
ইতি ধ্যাত্বা হৃদি হস্তং নিধায়োচ্চারয়েৎ।

ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হোং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণা ইতি। পুনস্তানেব বীজানুচ্চার্য্য মম জীব ইহস্থিত। ইতি। পুনস্তানেবোচ্চার্য্য মম সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি। ইতি। পুনস্তানুচ্চার্য্য মম বাঙ্‌মনস্ত্বক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহায়ন্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ। ততোজন্মাদিকদ্ব্যষ্টসংস্কারসিদ্ধয়ে ষোড়শ প্রণবাবৃত্তীঃ কৃত্বা শক্তিং পরাং স্মরেদিতি ॥ ১৬৫ ॥

পঞ্চবাণ (সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন) এবং কপাল (ভাগ্য) ধারণ করিয়াছেন, ত্রিনয়না, পীনস্তনদ্বয়ে সুশোভনা, প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা প্রাণশক্তি আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া, হৃদয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক উচ্চারণ করিবে, "ওঁ আং" হইতে "ইহ প্রাণা'ঃ' পর্য্যন্ত। অর্থাৎ মদীয় প্রাণ এই স্থানে। পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিবে, "মম জীব ইহস্থিত" অর্থাৎ আমার জীব এই স্থানে রহিল। পুনর্ব্বার ঐ সমুদায় বীজ উচ্চারণ করিয়া কহিবে, "মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" অর্থাৎ মদীয় ইন্দ্রিয় সকল এইস্থানে অর্থাৎ যথাযথা স্থানে। পুনরায় ঐ সমস্ত বীজ উচ্চারণ করিয়া কহিবে, "মম বাঙ্মনস্ত্বক চক্ষুঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "তিষ্ঠন্তু স্বাহা" পর্য্যন্ত। অর্থাৎ মদীয় বাক্যাদি প্রাণাবধি সমস্ত এইস্থানে অবস্থিতি করুক; মঙ্গল সাধন জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সুখে অবস্থিতি করুক; তদনন্তর জন্মাদি দশসংস্কার সিদ্ধির জন্য ষোড়শবার প্রণব আবৃত্তি পূর্ব্বক পরমাশক্তি স্মরণ করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, এই

কিম্বা চিন্তনমাত্রেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় তাং
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রদায়ানুসারতঃ ॥ ১৬৬ ॥

অত্রৈকান্তভক্তানামভিপ্রায়ঃ।

বধ্নীয়াৎ প্রেমদাম্না যো হৃদ্‌ধাম্নি শ্রীহরিং পরং।
স বধ্নাতি জগৎসর্ব্বং তস্য দিগ্বন্ধনং কিমু ॥ ১৬৭ ॥
ভূতস্থা মায়য়া বদ্ধা স্মৃতির্যাবন্নমুচ্যতে।
যাবচ্চ হরিদাসোঽহ মিতিজ্ঞানং ন জায়তে।
কর্ত্তব্যা ভূতশুদ্ধির্হি হরেঃ সান্নিধ্যপ্রাপ্তয়ে ॥ ১৬৮ ॥
নাগোঘৌ চাচরেদ্‌যস্ত মনসাপি হ্যনন্যধীঃ।
কৃষ্ণানন্দরসোন্মত্ত স্তস্য কিংভূতশোধনং ॥ ১৬৯ ॥
দাসোঽহং শ্রীহরেরস্মীত্যাদিশ্চ যন্মতির্ধ্রুবা।
কিমলং ভূতশুদ্ধ্যাস্য প্রমাণং তত্র ভাবুকাঃ ॥ ১৭০ ॥

দশবিধ সংস্কার। ১৬৫। কিম্বা অর্থাৎ কেহ যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভূতশুদ্ধি করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি কেবল ভাবনা দ্বারাই অর্থাৎ কুম্ভক প্রভৃতি না করিয়াও কথিত প্রকার ভূতশুদ্ধি করিয়া সম্প্রদায়ানুসারে প্রাণায়াম করিবেন। ১৬৬। ঐ স্থানে একান্তভক্ত সকলের অভিপ্রায় বলিতেছেন। যে ব্যক্তি প্রেমরজ্জু দ্বারা হৃদয়-মন্দিরে পরমেশ্বর শ্রীহরিকে বন্ধন করিয়াছেন, সেই মহাত্মা সমস্ত জগৎবন্ধন করিয়াছেন, তাঁহার আর দিগ্বন্ধের প্রয়োজন কি? ১৬৭। মায়াবদ্ধভৌতিকদশা যতদিন না মুক্ত হয় ও আমি হরিদাস এই জ্ঞান না জন্মে, ততদিন শ্রীহরির সান্নিধ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ভূতশুদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ১৬৮। যে অনন্যবুদ্ধি ভক্ত কখন মন দ্বারাও পাপ কি অপরাধ আচরণ করেন না, সর্ব্বদাই কৃষ্ণানন্দ রসোন্মত্ত, তাঁহার আর ভূত শোধন কি প্রয়োজন। ১৬৯। আমি শ্রীহরির নিত্যদাস, এইরূপ যাঁহার নিশ্চয়াবুদ্ধি, তাঁহার আর ভূতশুদ্ধির প্রয়োজন কি? এবিষয়ে পৃথিবীতে ভাবুকগণই প্রমাণ অর্থাৎ তাঁহারাই বলুন। ১৭০।

অথ প্রাণায়ামঃ।

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরোদ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ।
বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলং।
পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকেস্থিতঃ॥

অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা বামনাসাপুটেন বায়ুমাপূর্য্য পুনরনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং কুম্ভকং কৃত্বাঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য বায়ুং রেচয়েৎ॥ ১৭১॥

তত্র প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগং।
ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ধ্যানমতন্দ্রিতঃ॥

মন্ত্রমূর্দ্ধগং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রশিরঃস্থিতং মান্মথং বীজং বা অভ্যসন্। মনসা আবর্ত্তয়ন্। প্রণবাভ্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তং।

অথ প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণসংযম বলিতেছেন। ষোড়শমাত্রায় রেচক, (আপনার হস্ত আপনার জানুমণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে যত সময় লাগে, তত সময়কে মাত্রা বলে। শরীর হইতে বায়ু নিঃসরণ করার নাম রেচক।) দ্বাত্রিংশন্মাত্রায় পূরক, (শরীরে বায়ুপূরণ করাকে পূরক বলে।) চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুম্ভক, (দেহাভ্যন্তরে বায়ু রোধ করাকে কুম্ভক কহে) এই প্রকার করিলে প্রাণবায়ু সংযম করা হয়। সর্ব্বাগ্রে বায়ু বিরেচন পূর্ব্বক গুহ্যদেশ সঙ্কোচিত করিবে। স্ব শক্তি অনুসারে যথাবিধি বায়ুপূর্ণ করিয়া কুম্ভক করিবে। অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া, বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুম্ভক করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করতঃ বায়ুরেচন করিবে। ১৭১। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র অথবা শিরস্থিত মন্মথবীজ মনদ্বারা আবৃত্তি করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবে। এইরূপ যদি কামবীজ বা বীজমন্ত্র জপ করা হয়, তাহা হইলে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক অনলস ভাবে ধ্যান করিবে।

অস্য প্রণবমন্ত্রস্য প্রজাপতিঋর্ষির্দেবীগায়ত্রীছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা আকারো বীজং উকারশক্তির্ম্মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ১৭২॥

ধ্যানশ্লোক্তং।

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলাকল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি
শ্রোণীভূষং সবক্ষোমণিমকরমহাকুণ্ডলাম্মৃষ্টগণ্ডং।
হস্তোদ্যচ্ছঙ্কচক্রাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসং
বিদ্যাত্ভদ্ভাসমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্মসংস্থং নমামি॥ ১৭৩॥
একান্তিভিশ্চ ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্ব্বতঃ॥ ১৭৪॥

অথাঙ্গন্যাসঃ।

ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ অঙ্গুষ্ঠবর্জ্জিত করশাখয়া হৃদয়ে। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। ইত্যনেন

প্রণবাভ্যাসে ঋষ্যাদি স্মরণ এই,—"অস্য প্রণব মন্ত্রস্য" হইতে "প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ" পর্য্যন্ত। অর্থ এই,—প্রণব মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি। গায়ত্রী ছন্দঃ। পরমাত্মা দেবতা। আকার বীজ। উকার শক্তি। মকার আধার দণ্ড। প্রাণায়ামে এই মন্ত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে। ১৭২। ধ্যান এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা, "বিষ্ণুং ভাস্বৎ" ইত্যাদি। ধ্যানার্থ এই,—যাঁহার উজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, বলয় এবং শ্রেষ্ঠহার, যাঁহার উদর, চরণ ও শ্রোণীদেশ অলঙ্কারে বিভূষিত, যাঁহার গণ্ডদেশ বক্ষোমণি সংলগ্ন মহৎশ্রেষ্ঠ মকর কুণ্ডলে চুম্বিত। যাঁহার করচতুষ্টয়ে উদ্যত শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা। যিনি অতি সূক্ষ্ম-নির্ম্মল পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন। যাঁহার অঙ্গ হইতে দিব্য দীপ্তি বহির্গত হইতেছে। যিনি দেখিতে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় এবং পদ্মাসনে অবস্থিত আছেন, আমি সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ১৭৩। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই গোপগোপী প্রভৃতি অভিমতজনবেষ্টিত

মন্ত্রেণ অঙ্গুষ্ঠরহিতকরশাখয়া শিরসি। গোপীজনশিখায়ৈ বষট্। ইত্যনেন মন্ত্রেণ অঙ্গুষ্ঠমধ্যগত মুষ্টিমাবদ্ধ্য শিখায়াং। বল্লভায় কবচায় হুং। ইত্যনেন মন্ত্রেণোভয়করয়োঃ সর্ব্বাঙ্গুলিভিঃ সর্ব্বাঙ্গে। স্বাহা। ইত্যনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাসুদিক্ষু ॥ ১৭৫ ॥

অথ করন্যাসঃ।

ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করদ্বয়ে। ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং নমঃ। ইতি অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে। গোবিন্দায়, তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ইতি তর্জ্জনীদ্বয়ে। গোপীজনায়, মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ইতি মধ্যমাদ্বয়ে। বল্লভায়, অনামিকাভ্যাং নমঃ। ইত্যনামিকা-দ্বয়ে। স্বাহা, কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি কনিষ্ঠাদ্বয়ে ॥ ১৭৬ ॥

তথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

অস্য শ্রীগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ সকল লোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতা কামবীজং বহ্নিপ্রিয়া শক্তিঃ প্রকৃতিঃ কৃষ্ণঃ দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিমতার্থে বিনিয়োগঃ।

তৎ প্রয়োগশ্চায়ং।

শ্রীনারদায় ঋষয়ে নমঃ। মস্তকে। গায়ত্র্যৈছন্দসে নমঃ। মুখে। সকললোকমঙ্গলায় নন্দগোপতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।

সর্ব্বদেবময়, ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বদেবেশ্বর বা সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ১৭৪। অনন্তর অঙ্গ ন্যাস বলিতেছেন। প্রথম, অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত করশাখা দ্বারা হৃদয়ে। দ্বিতীয়, অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত করশাখা দ্বারা মস্তকে। তৃতীয়, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত মুষ্টি দ্বারা শিখাতে। চতুর্থ, উভয় করের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে। পঞ্চম, সর্ব্বদিকে। মন্ত্র মূল গ্রন্থে দেখ। ১৭৫। অনন্তর করন্যাস। মন্ত্রাদি স্পষ্ট। ১৭৬। অনন্তর ঋষ্যাদি ন্যাস। অষ্টা-

হৃদয়ে। ক্লীঁ বীজায় নমঃ। দক্ষিণস্তনে। স্বাহাশক্তয়ে নমঃ। বামস্তনে। কৃষ্ণায় প্রকৃতয়ে নমঃ। হৃদয়ে। দুর্গায়ৈ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে। ইতি॥ ১৭৭॥

ন্যাসত্রয়ং সদা কার্য্যমশক্তাবেকমেবহীতি গৌতমীয় বচনং॥ ১৭৮॥

তন্ময়ত্বাপ্তয়ে ভক্তঃ ন্যাসং কৃত্বা যথোদিতং।
আত্মরক্ষাদিকং কুর্য্যাৎ পারম্পর্য্যানুসারতঃ॥ ১৭৯॥

অথাত্মরক্ষা।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌচ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥ ১৮০॥

অথাত্মস্বরূপচিন্তনং।

দিব্যশ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি সাত, অর্থাৎ ঋষি নারদ, ছন্দ গায়ত্রী সকললোকমঙ্গল নন্দগোপতনয় দেবতা, কাম বীজ, শক্তি বহ্নিপ্রিয়া (স্বাহা), প্রকৃতি কৃষ্ণ, দুর্গা মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা, এই সাত ক্রমান্বয়ে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, দুইস্তনে এবং পুনর্ব্বার বারদ্বয় হৃদয়ে ন্যাস করিবে। ১৭৭। এই ত্রিবিধ ন্যাসই সকলের কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে একটি ন্যাসও করিবে। ১৭৮। ভক্তব্যক্তি তন্ময়লাভের নিমিত্ত যথোক্ত ন্যাস করিয়া, পরম্পরানুসারে আত্ম রক্ষাদি করিবেন। ১৭৯। অনন্তর আত্মরক্ষা করিবে। ললাটে "কেশবায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ ও অনুবাদ তিলক নির্ম্মাণস্থলে

শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং বিলষতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ ॥ ১৮১ ॥

অথ ঘণ্টাস্থাপনং।

স্ববামাধারোপরি কামবীজেন ঘণ্টাং সংস্থাপ্য "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য গন্ধপুষ্পেণ তামভ্যর্চ্চ্য বাদয়েৎ ॥ ১৮২ ॥

অথ ঘণ্টাদি মহাত্ম্যং।

আবাহনার্ঘ্যে ধূপে চ পুষ্পনৈবেদ্যযোজনে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাং ॥ ১৮৩ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ীঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদং তু কারয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং সুদর্শনযুতাং যদি।
মমাগ্রে স্থাপয়েদযস্তু দেহে তস্য বসাম্যহং ॥
যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাং।

করাইয়াছে। ১৮০। অনন্তর আত্মচিন্তা। মনোহর শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য তিলক, কণ্ঠে শ্রীতুলসীকাষ্ঠবিনির্ম্মিত সুমাল্য, বক্ষঃস্থলে সুন্দর শ্রীহরিনামাঙ্কিত ও চন্দন বিলেপন এবং সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ নবাম্বর পরিধান আর ঐরূপ অম্বরোত্তরীয় ধারণ, এইমত রূপবিশিষ্ট আপনাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিকটে সেবনোৎসুক ভাবনা করিবে। ১৮১। অতঃপর ঘণ্টাস্থাপন। নিজ বামে আধার অর্থাৎ পীতলাদি পাত্রোপরি কামবীজ (ক্লীঁ) দ্বারা ঘণ্টা স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ-পুষ্প দ্বারা ঘণ্টা পূজা পূর্ব্বক বাজাইতে হইবে। ১৮২। অনন্তর ঘণ্টাদির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। শ্রীগুর্ব্বাদির আবাহনে, অর্ঘ্যে, ধূপে, পুষ্পে ও নৈবেদ্যার্পণে ঘণ্টা বাদ্যের এই (পূর্ব্বোক্ত) মন্ত্র উচ্চারণানন্তর সর্ব্বদা এই ঘণ্টা বাজাইবে। ১৮৩। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, দেবদেবের বল্লভা, এই জন্য

ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে।
মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস্য প্রত্যেকং লভতে ফলং ॥ ১৮৫ ॥
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন তিলমিশ্রোদকেন চ।
উদকে নাভিমাত্রে তু যঃ কুর্য্যাদভিষেচনং।
প্রাক্ স্রোতসি চ নদ্যাং বৈ নরস্ত্বেকাগ্রমানসঃ।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন পাত্রে ঔড়ুম্বরে স্থিতং।
উদকং যঃ প্রতীচ্ছেত শিরসা কৃষ্ণমানসঃ।
তস্য জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৮৬ ॥
বৃহত্বং স্নিগ্ধতাঽচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ং ॥
আবর্ত্তভঙ্গদোষস্তু হেমযোগান্নজায়তে।
নালিকায়াং স্বভাবেন যদি ছিদ্রং ভবেন্নহীতি ॥ ১৮৭ ॥

সর্ব্বপ্রযত্নে ঘণ্টাবাদ্য করিবে। ১৮৪। ভগবান্ কহিলেন, ঘণ্টায় যদি গরুড় কিম্বা সুদর্শনের চিহ্ন (মূর্ত্তি) থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ ঘণ্টা মমাগ্রে স্থাপন করে, আমি তাহার দেহে বাস করি। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ধূপ, নীরাজন, স্নান, পূজা ও বিলেপন-কালে মদীয় সম্মুখে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টাবাদন করেন, তিনি প্রত্যেক কার্য্যে অযুতযজ্ঞাদির ফললাভ করেন। ১৮৫। যে মানব নদীর স্রোতে পূর্ব্বাভিমুখে নাভিপরিমিত জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত (ডাইনদিকে আবর্ত্তবিশিষ্ট) শঙ্খে সতিলজল লইয়া একাগ্রমনে স্নান করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তখনি বিনষ্ট হয়। যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মননিধান পূর্ব্বক তাম্রপাত্রস্থজল শঙ্খে লইয়া মস্তকে অভিষেক করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয়। ১৮৬। বৃহত্ব, স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছত্ব, শঙ্খের এই তিনটী গুণ। যদি নালিকায় স্বভাবজাত ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে সুবর্ণসংযোগ থাকিলে,

অথ শ্রীগুরুদেবার্চ্চনং।

তত্রাদৌ যথোক্তোপচারেণ মন্ত্রগুরুং সংপূজ্য স্তুত্বা প্রণম্য চ স্বসম্প্রদায়ানুক্রমেণ সাঙ্গোপাঙ্গাদিসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীগোবিন্দঞ্চ পূজয়েৎ।

মানসৈরুপচারৈশ্চ সন্তর্প্য মনসা সুধীঃ।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা নমস্কুর্য্যান্মন্ত্রদেবেশ মর্চ্চয়েদিতি
গৌতমীয় বচনাৎ॥ ১৮৮॥
শ্রীহরের্বামভাগে তু দিব্যসিংহাসনোপরি।
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুদেবঞ্চ শুক্লাভং জ্ঞানদং প্রভুং।
পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাং।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চবৈষ্ণবান্॥ ১৮৯॥

কূর্ম্মমুদ্রয়াপুষ্পং গৃহীত্বা গুরুদেবং ধ্যায়েৎ।

ওঁ শশাঙ্কায়ুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরং।
শুক্লাম্বরধরং শ্রীমচ্ছুক্লমাল্যানুলেপনং।

আবর্ত্তভঙ্গ প্রভৃতি অপর কোন দোষ হয় না। ১৮৭। অনন্তর শ্রীগুরুদেবের পূজা বলিতেছেন। অগ্রে যথোক্ত উপচার দ্বারা মন্ত্রগুরুকে পূজা করিয়া, প্রণামানন্তর, স্তব পূর্ব্বক নিজ সম্প্রদায়ানুসারে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে এবং শ্রীগোবিন্দকে পূজা করিবে। মানস এবং বাহ্যোপচারে শ্রীমন্ত্রগুরুকে পূজা করিয়া, তদীয় স্তোত্র স্তব পাঠ পূর্ব্বক নমস্কার করণানন্তর মন্ত্রদেবেশ কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবে, ইতি। ১৮৮। শ্রীহরির বামভাগে মনোহর সিংহাসনোপরি শুক্লবর্ণ, জ্ঞানপ্রদ, প্রভুগুরুদেবকে ধ্যান করিবে। পীঠে ভগবানের বামে নিজগুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু, মহাগুরু, পরমেষ্ঠীগুরু তথা গুরুপাদুকা, নারদাদি পূর্ব্বসিদ্ধ ও অন্যান্য আধুনিক ভাগবতগণের পূজা করিবে। ১৮৯। কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক (বামকরের তর্জ্জনীতে

বামোরৌ বহুশক্ত্যা চ যুতং কৃষ্ণাখ্যমব্যয়ং।
শিবেনৈকং সমুন্নীয় ধ্যায়েৎ পরগুরুং ধিয়া॥ ইতি॥

ক্বচিচ্চ।

কৃপামরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং
শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং।
শুদ্ধং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং
স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং॥ ইতি॥

এবমেকমপি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য স্বশিরসি পুষ্পং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা স্বসামর্থ্যাহৃতবাহ্যোপচারেণ পূজয়েৎ। ইদমাসনং ঐঁ গুরবে নমঃ। এতৎ পাদ্যং ঐঁ গুরবে

দক্ষিণকরের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণকরের তর্জ্জনীতে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ পূর্ব্বক দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত এবং বামকরের মধ্যমা প্রভৃতি অঙ্গুলিসকল দক্ষিণকরের ক্রোড়ে সংযোজিত করণানন্তর দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকা বামকরের মূলে অধোমুখে স্থাপন এবং করের উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার করিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হইয়া থাকে) গুরুদেবকে ধ্যান করিবে। "ওঁ শশাঙ্কাযুত সঙ্কাশং" হইতে "ধিয়া" পর্য্যন্ত পাঠ পূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যানার্থ এই,—অযুত শশাঙ্কসমপ্রভান্বিত, বরাভয়লসৎকর, শুক্লাম্বর পরিধান, শুক্ল-মাল্যানুলেপন, বামউরুতে বহুশক্তি, অর্থাৎ বহুশক্তি সমন্বিত, অব্যয়, শ্রীকৃষ্ণাখ্য গুরুকে মঙ্গলময় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে চিন্তা করিবে। অপর স্থানে—সনাতন ও হরিস্বরূপ গুরুকে স্মরণ করি। ইনি গৌরকান্তি, গুণালয়, শ্বেতাম্বরধারী সদ্ভক্তিময় সংসারসম্বন্ধশূন্য। ইঁহার চরণ হইতে সর্ব্বদা কৃপামকরন্দ বিগলিত হইতেছে। ইঁহার গলদেশে উৎকৃষ্ট মাল্য ও অলঙ্কার। ইনি নির্ম্মল। এইরূপে গুরুকে ধ্যান করিয়া, মানসোপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক, সেই কূর্ম্মামুদ্রাভ্যন্তরস্থিত পুষ্প স্বমস্তকে রক্ষাকরণানন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া, নিজ সামর্থাহৃত বাহ্যোপচার দ্বারা পূজা করিবে। "ইদমাসনং ঐঁ শ্রীগুরুবে নমঃ"

নমঃ। এষোঽর্ঘ্যঃ। ইদমাচমনীয়ং। এষ মধুপর্কঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং। ইদং স্নানীয়ং। ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং। ইদমাভরণং। এষ গন্ধঃ। ইদং পুষ্পং। ইদং সচন্দন তুলসীপত্রং। এষ ধূপঃ। এষ দীপঃ। ইদং নৈবেদ্যং। ইদং পানীয়জলং। ইদ মাচমনীয়ং। এতত্তাম্বূলং। ইদং পুনরাচমনীয়ং। ইদং যজ্ঞোপবীতং। ইদং মাল্যং। এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐঁ গুরবে নমঃ। সমর্থশ্চেদ্বহুবিধোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যোপচারান্ তন্মন্ত্রেণ সমর্পয়েৎ। কনিষ্ঠয়া গন্ধমর্পয়েৎ। কনিষ্ঠ্যাদাভির্গন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবেদ্যানি সমর্পয়েৎ। চন্দনঞ্চ শঙ্খপাণৌ স্থাপ্যং। এবং ক্রমেণ পূজয়িত্বা "ঐঁ গুরবে নমঃ" ইতি তন্মন্ত্রঃ ঐঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে কৃষ্ণানন্দায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদ্গায়ত্রীঞ্চ দশ দশধা জপ্ত্বা ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণ মৎকৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর

হইতে "এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" পর্য্যন্ত পূজা জানিতে হইবে। যদি সমর্থ হয়, তবে বহুবিধ অর্থাৎ মহারাজোপচারে পূজা করিবে। ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া উপচারসকল গুরুমন্ত্র দ্বারা সমর্পণ করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গন্ধার্পণ এবং কনিষ্ঠা প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করিবে। চন্দন শঙ্খপাণিতে স্থাপন করিবে। (অগ্রে অঙ্গুলি নিচয় পরস্পরাভিমুখ করণানন্তর দক্ষিণতর্জ্জনী বামমধ্যমাতে ও বামতর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে এবং বামকনিষ্ঠা দক্ষিণঅনামিকাতে ও দক্ষিণকনিষ্ঠা বাম-অনামিকাতে যোগ করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়) এইরূপ নিয়মে পূজা করিয়া "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" এই গুরুমন্ত্র এবং "ঐঁ গুরুদেবায়" হইতে "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত গুরুগায়ত্রী দশ দশবার জপ করিয়া, "ওঁ গুহ্যাতি" হইতে "সুরেশ্বর" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গুরুদেবায়

ইতি মন্ত্রেণ গুরুদেবস্য দক্ষিণকরে জপং সমর্প্য স্তুত্বা চ প্রণমেৎ। "ত্রায়স্বভো জগন্নাথেত্যাদিস্তোত্রঞ্চ পূর্ব্বমুক্তং।

প্রণামঃ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৯০ ॥

অথ প্রণামবিধিশ্চায়ং।

ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্‌গুরুং।
তৎপাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি॥ ১৯১ ॥

যদাস্মিন্‌ লোকে শ্রীগুরুদেবঃ সমাগত্য শিষ্যস্য পূজাং গৃহ্লাতি তদা শিষ্যদত্তং শ্রীতুলসীপত্রং স্বস্য করেণ গৃহ্লীয়াদিতি প্রাচীনৈরুক্তং। সম্প্রত্যস্মিন্‌ ভারতভূমৌ কেচিন্নবীনগৌড়ীয় বৈষ্ণবা শ্রীমন্ত্রগুরবে শ্রীহরিভুক্তাবশেষনৈবেদ্যমর্পয়ন্তি তস্য মূলংত এব জানন্তি। তদলমতিবিস্তরেণ॥ ১৯২ ॥

দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিয়া, স্তবপাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। (গায়ত্রীর অর্থ এই,—গুরুদেবকে অবগত হই, কৃষ্ণানন্দ স্বরূপ গুরুকে ধ্যান করি, সেই গুরু আমাদের নয়নপথে সেই পরমপ্রিয় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন) প্রণামের অর্থ এই,—যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার, চরাচরব্যাপী পরমব্রহ্মপদ সম্পূর্ণভাবে দর্শন করাইয়াছেন, সেই গুরুকে প্রণাম করি। পরমব্রহ্মপদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপদ। "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণে নরাকার পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জানিতে হইবে। ১৯০। অনন্তর প্রণাম বিধি এই,—শিষ্য পূর্ণকাম হৃদয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, গুরুপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বহুক্ষণ যাবৎ প্রণাম করিবেন। ১৯১। যে সময় মনুষ্যলোকে নররূপ গুরুদেব প্রত্যক্ষ হইয়া, শিষ্যের পূজা গ্রহণ করিবেন, সে সময় শিষ্যদত্ত তুলসীপত্র নিজ কর দ্বারা গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রাচীনগণের

অথ শ্রীপরমন্তর্ব্বাদীন্ পূজয়েৎ।

ওঁ গুরুপাদুকেভ্যো নমঃ। ওঁ পরম গুরুভ্যোঃ নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যোঃ নমঃ। ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যোঃ নমঃ ইত্যনেনমন্ত্রেণোপচারাণি সমর্প্য পূজাং কৃত্বা প্রণমেৎ।

প্রণাম বাক্যানি।

পাদাব্জমহসামহাকুমতিমোহবিধ্বংসকং
ব্রজপ্রণয়সুশ্রিয়ং প্রণততাপসংহারকং।
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয়ং মধুরমূর্ত্তিমাহ্লাদকং
নমামি পরমং গুরুং ভবসমুদ্রসন্তারকং॥ ১৯৩॥
রাধাব্রজেন্দ্রাত্মজভাবমূর্ত্তয়ে
বৃন্দাবনপ্রেমসুখামরদ্রুমে।
কারুণ্যবারাং নিধয়ে মহাত্মনে
পরাৎপরস্মৈ গুরবে নমোঽস্তুতে॥ ১৯৪॥

উক্তি। সম্প্রতি এই ভারতভূমিতে কতকগুলি নূতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীমন্ত্রগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশেষ নৈবেদ্য অর্পণ করিতেছেন, তাহার মূল (প্রমাণ) তাঁহারাই জানেন, তদ্বিষয় আর বেশী বিস্তারের প্রয়োজন নাই ১৯২। অনন্তর পরম গুরু প্রভৃতির পূজা করিবে। মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা উপচার সকল সমর্পণ করিয়া পূজা পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। "পাদাব্জ মহসা" হইতে "সদা শঙ্করং" পর্য্যন্ত পরমগুরু আদির প্রণাম। তাহার অর্থ এই,—যাঁহার পাদাব্জজ্যোতি মহাকুমতিমোহ বিধ্বংসক, যিনি ব্রজভাবের চরমশোভা স্বরূপ, প্রণতজনের ত্রিবিধতাপ-সংহারক, যিনি শ্রীনন্দনন্দনপ্রিয়, যাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বজনাহ্লাদক মধুর, যিনি ভবসমুদ্রসন্তারক, সেই পরম গুরুকে আমি নমস্কার করি। ১৯৩। যিনি শ্রীরাধাব্রজেন্দ্রাত্মজ ভাবমূর্ত্তি স্বরূপ, যিনি শ্রীবৃন্দাবনপ্রেমসুখস্বরূপ অমরতরুস্বরূপ, যিনি করুণাগুণের সমুদ্রস্বরূপ, সেই মহাত্মা পরাপর গুরুকে

মহামহিমবন্দিতং সকলসত্বভদ্রাকরং
ব্রজেন্দ্রসুতপ্রণয়সীধু বিশ্বম্ভরং।
কৃপাময়কলেবরং রসবিলাসভূষাধরং
নমামি পরমেষ্ঠিগুরুং সদা শঙ্করং॥ ১৯৫॥

এবং প্রণম্য কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা পুনশ্চ মন্ত্রপ্রদগুরুচরণসন্নিধৌ প্রার্থয়েৎ॥

হে শ্রীগুরো জ্ঞানদ দীনবন্ধো স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীনহিতাবতার প্রসীদ রাধাপ্রণয়প্রচার॥ ১৯৬॥

অথ শ্রীগুর্ব্বাদৌ প্রাকৃতবুদ্ধিনিষেধমাহ।

অর্চ্চ্যেবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্ব্বাবৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ ১৯৭॥

আমি নমস্কার করি। ১৯৪। যিনি মহামহিমান্বিতজনগণের বন্দিত যিনি সর্ব্বভুবনস্থ প্রাণীবৃন্দের মঙ্গলের কারণস্বরূপ, যিনি ব্রজেন্দ্র সুতের প্রণয়রূপসীধু-(গুড়জমদ্য) স্বরূপ, যিনি স্বকারুণ্যগুণে বিশ্বের ভরণপোষণাদি করেন, যিনি আপনার কৃপাময় কলেবরে রসবিলাসরূপ অলঙ্কার ধারণ করেন, সেই সর্ব্বমঙ্গলকর পরম গুরুকে আমি নমস্কার করি। ১৯৫। এইরূপ পরমগুরু প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মন্ত্রদাতা গুরুচরণসন্নিধানে প্রার্থনা করিবে। হে শ্রীগুরো! হে কৃষ্ণস্বরূপজ্ঞানপ্রদ! হে দীন-বন্ধো! হে সুআনন্দদ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমানন্দদাতঃ! হে করুণৈক সিন্ধো! হে বৃন্দাবনস্থিতহিতাবতার! হে রাধাপ্রণয়প্রচারক! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৯৬। অনন্তর শ্রীগুরু আদিতে প্রাকৃতবুদ্ধি নিষেধ করিতেছেন। যে ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রতিমায় শিলা-বুদ্ধি, গুরুতে নরজ্ঞান, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের

অথ শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরার্চ্চনং।

শ্রীগুরোরনুজ্ঞাং গৃহীত্বা সপরিবারগৌরবিশ্বম্ভরং পূজয়েৎ ॥

শ্রীশচীনন্দনং নত্বা বংশীবদনপৌত্রকং।
শ্রীমদ্রামানুজং দেবং রামকৃষ্ণপ্রিয়ং প্রভুং ॥
তৎকৃতাং পদ্ধতিং দৃষ্ট্বা মন্দেন যত্নতোঽধুনা।
লিখ্যতে সন্মুদে কৃষ্ণচৈতন্যস্যার্চ্চনাক্রমঃ ॥ ১৯৮ ॥
তস্মাদ্ভক্তাবতারং তং প্রবদন্তি বিপশ্চিতঃ ॥
বিপ্রলম্ভরসেপ্সূণাং ভক্তানাং চিত্ততুষ্টয়ে
সগণং গৌরচন্দ্রস্য পূজাং বক্ষ্যে যথোদিতাং ॥ ১৯৯ ॥

অথ শ্রীবিশ্বম্ভরধামাদিচিন্তনং।

মায়াপুরে নবদ্বীপে মিশ্রাবাসে সুমন্দিরে।
রত্নসিংহাসনে দিব্যে মৃদুচিত্রাসনস্থিতে।
ভক্তালিবেষ্টিতে শ্রীমদ্গৌরকৃষ্ণং স্মরেদ্বুধঃ ॥ ২০০ ॥

কলিকলুষনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, সর্ব্বপাপহারক শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-মন্ত্রে সামান্য শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে অন্যদেবতার সহিত সমান জ্ঞান, সে ব্যক্তি নিশ্চয় নারকী। ১৯৭। অনন্তর শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরার্চ্চন। শ্রীগুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পরিবারগণের সহিত গৌরবিশ্বম্ভরের পূজা করিবে। রামকৃষ্ণপ্রিয়, বংশীবদন পৌত্র, শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, দেব শ্রীশচীনন্দন প্রভুকে নমস্কার পূর্ব্বক, তৎকৃত পদ্ধতি দেখিয়া, আমি মন্দ হইলেও অধুনা সাধুসকলের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ যত্ন সহকারে কৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূজা নিয়ম লিখিতে অগ্রসর হইতেছি। ১৯৮। বিশ্বম্ভর হরি (গৌর) মূর্ত্তিমান্ বিপ্রলম্ভরস স্বরূপ, সেই হেতু পণ্ডিত সকল তাঁহাকে ভক্তাবতার বলিয়া থাকেন। অতএব বিপ্রলম্ভরসেচ্ছু ভক্তগণের বিনোদন জন্য আমি সপরিবার গৌরচন্দ্রের পূজাবিধি পূর্ব্বাপরানুসারে বলিতেছি। ১৯৯। অথ বিশ্বম্ভরধামাদিচিন্তন। নবদ্বীপ মায়াপুরে

ওঁ তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হরিনামকরং পরং।
শ্বেতাম্বরধরং দিব্যং ভাবোন্মত্তকলেবরং।
দ্বিভুজং যজ্ঞসূত্রাঢ্যং প্রসন্নবদনাম্বুজং।
তুলসীমালিকোরস্কং মূর্দ্ধপুণ্ড্র সুশোভিতং।
ভক্তাভীষ্টপ্রদং দেবং ভক্তসারঙ্গরঙ্গদং।
ভজামি সততং গৌরং ভক্তরূপং হরিং স্বয়ং ॥ইতি॥২০১॥

ক্বচিচ্চ।

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্দিব্যভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥ইতি॥২০২

জগন্নাথমিশ্র ভবনে, মনোহরমন্দিরে, দিব্যরত্নসিংহাসনে, আশ্চর্য্য মৃদু আসনোপরি, ভক্তভৃঙ্গবেষ্টিত শ্রীমদ্গৌর কৃষ্ণকে পণ্ডিত ব্যক্তি ধ্যান করিবেন। ২০০। "ওঁ তরুণাদিত্য" হইতে "স্বয়ং" পর্য্যন্ত ধ্যান। তদর্থ এই,—উদয়োন্মুখসূর্য্যের ন্যায় বর্ণ, করে হরিনাম-মালা, দিব্য শ্বেতাম্বর পরিধান, দ্বিভুজ, যজ্ঞসূত্রাঢ্য, হরিমন্দির-তিলকে সুশোভিত, তুলসীমাল্যে কণ্ঠবক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত, প্রসন্ন বদনাম্বুজ, রাধাভাবোন্মত্ত কলেবর, ভক্তাভীষ্টপ্রদ, ভক্তবৃন্দের রঙ্গদ, ক্রীড়ারত, পরমেশ্বর ভক্তরূপ স্বয়ং গৌরহরিকে, আমি সর্ব্বদা ভজনা করি। ইতি। ২০১। এবং কোন স্থানে বলিয়াছেন। যিনি কন্দর্পের ন্যায় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, অত্যুজ্জ্বলপ্রভা বিস্তার করিতে-ছেন। যিনি নৃত্যাবেশরসানন্দে নিরতিশয় মধুরভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহার মুখচন্দ্র স্মিতবিকসিত, কুন্তলজাল পরমসুন্দর ও মুক্তামালায় সংবদ্ধ কণ্ঠোরস, শ্রীখণ্ড ও অগুরুচন্দনালিপ্ত বক্ষঃস্থল, মনোহর বিচিত্র বসন পরিধান, পুষ্পমাল্য ও দিব্যালঙ্কারশোভিত, চতুর্দ্দিকে অন্তরঙ্গ ভক্তজন যাঁহার সেবা করিতেছেন, আমি সেই কনককান্তি

এবমেকমপি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা বাহ্যোপচারেণ পূজয়েৎ। ইদমাসনং ক্লীँ গৌরবিশ্বম্ভরায় নমঃ, ইত্যনেনমন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সমভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং "ক্লীँ বিশ্বম্ভরায় বিদ্মহে চৈতন্যায় ধীমহি তন্নোগৌরঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদ্গায়ত্রীং চ দশদশধা জপ্ত্বা "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপমিত্যাদি মন্ত্রং পঠিত্বা গৌরচন্দ্রস্য দক্ষিণ করে জপং সমর্প্য স্তুত্বা চ প্রণমেৎ।

স্তুতিঃ।

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম
ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বং ॥ ২০৩ ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিস্থন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

চৈতন্যদেবকে ভজনা করি। ২০২। এইরূপ একটা ধ্যান করিয়া, মানসোপচার দ্বারা পূজা করতঃ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বাহ্যোপচার দ্বারা পূজা করিবে। "ইদমাসনং ক্লীং গৌরবিশ্বম্ভরায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গুরুপূজার নিয়মে অর্চ্চনা পূর্ব্বক, তদীয় মন্ত্র এবং "ক্লীँ বিশ্বম্ভরায় হইতে" "প্রচোদয়াৎ" তদীয় গায়ত্রী দশ দশবার জপ করিয়া, "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পঠনানন্তর গৌরচন্দ্রের দক্ষিণ করে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক, স্তব করিয়া প্রণাম করিবে। স্তুতি এই। সংসাররূপদুঃখসাগরে পতিত, কাম ক্রোধাদিরূপ কুম্ভীরমকর দ্বারা কবলীকৃত, দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিরাশ্রয়, চৈতন্যচন্দ্র! আমাকে স্বচরণাবলম্বন দাও। ২০৩। গায়ত্রীর অর্থ পূর্ব্বানুসারে বুঝিতে হইবে। প্রণাম মন্ত্রের

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ২০৪ ॥

অথ শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরস্য দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দং পূজয়েৎ।

ওঁ বিদ্যুদ্দামমদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
প্রেমোদ্ঘূর্ণিতলোচনাঞ্চললসৎস্মেরাভিরম্যাননং।
নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্ঘনাভাম্বরং
সর্ব্বানন্দকরং পরং প্রবরনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজে ॥ ২০৫ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ ॥

"ক্লাং নিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।" ইতি মন্ত্রং ॥

"ক্লাং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে বলদেবায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি গায়ত্রীং চ ॥ ২০৬ ॥

অর্থ এই,—আনন্দলীলাময়বিগ্রহ, স্বর্ণবর্ণসুন্দরমনোহরমূর্ত্তি, রাধা-কৃষ্ণপ্রেমরসদাতা, সেই চৈতন্যচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি। যাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি করিলে, প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, সেই জগন্মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি। ২০৪। অনন্তর শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দকে পূজা করিবে। "ওঁ বিদ্যুদ্দাম" হইতে "ভজে" পর্য্যন্ত নিত্যানন্দের ধ্যান। তদর্থ এই,—সর্ব্বানন্দকর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মধুরমূর্ত্তি, নিত্যানন্দচন্দ্রের ভজনা করি। ইহাঁর বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, মেঘবর্ণাম্বর পরিধান, দেহকান্তি বিদ্যুন্মালার দর্প চূর্ণ করি-তেছে, ইনি নানা ভূষণে ভূষিত, ইহাঁর মুখমণ্ডল সুমধুর হাস্যবিকাশে অতি রমণীয়, ইহাঁর নয়নপ্রান্ত প্রেমাবেশে ঘূর্ণিত হইতেছে। ২০৫। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করণানন্তর, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলে দেখ।

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

নিত্যানন্দমহং নৌমি সর্ব্বানন্দকরং পরং।
হরিনামপ্রদং দেবমবধূতশিরোমণিং ॥ ২০৭ ॥

অথ শ্রীনিত্যানন্দস্য দক্ষিণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যং পূজয়েৎ।

ওঁ স্মরামি শ্রীমদদ্বৈতং শুদ্ধস্বর্ণরুচিং প্রভুং।
শুক্লাম্বরধরং গৌরভক্তিলম্পটমানসং ॥ ২০৮ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ॥" "ওঁ অদ্বৈতায় নমঃ।" ইতি মন্ত্রং॥ ওঁ অদ্বৈতায় বিদ্মহে গৌরভক্তায় ধীমহি তন্নো শিবঃ প্রচোদয়াৎ॥ ইতি গায়ত্রীঞ্চ॥ বৈষ্ণবোক্তশিবনৈবেদ্যপ্রদানবদদ্বৈতায় নৈবেদ্যমর্পয়েদিতি বিশেষঃ॥

প্রণামশ্চায়ং।

অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যৎপ্রসাদেন গৌরাঙ্গচরণে জায়তে রতিঃ॥ ২০৯ ॥

প্রণামের অর্থ এই,—সর্ব্বানন্দকর, শ্রেষ্ঠ, হরিনামপ্রদ, অবধূত শিরোমণি, দেব নিত্যানন্দকে আমি নমস্কার করি। ২০৬। ২০৭। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দের দক্ষিণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে পূজা করিবে। "ওঁ স্মরামি, হইতে "মানসং" পর্য্যন্ত অদ্বৈতের ধ্যান। তদর্থ এই,—পবিত্র স্বর্ণকান্তি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুকে আমি স্মরণ করি! ইহাঁর পরিধানে শুক্লবসন, ইহাঁর নাম গৌরভক্তিলম্পট—অর্থাৎ তজ্জন্য লালায়িত। ২০৮। এইরূপ ধ্যানানন্তর পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলগ্রন্থে দেখ। বৈষ্ণবোক্ত শিবনৈবেদ্য প্রদানের ন্যায় অদ্বৈতকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে, ইহাই বিশেষ। প্রণামের অর্থ এই,—মহেশ্বর, মহাত্মা অদ্বৈতকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার অনুগ্রহে

অথ শ্রীবিশ্বম্ভরস্য বামভাগে শ্রীগদাধরপণ্ডিতং পূজয়েৎ।

ওঁ কারুণ্যৈকমকরন্দপদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
তাম্বুলার্পণভঙ্গিদক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সদ্বরং।
প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েৎ শ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলং॥ ২১০॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সম্পূজ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ॥ "শ্রীঁ গদাধরায় নমঃ।" ইতি মন্ত্রং॥ "শ্রীঁ গদাধরায় বিদ্মহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ॥" ইতি গায়ত্রীঞ্চ॥ শ্রীবিশ্বম্ভরভুক্তাবশেষং সোপকরণনৈবেদ্যং শ্রীঁ গদাধরায় নমঃ। ইতি নৈবেদ্যার্পণে বিশেষঃ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

যৎপাদাব্জনখাগ্রকান্তিলবতো হ্যজ্ঞানমোহঃক্ষয়ং
যৎকারুণ্যকটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরচন্দ্রো বশং।

গৌরাঙ্গচরণে ভক্তি হয়। ২০৯। অনন্তর বিশ্বম্ভরের বামভাগে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পূজা করিবে। "ওঁ কারুণ্যৈক" হইতে "ভূষো-জ্জ্বলং" পর্য্যন্ত শ্রীগদাধরের ধ্যান। তদর্থ এই,—চরণাম্বুজ কেবল মাত্র কারুণ্যমকরন্দে পরিপূর্ণ, চৈতন্যচন্দ্রের ন্যায় অঙ্গকান্তি, দক্ষিণকর তাম্বুলার্পণভঙ্গিবিশিষ্ট, শ্বেতাম্বর পরিধান, সদ্বরণীয়, প্রেমানন্দময় দেহ, সুধাময়মৃদুমধুরহাস্যান্বিত মুখমণ্ডল, দ্বিজবর, মাধুর্য্যময় ভূষণে উজ্জ্বল, শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিতেছেন, এইরূপে শ্রীলগদাধরের ধ্যান করিবে। ২১০। এইরূপ ধ্যান করিয়া, পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনাকরণানন্তর, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলে দ্রষ্টব্য। বিশ্বম্ভরের ভুক্তাবশেষসোপকরণ নৈবেদ্য গদাধরকে অর্পণ করিবে, ইহাই বিশেষ। প্রণাম মন্ত্রের অর্থ এই,—যাঁহার পাদপদ্মনখাগ্রকান্তির অত্যল্প প্রভাবে অজ্ঞানমোহ ক্ষয় হয়, যাঁহার কারুণ্যদৃষ্টিমাত্রে

যাতি যদ্ভজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীলগদাধরং তমতুলানন্দৈককল্পদ্রুমং ॥ ২১১ ॥

অথ শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্য বামভাগে শ্রীবংশীবদনমর্চ্চয়েৎ।

ওঁ শ্রীবংশীবদনং ধ্যায়েদ্গৌরাঙ্গগতমানসং।
শুক্লাম্বরধরং গৌরমূর্দ্ধপুণ্ড্রসুশোভিতং।
তুলসীমালিকোরস্কং শ্রীখণ্ডাগুরুচর্চ্চিতং।
প্রসন্নবদনাম্বুজং প্রেমোন্মত্তকলেবরং।
হরিনামকরং দেবং সামবীজাশ্রয়ং গুরুং ॥ ২১২ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ। "বং বংশীবদনায় নমঃ।" ইতি মন্ত্রং ॥ বং বংশীবদনায় বিদ্মহে গৌরপ্রিয়ায় ধীমহি তন্নো বংশীপ্রচোদয়াৎ। ইতি গায়ত্রীঞ্চ ॥ শ্রীভগবদ্ভুক্তাবশেষং সোপকরনৈবেদ্যং "বং বংশীবদনায় নমঃ।" ইতি নৈবেদ্যার্পণে বিশেষঃ ॥

স্বয়ং গৌরচন্দ্র বশীভূত হন, যাঁহার ভজনপ্রভাব দ্বারা হৃদয়াকাশে প্রেমচন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে, অতুল আনন্দের একমাত্র কল্পতরু স্বরূপ সেই গদাধর পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি। ২১১। অনন্তর শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বামভাগে শ্রীবংশীবদনকে অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ শ্রীবংশীবদনং ধ্যায়েৎ" হইতে "সামবীজাশ্রয়ং গুরুং" পর্য্যন্ত বংশীবদনের ধ্যান। তদর্থ এই,—শুক্লাম্বরধারী গৌরকান্তি, উর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ হরিমন্দিরাকৃতিতিলকে সুশোভিত, কণ্ঠ হইতে বক্ষঃস্থল তুলসীমালায় শোভিত, শ্রীখণ্ড অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত, করে হরিনামমালা প্রসন্ন বদনাম্বুজ, প্রেমোন্মত্ত কলেবর, সামবীজের আশ্রয়, ক্রীড়ারত, শ্রীগৌরাঙ্গগতমানস, আচার্য্য শ্রীবংশীবদনকে আমি ধ্যান করি। ২১২। এইরূপ ধ্যান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলগ্রন্থে দেখিতে হইবে। শ্রীভগবানের ভোজনাবশেষ নৈবেদ্য

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

শ্রীবংশীবদনং নৌমি গোবিন্দভক্তিদং গুরুং।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি সংসারানলপর্ব্বতং॥ ২১৩॥

অথ শ্রীবংশীবদনস্য বামে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতমর্চ্চয়েৎ।

ওঁ আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতাদ্ভুতং।
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তিপ্রদায়কং॥ ২১৪॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমেণাভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ। "নাং শ্রীবাসায় নমঃ।" ইতি মন্ত্রং। "নাং শ্রীবাসায় বিদ্মহে গৌরভক্তায় ধীমহি তন্নো ঋষিঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি গায়ত্রীঞ্চ॥ শ্রীভগবদ্ভুক্তাবশেষং সোপকরণনৈবেদ্যং নাং শ্রীবাসায় নমঃ। ইতি নৈবেদ্যার্পণে বিশেষঃ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গপ্রিয়পার্ষদং।
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ॥ ২১৫॥

বংশীবদনকে অর্পণ করিবে। ইহাই বিশেষ। প্রণামের অর্থ এই,—যাঁহার বাক্যামৃত দ্বারা সংসাররূপ অনলপর্ব্বত নির্ব্বাপিত হয়, যিনি শ্রীগোবিন্দভক্তিপ্রদ, সেই গুরু বংশীবদনকে আমি নমস্কার করি।২১৩। অনন্তর বংশীবদনের বামে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের অর্চ্চনা করিবে। ওঁ আশ্রয়ামি" হইতে "পণ্ডিতাদ্ভুতং" পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাসের ধ্যান। তদর্থ এই,—গৌরবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী, গৌরভক্তিপ্রদায়ক, আদিঅদ্ভুতপণ্ডিত, শ্রীশ্রীবাসকে আমি আশ্রয় করি। ২১৪। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তক্রমে পূজা করতঃ তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলে দেখ। শ্রীভগবানের ভোজনাবশেষ নৈবেদ্য শ্রীবাসকে দিতে হইবে, ইহাই বিশেষ। প্রণাম মন্ত্রের অর্থ এই,—যাঁহার কৃপাকণামাত্রে গৌরাঙ্গচরণে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই গৌরাঙ্গপ্রিয়পার্ষদ শ্রীবাসপণ্ডিতকে আমি নমস্কার

অথ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপার্ষদেভ্যো নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ সর্ব্বান্ গৌরাঙ্গপার্ষদান্ তদ্ভুক্তাবশেষেণ পূজয়েৎ। সন্দর্ভবিস্তার ভয়াত্তেষাং ধ্যানমন্ত্রাদিকং ন লিখ্যতে ॥ ২১৬ ॥

অথোজ্জ্বলরসেপ্সূনাং স্বকীয়রসমিচ্ছতাং।
জনানাং প্রীতয়ে বক্ষ্যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার্চ্চনং ॥ ২১৭ ॥
মিশ্রান্তঃপুরকে রম্যে দিব্যশ্রীমণিমন্দিরে।
স্মরামি প্রিয়য়া সার্দ্ধং গৌরং বল্লবীবল্লভং ॥ ২১৮ ॥
ওঁ রুক্মবর্ণং চিদানন্দং কর্ত্তারং জগতাং বিভুং।
বিশ্বেশং বিশ্বরূপঞ্চ বিশ্বকৃদ্বিশ্বভাবনং।
দ্বিভুজং দিব্যরূপঞ্চ পুরুষং পুরুষোত্তমং।
বিদগ্ধং ললিতং সৌম্যং নাগরং নাগরীপ্রিয়ং।
গোবিন্দং গোকুলাধ্যক্ষং গোবিপ্রসুরপালকং।
স্মরামি সততং দেবং বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়ং প্রভুং ॥ ২১৯ ॥

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পূজয়েৎ ॥

করি। ২১৫। অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা গৌরভুক্তাবশেষে তদীয় পার্ষদবৃন্দের পূজা করিবে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের ধ্যানমন্ত্রাদি লেখা হইল না। ২১৬। অনন্তর স্বকীয় শৃঙ্গাররস-লিপ্সু জনগণের প্রীতির নিমিত্ত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার্চ্চন বলিতেছি। জগন্নাথ মিশ্রের রম্য অন্তঃপুরে মনোহর রত্নমন্দিরে, প্রিয়ার সহিত বল্লবীকুলবল্লভ গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২১৭। ।২১৮। "ওঁ রুক্ম-বর্ণ" হইতে "প্রভুং" পর্য্যন্ত বল্লবীবল্লভ গৌরাঙ্গের ধ্যান। তদর্থ,—উত্তপ্তস্বর্ণবর্ণ, জ্ঞানানন্দ, সর্ব্বকর্ত্তা, জগৎকারণ, বিশ্বেশ, বিশ্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বের আশ্রয়, দ্বিভুজ, দিব্যরূপ, পুরুষ, পুরুষোত্তম, রসিক, বিনোদ, বিষ্ণু, সৌম্যমূর্ত্তি, নাগরনাগরীপ্রিয়, গোবিন্দ, গোকুলাধ্যক্ষ, গো-বিপ্র-দেবপালক, দিব্যক্রীড়ারত, বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়, প্রভুকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি। ২১৯। এইরূপ ধ্যান করিয়া

অথ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়াধ্যানং।

ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শিখিপিচ্ছনিভাম্বরাং।
স্মেরাননাং ক্ষীণমধ্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শ্রীবিশ্বম্ভরবামস্থাং সুশীলাং চারুলোচনাং।
ধ্যায়েদ্বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাং॥ ২২০॥

ইতি ধ্যাত্বা "শ্রীঁ বিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ" ইত্যনেন মন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তবিধিনা সমভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং গায়ত্রীংচ যথাশক্তি জপ্তা প্রণমেৎ॥

গায়ত্রী যথা।

শ্রীঁ বিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ বিদ্মহে ভক্তিরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

প্রণামশ্চায়ং।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং ভক্তাভীষ্টপ্রসাধিনীং।
সনাতনসুতাং দেবীং প্রণমামি হরিপ্রিয়াং॥ ২২১॥

অথ শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াধ্যানং।

ওঁ শুদ্ধস্বর্ণরুচিং দিব্যং দ্বিভুজং বিশ্বমোহনং।
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং নীলাম্বরবিধারিণীং।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূজা করিবে। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান। "ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং" হইতে "ভূষিতাং পর্য্যন্ত ধ্যান। তদর্থ,— উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের আভা, ময়ূরপুচ্ছের বর্ণসদৃশ বসন পরিধানা, সুহাস্যবদনা, মধ্যদেশক্ষীণা (মাজা কৃশ) উন্নতপয়োধর-যুগলা, সুশীলা, মনোহরলোচনা, নানালঙ্কারে ভূষিতা, শ্রীবিশ্বম্ভরের বামস্থিতা, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধ্যান করিবে। ২২০। এইরূপ ধ্যানানন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। গায়ত্রী মূল গ্রন্থে দেখ। প্রণাম মন্ত্রের অর্থ এই,—তপ্তকাঞ্চন

শুক্লাম্বরধরং দেবং সুস্মেরবদনাম্বুজং।
করীন্দ্রগমনাং তন্বীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
বিস্তীর্ণবক্ষসং রম্যং বনমালাবিভূষিতং।
পদাবলম্বিচিকুরাং মৃদুমন্দমধুস্মিতাং।
নাগরং নাগরীলুব্ধং নায়কং লোকরঞ্জনং।
নানাভূষান্বিতাং রম্যাং চকোরাক্ষীমচঞ্চলাং।
যজ্ঞসূত্রধরং দিব্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রসুশোভিতং।
নানাভাবধরাং দেবীং গৌরবামস্থিতাং শুভাং।
ভজামি গৌরগোবিন্দং ভূশক্ত্যা সহিতং প্রভুং॥

ইতি ধ্যাত্বা "ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সম্পূজ্য প্রণমেৎ।

গৌরাঙ্গী, ভক্তসকলের অভীষ্টপ্রসাধিনী, হরিপ্রিয়া, সনাতন-সুতা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রণাম করি। ২২১। অনন্তর শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান বলিতেছেন। "ওঁ শুদ্ধস্বর্ণরুচিং" হইতে "প্রভুং" পর্য্যন্ত ধ্যান। তদর্থ এই,—পবিত্র স্বর্ণের ন্যায় মনোহর অঙ্গকান্তি, দ্বিভুজ, বিশ্বমোহন। তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী, নীলাম্বর পরিধানা। শুক্লাম্বরধারী, দেব, সহাস্যবদনাম্বুজ। করীন্দ্রগমনী, কৃশাঙ্গী উন্নত-পয়োধরা। বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থল, রমণীয় বনমালা (পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গ্রথিত চরণাবলম্বী মালা) বিভূষিত। চরণাবলম্বিকুন্তলা, সুমধুর মৃদুহাস্যান্বিতা। নাগর, নাগরীলুব্ধ, নায়ক, সর্ব্বলোক-রঞ্জন-কারী। নানাভূষান্বিতা, রমণীয়া, চকোরলোচনী, অচঞ্চলা। যজ্ঞ-সূত্রধারী, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (হরিমন্দিরাকৃতি তিলক) সুশোভিত। নানা-ভাবধারিণী, ক্রীড়ারতা, গৌরবামস্থিতা, মঙ্গলদায়িনী। ভূশক্তি সহিত প্রভু গৌর গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া, মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূজা করিয়া প্রণাম

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

নমস্তে গৌরগোবিন্দ নাগরীকুলনাগর।
বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়াধীশ প্রিয়েশ প্রিয়কৃৎ প্রভো॥

অথ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াভুক্তাবশেষনৈবেদ্যেন বিষ্ণুপ্রিয়ায়াঃ সহচরীঃ পূজয়েৎ। গ্রন্থবাহুল্যভয়াত্তাসাং ধ্যানাদিকং ন বর্ণ্যতে॥ ২২২॥

অথ শ্রীমদ্গৌরবিশ্বম্ভরস্যাষ্টকালীনা লীলা স্মরণীয়া।

তত্রৈবাষ্টকালনিরূপণং।

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টৌ কালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চত্বারোঽহ্নি প্রাতরাদ্যা এষাং শেষা নিশা স্মৃতা।
ঋতুদণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ মাত্রদণ্ডকৌ।
কালে কালে প্রভোর্লীলা স্মরণীয়া চ মানসৈঃ॥ ২২৩॥

করিবে। প্রণামের অর্থ এই,—হে গৌরগোবিন্দ! হে নাগরীকুল নাগর! হে বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়াধীশ! হে প্রিয়েশ! হে প্রিয়কারিন্! হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার। ইতি। অনন্তর গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ভোজনাবশেষ নৈবেদ্যদ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহচরী সকলকে পূজা করিবে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাঁহাদের ধ্যানাদি বর্ণিত হইল না। ২২২। অনন্তর শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের অষ্টকালীনলীলা স্মরণ বলিতেছেন। সেই স্থলে অষ্টকাল নিরূপণ করিতেছেন। রাত্রির অন্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ছয় ঘটিকাত্মক কাল, শয়ন হইতে উত্থানআদির কাল। সূর্য্যোদয়ের পর ছয় ঘটিকাত্মক কাল, স্নানাদির কাল। তদনন্তর পূর্ব্বাহ্নে ছয় ঘটিকাত্মক কাল, নিজ ও ভৃত্যগণভবনে বিলাসাদির কাল। মধ্যাহ্ন হইতে দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল, ভক্তগণ সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণ কীর্ত্তনবিলাস প্রভৃতি। অপরাহ্নে ছয় ঘটিকাত্মক কাল, মায়াপুর নবদ্বীপে পরিভ্রমণাদি। তদনন্তর সায়ং ছয় ঘটিকাত্মক

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যাকেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সান্ন্যৈর্যয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ-
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজং॥ ২২৪॥
রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ স্বরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্ণে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্ণকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু॥ ২২৫॥
রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাং।

কাল, স্বভবনে বিহারাদি। তদনন্তর প্রদোষে ছয়দণ্ডাত্মক কাল, শ্রীবাসগৃহে ভক্তগণসহিত শ্রীহরিকথালাপাদি। তাহার পর নিশায় দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল, শ্রীবাসভবনে কীর্ত্তনাদি সমাপন পূর্ব্বক, স্বগৃহে প্রত্যাগমনানন্তর নিজশয্যায় শয়ন প্রভৃতি। এই অষ্টকাল। মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলা কালে কালে মানসে স্মরণীয়।২২৩। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর চরণসেবা শিব ব্রহ্মা প্রভৃতিরও অগম্য। ঐ সেবা কেবল তাঁহার নিজভক্তগণই করেন। এক্ষণে ঐ সেবা যে প্রকারে অন্য ব্যক্তিও লাভ করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্য প্রভুর অষ্টকাল লীলা স্মরণ সবিস্তারে কীর্ত্তিত হইতেছে। ঐ সেবা সজ্জন সকল মনে মনে স্মরণ করিবেন। আমি তদীয় শ্রীমন্নবদ্বীপের প্রাত্যহিক চরিত্রকে নমস্কার করি।২২৪। যিনি নিশান্ত সময়ে শয়ন হইতে উত্থান, প্রাতঃকালে সুরনদীস্নান, পূর্ব্বাহ্ণে স্বগণসম্মিলন, মধ্যাহ্নে ভক্তসকলের সহিত উপবনে বিহার, অপরাহ্নে নগর পরিভ্রমণ, সায়াহ্নে স্বভবনগমন, প্রদোষকালে শ্রীবাসগৃহে গমন, নিশাতে স্বগৃহে গমন ও মনোহর শয্যায় শয়ন, এই সকল লীলা করিয়া থাকেন, সেই গৌরবিধু আমাদিগকে রক্ষা অর্থাৎ স্বভক্তিদানে

গত্বান্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ স্বস্তিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৬ ॥
প্রাতঃ স্বঃসরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি-
স্তাং সংপূজ্য গৃহীতচারুবসনঃ স্রকচন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণুসমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
দ্বিত্রং চান্যগৃহে ক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৭ ॥
পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৮ ॥

বাঁচান। ২২৫। নিশান্তে কোকিল ও কুক্কুটাদি পক্ষীধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক স্বশয্যা হইতে গাত্রোত্থানানন্তর স্বপত্নী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত রসকথালাপ, সম্ভাষণ দ্বারা তদীয় সন্তোষ বিধান করিয়া, গৃহত্যাগানন্তর স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক পরিষ্কৃত ধরাসনে উপবেশন করিয়া নির্ম্মল জলে শ্রীমুখধৌত ও জননী প্রভৃতিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া থাকেন, সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি। ২২৬। যিনি প্রাতঃকালে নিজ পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া, গঙ্গাবগাহন পূর্ব্বক পুষ্পাদি আহরণ করিয়া গঙ্গাদেবীর পূজা করণানন্তর মনোহর বসন পরিধান ও মাল্য (তুলসীকাষ্ঠ মালা) চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে গমন পূর্ব্বক, তদীয় অর্চ্চনানন্তর স্বগণসহিত প্রসাদ ভোজন করিয়া আচমন পূর্ব্বক মনোমুগ্ধকর তাম্বূল ভক্ষণানন্তর অপর গৃহে কিঞ্চিৎকাল শয়ন করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২২৭। যিনি পূর্ব্বাহ্নে শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবাসিত জল দ্বারা মুখপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া, ভক্তগণের সহিত আনন্দসহকারে কখন স্বভবনে কখন বা শ্রীবাসাদি ভক্তসকলের ভবনে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পুরবাসীগণের আনন্দাতিশয় বর্দ্ধন করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়দ্ভির্ভৃশং
সাদ্বৈতেন্দুগদাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধূতঃ প্রভুঃ।
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈর্ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২২৯ ॥
যঃ শ্রীমানপরাহ্লকে সহগণৈস্তৈ স্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়ুপৌ
মাত্রাদূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩০ ॥
যস্ত্রিস্রোতসি সায়মাপ্তনিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিতসৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎসময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং
ভুক্ত্বান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩১ ॥

স্মরণ করি। ২২৮। যিনি মধ্যাহ্নকালে স্বীয় পরিকরবৃন্দের সহিত উদ্বাহু হইয়া অত্যন্তরূপে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, অদ্বৈতচন্দ্র, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীল অবধূত প্রভু নিত্যানন্দ এবং বংশীবদন প্রভৃতির সঙ্গে মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে শিশিরিত ভৃঙ্গ-বিহগাদির কলরবে প্রমোদিত ভাগীরথী-তীরবর্ত্তিআরামে (বাগানে) শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ভ্রমন করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২২৯। যিনি অপরাহ্লে প্রিয়সহচরগণের সহিত ত্রিজগতের মঙ্গলসাধন করিতে করিতে, উদ্যান হইতে আলয়ে আগমন করেন, যিনি পুরবাসি সকলের নয়নচকোরের পূর্ণশশধর, মাতা শচীদেবী দ্বারদেশে যাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন ও দর্শনে আনন্দিত হন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩০। যিনি সায়াহ্ন সময়ে স্বীয়ভক্ত-বৃন্দের সহিত সুরনদী স্নান করিয়া, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পুষ্প, দীপ, পট্টবসন ও মাল্যচন্দনাদি দ্বারায় অর্চ্চিত হইয়া, তৎকালোচিত শ্রীবিষ্ণুর পূজা করণানন্তর অন্নাদি ভোজন করিয়া উত্তম তাম্বূল সেবন করেন,

যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাপীযূষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দসমাকুলশ্চটুলধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তনমূর্দ্ধমুদ্যমপরস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩২ ॥
শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
ন্নুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরত্যুল্লসন্।
ভ্রাম্যন্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বাগারে শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেঽষ্টকালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধোর্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীত্যান্বিতো যঃ পঠেৎ
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ২৩৪ ॥

আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩১। যিনি প্রদোষকালে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র, গদাধর, ছকড়িমাধবাত্মজ বংশীবদনাদি ভক্তনিচয়ের সহিত শ্রীবাসগৃহে হরিকথামৃত আস্বাদন করিতে করিতে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া, উদ্দণ্ড নর্ত্তন ও উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করেন, আমি সেই সঙ্কীর্ত্তন লম্পট গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩২। যিনি নিশাকালে শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় ও শ্রীলগদাধরাদি নিজজনগণের সহিত তালমানাদিসহ উচ্চ মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করণা-নন্তর স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক শয়ন করেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি। ২৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গবিধুর স্বধাম নবদ্বীপে অষ্ট কালোদ্ভবা এই লীলা, সজ্জনব্যক্তি শ্রীগোকুলচন্দ্রের লীলাস্মরণের অগ্রে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলে অবশ্যই গৌরচন্দ্রের কৃপাভাজন হইবেন। আর প্রীতিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি নিত্য এই গৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তির উপর গৌরাঙ্গদেব প্রসন্ন হন, এমন যে করুণাময় গৌরহরি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণবল্লভ,

অথ গৌরবিশ্বম্ভরাবতারঃ।

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসিজগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বমিতি।

সপ্তমস্কন্ধীয়পদ্য প্রমাণাৎ শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরাবতারশ্ছন্নঃ সিদ্ধঃ। গতকলেরভিপ্রায়াৎ প্রতিকলৌ তদবতারঃ প্রাচীনৈঃ স্বীকৃতঃ। তস্মাত্তদ্ধ্যানাদিকং সর্ব্বং ছন্নমিতি জানীয়াৎ। কেচিত্তদ্ভক্তাস্তৎকৃপয়ৈব সর্ব্বং জানন্তি। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গাবতারসিদ্ধৌ তৎপরিবারাদীনামবতারঃ সিদ্ধইতি ভক্তা অনুভবন্তি। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা

তাঁহাকে আমি স্মরণ করি, স্তব করি, প্রণাম করি। ২৩৪। অনন্তর গৌরবিশ্বম্ভর অবতার বলিতেছেন। হে মহাপুরুষ! আপনি এইরূপে মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্যাদি অবতার দ্বারা লোক সমূহের পালন এবং যে সকল ব্যক্তি জগতের প্রতিকূলাচারী, সেই সকলের বিনাশ আর যুগে যুগে যে ধর্ম্ম অনুবৃত্ত হয়, তাহা পরিরক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু কলিযুগে আপনি ছন্ন হন, ঐ যুগে ঐ সকল করেন না; বস্তুতঃ আপনি বহিরীশ্বরভাবে যুগত্রয়ে আবির্ভূত হন, এইজন্য ত্রিযুগ বলিয়া আপনি প্রসিদ্ধ। এই সপ্তম স্কন্ধের পদ্য প্রমাণে শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরাবতার ছন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল। "অভবৎ" ক্রিয়াদ্বারা গত কলির অভিপ্রায় প্রকাশ হইতেছে হউক। গত কলির অভিপ্রায়হেতুই প্রতি কলিতেই গৌরবিশ্বম্ভরের অবতার প্রাচীনেরা স্বীকার করেন। সেই কারণ তদীয় ধ্যানাদি সমস্তই ছন্ন জানিতে হইবে। তাঁহার কতকগুলি ভক্ত তদীয় কৃপায় সকল জানেন। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ অবতার প্রমাণে, তদীয় পরিকরাদির অবতার সিদ্ধ হয়, ইহা ভক্তগণ অনুভব করেন। আমি যে আত্মা সে আমি কেবল বেদবাক্যাদি দ্বারা কি মেধাদ্বারা কি বহু শ্রবণ দ্বারা

শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং। যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ। ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়মিত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনং তত্রৈবানুস্মর্ত্তব্যং। শ্রীকৃষ্ণপূজায়াশ্চোত্তরং শ্রীগৌরাঙ্গার্চ্চনমিতি কেচিৎ বৈষ্ণবাঃ॥ ২৩৫॥

অথাবাহনাদি মুদ্রা।

হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকামূলপর্ব্বণোঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রাত্বাবাহনী স্মৃতা॥ ২৩৬॥
এষৈবাধোমুখীমুদ্রা স্থাপনী শস্যতে বুধৈঃ॥ ২৩৭॥
উন্নতাঙ্গুষ্ঠযোগেন মুষ্টীকৃতকরদ্বয়া।
সন্নিধীকরণীনামমুদ্রা দেবার্চ্চনে বিধৌ॥ ২৩৮॥

লভ্য নহি। যিনি আমাকে ভক্তিদ্বারা বরণ করেন, তিনি আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। আমি তাহাকে স্ব স্বরূপ দেখাই। এই অভিপ্রায় আর মদীয়স্বরূপ, সত্ত্ব, গুণ ও কর্ম্ম যে প্রকার, আমার অনুগ্রহে এই সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার হউক! ভক্তি দ্বারাই ভক্ত আমার স্বরূপ প্রভৃতি যথার্থরূপে জানিতে পারেন। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বাধারে প্রকাশ হই না। আমি যোগমায়া সমাবৃত। আমি অজ ও অব্যয়। মূঢ় অর্থাৎ ভক্তিহীন ব্যক্তি মদীয় এই ভাব জানিতে সমর্থ নহে। ভক্তই ভক্তিদ্বারা আমার অবতার প্রভৃতি জানিতে পারেন। ইত্যাদি শ্রীভগবানের বাক্য সেইস্থানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ পূজার পর শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা কতকগুলি বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। ২৩৫। দুই হস্ত সরল পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অনামিকাঙ্গুলীদ্বয়ের মূলদেশে নত করার নাম আবাহনী মুদ্রা। ২৩৬। ঐ মুদ্রাকে অধোমুখী করিলেই স্থাপনী মুদ্রা হইয়া থাকে। ২৩৭।

অঙ্গুষ্ঠগর্ব্ভিণী চৈব মুদ্রা স্যাৎ সংনিরোধিনী ॥ ২৩৯ ॥
উত্তানমুষ্টিযুগলা সংমুখীকরণী মতা ॥ ২৪০ ॥
অঙ্গেরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী ভবেৎ ॥ ২৪১ ॥
অন্যোন্যাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিতকরদ্বয়া।
মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা ন্যূনাধিকসমাপনী ॥ ২৪২ ॥
কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা তথাঙ্গুষ্ঠান্তরেঽগ্রতঃ।
গোপিতাঙ্গুষ্ঠমূলেন সন্নতা মুকুলীকৃতা।
করদ্বয়েন মুদ্রা স্যাৎ শঙ্খাখ্যেয়ং সুরার্চ্চনে ॥ ২৪৩ ॥
অন্যোন্যাভিমুখস্পর্শব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েৎ।
অঙ্গুলীভিঃ প্রযত্নেন মণ্ডলীকরণং মুনে।
চক্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা গদাপদ্মৌ ততঃ পরং ॥ ২৪৪ ॥
অন্যোন্যাভিমুখশ্লিষ্টাঙ্গুলী প্রোন্নতমধ্যমা।
অঙ্গুষ্ঠদ্বিতয়ং মধ্যে দত্ত্বাপি পরিতঃ করৌ।

দুইকর মুষ্টিকাবদ্ধ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলেই সন্নিধিকরণী মুদ্রা হয়। ২৩৮। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রক্ষাপূর্ব্বক মুষ্টিবদ্ধ করার নাম সংনিরোধিনী মুদ্রা। ২৩৯। দুইকর মুষ্টি করিয়া তাহাকে উত্তানীকৃত (চিৎ) রাখিলে সংমুখীকরণীমুদ্রা হইয়া থাকে। ২৪০। দেবতার হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস করার নাম সকলীকরণীমুদ্রা। ২৪১। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ পূর্ব্বক করদ্বয় বিস্তার করিলে মহামুদ্রা হয়। এই মহামুদ্রা কার্য্যের ন্যূনাধিকতা দোষ নষ্ট করে। ২৪২। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা মুষ্টি করিয়া তর্জ্জনীকে সরলভাবে রক্ষাপূর্ব্বক, তাহার মূলে বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগগোপিত করিলে শঙ্খ-মুদ্রা হয়। দুই হস্তেই এই মুদ্রা হইতে পারে। ২৪৩। অধোমুখ স্থিত বামহস্তের উপরে উত্তানীকৃত দক্ষিণহস্ত রাখিয়া অঙ্গুলী সকলের পরস্পর অভিমুখ স্পর্শের নাম চক্রমুদ্রা। তাহার পর গদা পদ্ম-মুদ্রা। ২৪৪। অঙ্গুলী সকল পরস্পর সম্মুখীন ও সংলগ্ন পূর্ব্বক,

মণ্ডলীকরণং সম্যগঙ্গুলীনাং তপোধন।
পদ্মমুদ্রা ভবেদেষা ধেনুমুদ্রা ততঃ পরং॥ ২৪৫॥
অনামিকে কনিষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ মধ্যমে।
অন্যোন্যাভিমুখশ্লিষ্টে ততঃ কৌস্তুভসংজ্ঞিতা॥ ২৪৬॥
কনিষ্ঠেঽন্যোঽন্যসংলগ্নেঽভিমুখে চ পরস্পরং।
বামস্য তর্জ্জনীমধ্যে সব্যনামিকয়োরপি।
বামানামিকসংস্পৃষ্টতর্জ্জনীমধ্যশোভিতা।
পর্য্যায়েণ ততাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ী কৌস্তুভলক্ষণা॥ ২৪৭॥
কনিষ্ঠান্যোঽন্যসংলগ্না বিপরীতবিযোজিতা।
অধস্তাৎ প্রাপিতাঙ্গুষ্ঠা মুদ্রা গারুড়সংজ্ঞকা॥ ২৪৮॥
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমানামিকা দ্বয়া।
কনিষ্ঠানামিকামধ্যাতর্জ্জন্যগ্রকরদ্বয়ী।
মুনে শ্রীবৎসমুদ্রেয়ং বনমালা ভবেত্ততঃ॥ ২৪৯॥
কনিষ্ঠানামিকামধ্যামুষ্টিরুত্তানতর্জ্জনী।
পরিভ্রান্তা শিরস্যচ্চেস্তর্জ্জনীভ্যাং দিবৌকসঃ।

মধ্যমাঙ্গুলীকে উন্নত করার নাম গদামুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রাখিয়া, চতুর্দ্দিকে অপর অঙ্গুলীনিচয় দ্বারা মণ্ডলাকার করিলে পদ্মমুদ্রা হয়। তাহার পর ধেনুমুদ্রা। ২৪৫। অনামিকাদ্বয় কনিষ্ঠাদ্বয়ের সহিত এবং মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় তর্জ্জনীদ্বয়ের সহিত অগ্র অগ্রভাগে সংলগ্ন করার নাম ধেনুমুদ্রা। ২৪৬। কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর অভিমুখে সংলগ্ন পূর্ব্বক বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনা- মিকাতে যোগ করিয়া বামহস্তের অনামিকাতে তর্জ্জনী মধ্যমারক্ষা করণানন্তর পর্য্যায়ক্রমে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বিস্তার করিলে কৌস্তুভ মুদ্রা হয়। ২৪৭। হস্তদ্বয় বিপরীতভাবে রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরস্পর সংলগ্ন হইলে নিম্নভাগে অঙ্গুষ্ঠ বিন্যস্ত করিলে গরুড় মুদ্রা হয়। ২৪৮। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থানে মধ্যমা ও অনামিকা রাখিয়া কনিষ্ঠা

মুদ্রাযোনিঃ সমাখ্যাতা সঙ্কোচিতকরদ্বয়ী।
তর্জ্জন্যোশ্চাদিমধ্যান্তঃস্থিতানামিকযুগ্মিকা।
মধ্যমূলস্থিতাঙ্গুষ্ঠা সেয়ং শস্তার্চ্চনে মুনে॥ ২৫০॥
এতাভিঃ সপ্তভিশ্চৈব দশভিশ্চ বিচক্ষণঃ।
যঃ কৃষ্ণমর্চ্চয়েন্নিত্যং মোদয়েৎ স সুরেশ্বরং।
দ্রাবয়েদপি বিপ্রেন্দ্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্নুয়াৎ॥ ২৫১॥

কচিচ্ছ।

মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।
মুদ্রাস্তাঃ কথিতাঃ সদ্ভির্দেবসান্নিধ্যদায়িকাঃ॥ ২৫২॥
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ শক্তৌ করয়োরিতরেতরং।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নবর্জ্জিতা।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শস্তা গোপালপূজনে॥ ২৫৩॥

ও অনামিকার মধ্যে তর্জ্জনী বিন্যস্ত করিলে শ্রীবৎস মুদ্রা হয়। ২৪৯। কনিষ্ঠাকে অনামিকার মধ্যে রাখিয়া করদ্বয় মুষ্টি পূর্ব্বক উত্তানীকৃত তর্জ্জনীদ্বয় দেবতার মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইলেই বনমালামুদ্রা হয়। তর্জ্জনীদ্বয়ের মধ্যস্থানে অনামিকাদ্বয় অগ্রেঅগ্রে সংলগ্ন পূর্ব্বক, মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন করিলে যোনি মুদ্রা হয়। ২৫০। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সপ্তদশ মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি সুরেশ্বরকে আহ্লাদিত ও শত্রুগণকে পরাভূত করেন এবং তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়। ২৫১। ঐ বিষয় অন্যস্থানে বলিয়াছেন। যদ্দারা দেবতাগণের মোদন, পাপ-নিচয়ের দ্রাবণ হয়, দেবসন্নিধিকারক সেই ক্রিয়া বিশেষকেই পণ্ডিতগণ মুদ্রা বলিয়া থাকেন। ২৫২। সরল বামকরতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এবং দক্ষিণকরতলে বামকরের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা রক্ষাপূর্ব্বক বামাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্র ও দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্রের সহিত বামকনিষ্ঠাগ্র সংযোগ করিলেই

বনমালাভিনয়বৎ করাভ্যামাগলাদধঃ।
জানুপর্য্যন্তমিত্যেষা মুদ্রা স্যাদ্বনমালিকা ॥ ২৫৪ ॥
ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা।
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংসক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ্য চালিতাঃ।
বেণুমুদ্রেহ কথিতা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ ॥ ২৫৫ ॥
অঙ্গুলিসংহতাঃ কৃত্বা করয়োর্বামদক্ষয়োঃ।
বামনাসাসমাযুক্তা দক্ষপাণিকনিষ্ঠিকা।
দক্ষস্য মধ্যমাক্রান্তা বামহস্তস্য তর্জ্জনী।
বামমধ্যময়াক্রান্তা দক্ষহস্তস্য তর্জ্জনী।
সংযুতৌ কারয়েদ্বিদ্বানঙ্গুষ্ঠাবুভয়োরপি।
ধেনুমুদ্রা নিগদিতা গোপিতা সাধকোত্তমৈঃ ॥ ২৫৬ ॥
করৌ সংপুটিতৌ কৃত্বা বামপাণিকনিষ্ঠিকা।
নিষ্পীড্য দক্ষপাণিস্থ দক্ষিণাঙ্গুলিভির্দৃঢ়ং।
তথা বাগাঙ্গুলিভবৈরতিগাঢ়ং নিপীড়য়েৎ।
ইতীয়ং বিল্বমুদ্রা স্যাৎ প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে ॥ ২৫৭ ॥

গালিনী মুদ্রা হয়। ২৫৩। করদ্বয়কে দেবের জানু পর্য্যন্ত মালার ন্যায় লম্বমানভাবে রক্ষা করিলেই বনমালামুদ্রা হয়। ২৫৪। ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্নপূর্ব্বক ঐ করেরই কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠার সহিত সংযুক্ত করণানন্তর দক্ষিণকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ পূর্ব্বক তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ও সঞ্চালিত করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়। ২৫৫। উভয় হস্তের অঙ্গুলী সমুদায় সংহত পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বামনাসা সংযুক্ত করিয়া, বামহস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণহস্তের মধ্যমার সহিত সংযোগ করণানন্তর, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বামহস্তের মধ্যমার সহিত সংযুক্তপূর্ব্বক, উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠা পরস্পর সংযুক্ত করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়। ২৫৬। করদ্বয়

কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ।
অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ।
বামকনিষ্ঠয়া দক্ষ-কনিষ্ঠাঞ্চ নিপীড্য চ।
বামানামিকয়া দক্ষ-তর্জ্জনীঞ্চ নিপীড়য়েৎ।
বামাঙ্গুলত্রয়োপরি কুর্য্যাদ্দক্ষিণহস্তকং।
তথৈব বামতর্জ্জন্যা দক্ষহস্তাঙ্গুলিত্রয়ং।
একত্র যোজিতং কৃত্বা মুদ্রা স্যাৎ কৌস্তুভাত্মিকা ॥২৫৮॥
দক্ষিণে মণিবন্ধে চ বামাঙ্গুষ্ঠং নিযোজয়েৎ।
মুদ্রেয়ং কৌস্তুভাখ্যোক্তা দর্শনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ২৫৯ ॥
কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ।
তর্জ্জন্যুপরি বামঞ্চ ন্যসেৎ করতলং ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চালনীয়ৌ চ মৎস্য মুদ্রেবমীরিতা ॥ ২৬০ ॥
করৌ সংপুটিতৌ কৃত্বা মণিবন্ধৌ সুযোজিতৌ।
অঙ্গুষ্ঠে চ কনিষ্ঠে চ প্রবিধায় সুযোজিতে।

সংস্থাপিত পূর্ব্বক দক্ষিণকরের অঙ্গুলীসকল দ্বারা বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলি নিষ্পীড়িত করিয়া বামাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা ঐরূপে দক্ষিণকরের কনিষ্ঠাকেও নিষ্পীড়ন করিলেই বিল্বমুদ্রা হয়। ২৫৭। দক্ষিণহস্তের উপর বাম-করতল স্থাপন করিয়া, দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা বামকরের পৃষ্ঠে এবং বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দক্ষিণকরের পৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক বামকনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ তর্জ্জনী নিষ্পীড়ন এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠা দ্বারা বামতর্জ্জনী নিষ্পীড়ন করিয়া, বামাঙ্গুলিত্রয়ের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপন এবং দক্ষিণাঙ্গুলিত্রয়ের উপর বামহস্ত স্থাপন করিলেই কৌস্তুভ মুদ্রা হয়। অথবা দক্ষিণ মণিবন্ধে (কব্জায়) বামাঙ্গুষ্ঠ নিয়োগ করিলেই ঐ মুদ্রা হয়। ২৫৮। ২৫৯। দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠনিচয় সমান করিয়া বামকরে স্থাপন পূর্ব্বক তর্জ্জনীর উপর বামকরতল স্থাপন করণানন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরিচালন করিলেই মৎস্যমুদ্রা হইয়া থাকে।

শেষা অঙ্গুলয়ঃ সর্ব্বা উভয়োর্ব্বামভঙ্গুরঃ।
পরস্পরমসংলগ্না শূন্যমধ্যে চ কারয়েৎ।
উক্তা কলস-মুদ্রেয়ং গোপালার্চ্চাবিধৌ শুভা॥ ২৬১॥
কৃত্বেতরে করতলে অন্তরাঙ্গলিসংযুতে।
অন্যোন্যমতিসংলগ্নে অঙ্গুষ্ঠান্তরমাহিতে।
কথিতা কূর্ম্মমুদ্রেয়ং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ২৬২॥
আকুঞ্চিতং ততঃ কৃত্বা বামাঙ্গুলিচতুষ্টয়ং।
প্রসার্য্য চ তদঙ্গুষ্ঠং দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীং দক্ষাং তদঙ্গুষ্ঠঞ্চ মন্ত্রবিৎ।
শঙ্খমুদ্রেয়মুদিতা দর্শনাৎ পাপনাশিনী॥ ২৬৩॥
কায়েন মনসা বাচা বুদ্ধ্যাবুদ্ধ্যা চ যৎকৃতং।
ইহ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ অথবা পাপসঞ্চয়ং।
ইমাং জানন্ যো জনস্তম্মুঞ্চত্যাশু ন সংশয়ঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি প্রণমন্তি তথা জনাঃ॥ ২৬৪॥
সর্ব্বত্রৈকান্তভক্তাশ্চ স্নানপূজাজপাদিষু।
নেচ্ছন্তি মোদনীং মুদ্রাং দ্রাবণীং কল্মষাদীনাং॥ ২৬৫॥

২৬০। করদ্বয় সংপুটিত করিয়া মণিবন্ধ দুইটি একত্র সংযোগপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও কনিষ্ঠাদ্বয় যোজিত করণানন্তর অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল বামভগ্ন ও পরস্পর অসংলগ্নভাবে শূন্যমধ্যে স্থাপনের নাম কলস মুদ্রা। ২৬১। উভয় করতলে অন্তরাঙ্গুলি সংযুক্তপূর্ব্বক পরস্পর দৃঢ়ভাবে অঙ্গুষ্ঠান্তর সংলগ্ন করিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হয়। ২৬২। বামাঙ্গুলি চতুষ্টয় আকুঞ্চিত পূর্ব্বক ঐ হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা বেষ্টন করণানন্তর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রসারণ করিলেই শঙ্খমুদ্রা হইয়া থাকে। ২৬৩। মনুষ্য ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে কায়, বাক্য ও মন দ্বারা যে কিছু পাপসঞ্চয় করিয়াছেন, সেই সকল

ক্রিয়াং প্রাণেন্দ্রিয়াদীনাং সমর্প্য শ্রীহরেঃ পদে।
মোদয়েদ্ যো হরেশ্চিত্তং তস্য মুদ্রা কিমর্থিকা ॥ ২৬৬ ॥
যথা তরোঃ পল্লবাদ্যাস্তৃপ্যন্তি মূলসেচনে।
তথা কৃষ্ণার্চ্চনে বৎস তৃপ্যন্তি চ সুরাদয়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

অথ বহিঃপূজা।

ধ্যাত্বা ষোড়শসংখ্যাতৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ।
সম্যগারাধনং কৃত্বা বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৬৮ ॥
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৬৯ ॥
তত্র ত্বনেকশঃ সন্তি পূজাস্থানানি তত্র চ।
শ্রীমূর্ত্তয়ো বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ২৭০ ॥

পাপ এই মুদ্রার জ্ঞানে বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে দেবতা, মনুষ্য সকলেই প্রণাম করেন। ২৬৪। একান্ত ভক্তসকল স্নান, পূজা, জপ প্রভৃতি কোন কর্ম্মেই দেবমোদনী ও পাপাদি-বিনাশিনী মুদ্রাকে ইচ্ছা করেন না। ২৬৫। প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া প্রভৃতি শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি হরিকে আহ্লাদিত করিয়াছেন, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তির মুদ্রার প্রয়োজন কি? ২৬৬। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে পল্লবাদি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই দেবতা প্রভৃতি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, হে বৎস! ইহা তোমায় নিশ্চয় বলিলাম। ২৬৭। অনন্তর বহিঃপূজা বলিতেছেন। ধ্যানকরতঃ ষোড়শ প্রকার মানসোপচারে সম্যক্‌রূপে আরাধনা পূর্ব্বক বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। ২৬৮। হে ভগবন্! আমি বহিঃপূজা করিব, হে প্রভো! তদ্বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন? শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। ২৬৯। সেই সকল পূজা স্থানের মধ্যে আবার শ্রীমূর্ত্তি বহুপ্রকার। শালগ্রাম শিলাও নানাপ্রকার। ২৭০।

অথ পূজাস্থানানি।

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ভূতলে ন তু॥ ২৭১॥
সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্রপূজাপদানি মে॥ ২৭২॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাং।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্য হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাং॥
ধিষ্ণেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়েদর্চ্চেৎ সমাহিতঃ॥ ২৭৩॥

অনন্তর পূজা স্থান সকল বলিতেছেন। শ্রীশালগ্রামশিলায়, মন্ত্রে, যন্ত্রে, মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কৃত বেদিকাতেও প্রতিমা প্রভৃতিতে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে; কেবল ভূমিতলে করিবে না। ২৭১। সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায়ভূত এই একাদশ পদার্থ মৎ পূজার আধারস্বরূপ, এই কথা ভগবান্ কহিলেন। ২৭২। হে উদ্ধব! ত্রয়ী বিদ্যোক্ত সূক্ত উপস্থানাদি দ্বারা সূর্য্যেতে, ঘৃতাহুতিদ্বারা অগ্নিতে, অতিথি সৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণেতে, তৃণ প্রভৃতি দানদ্বারা গো সকলে আমার পূজা করিবে। বন্ধুর ন্যায় সৎকার দ্বারা বৈষ্ণবেতে, ধ্যাননিষ্ঠদ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জলাদিদ্রব্য দ্বারা জলে, স্থণ্ডিলাধিকরণক মন্ত্রন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে, ভোগ দ্বারা আত্মাতে, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমভাব দ্বারা সমস্ত ভূতে আমার অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে এই সকল অধিষ্ঠানেতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত আমার বিগ্রহে সমাহিত চিত্তে

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ ।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা ।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা ।
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরং ॥ ২৭৪ ॥
উদ্বাসাবাহনে ন্যস্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে ।
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ং ।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনং ॥ ২৭৫ ॥
শালগ্রামে স্থাবরে চ নাবাহনবিসর্জ্জনে ।
শালগ্রামশিলাদৌ হি নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।
আদিপদেন শ্রীমূর্ত্ত্যাদৌ ॥ ২৭৬ ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপং গোকুলোৎসবং ।
মনোজ্ঞং যষ্টুকামস্য মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ॥ ২৭৭ ॥

ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিবে। ২৭৩। অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি সকল বলিতেছেন। শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃচ্চন্দনাদিময়ী, লেখ্যা, (বস্ত্রাদ্যুপরিচিত্তময়ী ও গ্রন্থ) বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী, এই অষ্টপ্রকার আমার প্রতিমা। ইহাই কৃষ্ণের বাক্য। চল ও অচল এই দুই প্রকার প্রতিমাতে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ভগবান জীবের চেতনকারী। হে উদ্ধব! তন্মধ্যে স্থির প্রতিমার পূজাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। অস্থির প্রতিমার পূজাতে কোন কোন স্থানে আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে। চন্দনাদি নির্ম্মিত প্রতিমাকে বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জন করিবে, তদ্ভিন্ন প্রতিমাকে জলদ্বারা স্নান করাইবে। ২৭৪। ২৭৫। শালগ্রামশিলাদিতে অর্চ্চনা করিতে হইলে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিবে না; যেহেতু ইহাতে হরির নিত্য অধিষ্ঠান। আদি পদে শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি জানিতে হইবে। ২৭৬। যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর গোকুলের উৎসবস্বরূপমূর্ত্তি পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহে মূর্ত্তিপূজার বিধান লিখিতে অগ্রসর হইলাম। যদি বল, শালগ্রামই

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মাপ্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ॥

মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনাবশ্যকবিধিরয়ং তদেতন্মাধুর্য্যেঽনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেবতুচ্ছং মংস্যসে। তস্মাদেনামেব পশ্য অর্চ্চয়স্ব কীর্ত্তয়স্ব চেত্যাদ্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৭৮॥

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দান্মৃত্যুর্ব্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি। তমুহোচুঃ। কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কাস্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ। পাপ-

---

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান, অতএব শালগ্রাম শিলারই অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, তবে আর কেন মূর্ত্তিপূজার বিধান লিখিতে অগ্রসর হইতেছ? এই আশঙ্কা পরিহার জন্য কহিতেছেন। মনোজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির অলৌকিক রূপদর্শন করিলে, অনায়াসেই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং যাঁহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহাদিগের শ্রীমূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ২৭৭। অথ শ্রীকৃষ্ণ। হে সখে! যদি তোমার কুটুম্বগণের সহিত বাস-রঙ্গ করিতে বাসনা থাকে, তবে সুমধুর ঈষদ্ধাস্যান্বিত, ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিম-বিশাল-নয়নশালী, বংশীবদন, ময়ূরপুচ্ছ চূড়াধারী, কেশীতীর্থবিহারী গোবিন্দ নামা হরিতনু অবলোকন করিও না। এই নিষেধব্যাজ দ্বারা আবশ্যক বিধি বলিলেন, অর্থাৎ অবশ্যই দর্শন করিবে। গোবিন্দের মাধুর্য্যানুভব দ্বারা প্রাপঞ্চিকবিষয়াদি সমস্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। অতএব গোবিন্দমূর্ত্তি নিশ্চয় দর্শন, অর্চ্চন ও কীর্ত্তন কর ইত্যাদি অভিপ্রায়। ২৭৮। কৃষ্ণই পরমদেবতা, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পান, গোপীজনবল্লভের জ্ঞানদ্বারা সমুদায়

কর্ষণো গোভূমি বেদবিদিতো বেদিতাগোপীজনা বিদ্যাকলা প্রেরকস্তন্মায়াচেতি সকলং পরংব্রহ্ম তদেযাধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি। তে হোচুঃ। কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং হো তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং সুবিদিষতামাখ্যাহীতি। তদুহোবাচ হৈরণ্যঃ। গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিত্যাদি। কিঞ্চ। তত্রৈবাগ্রে। ভক্তিরস্য-ভজনং। তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যং। কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি গোবিন্দং সন্তং বহুধা ধারয়ন্তি গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে স্বাহাশ্রিতো-জগদেজয়ৎ স্বরেতাঃ ॥ ২৭৯ ॥

জ্ঞান হয়। মুনিগণ ব্রহ্মাকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কে? এই গোবিন্দ কে? গোপীজনবল্লভ কে? স্বাহা কে? ব্রহ্মা মুনিগণকে কহিলেন, পাপকর্ষণ জন্য কৃষ্ণ। যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদে বিদিত এবং ঐ সকলকে জানেন, তিনিই গোবিন্দ। গোপীজনার্থে অবিদ্যা কলা, অর্থাৎ অজ্ঞানাংশ তাহার বল্লভ, অর্থাৎ প্রেরক, এই অর্থে গোপীজন বল্লভ। স্বাহা শব্দে মায়া। এই সমস্ত পরমব্রহ্ম। যিনি তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) ধ্যান করেন, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা আস্বাদন করেন ও ভজন করেন, তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন। মুনি সকল স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার রূপ কি? তাঁহার আস্বাদন কি? তাঁহার ভজনই বা কি? সেই সকল আমরা সুন্দররূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, আমাদিগকে সমস্তই বলুন? ব্রহ্মা মুনিগণকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, মুনিগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, যিনি গোপবেশ, নবনীরদশ্যামবর্ণ, কিশোরাকৃতি, কল্পবৃক্ষমূলে বিরাজিত, তিনিই সর্ব্বোপাস্য পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই ভজন, ইহলোক ও পরলোক এতদুভয়ের উপাধি পরিত্যাগানন্তর শ্রীকৃষ্ণে মনের ধারণা করার নামই ভক্তি; ঐ ভক্তিরই নাম কর্ম্মশূন্যতা। ব্রাহ্মণ

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেন নবধাভক্তিলক্ষণৈঃ।
ভজন্তি ব্রাহ্মণা নিত্যং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণং ॥ ২৮০ ॥
তমালশ্যামলং নৌমি শ্রীরাধামুরলীধরং।
সর্ব্বমাধুর্য্যসারং শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণং ॥ ইতি ॥

অথ শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনস্য ধ্যানং।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনাবেষ্টিতং শুভং।
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষসুশোভিতং ॥
নানাবর্ণৈঃ কুসুমিতং তদ্রেণুপরিপূরিতং।
ধ্যায়েচ্ছুদ্ধমনা নিত্যং গোবিন্দস্থানমব্যয়ং ॥ ইতি ॥
তত্র যোগপীঠে দিব্যে স্বগণৈর্বেষ্টিতং হরিং।
পূজয়ন্তি সদা ভক্ত্যা বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ ॥
কেচিন্নন্দালয়ে কেচিদ্বিপিনে সুমনোহরে।
কেচিদ্যোগপীঠে রম্যে কেচিত্তৎ প্রিয়গোষ্ঠকে ॥
পূজয়ন্তি সদা ভক্তাঃ কৃষ্ণং তন্ত্রানুসারতঃ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথাশৃণু ॥ ইতি ॥

সকল সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহু প্রকারে অর্চ্চনা করেন, নিত্যস্বরূপ গোবিন্দকে নানারূপে ধ্যান করেন, আর গোপীজনবল্লভ সমস্ত ভুবন পালন করিতেছেন। স্বাহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক নিজ হইতে উদ্ভূত জগৎ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ২৭৯। ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণ সকল শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দ্বারা নিত্য অক্লেশ-কারী কৃষ্ণের ভজনা করেন)। ২৮০। তমালের ন্যায় শ্যাম-বর্ণ, সমস্ত মাধুর্য্যের সারস্বরূপ, শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীরাধামুরলী-ধরকে আমি নমস্কার করি। ইতি। অনন্তর শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনের ধ্যান বলিতেছেন। যমুনাবেষ্টিত, মঙ্গলময়, পবিত্রস্বর্ণময় স্থান, কল্পবৃক্ষ সকলে সুশোভিত, নানাবর্ণ কুসুমে কুসুমিত ও সেই সকল কুসুম রেণুতে পরিপূরিত এবং অব্যয়, গোবিন্দ স্থান রমণীয় শ্রীবৃন্দা-

অথ বহিঃপূজা।

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ॥ ইতি॥

অথ শ্রীকৃষ্ণপূজামারভতে।

কূর্ম্মমুদ্রয়া পুষ্পং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ।
ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ ইতি।২৮১

ততঃ স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য স্বাত্মানং তদ্দাসরূপং বিভাব্য বিশেষার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা শ্রীমূর্ত্তৌ শালগ্রামে বা পুষ্পং দদ্যাৎ। ততঃ "ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ যথাশক্তি দশোপচারৈঃ ষোড়শোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ।।

বনকে নিত্য পবিত্র মনে ধ্যান করিবে। ইতি। তথায় দিব্য যোগপীঠে স্বগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হরিকে সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণ পূজা করেন। কেহ কেহ শ্রীনন্দ ভবনে, কেহ কেহ সুমনোহর বনে, কেহ কেহ রম্যযোগপীঠে, কেহ তদীয় প্রিয় গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে নানা তন্ত্র অনুসারে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করেন। কলিতে নানা তন্ত্র বিধানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীভাগবতের প্রমাণে জানা যায়। ইতি। অনন্তর বহিঃপূজা বলিতেছেন। হে ভগবন্! এক্ষণে আমি বহিঃপূজা করিব, তদ্বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে এই প্রকার প্রার্থনা পূর্ব্বক বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে। ইতি। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনা আরম্ভ করিতেছেন, কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যাঁহারা প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের ন্যায় অঙ্গকান্তি, চন্দ্রতুল্য মনোহরামৃতবর্ষি বদন, ময়ূরপুচ্ছের ভূষণে অত্যধিক প্রীতি অর্থাৎ শিরোপরি

ষোড়শোপচারে—

ওঁ আসনং স্বর্ণনির্ম্মাণং রত্নসারপরিচ্ছদং।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর ॥
ইদমাসনং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ॥
ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবব্রহ্মহরাদয়ঃ।
কৃপয়া দেবদেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ॥
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকলাৎ সাধনস্য চ।
যদ্যপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপি সুমুখো ভব।

ইত্যুচ্চার্য্য ভো ভগবন্ কৃষ্ণ! ভো রাধাকান্ত! ভো গোপীজনবল্লভ! স্বাগতং ইত্যুক্ত্বা। সুস্বাগতং ইতি বদেৎ ॥

ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, বক্ষে শোভমান কৌস্তুভমণিধারী, পীতাম্বরপরিধান দ্বারা সুন্দর, যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি গোপললনাদিগের নয়নোৎপল দ্বারা অর্চ্চিত, যিনি গো-গোপগণে আবৃত, অব্যক্ত মধুরধ্বনিসম্পন্ন, বংশীবাদনতৎপর, দিব্য অঙ্গভূষাধারী সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এইমত ধ্যান করিয়া, তদনন্তর নিজ মস্তকে সেই কূর্ম্ম মুদ্রাভ্যন্তরস্থ পুষ্পপ্রদানপূর্ব্বক মানসোপাচারে পূজা করিয়া, আপনাকে তদীয় দাসরূপে ভাবনাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করণান্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া শ্রীমূর্ত্তিতে বা শালগ্রামে করস্থপুষ্প প্রদান করিবে। তাহার "ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা যথাশক্তি দশোপচার বা ষোড়শোপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচার মন্ত্র বলিতেছেন। "ওঁ আসনং স্বর্ণনির্ম্মাণং" হইতে আরম্ভ করিয়া, "ইদমাসনং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" পর্য্যন্ত পাঠপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আসনপ্রদান করণানন্তর "ওঁ যস্যদর্শন মিচ্ছন্তি" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "সুমুখো ভব" পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, হে ভগবন্ কৃষ্ণ! হে রাধাকান্ত! হে গোপীজনবল্লভ! আগমন করুন! সুন্দররূপে আগমন করুন! ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আহ্বান

ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ।
তস্মৈ তে পরমেশায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥
এতৎ পাদ্যং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ॥
ওঁ তাপত্রয়হরং দেবং পরমানন্দসম্ভবং।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং॥ এষোঽর্ঘ্যঃ॥
ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধায় শ্রুতিহেতবে॥ ইদমাচমনীয়ং॥
ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ মধুপর্কঃ॥
ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং॥ ইদং পুনরাচমনীয়
ওঁ পরমানন্দধারাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে।
স্বাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে॥ ইদং স্নানীয়ং॥
ওঁ মায়াবিন্ন চ তে জন্ম নিজগূঢ়োরুতেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞানবাসস্তে কল্পয়াম্যহং॥
ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কং॥
ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং।
ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত॥ ইদমাভরণং॥
ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরং।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ॥
ওঁ তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরং।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং॥ ইদং পুষ্পং॥
ওঁ নমস্তে বহুরূপায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে স্বাহা।
ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ॥

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ এষ ধূপঃ॥
ওঁ স্বপ্রকাশো মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ এষ দীপঃ॥
ওঁ সৎপাত্রশুদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণং।
নিবেদয়ামি দেবেশ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ইদং নৈবেদ্যং॥
ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরং।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমং॥ ইদং পানীয়জলং॥
ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধায় শ্রুতিহেতবে॥ ইদমাচমনীয়ং॥
ওঁ বাঞ্ছনীয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্পূরাদিসুবাসিতং।
ময়া নিবেদিতং নাথ তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং॥ এতত্তাম্বূলং॥
ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং
ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে॥ ইদং যজ্ঞোপবীতং
ওঁ নানাপ্রকারপুষ্পৈশ্চ গ্রথিতং সূক্ষ্মবস্তুনা।
প্রবরং ভূষণানাং হি মাল্যঞ্চ গৃহ্যতাং বিভো॥
ইদং মাল্যং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ॥ ২৮১॥

ততঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পরিবারপূজাং

পূর্ব্বক "ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া, যথানিয়ম পাদ্যাদি উপচার সকল সমর্পণ দ্বারা পূজা করিবে। "ইদং মাল্যং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" পর্য্যন্ত উপচার মন্ত্র। ঐ উপচারে ষোড়শোপচার। উপচারের মন্ত্র সকলের অর্থ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব অর্থ করা হইল না। অসমর্থ ব্যক্তি ইদমাসনং "ক্লীঁ কৃষ্ণায়.

কৃত্বা পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্ত্বা ক্লীঁ ইতি মন্ত্রেণ প্রাণানায়ম্য "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপাজনবল্লভায় স্বাহা" ইত্যষ্টদশাক্ষরং "ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" ইতি দশাক্ষরং মন্ত্রং বা অষ্টাদশবারং অষ্টোত্তরশতং বা জপ্ত্বা "ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি কামগায়ত্রীমষ্টোত্তরশতং সংজপ্য "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর"॥ ইতি পঠিত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণকরে জপং সমর্প্য শ্রীমূর্ত্তিং শালগ্রামং বা স্ববামভাগে রক্ষয়িত্বা চতুর্ব্বারং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণমেৎ॥ অসমর্থশ্চেদিদমাসনং "ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমেণ পূজয়েৎ॥ ইতি॥ ২৮২॥

অথ প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবেন। ২৮১। তদনন্তর পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর কৃষ্ণপরিবার সকলের পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া "ক্লীং" এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া, "ক্লীং কৃষ্ণায়" হইতে "স্বাহা" পর্য্যন্ত অষ্টাদশাক্ষর কিম্বা "ক্লীং গোপীজন" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "স্বাহা" পর্য্যন্ত দশাক্ষরমন্ত্র অষ্টাদশবার কিংবা একশত আটবার জপ করিয়া "ক্লীং কামদেবায়" হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত কাম (কৃষ্ণ) গায়ত্রী একশত আটবার জপনানন্তর "ওঁ গুহ্যাতি" হইতে "সুরেশ্বর" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক, শ্রীমূর্ত্তি বা শালগ্রামকে স্ববামে রাখিয়া চারিবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে। ২৮২। প্রণামের মন্ত্র এই। যাঁহাকে ব্রহ্মা, বরুণ, শিব, বায়ু

ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥
নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে ॥ ২৮৩ ॥

অথ নীরাজনং।

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ।
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকং।
নবভিঃ সপ্তভির্মানৈরঙ্গুল্যাতুলবর্ত্তিভিঃ।
শশিগোঘৃতসিক্তাভিঃ পঞ্চভিরিষীকান্তরৈঃ।
প্রজ্বাল্য যত্নতো দীপং কামবীজং জপেৎ সুধীঃ।

দিব্য স্তববাক্য দ্বারা স্তব করিতেছেন, স্বাঙ্গগণসহ বেদ—উপনিষদ্ যাঁহার মহিমাদি প্রকাশ করিতেছেন, সামগায়ক সকল সামমন্ত্রে যাঁহার গুণাদি গান করিতেছেন, যোগীগণ তদ্গতমানস হইয়া ধ্যান যোগে যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিতেছেন, সুরাসুরগণ যাঁহার মহিমাদির অন্ত করিতে সমর্থ হন না, সেই দেব শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। যাঁহার নয়নযুগল কমলসদৃশ, যিনি বেণুবাদ্যক্রীড়ায় অতিশয় তৎপর, আর যিনি শ্রীরাধিকার অধরসুধাপানে একান্ত অনুরক্ত, সেই রাধাপ্রিয় বনমালীকে আমি প্রণাম করি। ২৮৩। অনন্তর নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক বলিতেছেন। মূলমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বার-ত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি সহিত মহানীরাজন করিবে এবং ঐ নীরাজন জন্য স্বর্ণাদি নির্ম্মিত উত্তমপাত্রে কর্পূর অথবা ঘৃতদ্বারা অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তি (বাতি) যুক্ত দীপ প্রজ্বলিত করিবে। শরকাঠিতে নয় অঙ্গুলি কি সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণে তুলবর্ত্তিক পাঁচটি প্রস্তুত করিয়া কর্পূরমিশ্রিত গোঘৃতে অভিষিক্ত পূর্ব্বক, যত্ন সহকারে দীপে

করয়োর্ব্যুৎক্রমেণৈব তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগতঃ।
ক্ষেপণং ভ্রাময়ংস্তস্যোপরিমুদ্রাং প্রদর্শ্য চ।
শঙ্খোদকেন সহিতং মূলমন্ত্রেণ চার্পয়েৎ।
ঘণ্টাং হি বাদয়ন্ বিপ্রো ধৃত্বা বামকরে শুভং।
নীরাজনং ততঃ কুর্য্যাদ্ভ্রাময়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
আদৌ চতুষ্পাদতলে চ বিষ্ণোর্দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকং।
সর্ব্বেষু চাঙ্গেষ্বপি সপ্তবারানারাত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্য্যাৎ।
তুলসীগরুড়পৃথ্বীবৈষ্ণবানাং ক্রমাত্ততঃ।
ভ্রাময়েৎ সজলং শঙ্খমষ্টধা মনুনা জপন্।
তজ্জলং গরুড়ং দত্ত্বা বৈষ্ণবেষু চ প্রক্ষিপেদিতি॥

দণ্ডায়মানো ভূত্বা দক্ষিণপদমাসনোপরি সংরক্ষ্য শ্রীহরেশ্চরণৌ লক্ষ্যীকৃত্য চতুর্ব্বারং নাভিমণ্ডলং লক্ষ্যীকৃত্য বারদ্বয়ং মুখপদ্মং লক্ষ্যীকৃত্য বারমেকং সর্ব্বাঙ্গং লক্ষ্যীকৃত্য সপ্তবারং চারাত্রিকং কৃত্বা তদ্দীপং তুলসীগরুড়বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রীতয়ে বারমেকং ভ্রাময়েৎ। এবঞ্চ সজলশঙ্খবস্ত্রাদিকং। শঙ্খভ্রামণমষ্টবারং।

অর্থাৎ আধারে প্রথিত করিয়া জ্বালিবে। তাহার পর সেই দীপোপরি কামবীজ জপ করিবে তদনন্তর তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ পূর্ব্বক বামহস্তের উপর দিয়া দক্ষিণহস্ত বামদিকে ও বামহস্ত দক্ষিণ দিকে রক্ষা পূর্ব্বক, সেইভাবেই যুগলহস্তই উক্ত প্রজ্জ্বলিত দীপোপরি ঘুরাইবে। পরে মূলমন্ত্র স্মরণ সহকারে ধেনুমুদ্রা দ্বারা ঐ দীপ কৃষ্ণকে নিবেদন করিবে। (কেহ কেহ এইস্থলে গায়ত্রী জপপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা করেন) শঙ্খোদকের সহিত ঐ দীপ মূলমন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর বামকরে ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ আরাত্রিক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া করিবে। দক্ষিণপদ আসনে ও বামপদ ভূমিতে রাখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, অগ্রে শ্রীহরির চরণ লক্ষ্য পূর্ব্বক চারিবার, নাভিদেশ লক্ষ্য পূর্ব্বক দুইবার, মুখমণ্ডল

নীরাজনাবসরে মৃদঙ্গাদিবাদ্যপুরঃসরং তৎকালোচিতং সঙ্গীতং কুর্য্যাদিতি। যোনিযন্ত্রাকৃতির্বর্ত্তিকাধারদীপঃ শ্রীচন্দ্রাবল্যাদি-সখীনাং গোলাকারবর্ত্তিকাধারঃ শ্রীযশোদায়াশ্চেতি বৈষ্ণবাঃ॥ ২৮৪॥

অত্রেয়ং স্তুতিঃ।

ওঁ যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মমবাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভাগবতে পুরুষায় তুভ্যং॥ ২৮৫॥
একস্তমেব ভগবন্নিদমামশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষং।
সৃষ্ট্বানুবিশ্বপুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি॥ ২৮৬॥

লক্ষ্য পূর্ব্বক একবার ও সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য পূর্ব্বক ভক্ত ব্যক্তি সাতবার আরাত্রিক করিবেন। তদনন্তর সেই দীপ তুলসী, গরুড় ও বৈষ্ণব-দিগের প্রীতির জন্য যথানিয়ম দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া একবার ঘুরাইবে। এইরূপ সজল শঙ্খাদিও ঘুরাইবে। শঙ্খ ঘুরাইবার বিধি আটবার। নীরজনের সময় মৃদঙ্গাদি বাদ্যপূর্ব্বক, তৎকালোচিত সঙ্গীত করিতে হয়। শঙ্খ বস্ত্রাদির আরাত্রিক শেষ হইলে পর সেই শঙ্খজল গরুড় ও বৈষ্ণবগণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে। যোনীযন্ত্রা-কৃতি অর্থাৎ ত্রিকোণ বর্ত্তিকাধারদীপ শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণের এবং গোলাকার বর্ত্তিকাধার শ্রীযশোদার, এই কথা বৈষ্ণবগণ বলেন। ২৮৪। অত্রস্থলে শ্রীকৃষ্ণের এই স্তুতি বলিতেছেন। যিনি চক্ষু-রাদি সমস্ত জ্ঞানক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, এই হেতু মদীয় অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, নিজ চিৎশক্তি দ্বারা প্রসুপ্ত বাক্য ও কর-চরণ শ্রবণ-ত্বক্ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়নিচয়কে জীবিত করিতেছেন,

ত্বদ্দত্তয়াবয়ুনেদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
তস্যাপক্য শরণং তবপাদমূলং
বিস্মর্য্যতে কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধোঃ॥ ২৮৭॥
নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাং॥ ২৮৮॥

সেই পুরুষরূপী ভগবান্ আপনাকে নমস্কার। ২৮৫। হে ভগবন্! অগ্নি আদি দেবতাগণ বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করেন, লোকে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু আপনিই সেই সকল দেবতা। প্রভো! মায়া নামে যে ভবদীয় আত্মশক্তি, তাহার যথেষ্ট গুণ, সেই মায়া দ্বারা এক আপনিই মহদাদি অশেষ পদার্থের সৃজন করেন এবং সর্ব্বান্তর্যামী আপনিই মায়ার অসদ্‌গুণ যে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপ হন, অতএব যেরূপ অগ্নি এক হইলেও কাষ্ঠের বিভিন্নতা প্রযুক্ত নানাভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আপনি এক হইলেও নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, বস্তুতঃ আপনা ব্যতীত জ্ঞানক্রিয়াশক্তি-ধারী আর কেহই নাই। ২৮৬। হে নাথ কৃষ্ণ! ব্রহ্মা ভবদীয় চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইয়া ভবৎপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা (যেমন প্রসুপ্ত পুরুষ জাগ্রৎ হইয়া দর্শন করে, তদ্রূপ) এই বিশ্ব অবলোকন করিয়াছিলেন, অতএব আপনার পাদমূল মুক্তপুরুষ সকলেরও আশ্রয়, হে আর্ত্তবন্ধো! যে ব্যক্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সজীবতা দ্বারা আপনার কত উপকার বিদিত আছে, সে ব্যক্তি কিরূপে ঐ পাদমূল বিস্মৃত হইবে? ২৮৭। প্রভো! আপনি জন্ম-মরণ মোচনের একমাত্র কারণ, আমার ন্যায় যে সকল ব্যক্তি কামাদির নিমিত্ত আপনার

যা নির্ব্বৃতি স্তনুভৃতাং তবপাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাং পততাং বিমানাৎ॥ ২৮৯॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাং।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ২৯০॥

ভজনা করে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনার মায়াতে তাহাদের চিত্ত বঞ্চিত হইয়াছে। প্রভো! একি সামান্য আক্ষেপের কথা! তাহারা অভিলষিত ফলদাতা কল্পতরুর উপাসনা করিয়া শবসম দেহের উপভোগ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। হায়! বিষয়সম্বন্ধনিমিত্ত সুখ কি সুখমধ্যে গণ্য হইতে পারে? তাহা কি কল্পতরুর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতে হয়? ছি! ছি! ঐ সুখ যে নরকেও আছে। ২৮৮। হে নাথ! আপনার চরণ-কমল ধ্যান অথবা ভবদীয়ভক্তগণের কথা শ্রবণে দেহধারী ব্যক্তিগণের যে আনন্দ হইয়া থাকে, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখলাভ হয় না, ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কালরূপ অসি দ্বারা ছেদিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা কি? অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকের ঐ আনন্দলাভ সম্ভাবনা নাই, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ২৮৯। হে অনন্ত! আপনার সন্নিধানে আমার এই প্রার্থনা যে, যে সকল অমলাশয় মহাপুরুষ আপনার প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি করেন, আপনার লীলাকথাদি শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত যেন আমার সর্ব্বদা সঙ্গ হয়। হে প্রভো! মহৎ সঙ্গলাভ হইলেই আমি আপনার গুণকথামৃতপানে মত্ত হইয়া যত্ন ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব, ইহাতেও যদিও ভূরি

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাংপ্রিয়মীশমর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যেত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ ২৯১॥
তির্য্যঙ্নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্য
মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষং।
রূপংস্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ॥ ২৯২॥
কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতেপুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম
গর্ভেদ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মিতস্মৈ॥ ২৯৩॥

ভূরি বিপদ আছে, তথাচ তখন এই ভবসাগর আমার দুস্তর হইবে না। ২৯০। হে অব্জনাভ! আপনার পদারবিন্দসৌগন্ধ্যে যাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত লোলুপ অর্থাৎ যাঁহারা আপনার একান্তানুগত ভক্ত, তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, সেই সকল ব্যক্তি অতিশয় প্রিয় যে মর্ত্ত্যদেহ ও এই মর্ত্ত্যদেহের অনুবর্ত্তী অর্থাৎ উপ-যোগী যে সকল গৃহ, বিত্ত, পুত্র, কলত্র, সে সকল কিছুই স্মরণ করেন না। ২৯১। হে পরম! হে অজ! আপনার এই আশ্চর্য্য বিরাট রূপ, যেরূপ তির্য্যক্-নগ-বিহগ-সরীসৃপ-দেব-দৈত্য-মর্ত্ত প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত এবং সৎ ও অসৎ উভয় যাহার বিশেষ, মহৎ প্রভৃতি যাহার কারণ, আমি কেবল এই মতই জানি, এতদ্ব্যতীত যে ঈশ্বর স্বরূপ আছেন, আর যাহা শব্দব্যাপারের বিষয় নহে, আমি তাহার সন্ধানও জানি না, একারণ আমার অভিমান নিবৃত্তি হয় নাই, সুতরাং আমি সৎসঙ্গই বাঞ্ছা করি। ২৯২। যে পুরুষ কল্পান্তে অনন্তনাগকে সহায় পূর্ব্বক এই নিখিল জগৎ নিজ জঠরে গ্রহণানন্তর

ত্বংনিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধআত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টাস্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥ ২৯৪॥
যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশংপতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্মবিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য
মানন্দমাত্রমবিকারমহংপ্রপদ্যে॥ ২৯৫॥ *

যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন এবং নিজ প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ শেষনাগের অঙ্গরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন এবং যাঁহার নাভিরূপ সমুদ্রোৎপন্ন কাঞ্চনময় পদ্মের কনিকায় অতি তেজস্বী ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানকে প্রণাম করি। ২৯৩। প্রভো! যদিও আপনার স্বপ্নাদি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি আপনি জীব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ব্যতিরিক্ত, কারণ আপনি নিত্যমুক্ত, জীব সেরূপ নহে, আপনার কৃপা ব্যতীত জীবমুক্ত হইতে পারেনা, আপনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, জীব সেরূপ নহে অর্থাৎ অতিশয় মলিন। আপনি বিবুদ্ধ (সর্ব্বজ্ঞ) জীব অজ্ঞ। আপনি আত্মা, জীব জড়। আপনি কূটস্থ (নির্ব্বিকার) জীববিকারী। আপনি আদিপুরুষ, জীবআদিমান্। আপনি ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) জীব-ভগহীন (ঐশ্বর্য্যাদি শূন্য) আপনি সত্ত্ব-রজ-তমো এই গুণত্রয়ের অধীশ্বর, জীব ঐ গুণত্রয়ের অধীন। প্রভো! এইরূপ পার্থক্যতা না হইবেই বা কেন? যেহেতু আপনি অখণ্ডিত চিৎশক্তিদ্বারা বুদ্ধির অবস্থা সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন এবং ঐরূপ হইয়াও জগৎ পালন সম্বন্ধে সর্ব্বাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, একারণ আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণভাবেই বিভিন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ২৯৪। অহো! যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেব মর্য্যভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাস্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥ ২৯৬ ॥

তত উত্থায় প্রার্থয়েৎ।

ওঁ সংসারসাগরেমগ্নং দীনংমাংকরুণানিধে।
কর্ম্মগ্রাহগৃহীতাঙ্গং সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ২৯৭ ॥

তত পুনঃপ্রণমেৎ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥২৯৮॥

যাহাদের শক্তি নানাপ্রকার, সেই সমস্ত বিদ্যাদি নিরন্তর যথাক্রমে যাহা হইতে উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এই বিশ্বের স্রষ্টা, তিনিই অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, অবিকার, আনন্দমাত্র, অদ্য আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। ২৯৫। হে ভগবান্‌কৃষ্ণ! আপনার মূর্ত্তি পরমানন্দস্বরূপ, যে সকল ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ নিশ্চয় পূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যদিও ভবদীয় চরণারবিন্দ রাজ্যপ্রভৃতি অপেক্ষাও পরমার্থ, ইহা সত্য, তথাচ হে স্বামিন্! ধেনু যে প্রকার অজ্ঞ বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং বৃকাদি হিংস্র জন্তু হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করে, সেইরূপ অতিদীনও সকাম যে আমরা আমাদিগকে আপনি কৃপাপূর্ব্বক সংসারভয় হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, কারণ আপনি লোকের কল্যাণসাধনার্থ সর্ব্বদাই তৎপর। ২৯৬। তদনন্তর উত্থান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। হে করুণানিধে! আমি অতিদীন, সংসারসাগরে মগ্ন, কর্ম্মরূপ কুম্ভীরে আমায় ধরিয়াছে, দয়া করিয়া এই ভবার্ণব হইতে আমায় উদ্ধার

অথ প্রণামবিধিঃ।

শিরোমৎপাদয়োঃকৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং।
প্রপন্নং পাহিমামীশ ভীতংমৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ২৯৯ ॥
দোর্ভ্যাংপদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসাবচসাচেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ৩০০ ॥
জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃপ্রণামঃস্যাৎ পূজাসুপ্রবরাবিমৌ ॥ ৩০১ ॥
গরুড়ংদক্ষিণেকৃত্বা কুর্য্যাত্তৎ পৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্ ॥ ৩০২ ॥

করুন। কৃষ্ণ! আর আমার কেহই নাই। ইতি। ২৯৭। তদনন্তর পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। কৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি, পরমাত্মা প্রণত-ক্লেশনাশন, গোবিন্দকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! হে করুণাসাগর! হে দীনবন্ধো! হে জগৎস্বামিন্! হে গোপেশ! হে গোপীকান্ত! হে শ্রীরাধাকান্ত! আপনাকে প্রাণাদি সমর্পণপূর্ব্বক প্রণাম করি।২৯৮ অথ প্রণামবিধি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, উভয়করদ্বারা মদীয়চরণদ্বয় ধারণ করিয়া মস্তক অবনত পূর্ব্বক, এই বলিয়া প্রণাম করিবে যে, হে ঈশ! মৃত্যুর আক্রমণরূপসাগর হইতে ভীত এবং শরণাগত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করুন। ২৯৯। বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন এবং বাক্য, এই অষ্টাবয়বদ্বারা প্রমাণই অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া অভিহিত। চক্ষুর ঈষৎ নিমীলন দৃষ্টিগত প্রণাম, করদ্বারা প্রভুর চরণধারণান্তর অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ ধ্যানই মানসিক প্রণাম। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্তুতিকরার নাম বাক্যগত প্রণাম। ৩০০। জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি এই পাঁচ অঙ্গদ্বারা প্রণামই পঞ্চাঙ্গপ্রণাম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অর্চ্চন-বিষয়ে এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত জানিবে। ৩০১।

সন্ধিংবীক্ষ্যহরিংচাদ্যং গুরুন্স্বগুরুমেবচ।
দ্বিচতুর্ব্বিংশদথবা চতুর্ব্বিংশত্তদর্দ্ধকং।
নমেত্তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধংসর্ব্বথা নমেৎ॥ ৩০৩॥
দেবার্চ্চাদর্শনাদেব প্রণমেন্মধুসূদনং।
স্থানাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা দৃষ্ট্বার্চ্চাংদ্বিজসত্তমাঃ।
দেবার্চ্চাদৃষ্টিপূতংহি শুচিসর্ব্বংপ্রকীর্ত্তিতং॥ ৩০৪॥

অথ নমস্কারে নিষিদ্ধানি।

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ॥ ৩০৫॥
বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্ত যো নরঃ প্রণমেত মাং।
শ্বিত্রী সজায়তে মূর্খঃ সপ্তজন্মনি ভামিনি॥ ৩০৬॥

পণ্ডিতজন প্রণামসময়ে ভগবানের সম্মুখস্থ শ্রীগরুড়কে স্বদক্ষিণে রাখিয়া, তদীয় পৃষ্ঠে অর্থাৎ বামভাগে প্রণাম করিবে। প্রভুর অতি নিকটে প্রণাম অত্যন্ত নিষিদ্ধ। প্রণাম তিনবার অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু সমর্থ হইলে তদপেক্ষা অধিক প্রণাম করিতে ক্ষতি নাই। ৩০২। শয়ন, ভোজনাদি ব্যতীতকালে সর্ব্বাগ্রে হরিকে, তাহার পর গুরুবর্গকে (পিতা, মাতা, অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পতি, এই পাঁচজনকে) এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুকে অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) বার কিম্বা ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) বার অথবা অষ্টাদশবার কি নয়বার প্রণাম বিধেয়। ৩০৩। দেবপ্রতিমা দর্শন করিলেই মধুসূদনকে প্রণাম করিবে, স্থানের অপেক্ষা করিবে না। দেবমূর্ত্তি দর্শনের পর যে কোন বস্তু দেখা যায়, তৎসমুদায় বস্তুই পবিত্র। ৩০৪। অথ নমস্কারে নিষিদ্ধ। যদি কেহ একহস্ত ভূমিতে রাখিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করে, তাহা হইলে সেব্যক্তি জন্মাবধি যে কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সকল নিষ্ফল হয়। ৩০৫। যদি কোন ব্যক্তি বস্ত্রাবৃতাঙ্গ হইয়া প্রণাম করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সপ্তজন্ম ধবল কুষ্ঠরোগী ও মূর্খ হইয়া থাকে। ৩০৬।

অগ্রেপৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ত্ত্বমন্দিরে।
জপহোমনমস্কারান্নকুর্য্যাৎ কেশবালয়ে॥ ৩০৭॥
সকৃদ্ভূমৌনিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায়োকর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনং॥ ৩০৮॥

অথ প্রদক্ষিণা।

ততঃপ্রদক্ষিণাংকুর্য্যাদ্ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ।
নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌতাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাং॥
একাচণ্ড্যাং রবৌসপ্ত তিস্রোদদ্যাদ্বিনায়কে।
চতস্রঃকেশবে দদ্যাৎ শিবেত্ত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণাং॥ ৩০৯॥
বামে কৃত্বা তু গোবিন্দং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাং দ্বিজঃ।
অন্যথা নাচরে দেবং নমস্কারস্য ন্যায়তঃ॥ ৩১০॥

প্রদক্ষিণা মন্ত্রশ্চায়ং।

হে কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত গোবিন্দ মধুসূদন।
প্রদক্ষিণাং করোমি ত্বং করুণাং কুরু মাধব॥ ৩১১॥

কৃষ্ণমন্দির, কৃষ্ণের সম্মুখে, তদীয় পশ্চাৎ ও বামভাগে ও নিকটে এবং মন্দিরের ভিতর জপ-হোম ও নমস্কার করিবে না। ৩০৭। সমর্থ হইলে একবারমাত্র ভূমিতে পতিত হইয়া বারংবার প্রণাম করিবে। ৩০৮। অথ প্রদক্ষিণ অর্থাৎ পরিক্রমা। ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ ও তদীয় নাম কীর্ত্তন করিবে। সমর্থ হইলে অষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে। চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণাধীশকে বারত্রয়, বিষ্ণুকে চতুর্ব্বার এবং শিবকে দুইবার প্রদক্ষিণ করিবে। ৩০৯। শ্রীগোবিন্দকে স্ববামভাগে রাখিযা প্রদক্ষিণ করিবে, নমস্কারের অনুসারে ইহাতে অন্যথা করিবে না। ৩১০। প্রদক্ষিণের মন্ত্র এই—হে কৃষ্ণ! হে রাধিকাকান্ত! হে গোবিন্দ! হে মধুসূদন! আমি তোমাকে প্রদক্ষিণ করিতেছি, হে মাধব! আমায়

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং।

একহস্তপ্রণামশ্চ একাচৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোহন্তিপুণ্যং পুরাকৃতং ॥ ৩১২ ॥
কৃষ্ণস্য পুরতোনৈব সূর্য্যস্যেব প্রদক্ষিণাং।
কুর্য্যাদ্ভ্রমরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভো।
প্রদক্ষিণং ন কর্ত্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ ॥ ৩১৩ ॥
শয়নাশনয়াদৌ চ হ্যকালো বুধসম্মতঃ।
শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদৌচ নিষেধোহস্তীতি শুশ্রুম ॥ ৩১৪ ॥
নাকালে দর্শয়েদ্বিষ্ণুমিতি যন্মুনিনোদিতং।
তস্যকাম্য পরত্বঞ্চ বচনস্যেতিবৈষ্ণবাঃ ॥ ৩১৫ ॥
মৃত্যোর্দিনংস্থিরংনাস্তি জ্ঞাত্বেতিপণ্ডিতাজনাঃ।
অকালাদি ন মন্যন্তে শ্রীহরেদর্শনাদিষু ॥ ৩১৬ ॥

অথ কর্ম্মাত্মর্পণং।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে দাস্যেনৈবসমর্পয়েৎ।
এভির্মন্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মাণি সর্ব্বমাত্মানমপ্যথ ॥ ৩১৭ ॥

দয়া কর! ৩১১। অথ প্রদক্ষিণকার্য্যে নিষেধ বলিতেছেন। এক হস্তে প্রণাম একবার প্রদক্ষিণ, এবং অকালে বিষ্ণুকে দর্শন করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। ৩১২। কৃষ্ণের সম্মুখে মণ্ডলাকারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবে না। ঐরূপ করিলে প্রভুর অভিমুখে পশ্চাদ্ভাগ হয়। বৈমুখ্যরূপ কারণপ্রযুক্ত প্রদক্ষিণ করিবে না। ৩১৩। শ্রীকৃষ্ণের শয়ন-ভোজনাদি-কাল অকাল, ইহাই পণ্ডিতব্যক্তির মত। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি ঐ সময় নিষেধ আছে, ইহাই আমরা শ্রুত আছি। ৩১৪। অকালে বিষ্ণুকে দর্শন করিবে না, মুনি কর্ত্তৃক এই যে উক্ত হইয়াছে, সেই মুনিবাক্য কাম্যপর জানিতে হইবে, ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। ৩১৫। এই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকে গ্রহণপূর্ব্বক পণ্ডিতেরা বলেন যে, পণ্ডিতসকল মৃত্যুর দিন স্থির নাই জানিয়া, শ্রীহরির দর্শনাদিতে অকালাদি স্বীকার

মন্ত্রশ্চৈতে।

ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারবতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাংপদ্ভ্যামুদরেণশিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি। ওঁ তৎসদিতি ॥ ৩১৮ ॥

অথ তত্রকর্ম্মার্পণং।

বিরাগীচেৎকর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতংকর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ ॥ ৩১৯ ॥

অথ কর্ম্মার্পণবিধিঃ।

দক্ষেণ পাণিনার্ঘ্যস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকং।
নিধায় কৃষ্ণপাদাব্জসমীপে প্রার্থয়েদিদং ॥
পদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
তৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন ॥৩২০॥

করেন না। ৩১৬। অথ কর্ম্মাদি অর্পণ। অনন্তর মন্ত্র পাঠদ্বারা নিজ কর্ম্ম সকল দাসত্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিবে। তাহার পর আত্মাকেও সমর্পণ করিবে। ৩১৭। সেই মন্ত্র এই,—প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, আমি ইহার পূর্ব্বে জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মনে যাহা ভাবনা করিয়াছি, বাক্যদ্বারা যাহা বলিয়াছি, কর্ম্ম অর্থাৎ হস্ত-পদ-উদর-শিশ্ন দ্বারা যাহা করিয়াছি, সেই সকল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক। আপনাকে অর্থাৎ স্বদেহকে এবং আমার সকল বস্তু শ্রীহরিকে সমর্পণ করিতেছি। ৩১৮। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্ম্মার্পণ। কর্ম্মফলে বিরক্তি জন্মিলে আর কিছুই করিবে না। হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই বলিয়া স্বকৃত কর্ম্ম হরিকে সমর্পণ করিবে। ৩১৯। অনন্তর কর্ম্মার্পণ বিধি। দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যপাত্রস্থ এক চুলুক জল গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পাদপদ্ম নিকটে রাখিয়া এই প্রার্থনা করিবে। হে ত্রিবিক্রম! হে ত্রৈলোক্যাধিপতে! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! আপনার কৃপায় এই জল আপনার চরণোদক

অথ স্বার্পণবিধিঃ।

অহংভগবতোহংশোহস্মি সদা দাসোহস্মিসর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ।
সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ইতি॥৩২১॥

অথ মূলমন্ত্রজপঃ।

জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ।
মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতং।
শক্তোহষ্টাধিকসাহস্রং জপেত্তং চার্পয়ন্ জপং।
প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণকরে জলং॥

তত্র চায়ং মন্ত্রঃ।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে॥ ৩২২ ॥

হউক। ইতি। ৩২০। অনন্তর স্বার্পণবিধি। আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ জীব। এই হেতু সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তদীয় দাস। আমি সর্ব্বদা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী। এইরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। ঐ বিষয়ে মায়াবাদী আচার্য্য শঙ্করস্বামি বলিয়াছেন, হে নাথ! ব্রহ্ম ও অবিদ্যায় ভেদবুদ্ধি না থাকিলেও আমি আপনা হইতে ভিন্ন। "তবাহং দাসোহস্মীত্যর্থঃ নতু মামকীনস্ত্বং।" আমি আপনার দাস। আপনি আমি নহি। কিন্তু আপনি আমা হইতে ভিন্ন নহেন। কারণ সমুদ্রের তরঙ্গ জলময় হইলেও তরঙ্গ বলিয়া কথিত। কখন তাহা সমুদ্র বলিয়া অভিহিত হয় না। ইতি। ৩২১। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ। বিজ্ঞজন জপের পূর্ব্বে বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিবেন এবং পশ্চাল্লিখিত বিধিঅনুসারে একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। সমর্থ হইলে এক সহস্র আটবার জপ করিবেন। জপ সম্পূর্ণ হইলে তিনবার প্রাণায়াম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকরে জল প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র

অথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠমন্ত্রৌ।

সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাংযোগ্য এবচ।
তং ব্রূহি ভগবন্মন্ত্রং মম সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ৩২৩॥
সর্ব্বেষুমন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু তথা শাক্তেষু সুব্রত॥ ৩২৪॥
বৈষ্ণবেষু সমস্তেষু কৃষ্ণমন্ত্রাঃ ফলাপ্তয়ে।
অধুনা ব্রূহিমে ব্রহ্মন্ মন্ত্ররাজং দশাক্ষরং॥ ৩২৫॥
সাম্প্রতং সংপ্রবক্ষ্যামি বিধানং মুনিনির্ম্মিতং।
যাবন্মন্ত্র ঋষিচ্ছন্দো দেবতাদীন্যনুক্রমাৎ॥ ৩২৬॥
ক্লীঁ গোপীজন বল্লভায় স্বাহা॥
ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহুঃশ্রুতের্গিরঃ।
লকারৎ পৃথিবীজাতা ককারাজ্জল সম্ভবঃ।
ঈকারাদগ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ॥ ৩২৭॥

"গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তাত্বং" ইত্যাদি। ইতি। ৩২২। অথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্রদ্বয়। হে ভগবন্। সর্ব্ববর্ণের অধিকার ও স্ত্রী সকলের যোগ্য ভগবন্মন্ত্র সর্ব্বার্থ সিদ্ধি জন্য আমাকে বলুন। সকল মন্ত্রাপেক্ষা বিষ্ণুমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্যাদি যত মন্ত্র আছে, সেই সকল অপেক্ষা বিষ্ণুমন্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণমন্ত্র সকল বিশেষ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বফল লাভের হেতুভূত। এক্ষণে দশাক্ষর মন্ত্ররাজ আমাকে বলুন। ৩২৩। ৩২৪। ৩২৫। এখন আমি মুনি নির্ম্মিত দশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতাদির সহিত প্রয়োগ কীর্ত্তন করিতেছি। ৩২৬। "গোপীজন বল্লভায় স্বাহা"। ইহার নাম দশাক্ষর মন্ত্র। "ক্লীঁ" ঐ মন্ত্রের বীজ। ঐ বীজ হইতেই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি। ইহাই বেদের বাক্য। লকার হইতে পৃথিবী। ককার হইতে জল। ঈকার হইতে অগ্নি।

স্বশব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎ প্রকৃতিঃ পরা।
তয়োরৈক্যসমুদ্ভূতির্মুখবেষ্টনকার্ণকঃ।
অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকোভবেৎ॥ ৩২৮॥
গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্ব সমূহকঃ।
অনয়োরাশ্রয়ব্যাপ্তৌ কারণত্বেন চেশ্বরঃ।
সান্দ্রানন্দঃ পরংজ্যোতির্ব্বল্লভেন চ কথ্যতে।
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষ ইত্যাহুঃ প্রথমাগিরঃ।
বীজোচ্চারণমাত্রেণ চিৎস্বভাবঃ প্রজায়তে।
বল্লভেন তু তদ্দার্ঢ্যং স্বাহয়া জ্ঞানদাহনঃ॥ ৩২৯॥
অথবা গোপীপ্রকৃতির্জ্জনস্তদংশমণ্ডলং।
অনয়োর্ব্বল্লভঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃস্মৃতঃ।
কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে।
অনেকজন্ম সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ।

নাদ হইতে বায়ু। বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি, সুতরাং ঐ বীজ পঞ্চভূতাত্মক। ৩২৭। স্ব শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ। হ শব্দে চিদ্রূপা প্রকৃতি। এই কারণ এতদুভয় বর্ণ সংযোগ সম্ভূত "স্বাহা" শব্দ বিশ্বলয়ের হেতুভূত। ৩২৮। গোপী শব্দে প্রকৃতি। জন শব্দে তত্ত্ব সকল। অতএব এতদুভয়ের আশ্রয়ভূত, ব্যাপক, সান্দ্রানন্দ, জ্যোতিরূপ, কারণতত্ত্ব পরবস্তু পরমেশ্বর কৃষ্ণই বল্লভ শব্দে অভিহিত। বেদে পুরুষকে ত্রিপাদরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ ত্রিপাদ শব্দ দ্বারা সৎ, চিৎ, আনন্দই উপলব্ধি হয়। বীজের উচ্চারণে চিৎ, গোপীজন বল্লভ শব্দে সৎ ও স্বাহা শব্দ দ্বারা জ্ঞানের সারভূত আনন্দ। ৩২৯। অথবা গোপী শব্দে প্রকৃতি। জন শব্দে তদংশ-মণ্ডল। বল্লভ শব্দে উহাদের স্বামী অর্থাৎ কার্য্যকারণাধীশ্বর কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বর। রজোগুণাদি বিহীন সাধক সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য

চিন্তয়েদ্বিরজোমন্ত্রী সর্ব্বসম্পত্তি হেতবে।
দশানামপি তত্ত্বানাং সাক্ষীবেত্তা তথাক্ষরং।
দশাক্ষর ইতিখ্যাতো মন্ত্ররাজঃ পরাৎপরঃ।
বীজপূর্ব্বো জপশ্চাস্য রহস্য কথিতং মুনে।
লুপ্তবীজ স্বভাবত্বাৎ দশার্ণ ইতি কথ্যতে॥ ৩৩০॥
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তচ্ছন্দো বিরাড়িতিস্মৃতং।
শ্রীকৃষ্ণোদেবতাচাস্য দুর্গাধিষ্টাতৃদেবতা।
মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ।
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্ত পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্ববেদ ব্যাপকত্বাদ্বিরাড়িতি নিগদ্যতে।
সর্ব্বেষামপি তত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে।
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতং।
বিনিয়োগোঽস্য মন্ত্রস্য পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।
ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্নমন্ত্র ফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতিমন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্॥ ৩৩১॥

এই মন্ত্র দ্বারা অনেক জন্ম সংসিদ্ধ গোপীগণের পতি, আনন্দ বর্দ্ধন নন্দনন্দনকে চিন্তা করিবেন। এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা দশতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী সাক্ষিস্বরূপ, অক্ষর, পরমব্রহ্মরূপ দশমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় বলিয়া, ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্ররাজ বলা হয়। এই মন্ত্রের বীজ বর্ণ সংখ্যার মধ্যে গণিত হয় না বলিয়াই, ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলে। জপকালে বীজযুক্ত পূর্ব্বক জপিতে হয় জানিবে। ৩৩০। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, বিরাট ছন্দ, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। যিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের মুখ হইতে শ্রবণ পূর্ব্বক, তপস্যা দ্বারা যে মন্ত্রের সাধন করেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। ঐ ঋষিই ঐ মন্ত্রের গুরু বলিয়া, তাঁহাকে মস্তকে ন্যাস করিতে

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি মন্ত্ররাজং পরাৎপরং ।
অষ্টাদশার্ণমন্ত্রস্তু গুহ্যাদ্গুহ্যতরঃ স্মৃতঃ ।
তং মন্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি যোগ্যোঽস্মি সত্তম ॥৩৩২॥
মন্ত্ররাজো মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববেদাগমানুগঃ ।
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রর্ষে হরিতামাপ্তবানহং ।
তবস্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি যতস্ত্বং পুরুষপ্রিয়ঃ ॥ ৩৩৩ ॥
ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ॥
কৃষ্ণশব্দশ্চ সত্ত্বার্থো ণশ্চানন্দ স্বরূপকঃ ।
সুখরূপোভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ ।
গোশব্দেন জ্ঞানমুক্তং তেন বিন্দেত তৎপদং ।
গোশব্দাদ্বেদ ইত্যুক্ত স্তেন বা লভতে বিভুং ।

হয়। সর্ব্ববেদব্যাপক হইতে বিরাট। সকল তত্ত্বের আচ্ছাদক হইতে ছন্দ। অক্ষর ও পদ হেতু ছন্দ মুখে। ঋষি ও ছন্দ না জানিলে মন্ত্রের ফলভাগী হওয়া যায় না। মন্ত্রের বিনিয়োগ না জানিলে মন্ত্রের বল হয় না। যে প্রয়োজনে যে মন্ত্র আলোচিত হয়, সেই প্রয়োজনকেই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলা যায়। মন্ত্রের বিনিয়োগ পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধির কারণ। ৩৩১। ইদানী গুহ্য হইতে গুহ্যতর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ প্রকাশ করুন। যদি আমি শ্রবণেযোগ্য হই। নারদ বলিলেন, ঐ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ও বেদাগম সম্মত। ঐ মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াই আমি হরিভক্তিলাভ অর্থাৎ হরিতে তন্ময় হইয়াছিলাম। এক্ষণে তদীয় স্নেহ পরবশ হইয়া, তোমাকে ঐ মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩২। । ৩৩৩। "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা"। কৃষ্ণশব্দ সত্তাবাচী। ণকার আনন্দবাচী। এতদুভয় সংযোগে জ্ঞানানন্দময় পরমাত্মা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জানিতে হইবে। গো শব্দে জ্ঞান মুক্তকে বোধ করায়। তাদৃশ মোক্ষ (মোচন) লাভ

নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে।
কৃষ্ণঃ প্রকৃতিরেতস্য দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
নারায়ণ ইতি খ্যাতঃ পদপঞ্চাত্মকঃ পরঃ।
অক্ষরার্থস্তু কথিতঃ পদস্যার্থ ইতীরিতঃ।
বীজশক্তি পুরাপ্রোক্তা বিনিয়োগশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৩৪ ॥

"ভক্তির্ভজন সম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ পরং।
জ্ঞায়তেঽত্যন্ত দুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ড রসবল্লভেতি।" শ্রুতিবিদ্যা সম্বাদনারদপঞ্চরাত্রীয়াৎ শ্রীভগবৎসেবাসমুত্থাপ্যায়াঃ পরমেশ্বর পরায়াঃ চিচ্ছক্ত্যাখ্যস্বরূপভূতভগবচ্ছক্তি বিশেষ বৃত্তিরূপায়াঃ পরমানন্দময্যা দুর্গাপরনাম্ন্যাঃ ভক্তিত্ববোধনাত্তস্যাশ্চরমত্বেন

হইলেই পরমাত্ম কৃষ্ণ পরিজ্ঞান হয়, এই জন্যই তাঁহার নাম গোবিন্দ। কিম্বা গো শব্দে ঐ বেদ দ্বারাই মনুষ্য সকল বিভু পরমাত্মা কৃষ্ণকে লাভ করেন, এই হেতু তাঁহার নাম গোবিন্দ। ঐ মন্ত্রের ঋষি নারদ। ছন্দ গায়ত্রী। কৃষ্ণ প্রকৃতি, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। এই মন্ত্রোক্ত পাঁচটীপদে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ সমন্বিত নারায়ণ। এই অক্ষরার্থ ও পদের অর্থ জানিবে। বীজের শক্তি এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। ৩৩৪। এখন দুর্গা শব্দের অর্থ বিশেষরূপে করিতেছেন। আত্মার যে প্রকৃতি পরতত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, তাহাই ভজন সম্পত্তিরূপা ভক্তি। আত্মার ঈদৃশী প্রকৃতি অতি দুঃখে অবগত হওয়া যায়। দূর অর্থাৎ দুঃখে এই প্রকৃতির গতি অর্থাৎ অবগতি হয় বলিয়াই, এই চিচ্ছক্তি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক দুর্গানামেও অভিহিতা। শ্রীকৃষ্ণ ভজনপরায়ণা বলিয়া এই দুর্গানাম্নী চিচ্ছক্তি পূর্ণানন্দ রসানুভবে অধিকারিণী। পরমেশ্বর পরা, চিচ্ছক্তিস্বরূপভূতা, ভগব-

প্রেমাখ্যত্বং স্ফুটং। পরমপ্রেমময়ী সর্ব্বলক্ষ্যাংশিনী চ শ্রীরাধেতি বৃহদ্গৌতমীয়াদি প্রসিদ্ধা। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা। অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ॥ তত্রাপ্যৈকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ হৃতমানসা ইত্যাদিনা। বিশেষ জিজ্ঞাসাচেৎ শ্রীগুরু-মুখাৎ শ্রোতব্যঃ॥ ৩৩৫॥

অর্পিতং তঞ্চ সঞ্চিত্য স্বীকৃতং প্রভুনাখিলং।
পুনঃস্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং॥ ৩৩৬॥

অথ প্রার্থনং।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎপূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তমে।

চ্ছক্তি বিশেষ বৃত্তিরূপা, পরমানন্দময়ী, দুর্গানাম্নীর ভক্তি আখ্যা-সিদ্ধ। সেই ভক্তির অপর নাম প্রেম। ইহাই শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদ নারদপঞ্চরাত্রের মত। সেই প্রেম শ্রীরাধিকা, তিনিই সর্ব্বলক্ষ্মীর অংশিনী। ইহাই গৌতমীয়াদি প্রসিদ্ধ। দেবী-কৃষ্ণময়ী-পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী, সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা রাধিকা। সেই রমণী রাধিকা নিশ্চয় ভগবান্ হরিরীশ্বরের আরাধনা করিয়া-ছিল, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রীতমনে তাঁহাকে নির্জ্জনস্থানে আনয়ন করেন। কৃষ্ণের একান্ত ভক্তসকল শ্রেষ্ঠ, গোবিন্দ হৃতমানস, অতএব পরম প্রেমরূপ। সেই প্রেমরূপ রাধাই এ স্থলে দুর্গানামে অভিহিতা। ইত্যাদি। বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিবে। আমি সার বলিলাম। ৩৩৫। ভগবান্ কৃষ্ণে সমর্পিত হইলে, সেই সমস্ত কৃত জপ যেন কৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন, এইরূপ ভাবনা করিবে ও যথাশক্তি পুনর্ব্বার স্তব এবং প্রণাম পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতে হইবে। ৩৩৬। অথ প্রার্থনা। হে দেব! হে জনার্দ্দন! মন্ত্র,

অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদশুভং যন্ময়াকৃতং।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং ॥ ৩৩৭ ॥
কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাং।
দেব দানব নারদাদি বন্দ্য দয়ানিধে
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাং ॥ ৩৩৮ ॥
ন ধ্যাতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগারাধিতোঽসি প্রভো
নো জন্মান্তরগোচরে তব পদাম্ভোজে চ ভক্তিঃ কৃতা।
তেনাহং বহুদুঃখভাজন তয়া প্রাপ্তো দশামীদৃশীং
ত্বং কারুণ্যনিধে বিধেহি করুণাং শ্রীকৃষ্ণ দানে ময়ী ॥ ৩৩৯ ॥
শরণমসি হরে প্রভো মুরারে জয়মধুসূদন বাসুদেব বিষ্ণো।
নিরবধি কলুষৌঘকারিণং গতিরহিতং জগদীশ রক্ষ রক্ষ ॥ইতি॥

ক্রিয়া ও ভক্তিহীন হইয়া, আমি যে আপনার পূজা করিয়াছি, সেই সকল আপনার প্রসাদে পূর্ণ হউক। অজ্ঞান আর জ্ঞানবশতই হউক, আমি যে যে অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, সে সকল আপনি ক্ষমা করুন। এবং আমাকে সেবকরূপে গ্রহণ করুন। ৩৩৭। হে কৃষ্ণ! হে বলরাম! হে মুকুন্দ! হে বাসুদেব! হে জগদ্গুরো! হে মীন! হে কূর্ম্ম! হে নৃকেশরী! হে বরাহ! হে রাঘব! আমাকে রক্ষা করুন। হে দেবদৈত্য নারদাদির বন্দনীয়! হে দয়ানিধি! হে দেবকী-নন্দন! আপনার পাদপদ্মে আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান করুন। ৩৩৮। হে প্রভো! আমি তদীয় ধ্যান বা কীর্ত্তন অথবা কিঞ্চিন্মাত্র আরাধনা করি নাই এবং জন্মান্তরে তদীয় চরণারবিন্দে কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তিও করি নাই। হে কল্যাণবারিধে! এই হেতু আমি এই প্রকার দশা লাভ করিয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় সকলের তর্পণ জন্য হা হা করিতেছি। যাহাই হউক, হে কৃষ্ণ! আমি অতি দীন, আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। ৩৩৯। হে

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ৩৪০ ॥

অথ দৈন্যোক্তিঃ।

নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তম্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনং।
সামানি শ্রুতিশষ্কুলীং মুরলিকার্জাতান্যলং কুর্ব্বতে
কামানির্বৃত চেতসামিহ বিভো নাশাপি নঃ শোভতে ॥৩৪১॥

অথ মোক্ষানাদরঃ।

ভক্তিঃ সেবাভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনং।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ॥

হরে! হে মুরারে! হে প্রভো! আমি অনন্যভাবে তোমার শরণাগত হইয়াছি। তুমিও আমার আশ্রয় হইয়াছ। হে মধুসূদন! হে বাসুদেব! তোমার জয় হউক। হে বিষ্ণো! আমি নিরন্তর ভূরি ভূরি পাপ করিয়াছি। এখন বহু চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই। হে জগদীশ! আমায় রক্ষা কর। রক্ষা কর। হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি স্বকৃত কর্ম্মফলে চণ্ডালাদি যোনি সহস্রের মধ্যে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সেই জন্মে যেন আপনার পদারবিন্দে আমার অবিচলিতা ভক্তি থাকে। ৩৪০। অনন্তর দৈন্যোক্তি। হে ভগবন্! আপনার "কৃষ্ণ" ইত্যাদি সুমধুর নাম সকল প্রণয় (প্রীতি) বশতঃ পুণ্যবান মানব সকলের বদনের মহোৎসব বিধান করিতেছেন। আপনার নবনীরদ তুল্য শ্যামবর্ণ কান্তি তাঁহাদিগের নয়নের প্রেমরূপ অঞ্জন বিস্তার করিতেছেন। আপনার মুরলীজাত সামধ্বনি (কামবীজ প্রভৃতি) তাঁহাদিগের শ্রবণরন্ধ্রকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু হে বিভো! আমাদিগের চিত্ত হইতে কামাদি বাসনা নির্বৃত না হওয়াতে অদ্যাপি আশাও পূর্ণ হইতেছে না। অতএব আমাদিগকে ধিক্! ধিক্! ধিক্! ৩৪১। অথ মোক্ষ অনাদর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীগোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসইত্যুপাধিংবিহায় যো জনঃ প্রাভবং প্রভুসম্বন্ধীয়ং প্রভ্বাদিপদমিচ্ছতি স চ মূঢ়ঃ "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনে" ত্যাদি প্রভুবাক্যাবহেলক স্তস্মাদপরাধী চ ॥ ৩৪২ ॥

অথ শ্রীবালগোপাল ধ্যানং।

অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো
বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিত রণৎ কিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো
গো গোপী গোপবীতো রুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরংবঃ॥৩৪৩॥

"ক্লীং গোপালায় নমঃ" ইতি তন্মন্ত্রঃ। "ক্লীং গোপালায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদ্গায়ত্রী। পূজা পূর্ব্ববদিতি ॥

সেবার নাম ভক্তি, আর তদীয় পদলঙ্ঘনের নাম মুক্তি, অতএব কোন মূঢ় দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মুক্তিপদ অর্থাৎ প্রভু সম্বন্ধীয় সাযুজ্যাদি ইচ্ছা করে, অর্থাৎ "প্রভুপদ" বাসনা করে। "শ্রীগোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস দাসানুদাস" এই উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রভু সম্বন্ধীয় "প্রভু" আদি পদ ইচ্ছা করিতেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় মূঢ় এবং "তৃণ হইতে আপনাকে নীচজ্ঞান, তরু হইতে সহিষ্ণুতা" ইত্যাদি প্রভুবাক্য অবহেলক, সেই হেতু অপরাধী। ।৩৪২। অথ বালগোপালের ধ্যান। বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় অঙ্গকান্তি। অরুণাম্ভোজের ন্যায় নয়নযুগল। পদ্মোপরি উপবিষ্ট। চরণে ও কটীদেশে শব্দায়মান কিঙ্কিণী। একহস্তে নবনীত ও অপর হস্তে পায়স। জগতের বন্দনীয় বালকরূপী গোপাল গো, গোপ এবং গোপীগণে পরিবেষ্টিত। তদীয় কণ্ঠদেশে রুরুনখখচিত বহুবিধ ভূষণ। এমন বালগোপাল তোমাদিগকে রক্ষা করুন।৩৪৩। (তদীয়মন্ত্র ও গায়ত্রী মূলে দেখ) পূজাপূর্ব্ববৎ। তাঁহার প্রণাম।

তৎপ্রণামং।

নবীন নীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনং।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥ ৩৪৪॥

অথ শ্রীকৌমারগোপাল ধ্যানং।

পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণং।
কিঙ্কিণীবলয়হার নূপুরৈ রঞ্জিতং নমত নন্দ নন্দনং॥৩৪৫॥

প্রণাম মন্ত্রশ্চায়ং।

যশোদানন্দনং নৌমি কৌমার বয়সান্বিতং।
খেলন্তং স্বগণৈঃ সার্দ্ধং নন্দালিন্দে ঘনপ্রভং॥ ৩৪৬॥

অথ শ্রীপৌগণ্ডগোপাল ধ্যানং।

অব্যান্মীলৎ কলায়দ্যুতিরহিরিপুপিচ্ছোল্লসৎ কেশজালো
গোপীনেত্রোৎপলারাধিত ললিতবপুর্গোপ গো বৃন্দবীতঃ।
শ্রীমদ্বক্ত্রারবিন্দপ্রতিহসিত শশঙ্কাকৃতিঃ পীতবাসা
দেবোহসৌ বেণুনাদ ক্ষপিত জনধৃতি র্দেবকীনন্দনো নঃ॥৩৪৭॥

নবীন নীরদ শ্যামবর্ণ, নীলেন্দীবর লোচন, বল্লবীনন্দন, গোপালরূপী কৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৩৪৪। অথ কৌমার গোপালের ধ্যান। যিনি পঞ্চবর্ষ বয়সান্বিত, অতিশয় চঞ্চল, যশোদার অঙ্গনে ধাবমান, অলকায় আকুল লোচন এবং যিনি কিঙ্কিণী, হার ও নূপুর প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত, সেই নন্দনন্দন গোপালকে ধ্যান করি ও নমস্কার করি। তাঁহার প্রণাম মন্ত্র এই,—যশোদানন্দন, কৌমারবয়সান্বিত, যিনি নন্দের অঙ্গনে স্বগণের সহিত খেলা করিতেছেন, সেই ঘনপ্রভ কৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৩৪৫। ৩৪৬। অথ পৌগণ্ড গোপালের ধ্যান। সেই দেবকী নন্দন আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহার অঙ্গকান্তি বিকসিত কলায় কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেশকলাপ ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা শোভা পাইতেছে, গোপীগণ নয়নাম্বুজ দ্বারা তদীয় মনোহর-মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন, গোপ ও গো-বৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সুশোভন বদনকমল মধুর হাস্যপ্রভা সংযোগে

অথ শ্রীকৈশোরগোপাল ধ্যানং।

অংসালম্বিত বামকুণ্ডলধরং মন্দোন্নত ভ্রূলতং
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কোমলাধর পুটং সাচি প্রসারেক্ষণং।
আলোলাঙ্গুলি পল্লবৈর্ম্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনং॥
পূজাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৩৪৮॥
স্ব স্ব ভাবানুসারেণ সাধবো ব্রজমণ্ডলে।
ভজন্তি কেবলাভক্ত্যা কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥ ৩৪৯॥
সমর্থশ্চেদ্ব্রজেবাসং কৃত্বাতু পূজয়েদ্ধরিং।
মনসাপিহ্যশক্তস্তু বাসং কৃত্বা ব্রজে সদা।
পূজয়েন্নন্দবালঞ্চ কৃষ্ণং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং॥ ৩৫০॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভজনমাহাত্ম্যং।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নোধনং।
বংশঃকো বিদুরস্য যাদপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তি প্রিয়োমাধবঃ॥৩৫১॥

যেন নিশাকর সদৃশ, সেই দেব কৃষ্ণের পরিধান পীতবসন, তিনি বেণুবাদ্য পূর্ব্বক জনগণের ধৈর্য্যাপহরণ করিতেছেন। ৩৪৭। অথ কৈশোর গোপালের ধ্যান। যিনি স্কন্ধদেশাবলম্বিত মনোহরমকরাকৃতি রত্নকুণ্ডলধারী, ঈষদুন্নত ভ্রূলতা বিশিষ্ট, যাঁহার কোমলাধরপুট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, বক্র ও বিশাল নয়নযুগল, যিনি চঞ্চলাঙ্গুলিপল্লব দ্বারা মুরলীবাদ্য করিতেছেন, যিনি আনন্দসহকারে কল্পতরুমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় মনোহর দণ্ডায়মান, সেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। পূজাদি পূর্ব্বের ন্যায়। ৩৪৮। নিজ নিজ ভাবানুসারে সাধুসকল কেবলাভক্তি দ্বারা ব্রজমণ্ডলে গোপালরূপী কৃষ্ণকে ভজনা করেন। ৩৪৯। অশক্ত হইলে মন দ্বারা সর্ব্বদা ব্রজে বাস পূর্ব্বক

অথ সেবাপরাধাঃ।

যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ।
উচ্ছিষ্টেবাঽথ বাঽশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকং।
একহস্ত প্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং।
পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ।
উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্পো রোদনানিচ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণং।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণং চৈব অধোবায়ু বিমোক্ষণং।
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণং।
তত্তৎ কালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনং।
গুরৌমৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩৫২॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নন্দনন্দন কৃষ্ণকে ভজনা করিয়া থাকেন। ৩৫০। অথ কৃষ্ণভজন মাহাত্ম্য। ব্যাধের সদনুষ্ঠান কি ছিল? ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল? গজরাজের বিদ্যা কি ছিল? সুদাম ব্রাহ্মণের ধন কি ছিল? বিদুর মহাশয়ের বংশসম্ভ্রম কি ছিল? যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা কি পরাক্রম ছিল? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন? অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন। কেবল সদাচারাদি সকল দ্বারা কখনই সন্তুষ্ট হন না। ৩৫১। অথ সেবাপ-রাধ কথন। যানে আরোহণ পূর্ব্বক বা পাদুকা লইয়া শ্রীভগবদা-লয়ে গমন। ১। শ্রীকৃষ্ণের উৎসবাদি অদর্শন। ২। দেবতাদির

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ৩৫৩॥

অথাপরাধ ক্ষমাপনং।

অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥ ৩৫৪॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধ সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ।
এতদধিকং জ্ঞাতুমিচ্ছাচেৎ শ্রীহরিভক্তি বিলাসো
দ্রষ্টব্যঃ॥ ৩৫৫॥

সম্মুখে অপ্রণাম। ৩। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় হরি দর্শনাদি। ৪। একহস্ত ভূমিতে রাখিয়া প্রণাম। ৫। ভগবানের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। ।৬। তদীয় অগ্রে পাদপ্রসারণ। ৭। পর্য্যঙ্ক বন্ধন, অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিকে উদরোপরি রক্ষা পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া নৃত্যাদি। ।৮। শ্রীমন্দিরে শয়ন। ৯। ভোজন। ১০। মিথ্যাভাষণ। ১১। উচ্চবাক্য প্রয়োগ। ১২। পরস্পর গল্প। ১৩। শোকাদিতে রোদন। ।১৪। বিরোধ। ১৫। নিগ্রহ। ১৬। অনুগ্রহ। ১৭। মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ। ১৮। কম্বলাবরণ। ১৯। পরনিন্দা। ২০। পরস্তুতি। ২১। অশ্লীল বচন। ২২। অধোবায়ু পরিত্যাগ। ২৩। সমর্থ থাকিতে গৌণ উপচার অর্পণ। ২৪। অনিবেদিত ভক্ষণ। ২৫। যে কালে যে ফল উৎপন্ন হয়, সৎসমুদায় অনর্পণ। ২৬। যে দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরে লইয়াছে, সে দ্রব্যের অবশিষ্ট প্রদান। ২৭। শ্রীকৃষ্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন। ২৮। কৃষ্ণাগ্রে অন্যকে অভিবাদন। ২৯। গুরুকে স্তবাদি না করণ। ৩০। আপনার মুখে আপনার প্রশংসা। ৩১। অন্যদেবতা নিন্দন। ৩২। শ্রীবিষ্ণুর সন্নিধানে এই দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৫২। ভগবান্ কহিলেন, হে বসুধে! আমি যে বত্রিশ অপরাধ কীর্ত্তন করিলাম, বৈষ্ণব ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা তৎসমুদায় বর্জ্জন করিবেন। ৩৫৩।

অথ শ্রীশালগ্রামার্চ্চনং।

আদৌ সম্পূজ্য দেবশং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরং।
শালগ্রামার্চ্চনং কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণো বিষ্ণুতৎপরঃ॥ ৩৫৬॥
ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনং।
আবদ্ধাঙ্গদহার কুণ্ডল মহামৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতং॥
ইতি॥ ৩৫৭॥

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ॥ ইতি॥ ৩৫৮॥

অথ অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা। হে মধুসূদন! আমি দিবারাত্রির মধ্যে যে সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি, আমাকে স্বদাস বিবেচনা করিয়া, তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। ৩৫৪। কৃষ্ণশস্ত্রে অঙ্কিত অর্থাৎ তিলকাদি ধারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, কেশব সর্ব্বদা তাঁহার সহস্র প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। আর অধিক জানিতে যদি বাসনা থাকে, তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাস দেখিলেই হইবে। ৩৫৫। অনন্তর শ্রীশালগ্রাম পূজা বলিতেছেন। ত্রিভুবনেশ্বর দেবেশ কৃষ্ণকে অগ্রে পূজা করিয়া, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীশালগ্রাম পূজা করিবেন। "ওঁ বিষ্ণুং" হইতে "স্তুতং" পর্য্যন্ত একটী ধ্যান। আর "ওঁ ধ্যেয়ঃ" হইতে "চক্রঃ" পর্য্যন্ত আর একটী ধ্যান। ধ্যানার্থ। শরৎকালীন কোটি শশির সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গ। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ। শ্বেত সরোজে উপবিষ্ট। স্বীয় অঙ্গকান্তিতে জগৎ বিমোহিত করিতেছেন। অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণ প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে বিভূষিত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কণ্ঠে কৌস্তুভমণি। মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তুত। ইতি। ৩৫৬। ৩৫৭।

এবমেকমপি ধ্যাত্বা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইতিমন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। তদ্গায়ত্রী "ওঁ কৃষ্ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" তৎ-প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং। "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়ে"ত্যাদি। অন্যৎ সমানমিতি॥ ৩৫৯॥

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ হৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ৩৬০॥

অথ বৈষ্ণবানাং নিত্যং শালগ্রামার্চ্চনং কর্ত্তব্যং।

শালগ্রামশিলায়াস্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।
সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম।
শালগ্রাম শিলায়াস্তু সর্ব্বদা বসতে হরিঃ॥ ৩৬১॥

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সরোসিজাসনে আসীন, কেয়ূর ও স্বর্ণকুণ্ডল ভূষণে ভূষিত। শিরে মুকুট এবং দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিয়া-ছেন। যাঁহার হেমময় বপু, এইরূপ নারায়ণকে আমি সর্ব্বদা ধ্যান করি। ইতি। ৩৫৮। এইরূপ একটী ধ্যান করিয়াও "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। তাঁহার গায়ত্রী "ওঁ কৃষ্ণায়" হইতে "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত। তদীয় প্রণামমন্ত্র "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি পূর্ব্বে দেখ। অন্য সমান। ৩৫৯। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণরাশিতে যাঁহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, একান্ত ভক্তগণের মধ্যে তাঁহারাই প্রধান। যে-হেতু পরব্যোমাধিপতি শ্রীপতির প্রসন্নতাও তাঁহাদিগের চিত্তাপহরণ করিতে সমর্থ হন না। যদিও শ্রীনাথ নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্ব-গত কোন প্রভেদ দেখা যায় না, কিন্তু কেবল প্রেমময় রসনিবন্ধন

শালগ্রামশিলাপূজা বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩৬২ ॥

অথ শালগ্রামক্রয় বিক্রয় নিষেধঃ।

শালগ্রাম শিলায়াং যো মূল্যমুদ্ঘাটয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা চানুমন্তাচ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাভূত সংপ্লবং।
অতঃ সংবর্জ্জয়েদ্বিপ্র চক্রস্য ক্রয় বিক্রয়ং ॥ ৩৬৩ ॥

অথ তৎপ্রতিষ্ঠা নিষেধঃ।

শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজাস্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততোবুধঃ ॥ ৩৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠতা) লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে, তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায়। ৩৬০। অথ বৈষ্ণবদিগের নিত্য শাল-গ্রাম পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছেন। শ্রীশালগ্রাম শিলার পূজা করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হয়। জগদ্গুরু বাসু-দেব নিত্য উহাতে অধিষ্ঠিত। হে সুরোত্তম! সুবর্ণের, কি রত্নের কি প্রস্তর প্রতিমায় হরি সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন না। শালগ্রাম শিলায় সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন। ৩৬১। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা না করিয়া কিছু ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যতকাল কল্প থাকে, ততকাল চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া বাস করে। ৩৬২। শালগ্রাম ক্রয় বিক্রয় নিষেধ। যে ব্যক্তি শালগ্রামের মূল্যাবধারণ করে, যে ব্যক্তি বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি মূল্যাবধারণে সম্মতি প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি শিলার গুণদোষ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই যতকাল মহাপ্রলয় না হয়, ততকাল নরকে অবস্থান করে। অতএব হে ব্রাহ্মণ! শালগ্রামচক্র ক্রয় বা বিক্রয় করিবে না। ৩৬৩। শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা নিষেধ। শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা নাই। সর্ব্বাগ্রে মহাপূজা করিয়া, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরে ঐ শিলাই

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন।
স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্র ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥
ইতি স্কান্দাদ্যভিধানাৎ॥ ৩৬৫॥

অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৩৬৬॥

শ্রীশালগ্রামশিলায়াঃ প্রতিষ্ঠাভাবাদযথোক্ত ভক্তলক্ষণান্বিতানাং শূদ্রকুলোৎপন্নানাং বৈষ্ণবানাং শ্রীশালগ্রামার্চ্চনেঽধিকারোঽস্তি অন্যেষামসতাং শূদ্রানামনধিকারঃ। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং

অর্চ্চনা করিবেন। ৩৬৪। এইরূপ যথোক্ত দীক্ষাগ্রহণানন্তর ভগবদর্চ্চন নিরত কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী-শূদ্র, সকলেই নিরত হইয়া, শালগ্রামরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ইহাঁদিগের শালগ্রাম পূজনে অধিকার আছে। আর শূদ্র সৎ হইলে, তাহারও অধিকার আছে, অপরের নাই। স্ত্রী হউক বা শূদ্র হউক, কিংবা ব্রাহ্মণ হউক অথবা ক্ষত্রিয়াদি হউক, শালগ্রাম পূজা করিলে নিত্য বিষ্ণুপদলাভ করিবে। এই কথা স্কান্দ প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত আছে। ৩৬৫। শাস্ত্রান্তরে স্ত্রী শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজার সম্বন্ধে যে সকল নিষেধ বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, সেই সকল নিষেধ বাক্য বিষ্ণুর অভক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত সকল বলেন। ৩৬৬। শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা অভাবপ্রযুক্ত যথোক্ত ভক্ত লক্ষণান্বিত শূদ্রকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবগণের শ্রীশালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে। অন্য অসৎ শূদ্র সকলের অধিকার নাই। অতএব শূদ্রকে অধিকার

বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতাস্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। শ্রীভগবদ্দীক্ষাদি প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি। অতএব বিপ্রৈঃসহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা পশ্যামঃ। তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ং। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতেতনবো মমেত্যাদি বচন প্রমাণেন বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃসহ সাম্যমেব সিদ্ধতি। কিন্তু, ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজেত্যাদি বাক্য প্রমাণতঃ। দেশেঽস্মিন্তা-দৃশা ভক্তাশ্চাত্যন্তবিরলোদয়াঃ। অতএব শূদ্রাদীনামধিকৃত্য মৎপিতৃদেব শ্রীমদ্দীননাথ গোস্বামি প্রভুপাদেনোক্তং।

সম্প্রত্যস্মিন্ পুণ্যভূমৌ বসন্তি যে হরিপ্রিয়াঃ।
প্রায়স্তে দাম্ভিকাঃ সর্ব্বে বিষয়াবিষ্টচেতসঃ।

পূর্ব্বক বায়ুপুরাণে বলিয়াছেন। যাচ্ঞা করিবে না। যথেষ্ট দান করিবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কৃষিকর্ম্ম করিবে। নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে। এই প্রকার সৎশূদ্র শালগ্রাম পূজা করিতে পারে। শ্রীভগবদ্দীক্ষাদি প্রভাবে শূদ্রাদির ব্রাহ্মণ তুল্যত্ব সিদ্ধ হয়। "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং। ইতি তত্ত্বসাগর। যেমন বিধানানুসারে পারদ যোগ করায়, কাংস্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই মত দীক্ষা-বিধান দ্বারা মানব সকলের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। অতএব ব্রাহ্মণ সহ বৈষ্ণব সকলের একত্র গণনা দেখা যায়। তীর্থসকল, অশ্বত্থ বৃক্ষ, গো, বিপ্র ও আমার ভক্ত সকল, এই পাঁচ আমার তনু বলিয়া জানিবে। ভগবানের এই বাক্য প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণের সহিত সমত্ব নিশ্চয় হইল। কিন্তু "হে মহারাজ! কোথাও কোথাও" ইত্যাদি ভাগবত প্রমাণ অনুসারে এদেশে সেই মত ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত বিরল প্রচার। এই হেতু শূদ্রাদিকে অধিকার পূর্ব্বক আমার পিতৃদেব

সদাচারবিহীনাস্তু হ্যুৎপথপ্রতিপাদকাঃ।
শিশ্নোদরপরাঃশশ্বৎ পরবিত্তাপহারকাঃ।
শালগ্রামার্চ্চনং তেষাং কেবলং লোকবঞ্চনং॥ ৩৬৭॥

অথ শ্রীরাধিকার্চ্চনং।

কৃষ্ণস্য বামভাগে তু তস্যাতিপ্রিয়বল্লভাং।
রাধিকাং পূজয়েদ্বিপ্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িকাং॥ ৩৬৮॥

ওঁ হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং
শ্যামক্রোড়বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূরপুঞ্জোজ্জ্বলাং।
লোলাক্ষীং নবযৌবনাং স্মিতমুখীং বিম্বাধরাং রাধিকাং
নিত্যানন্দময়ীং বিলাসনিলয়াং দিব্যাঙ্গভূষাং ভজে॥ইতি॥৩৬৯॥

ওঁ তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নীলবস্ত্রপরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীং॥ ইতি॥ ৩৭০॥

শ্রীমৎদীননাথ গোস্বামি প্রভুপাদ বলিয়াছেন। সম্প্রতি এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে সকল বৈষ্ণব আছেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই দাম্ভিক, বিষয়াবিষ্ট, সদাচারবিহীন, অসৎ পথ প্রতিপাদক, শিশ্নোদরপরায়ণ ও পরধনাপহারক, অতএব তাঁহাদের শালগ্রামার্চ্চন কেবল লোকবঞ্চন মাত্র। ৩৬৭। অনন্তর শ্রীরাধিকার পূজা। শ্রীকৃষ্ণের বামে তদীয় অত্যন্ত প্রিয়বল্লভা, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িকা রাধিকাকে ব্রাহ্মণ পূজা করিবেন। ৩৬৮। "ওঁ হেমাভাং" হইতে "ভজে" পর্য্যন্ত একটী ধ্যান। আর "ওঁ তপ্তস্বর্ণপ্রভাং" হইতে "বৃন্দাবনেশ্বরীং" পর্য্যন্ত আর একটী ধ্যান। ধ্যান দুইটীর অর্থ এই—শ্যামক্রোড়বিলাসিনী, নিত্যানন্দময়ী, সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণা, শ্রীরাধিকার ভজনা করি। ইতি শিরস্থিত সিন্দূরপুঞ্জে সমুজ্জ্বল, বিলাসের আলয়স্বরূপা, মন্দমধুর হাস্যমুখী, নবযৌবনা ও চঞ্চলনয়না। বিম্বফলের তুল্য ইহাঁর অধর, অঙ্গে মুক্তাদি নির্ম্মিত মনোহর অলঙ্কার, বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, যুগলহস্ত, সেই যুগল হস্তে বর ও অভয়, পরিধান সূচীন নীলবসন। শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী

এবমেকমপি ধ্যাত্বা "শ্রীঁরাধিকায়ৈ নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষ নৈবেদ্যং সমর্প্য পানীয় জলাদিকং দত্বা তন্মন্ত্রং "শ্রীঁরাধিকায়ৈ বিদ্মহে, প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি, তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ" ইতি গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ ॥

ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধেবৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥ ইতি ॥ ৩৭১ ॥
ওঁ রাসোৎসববিলাসিন্যৈ নমস্তে পরমেশ্বরি।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দবিগ্রহে ॥ ইতি ॥ ৩৭২॥

অথ তস্যাশ্রয় গ্রহণং।

ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তনযুগগতমুক্তাদাম দীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহং ॥ ইত্যাশ্রয়ং নীত্বা পুনঃ প্রণমেৎ ॥ ৩৭৩ ॥

রাধিকার ভজনা করি। ইতি। ৩৬৯। গলিত স্বর্ণের সদৃশ ইহাঁর বর্ণ, পরিধান নীলাম্বর এবং অঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভূষণ। ইতি। ৩৭০। এইরূপ একটী ধ্যানও করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য অর্পণানন্তর পানীয় জলাদি প্রদান পূর্ব্বক তদীয় মন্ত্র ও মূলের লিখিত তদীয় গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণামের অর্থ এই,—হে তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি! হে রাধে! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! হে বৃষভানু-নন্দিনি! হে হরিপ্রিয়ে! হে দেবি! তোমাকে প্রণাম করি। ইতি। ৩৭১। হে পরমেশ্বরি! হে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাণাধিকে! হে রাধে! তুমি রাসবিলাসিনী, তদীয় মূর্ত্তি পরমপ্রেমে গঠিত, তোমাকে নমস্কার করি। ইতি। ৩৭২। অনন্তর শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় গ্রহণ। 'আমি

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনং।

ওঁ তাপিঞ্ছচ্ছবিরঙ্গগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজ
প্রোদ্যদ্বামভুজাং স্ববামভুজয়াশ্লিষ্যন্ সচিন্তাস্ময়া।
শ্লিষ্যন্তীং স্বয়মন্যহস্ত বিলসৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং
পায়ান্নঃ শনসূনপাতবসনো নানাবিভূষো হরিঃ॥ ৩৭৪॥

ইতি ধ্যাত্বা "শ্রীঁ ক্লীঁ রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পূর্ব্ববৎ সম্পূজ্য প্রণমেৎ॥

ওঁ বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনং।
বল্লবীবল্লভং দেবং রাধালিঙ্গিত বিগ্রহং॥ ৩৭৫॥
ইত্থং কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি।
বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সুস্থিতং প্রিয়য়াসহ॥ ৩৭৬॥

ব্রজপতি সুতপ্রিয়া কিশোরী রাধিকার পদারবিন্দ আশ্রয় করি। অমল পদ্মের ন্যায় ইহাঁর অঙ্গকান্তি। নীলবসন পরিধানা, সুকেশী, খঞ্জনলোচনা, শশিমুখী ও মনোহারিণী। ইহাঁর উচ্চ পয়োধর যুগলোপরি মুক্তামালা বিলম্বিত। সেই মুক্তামালায় ইহাঁর অনুপম জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইতেছে। এইরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। ৩৭৩। অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলার্চ্চন বলিতেছেন। "ওঁ তাপিঞ্ছচ্ছবি" হইতে "হরি" পর্য্যন্ত যুগল ধ্যান। ধ্যানার্থ। তমাল তরুর ন্যায় শ্যামবর্ণ, বামাঙ্গে হেমপ্রভা স্বপ্রিয়া, ঐ প্রিয়ার বামহস্তে একটী পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণও বামহস্ত দ্বারা নিজ কান্তাকে গাঢ়ালিঙ্গন করিতেছেন। কৃষ্ণের দক্ষিণহস্তে সুবর্ণবেত্র, শণকুসুমের ন্যায় পীতবস্ত্র পরিধান। নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এইরূপ ধ্যান করিবে। ৩৭৪। এই প্রকার ধ্যানপূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। বৃন্দাবনগুরু, কমললোচন, বল্লবীবল্লভ, রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ দেব কৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৩৭৫। এইরূপ

অথ শ্রীবলদেবার্চ্চনং।

কৃষ্ণস্য দক্ষিণে ভাগে দেবং হলধরং হরিং।
পূজয়েদ্ব্রাহ্মণো নিত্যং স্বস্য ভাবানুসারতঃ॥
ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণং।
নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
কুণ্ডলাশ্লিষ্টসদ্গণ্ডং দিব্যভূষাম্বরস্রজং।
মধুপানে সদাসক্তং মদাঘূর্ণিতলোচনং।
মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরামং সদা স্মরেৎ॥ইতি॥৩৭৭॥
ওঁ বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দু সন্নিভং।
বামে হলায়ুধধরং দক্ষিণে মুষলং করে।
হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎপরং॥ইতি॥৩৭৮

এবমেকমপি ধ্যাত্বা "রাং বলরামায় নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ

বৃন্দাবনে, কল্পতরুমূলে, রত্নসিংহাসনোপরি প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণকে স্মরণ করিবে। ৩৭৬। অনন্তর শ্রীবলদেবার্চ্চন বলিতেছেন। কৃষ্ণের দক্ষিণে দেব-হলধর-হরিকে নিজ ভাবানুসারে ব্রাহ্মণ নিত্য পূজা করিবেন। "ওঁ শুদ্ধস্ফটিক" হইতে "স্মরেৎ" পর্য্যন্ত একটী ধ্যান। "ওঁ বলদেবং" হইতে "পরং" পর্য্যন্ত আর একটী ধ্যান। উভয় ধ্যানার্থ এই,—শুদ্ধস্ফটিকের তুল্য অঙ্গকান্তি, রক্তপদ্মদলের ন্যায় লোচনযুগল, পরিধান নীলাম্বর, সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তি, অঙ্গে মনোহর গন্ধ ও চন্দন, শ্রবণের কুণ্ডল পরম সুন্দর গণ্ডস্থলে আসিয়া দোদুল্যমান হইতেছে। দিব্যাম্বরভূষণ ও দিব্য মালা ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বদা মধুপানাসক্ত। আসবরসে নিরন্তর লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতেছে। দক্ষিণ-করে মুষল। এইরূপে সর্ব্বদা বলরামকে চিন্তা করিবে। ইতি। ৩৭৭। দুই হস্ত, বামকরে হল ও দক্ষিণকরে মুষল, নীলাম্বর পরিধান, শঙ্খ-কুন্দ ইন্দুর ন্যায় অঙ্গকান্তি, মদিরাপানে চঞ্চল, বিবিধ হাব-ভাব-পরায়ণ। শ্রীবলদেবকে এইরূপে স্মরণ করিবে। ইতি। ৩৭৮। এই-

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনবৎ সমভর্চ্চ্য তন্মন্ত্রং "রাং বলরামায় বিদ্মহে সঙ্কর্ষণায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ", ইতি গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা প্রণমেৎ ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল ॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ ॥ ইতি॥৩৭৯॥

অথ শ্রীরেবত্যর্চ্চনং।

বামে শ্রীবলরামস্য তৎপ্রিয়াং রেবতীং ভজেৎ ॥ ৩৮০ ॥

ওঁ শ্রীমদ্রামমুখাম্বুজার্পিতদৃশাং তদ্বামভাগে স্থিতাং
গৌরাঙ্গীং বিশদস্মিতাঢ্যবদনাং রত্নাদিভূষাযুতাং।
হস্তাগ্রেণ সুবারুণীচষকতঃ সন্তর্পয়ন্তীং প্রিয়ং
তাং কৃষ্ণাগ্রজবল্লভাং সুনয়নীং শ্রীরেবতীং সংস্তুমঃ ॥৩৮১॥

রূপ একটী ধ্যানও করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনবৎ অর্চ্চনা করিয়া, মূলের অনুসারে তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র এই,—হে রেবতীকান্ত! আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার। হে বলিগণাগ্রগণ্য! আপনাকে নমস্কার। হে ধরণীধর! আপনাকে নমস্কার। হে প্রলম্ব-শত্রু! আপনাকে নমস্কার। আপনি হলগ্রাম-(সমূহ) ধারী, আপনাকে নমস্কার। মুষল আপনার অস্ত্র, আপনাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! আপনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করুন। ইতি। ৩৭৯। অনন্তর শ্রীরেবতীর পূজা বলিতেছেন। শ্রীবলরামের বামভাগে তদীয় প্রিয়া রেবতীর ভজনা করিবে। ৩৮০। "ওঁ শ্রীমদ্রাম" হইতে "সংস্তুমঃ" পর্য্যন্ত রেবতীর ধ্যান। তদর্থ এই,—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলরামের হৃদয়বল্লভা

এবং ধ্যাত্বা "শ্রীঁরেবত্যৈ নমঃ" ইতিমন্ত্রেণ সম্পূজ্য তন্মন্ত্র "শ্রীঁরেবত্যৈ বিদ্মহে রামপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" ইতি গায়ত্রী চ যথাশক্তি সংজপ্য প্রণমেৎ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শিখিপিঞ্ছনিভাম্বরাং।
আনর্ত্তাধিপতেঃ পুত্রীং বলরামপ্রিয়াং ভজে॥ ৩৮২॥

অথ শ্রীরেবতীরামার্চ্চনং।

ওঁ অন্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দনসংজ্ঞিতে।
তত্রাধস্তাৎ স্বর্ণপীঠে বিচিত্রমণিমণ্ডপে।
তন্মধ্যে মণিমাণিক্যদিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে।
তত্রোপরি চ রেবত্যা সঙ্কর্ষণহলায়ুধং॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নীলাম্বরবিধারিণং।
নানাভূষাধরং ধ্যায়েদ্রেবত্যালিঙ্গিতং প্রভুমিতি॥৩৮৩॥

সুনয়নী শ্রীমতী রেবতীর বন্দনা (ধ্যান) করি। ইনি শ্রীবলদেবের বদনাম্বুজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন ও তদীয় বামপার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। ইনি রত্ন প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিতা। ইহাঁর বদনচন্দ্রমণ্ডলে মৃদুমধুর বিশদ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে। ইনি গৌরবরণী। ইনি দক্ষিণকরাগ্র দ্বারা অত্যুত্তম বারুণীর (পুষ্পাসবের) পাত্রার্পণপূর্ব্বক স্ব প্রিয়তমের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। ইতি। ৩৮১। এইরূপ ধ্যান করিয়া, মূলোক্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও মূলোক্ত তদীয় গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করণানন্তর প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র এই,—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছ-নিভ নীলাম্বরপরিধানা, ইনি আনর্ত্তাধিপতির কন্যা, ইনি শ্রীবলরামের প্রিয়া, ইহাঁকে ভজনা (প্রণাম) করি। ৩৮২। তদনন্তর শ্রীরেবতীরামার্চ্চন বলিতেছেন। "ওঁ অন্তরে" হইতে "প্রভুং" পর্য্যন্ত যুগল ধ্যান। তাহার অর্থ এই,—মনোহর উদ্যানাভ্যন্তরে হরিচন্দননামক বৃক্ষের তলায় বিচিত্র

এবং ধ্যাত্বা "শ্রীঁব্লাং রেবতীরামাভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ সম্পূজ্য প্রণমেৎ॥ অন্যং সমানং॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ বলরামমহং বন্দে শর্ব্বাদিসুরবন্দিতং।
ভাবোন্মত্তং বিরূপাক্ষং রেবত্যাশ্লিষ্টসুন্দরং॥ ৩৮৪॥

অথ পূজাবিধিবিবেকঃ।

অয়ং পূজা বিধির্ম্মন্ত্র সিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি।
অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে॥
তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ।
কাম্যত্বেনাপি গেহে তু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা॥
সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে।
প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া॥ ৩৮৫॥

মণিমণ্ডপ; তন্মধ্যে স্বর্ণপীঠ, সেই পীঠ মধ্যে মণিমাণিক্য নির্ম্মিত মনোহর উজ্জ্বল সিংহাসনোপরি শ্রীরেবতীর সহিত সঙ্কর্ষণ হলায়ুধকে স্মরণ করিবে। শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় বর্ণ, নীলাম্বর পরিধান, নানালঙ্কারধারী, রেবতীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। ইতি। ৩৮৩। এইমত ধ্যান ধরিয়া মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা রেবতীরামের পূজা করণানন্তর প্রণাম করিবে। অপর সমস্তই একরূপ। প্রণামের মন্ত্র এই,—শিবাদিদেববন্দিত, বিরূপাক্ষ, ভাবোন্মত্ত, রেবত্যাশ্লিষ্ট সুন্দর বলরামকে আমি বন্দনা (প্রণাম) করি। ৩৮৪। অনন্তর পূজা বিবেক (বিধি) বলিতেছেন। এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত অর্চ্চনবিধি বর্ণন করিলাম, এ সকল মন্ত্রসিদ্ধির জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা জপের অঙ্গস্বরূপ। ভক্তির অঙ্গ যে পূজা ভক্ত সকল করেন, সেই পূজা ন্যাস প্রভৃতি ব্যতিরেকেও হইতে পারে। ভক্তি পূজা স্থলে দেবালয়ে পূজা উপাসক সকলের পক্ষে নিত্যও হইতে পারে এবং

অসমর্থো জনঃ কুর্য্যাৎ কেবলং যুগলার্চ্চনং।
সমর্থশ্চেৎ সদা কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষামর্চ্চনং পৃথগিতি॥ ৩৮৬

একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ।
প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ॥
ততো গোপকুমারশ্চ তদ্বয়স্যাস্ততো বহিঃ।
নন্দো যশোদারোহিণ্যৌ গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ॥
ততশ্চ বৎসা গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তনীরাজনোৎসবে।
রামং কদাচিৎ কৃষ্ণস্য কদাচিন্মাতুরন্তিকে॥
শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হর্ষভয়াকুলঃ।

কাম্যও হইতে পারে; কিন্তু স্বগৃহে পূজা তাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য কর্ত্তব্য জানিতে হইবে। দেবালয়ে পূজা করিতে হইলেই সেবা প্রভৃতির নিয়ম প্রতিপালন অবশ্য করিতে হইবে। স্বগৃহে স্বেচ্ছামত পূজা করিতে পরিবেন। কেবলমাত্র আপনার ব্রত ভঙ্গ না করিলেই হইল। ৩৮৫। অসমর্থ ব্যক্তি কেবলমাত্র যুগলার্চ্চন করিবেন। ৩৮৬। একান্ত ভগবদ্ভক্তগণ প্রথমাবরণে শ্রীরাধাদি প্রভুর প্রিয়াগণকে তৎতৎ ধ্যানানুসারে পূজা করিবেন। তাঁহারা লজ্জাপ্রযুক্ত দূরবর্ত্তী থাকিলেও পূজাকালে তাঁহার নিকটে থাকেন। তদনন্তর কৃষ্ণের বয়স্য শ্রীদামাদি গোপবালকগণের অর্চ্চনা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে শ্রীনন্দ ও তৎসদৃশ গোপসকলকে এবং শ্রীযশোদা-রোহিণী আর তাঁহাদের তুল্য গোপীগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর বৎস, গাভি, বৃষভ, ও অরণ্য এবং মৃগাদির আরাধনা করিবেন। তৎপর নীরাজনা উৎসবকালে প্রাপ্ত ব্রহ্মাদির অর্চ্চনা করিবেন। শ্রীবলরামকে কখন কৃষ্ণের সন্নিধানে, কখন মাতা রোহিণীর নিকট অর্চ্চনা করিবেন। আর হর্ষভাবে চারিদিগে ভ্রমণকারী শ্রীনারদকেও আরাধনা করিবেন। এই প্রকার ধ্যানপূজাদি বিষয়ে কৃষ্ণভক্ত সকলের যাহা রুচিজনক

এবং যদ্ধ্যানপূজাদাবেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে।
কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যন্তং তদেব চ সতাং মতং ॥
কৃষ্ণভুক্তাবশেষেণ তদ্ভক্তেভ্যো দ্বিজাদয়ঃ।
পূজয়ন্তি সদা ভক্ত্যা পারম্পর্য্যানুসারতঃ ॥

সগণৈঃ শ্রীকৃষ্ণং সম্পূজ্য তন্নৈবেদ্যাদি বহিঃ সংরক্ষ্য পূজাস্থানং সম্মার্জ্য চ "সুখং সুস্বাপ" ইতি মন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণায় শয়নং দত্বা মন্দিরদ্বারমাবধ্য পিঠাদিপূজনার্থং তত্তৎ স্থানং বিশেদিতি ॥ ৩৮৭ ॥

অথ শ্রীগোপীশ্বরাখ্যশিবার্চ্চনং।

গোপীশ্বরমহং বন্দে বৈষ্ণবানাং শিখামণিং।
যস্য কৃপালবেনাপি গোবিন্দে জায়তে রতিঃ ॥ ৩৮৮ ॥
গোবিন্দপ্রিয়ভক্তেশমুমেশমুময়া প্রিয়ং।
শঙ্করং সর্ব্বভক্তানামুমালিঙ্গিতসুন্দরং ॥ ৩৮৯ ॥
বৈষ্ণবানাং সদা পূজ্যং পাদ্মবাক্যানুসারতঃ ॥ ৩৯০ ॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং।

তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর ও সাধুগণের অভিমত। ব্রহ্মাদি শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য দ্বারা তদীয় ভক্ত সকলের পূজা করিয়া থাকেন। স্বগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া, তদীয় নৈবেদ্যাদি রক্ষাপূর্ব্বক পূজাস্থান মার্জ্জনা করণানন্তর "সুখং সুস্বাপ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কৃষ্ণকে শয়ন দিয়া, মন্দিরের দ্বার আবদ্ধ পূর্ব্বক শিবাদি পূজনার্থ সেই সেই স্থানে প্রবেশ করিবে। ৩৮৭। অনন্তর শ্রীগোপীশ্বরাখ্য শিবার্চ্চন বলিতেছেন। বৈষ্ণবগণের শিখামণি গোপীশ্বরকে আমি বন্দনা করি। যাঁহার অত্যল্প কৃপায় গোবিন্দে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। ৩৮৮। গোবিন্দের প্রিয় সকলের প্রধান, উমেশ, উমাপ্রিয়, ভক্ত সকলের মঙ্গলকারী, উমালিঙ্গিত সুন্দর শ্রীগোপীশ্বর, পাদ্ম-

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥ ৩৯১॥
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুশ্চেতি শ্রীমুখবাক্যতঃ।
বৈষ্ণবানাং সদা পূজ্যঃ সত্ত্বপূর্ণমহেশ্বরঃ॥ ৩৯২॥
নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ।
চক্রাঙ্কিতঃ সদা তিষ্ঠেন্মদ্ভক্তঃ পাণ্ডুনন্দন॥ইতি বচনাৎ॥

শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শিবশ্চান্যো দেব ইত্যেবমন্যত্বে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানামযুক্তমেব কিন্তু যথামৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারোঽয়মিত্যভেদেন ন দোষাবহং অপিতু গুণএব ভগবদ্ভক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসনাদিতি। শ্রীশিবাবতারাঃ ঘোরাঃ রুদ্রাদয়ো বৈষ্ণবানাং নার্হনীয়াইতিদিক্॥ ৩৯৩॥

বাক্যানুসারে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা পূজনীয়। ৩৮৯। ৩৯০। যত যত আরাধনা আছে, সকল অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণব সকলের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করিয়া, তদীয় অধিষ্ঠান স্বরূপ বৈষ্ণবগণের পূজা করে না, সে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত বলিয়া বিদিত হইতে পারে না, তাহাকে কেবল দাম্ভিক জানিতে হইবে। অতএব সকল সময় বিশেষ যত্নের সহিত বৈষ্ণব সকলকে পূজা করিবেন; কেননা, মহা ভাগবতগণের পূজা করিলে, সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৩৯১। "বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু" শ্রীমুখের এই বাক্যানুসারে সত্ত্বপূর্ণমহেশ্বর বৈষ্ণব সকলের সর্ব্বদাই পূজনীয়। ৩৯২। হে পাণ্ডুনন্দন! চক্রাঙ্কিত মদীয় একনিষ্ঠ ভক্ত আমা ব্যতীত অন্য দেবতাকে নমস্কার কি দর্শন করিবেন না, এই বচন হেতু শ্রীবিষ্ণু একদেব এবং শিব অন্যদেব

অতএব বিষ্ণুভক্তা শুদ্ধসত্ত্বময়ং শিবং।
পূজয়ন্তি সদা ভক্ত্যা ভক্তিশাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৩৯৪॥
ওঁ কর্পূরকুন্দধবলং প্রসন্নবদনেক্ষণং।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং যোগীন্দ্রং শশিশেখরং।
নানালঙ্কারশোভাঢ্যং ত্রিশূলবরধারিণং।
গঙ্গাধরং জগদ্বন্দ্যং করুণামৃতসাগরং।
ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশমুমালিঙ্গিতসুন্দরং।
আনন্দরসসংমগ্নং বৈষ্ণবানাং গুরুং পরং।
হরিনামমন্তুং শশ্বজ্জপন্তং সংযতাত্মনং।
গোপেশং গোকুলাধীশং গোপালপ্রিয়কারিণং।
গোপীশ্বরং সদাধ্যায়েচ্ছুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুং॥ ৩৯৫॥

জানা যাইতেছে; অতএব শিবকে নমস্কারাদি করা বৈষ্ণবগণের নিশ্চয় অযুক্ত; কিন্তু যেমন মৎস্যাদি লীলাবতার সেইরূপ শ্রীশিবগুণাবতার, এই প্রকার অভেদ হেতু শিবকে নমস্কারাদি করায় বৈষ্ণবগণের দোষ হয় না, বরং ভগবদ্ভক্তিলাভরূপ বিশেষ গুণই দেখা যায়। ভয়ঙ্কর রুদ্রাদি যে সকল শিবের অবতার, তাহারাই বৈষ্ণবদিগের পূজার্হ নহে, ইহাই দেখা যাইতেছে। ৩৯৩। অতএব বিষ্ণুভক্ত সকল শুদ্ধ সত্ত্বময় শিবকে ভক্তি শাস্ত্রানুসারে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। ৩৯৪। "ওঁ কর্পূরকুন্দ" হইতে "বিভুং" পর্য্যন্ত গোপীশ্বর শিবের ধ্যান। তদর্থ এই,—কর্পূর কুন্দের ন্যায় ধবলবর্ণ, প্রসন্ন বদন ও নয়ন, ব্যাঘ্রচর্ম্মবসনপরিধান, যোগী সকলের শ্রেষ্ঠ, চন্দ্রমুকুট ধারণ, নানা অলঙ্কারে শোভমান, ত্রিশূলশ্রেষ্ঠধারী, গঙ্গাধর, জগতের বন্দনীয়, করুণামৃতসাগর, ত্রিলোচন, ত্রিলোকের ঈশ্বর, শ্রীউমা আলিঙ্গিত সুন্দর, আনন্দরসে নিমগ্ন, বৈষ্ণব সকলের আচার্য্য, প্রধান, নিরন্তর হরিনাম মন্ত্র জপ করিতেছেন, সংযতাত্মা, গোপদিগের ঈশ্বর, গোকুলের রাজা অর্থাৎ রক্ষক, শ্রীগোপালদেবের প্রিয়কারী, শুদ্ধ

এবং ধ্যাত্বা "ওঁ হ্রীং গোপাশ্বরোমাভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষনৈবেদ্যং সমর্প্য পানীয়জলাদিকং দত্ত্বা তন্মন্ত্রং "ওঁ গোপীশ্বরায় বিদ্মহে উমাপতয়ে ধীমহি তন্নো শিবঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তদগায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।" ইত্যনেন মন্ত্রেণ জপং সমর্প্য প্রণমেৎ॥

প্রণামমন্ত্রশ্চায়ং।

ওঁ গোপীশ্বরায় শিবায় শঙ্করায় মহাত্মনে।
হরিপ্রিয়ায় দেবায় উমেশায় নমোঽস্তু তে॥
বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম
মৌলে সনন্দনসনাতননারদেড্য।
গোপীশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥ ৩৯৬॥

অথোমাং প্রণমেৎ।

ওঁ কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।

সত্ত্বময়, বিভু গোপীশ্বরকে নিত্য ধ্যান করিবে। ৩৯৫। এইরূপ ধ্যান করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করণানন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য সমর্পণ পূর্ব্বক পানীয় জলাদি প্রদান করিয়া, তদীয় মন্ত্র ও মূলের লিখিত তদীয় গায়ত্রী যথাশক্তি জপিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র এই,—গোপীশ্বরকে, শিবকে, শঙ্করকে, দেবকে, হরিপ্রিয়াকে, মহাত্মা উমাপতিকে নমস্কার। হে বৃন্দাবনাবনিপতে! তোমার জয় হউক। হে সোম! হে সোমমৌলে! হে সনন্দনসনাতননারদপূজ্য! হে গোপীশ্বর! ব্রজবিলাসী রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে নিরুপাধি প্রেম

ওঁ গোকুলাধিষ্ঠাত্রীদেবীং শঙ্করীং শঙ্করপ্রিয়াং।
যোগমায়াং যোগাধীশাং হরিলীলাপ্রসাধিনীং।
বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবারাধ্যাং নমামি হরিবল্লভাং॥ ৩৯৭॥

অত্র সংশয়নিরাসঃ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥
বিম্বক্‌সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকং।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ॥

লিঙ্গে চেৎ শ্রীশিবপূজা ক্রিয়েত তদা চণ্ডেশ্বরায় তদ্গণাধ্যক্ষায় তন্নৈবেদ্যাদিকং দাতব্যমিত্যাদি ভারতপঞ্চরাত্রবচনপ্রমাণেন চ শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষনৈবেদ্যাদিনা শিবাদিদেবতান্তরাণাং পূজনমবশ্যং কর্ত্তব্যং। কেচিচ্চ। শিবনাভশিলা তু হরিহরয়ো-

---

আমাকে প্রদান করুন্। ৩৯৬। অনন্তর উমাকে প্রণাম করিবে। হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনীর অধিশ্বরি! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। তুমি নন্দগোপসুতকে আমার পতিরূপে প্রদান কর। গোকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শঙ্করী, শঙ্করপ্রিয়া, যোগমায়া, যোগাধীশা, হরিলীলা সংসাধিনী, বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবগণের পূজ্যা হরিবল্লভাকে আমি নমস্কার করি। ৩৯৭। এইস্থলে সংশয় নিরাস করিতেছেন। বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতা সকলের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং পিতৃলোক সকলকেও সেই বিষ্ণুভুক্তাবশেষ অন্ন প্রদান করিবে; তাহা হইলে তাহা অনন্তফলের জন্য কল্পিত হয়। বিষ্ণুনৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ, পাদোদক ও প্রসাদ বিম্বক্‌সেনকে অর্পণ করিবে। আর যদি লিঙ্গে শিবার্চ্চন করা যায়, তাহা হইলে ঐ নৈবেদ্য তদ্গণাধ্যক্ষ চণ্ডেশ্বরকেও দিবে। ইত্যাদি ভারত ও পঞ্চরাত্র প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা শিবাদি দেবতান্তর সকলের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহ

রধিষ্ঠানং। শালগ্রামশিলালিঙ্গে নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি পাদ্মেঽভিধানাৎ। তথা স্কান্দে শিববাক্যং। শালগ্রামশিলালিঙ্গে যঃ করোতি মমার্চ্চনং। তেনার্চ্চিতঃ কার্ত্তিকেয় যুগানামেকসপ্ততিরিতি। যদা সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানং শ্রীশালগ্রামশিলায়াং শিবার্চ্চনং ভবতি তদা তন্নৈবেদ্যং বৈষ্ণবানাং গ্রাহ্যং নত্বপেক্ষণীয়ং। অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। শালগ্রামশিলালিঙ্গে সর্ব্বং যাতি পবিত্রতামিতি তেন শিবেনৈবোক্তত্বাৎ॥ অন্যে কেচিদাহুঃ। "ভক্তা হি হৃদয়ং মহ্যং ভক্তানাং হৃদয়ং ত্বহ" মিত্যাদি শ্রীমুখবচনপ্রমাণেন শ্রীহরের্হৃদয়ং শিবঃ শিবস্য হৃদয়ং হরিরিতি। এবং গুণগুণিনোর্ভেদাভেদঃ সর্ব্বথা সিদ্ধঃ। বৈষ্ণবোত্তমোত্তমস্য শিবস্য হৃদয়ে নিত্যং

কেহ বলেন, শিবনাভশিলা হরি ও হরের অধিষ্ঠান স্বরূপ। শালগ্রাম শিলালিঙ্গে হরি সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন। পদ্মপুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে। তথা স্কন্দপুরাণে শিববাক্য এই,—শিব কহিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! শালগ্রামশিলালিঙ্গে যে ব্যক্তি মদীয় অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি একসপ্ততিযুগ আমাকে পূজা করিয়াছে। যখন সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠানস্বরূপ শ্রীশালগ্রামশিলায় শিবপূজা হয়, তখন তন্নৈবেদ্য বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয়, কদাপি উপেক্ষণীয় নহে। শিব কহিলেন, আমার নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি সমস্তই অগ্রাহ্য, কিন্তু সেই সকল যদি শালগ্রামশিলালিঙ্গে সমর্পিত অর্থাৎ সেই সকল দ্রব্য দ্বারা শালগ্রামে যদি আমার পূজা করা হয়, তাহা হইলে তৎসমুদায় পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্য কতকগুলি মহাত্মা বলিয়াছেন। "ভক্তগণ আমার হৃদয়, ভক্তগণের আমি হৃদয়" ইত্যাদি শ্রীমুখ বচন প্রমাণদ্বারা শ্রীহরির হৃদয়, শিব ও শ্রীশিবের হৃদয় হরি, ইতি। আর গুণ ও গুণীর ভেদাভেদ সর্ব্বদা সিদ্ধই আছে। বৈষ্ণবোত্তমোত্তম শিবের হৃদয়ে সর্ব্বদা হরির অধি-

হরেরধিষ্ঠানং ভক্তোত্তমোত্তমত্বাৎ পরমপ্রিয়ত্বাচ্চ শ্রীবিষ্ণোঃ হৃদয়েঽপি হরস্য নিত্যাধিষ্ঠানং সিদ্ধঞ্চ। অতএব পৃথঙ্ নৈবেদ্যমাহৃত্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেণ শিবলিঙ্গশ্রীগোপীশ্বরার্চ্চনং বৈষ্ণবানাং ন দোষঃ অপি তু গুণ এব স্যাৎ। গোপালিনীশক্তিত্বাৎ শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরাখ্যশিবস্য শ্রীগোপালমন্ত্রেণার্চ্চনং ভবতি। তস্মাৎ শ্রীমচ্চৈতন্যদেবেন তন্নৈবেদ্যং ভক্ষিতং। সুতরাং বৈষ্ণবোক্তবিধানেন যত্র শিবার্চ্চনং ভবতি তত্র শিবনৈবেদ্যভক্ষণে বৈষ্ণবানাং ক্বচিন্নদোষঃ। যত্র শৈবোক্তবিধানেন শিবার্চ্চনং ভবতি তত্র তন্নৈবেদ্যং বৈষ্ণবানামগ্রাহ্যমলমতি বিস্তরেণ ॥ ৩৯৮ ॥

বিহারিলালরামায় বিশ্বনাথাত্মজায় বৈ।
করুণাং কুরু দেবেশ গোপীশ্বর হরিপ্রিয় ॥ ৩৯৯ ॥

অথ শ্রীতুলসীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীতুলসীং পূজয়েৎ।

ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং
বিদ্যোতন্বীং কুচযুগভরানম্রকল্পাঙ্গযষ্টিং।

ষ্ঠান। ভক্তোত্তমোত্তমত্ব হেতু ও পরমপ্রিয়ত্বহেতু শ্রীবিষ্ণুর হৃদয়েও হরের নিত্যাধিষ্ঠান সিদ্ধই আছে। অতএব ভিন্ন নৈবেদ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রদ্বারা শিবলিঙ্গ শ্রীগোপীশ্বরার্চ্চন করা বৈষ্ণব সকলের দোষ নহে, বরং গুণই দেখা যাইতেছে। গোপালিনীশক্তি হেতু শ্রীমৎ ভুবনেশ্বর নামক শিবের শ্রীগোপালমন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে; সেইজন্য শ্রীমৎ চৈতন্যদেব তদীয় নৈবেদ্য (প্রসাদ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে বৈষ্ণবোক্ত অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধানে শ্রীশিব পূজা হয়, সেস্থলে শিবনৈবেদ্যভক্ষণে বৈষ্ণব সকলের কিছুমাত্র দোষ নাই। শৈবোক্ত বিধান দ্বারা যেখানে শিবার্চ্চন হইয়া থাকে, সেস্থলে শিবনৈবেদ্যাদি বৈষ্ণবগণের অগ্রহণীয়। এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। ৩৯৮। শ্রীবিশ্বনাথ রামের পুত্র

ঈষদ্ধাসাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাং ॥ ৪০০ ॥
এবং ধ্যাত্বা পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য প্রণমেৎ।

অর্ঘ্যমন্ত্রশ্চায়ং।

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৪০১ ॥
ইত্যর্ঘ্যং দত্বাচমনীয়ং সমর্প্য স্নাপয়েৎ।
গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্বন্দ্যাং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীং ॥ ৪০২ ॥
ইত্যনেন মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সমর্চ্চয়েৎ।

শ্রীবিহারিলাল রামকে দেবেশ, হরিপ্রিয়, গোপীশ্বর, করুণা করুন্ অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তি প্রদান করুন্। ৩৯৯। অনন্তর শ্রীতুলসীকাননে গমনপূর্ব্বক শ্রীতুলসীদেবীকে পূজা করিবে। "ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং" হইতে "পদ্মাসনস্থাং" পর্য্যন্ত তুলসী ধ্যান। তদর্থ এই,—নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় বদন, পক্কবিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, ঈষৎ হাস্যান্বিতা, সুললিতবয়না, চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নিতুল্য অত্যুজ্জ্বল নেত্রত্রয় শোভিতা, অতিশয় দীপ্তিমতী, কুচযুগভরে আনম্র দেহযষ্টি, শ্বেতাঙ্গী, দ্বিভুজা, বরাভয়করা, শ্বেতপদ্মাসনোপরি অধিষ্ঠিতা শ্রীতুলসীদেবীকে ধ্যান করিবে। ৪০০। এইরূপ ধ্যান করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করণানন্তর প্রণাম করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র এই,—হে দেবি! আপনি লক্ষ্মীর আশ্রয় ও নিবাসস্থান, শ্রীধর সর্ব্বদাই আপনার আদর করেন, আমি আপনাকে ভক্তি সহকারে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, গ্রহণ করুন্। আপনাকে নমস্কার। ৪০১। এইরূপে অর্ঘ্য দিয়া আচমনীয় অর্পণানন্তর স্নান করাইবে। ভক্ত চৈতন্যকারিণী, বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী, জগতের বন্দনীয়া, গোবিন্দবল্লভা দেবীকে স্নান করাইতেছি। এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্প প্রভৃতি

পূজামন্ত্রশ্চায়ং।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরাদেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণু নমোঽস্তু তে ॥ ৪০৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষং সোপকরণনৈবেদ্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ।
ইতি নৈবেদ্যার্পণে বিশেষঃ।
শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখং।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রযচ্ছ মে ॥ ৪০৪ ॥
ইতি সংপ্রার্থ্য দণ্ডবন্নমস্কুর্য্যাৎ।

নমস্কারমন্ত্রশ্চায়ং।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী
রোগাণামভিবন্দিতানিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥৪০৫॥

দ্বারা পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র এই,—হে তুলসি! পুরাকালে দেবতা সকল আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; দেবাসুরগণ আপনার পূজা করিয়া থাকেন। এক্ষণে মদীয় পাপনাশ এবং পূজাগ্রহণ করুন্। আপনাকে প্রণাম। ৪০২। ৪০৩। শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ নৈবেদ্য তুলসীকে দিবে, মন্ত্র মূলগ্রন্থে দেখ। ("গৃহ্ণু" পদটী আর্ষ-প্রয়োগ,) হে তুলসি! আপনি আমাকে লক্ষ্মী, যশঃ, কীর্ত্তি, আয়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম প্রদান করুন্। ৪০৪। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দণ্ডবন্নমস্কার করিবে। নমস্কারের মন্ত্র এই,—যিনি নয়ন-গোচর হইলে, পাপ সমুদায় বিনষ্ট করেন, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে রোগনিচয় নষ্ট করেন, জলদ্বারা সিক্ত করিলে অন্তকভয় দূর করেন, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করান এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিলে যিনি বিমুক্তি ফল অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে নির্ম্মল প্রেম প্রাপ্ত করাইয়া দেন, সেই

অথ শ্রীতুলসীপ্রদক্ষিণং।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যান্তি তুলসি ত্বৎ প্রদক্ষিণাৎ ॥ ৪০৬ ॥

ইতি মন্ত্রমুচ্চরন্ স্বদক্ষিণে শ্রীতুলসীং সংরক্ষ্য বারত্রয়ং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পুনঃ প্রণমেৎ। মহিমা তুলস্যাঃ স্মৃতি পুরাণাদি সঙ্কটেষু ন মাতীতিকৃতং মাদৃশমশকমনীষাপক্ষপ্রান্ত বাহনাভিমান প্রৌঢ়িম্না ॥ ৪০৭ ॥

অথ পঞ্চবটী।

অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককং।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ।
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তর ভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা।
অশোকং বহ্নিদিক্স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরি ॥ ৪০৮ ॥

তুলসীকে নমস্কার করি। ৪০৫। অনন্তর তুলসী প্রদক্ষিণ। আমার শরীরে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যত পাপ আছে, হে তুলসি! তদীয় প্রদক্ষিণ হইতে সেই সকল পাপ বিনষ্ট হইতেছে। ৪০৬। এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তুলসীকে নিজ দক্ষিণে রাখিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। তুলসীর মহিমা দুর্গম, স্মৃতি ও পুরাণাদিতেও অপরিমিত সুতরাং ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম, মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধিতে তাহার বর্ণনার ইচ্ছা করা, ক্ষুদ্রতম মশক অর্থাৎ দংশক বা মশার পক্ষপ্রাপ্তের চালনার ন্যায় বিফল, এই নিমিত্ত তদ্বিষয়ে অভিমান ও প্রৌঢ়িতার (প্রগল্‌ভতার) কোনই প্রয়োজন নাই। ৪০৭। অথ পঞ্চবটী। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী, (আমলকী) ও অশোক, এই পাঁচে পঞ্চবটী বলিয়া উক্ত। এই পঞ্চ বৃক্ষ পঞ্চ-দিকে স্থাপনা করিবে। পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ, উত্তরদিকে বিল্ব, পশ্চিম-দিকে বট, দক্ষিণদিকে ধাত্রী এবং অগ্নিকোণে অশোক, হে সুরে-শ্বরি! তপস্যার নিমিত্ত এইরূপে পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করিবে। ৪০৮।

অথ পঞ্চবটীপ্রণামঃ।

ব্রহ্মাদীনামধিষ্ঠানং বনং পঞ্চবটীং শুভাং।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া নমামীশাং সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনীং ॥ ৪০৯ ॥
ইতি প্রণম্য বারত্রয়ং প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ।

তন্মন্ত্রশ্চায়ং।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাদিস্বরূপাং সুরমোদনীং।
প্রদক্ষিণং করোমীশাং দেবীং পঞ্চবটীং শুভাং ॥ ৪১০ ॥

ইতি মন্ত্রমুচ্চরন্ শ্রীতুলস্যাঃ প্রদক্ষিণবৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা-পুনঃ প্রণমেৎ ॥ অথাচার্য্যবেদগুরুসমীপং গত্বা কৃতন্যাসো গুরৌ ন্যাস পূর্ব্বকং পূজাং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্য বারত্রয়ং দণ্ডবৎপ্রণামং কৃত্বা বেদ-ভাগবতশাস্ত্রাদিগুরূন্ সমভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য চ স্বগৃহমাগত্য শুচির্ভূত্বা কাংস্যাদ্যুদ্ঘোষপূর্ব্বকং শ্রীমন্দিরদ্বারমুদ্ঘাট্যাচম্য শ্রীমূর্ত্তেঃ কর-চরণ-বদনপ্রক্ষালনান্তরং গুড়-পায়স-সর্পিঃ-শস্কুল্য-পূপ-মোদক-সূপ-সংযাবাদিকং নৈবেদ্যং সতি বিভবে যথাশক্তি বা হরয়ে সমর্প্য যবনিকামন্তর্ধাপ্য শ্রীমন্দিরদ্বারমাবদ্ধ্য বা বহির্গচ্ছেৎ ॥

অনন্তর পঞ্চবটী প্রণাম বলিতেছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির অধিষ্ঠান স্বরূপা, সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী, শুভা পঞ্চবটীকে কৃষ্ণের আজ্ঞায় আমি নমস্কার করি। ইতি। ৪০৯। এই মন্ত্রে নমস্কার পূর্ব্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। প্রদক্ষিণের মন্ত্র এই,—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ইন্দ্রাদিস্বরূপা, দেবানন্দদায়িনী, মঙ্গলময়ী, দেবী পঞ্চবটীকে আমি প্রদক্ষিণ করিতেছি। ৪১০। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীতুলসী প্রদক্ষিণার ন্যায় প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিবে। অনন্তর আচার্য্য বেদগুরু সমীপে গমন পূর্ব্বক নিজাঙ্গে ন্যাস করণানন্তর গুরুতে ন্যাস করিয়া, পূজাপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর তিনবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, বেদ ভাগবত শাস্ত্রাদি ও গুরুবর্গকে

ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যপেয়ং চোষ্যমন্নং গুণান্বিতং।
দদ্যাৎ শ্রীহরয়ে নিত্যং লভেৎ পুণ্যমনন্তকং।
প্রক্ষিপ্য তুলসীং প্রোক্ষ্য সপ্তকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
প্রদর্শ্য ধেনুচক্রাস্ত্রং বামাঙ্গুষ্ঠেন সংস্পৃশেৎ।
পানীয়ঞ্চামৃতীকৃত্য পরেশায় নিবেদয়েৎ॥ ৪১১॥

অন্নব্যঞ্জনাদিনৈবেদ্যনিবেদনমন্ত্রশ্চায়ং।

"নিবেদয়ামি ভব তে জুষাণেদং হবির্হরে।" ইত্যুচ্চার্য্য "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" ইতি পঠিত্বা স্ববামপাণিনা বিধিবদ্বারিগণ্ডূষং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্প্য প্রফুল্লোৎপলসন্নিভাং গ্রাস-মুদ্রাং প্রদর্শ্য "ওঁ প্রাণায় স্বাহা—ওঁ অপানায় স্বাহা—ওঁ

অর্চ্চনা এবং নমস্কার পূর্ব্বক, স্বগৃহে আগমন করত শুচি হইয়া, কাঁসরাদি বাদ্য পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া আচমন পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির কর-চরণ-বদন প্রক্ষালনানন্তর, গুড়-পায়স-সর্পি (ঘৃত) শষ্কুল্য (অপূপ) পূপ (পিঠা), মোদক (মিষ্টান্ন) সূপ (ব্যঞ্জন বিশেষ ও দাইল) সংযাবাদিক (ঘৃতাদিপক্ক গোধূম চূর্ণ প্রভৃতির) নৈবেদ্য বিভব সত্ত্বে, অথবা যথাশক্তি নৈবেদ্য হরিকে সমর্পণ পূর্ব্বক যবনিকা আচ্ছাদন কিম্বা শ্রীমন্দির দ্বার আবদ্ধ করিয়া বাহিরে গমন করিবে। ভক্ষ্য, ভোজ্য বা চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ গুণান্বিত অর্থাৎ পবিত্র অন্ন শ্রীহরিকে প্রদান করিলে অসীম পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। নৈবেদ্যে তুলসীপত্র বিন্যস্ত পূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ ও সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। তদনন্তর ধেনু, চক্র ও অস্ত্রমুদ্রা দেখাইয়া, বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শপূর্ব্বক সজলনৈবেদ্য পরেশকে নিবেদন করিবে। ৪১১। অন্ন ব্যঞ্জনাদি নৈবেদ্য নিবেদন মন্ত্র এই,--"নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" অর্থাৎ হে হরে! আপনাকে এই হবিঃ (চতুর্ব্বিধান্ন) নিবেদন করিতেছি, আপনি ইহা সেবা (ভক্ষণ) করুন্! এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "অমৃতোপ-স্তরণমসি স্বাহা" এইটী পাঠ করিয়া নিজ বামপাণি দ্বারা যথাবিধি

ব্যানায় স্বাহা—ওঁ উদানায় স্বাহা—ওঁ সমানায় স্বাহা” ইত্যুচ্চার্য্য প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুল্যৌ স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না চেৎ স্পৃশেৎ তদা আদ্যা মুদ্রা স্যাৎ। তর্জ্জনীমধ্যমে চেদঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না স্পৃশেত্তদা দ্বিতীয়া। অনামিকা-মধ্যমে চেৎ স্পৃশেত্তদা তৃতীয়া। অনামিকাতর্জ্জনীমধ্যমাশ্চেৎ স্পৃশেৎ তদা চতুর্থী। তা অনামিকাতর্জ্জনীমধ্যমাকনিষ্ঠা সহিতাশ্চেৎ স্পৃশেত্তদা পঞ্চমীতি প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা। ঘণ্টা-বাদয়ন্ পানীয়জলাদিকং দত্বা শ্লোকমিমং পঠেৎ।

শালের্ভক্তং সুভক্তং সসিতমশিতিরুক্পায়সাপূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচোষ্যং পরমমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যং।
আজ্যং প্রাজ্যং সমজ্যানয়নরুচিকরং রাজিকৈলামরীচ-
স্বাদীয়ঃ শাকরাজী পরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥ ৪১২ ॥

জলগণ্ডূষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদানানন্তর প্রফুল্ল, পদ্মসদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া “ওঁ প্রাণায় স্বাহা” হইতে “সমানায় স্বাহা” পর্য্যন্ত পাঁচটী মন্ত্র পড়িয়া প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় নিজ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ স্পর্শ করিলে “প্রাণমুদ্রা” হয়। তর্জ্জনী ও মধ্যমা ঐরূপে স্পৃষ্ট হইলে “অপান মুদ্রা” হয়। অনামিকা ও মধ্যমা ঐ ভাবে স্পৃষ্ট হইলে “ব্যানমুদ্রা” হয়। অনামিকা, তর্জ্জনী ও মধ্যমা ঐরূপে স্পর্শ করিলে “উদান মুদ্রা” হয়। অনামিকা, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ঐমত স্পৃষ্ট হইলে “সমানমুদ্রা” হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা কহে। ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে পানীয় জলাদি প্রদানপূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিবে। হে হরে! শালীভক্ত (উৎকৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন) হিমকণার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তদ্ব্যতীত অন্যান্য উত্তমান্ন পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চোষ্য এবং অত্যুত্তম অমৃতময় ফল, ঘারিকা (ঘিওর) প্রভৃতি উত্তম খাদ্য, ঘৃত, সজ্জন সকলের নয়নের তৃপ্তিকর প্রচুর ঘৃত, এলাইচ ও মরীচ

অথ ভোজনবিজ্ঞপ্তিরেবা।

দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুরান্নে ব্রজগবাং
দধিক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুটচিপিটমুষ্টৌ মুররিপো।
যশোদায়াং স্তন্যে ব্রজযুবতিদত্তে মধুনি তে
যথাসীদামোদস্তমিমমুপহারেঽপি কুরুতাং ॥ ৪১৩ ॥
যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো কুন্ত্যর্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
ভারদ্বাজসমর্পিতে শবরিকাদত্তেঽধরে যোষিতাং
যা বা তে মুনিভাবিনীবিনিহিতেঽন্নেঽত্রাপিতামর্পয় ॥৪১৪॥

প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত অতি সুস্বাদু অত্যুত্তম ঘৃতবহুলপক্কান্ন এবং সুস্বাদু শাকাদি উপকরণ, এই সকল অমৃত তুল্য বস্তুর আস্বাদন-জনিত সুখভোগ করুন্। ৪১২। অনন্তর ভোজন বিজ্ঞপ্তি বলিতেছেন। হে মুররিপো শ্রীকৃষ্ণ! বৃন্দাবনে যজ্ঞপত্নী সকলের প্রদত্ত অন্নে, মহাত্মা বিদুরের মৃদু অন্নে, ব্রজস্থ গাভীগণের দধি-দুগ্ধে, সখা শ্রীদামবিপ্রের চিপিটকমুষ্টিতে, মাতা যশোদার স্তনক্ষীরে, ব্রজযুবতিদিগের প্রদত্ত অধরাদি মধুতে, আপনার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, হে কৃষ্ণ! সেইরূপ মদ্দত্ত এই অন্নব্যঞ্জনাদি উপহারেও আমোদ প্রকাশ করুন্। ৪১৩। হে মুররিপো হরে! ভাগ্যবান বিদুরের অর্পিতান্নে আপনার যেরূপ প্রীতি, পাণ্ডুগৃহিণী ভক্তিমতী শ্রীমতী কুন্তীর প্রদত্তান্নে আপনার যেরূপ প্রীতি, সমাধ্যায়িভক্ত শ্রীদাম ব্রাহ্মণের চিপিটকে আপনার যেরূপ প্রীতি, শ্রীমন্নন্দরাজ-গৃহিণী মাতা শ্রীমতী যশোদা দেবীর স্তনদুগ্ধে আপনার যেরূপ প্রীতি, বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীমদ্গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদত্ত ফলাদিতে আপনার যেরূপ প্রীতি, পরমপ্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনাসকলের অধরসুধায় আপনার যেরূপ প্রীতি এবং মুনিপত্নীবৃন্দের প্রদত্তান্নে আপনার যেরূপ প্রীতি, হে কৃষ্ণ! সেইরূপ প্রীতি মদ্দত্ত এই অন্নের প্রতিই প্রকাশ করুন। ৪১৪।

ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে
দত্তে লডডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়ালম্ভিতে।
তুষ্টির্যাভবতস্ততঃ শতগুণাং রাধানিদেশান্ময়া
ন্যস্তেঽস্মিন্ পুরতস্ত্বমর্পয় হরে রম্যোপহারে রতিং ॥৪১৫॥
হে কৃষ্ণ হে রমাকান্ত হে হে কৃপণবৎসল।
গৃহাণ কৃপয়া নাথ মদ্দত্তমোদনাদিকং ॥ ৪১৬ ॥
ন কিঞ্চিন্মে সংসারেঽস্মিন্ সর্ব্বং তে মধুসূদন।
মদ্দত্তমোদনাদীশেচত্যাদি কাকুর্মৃধা ময়া ॥ ৪১৭ ॥

ইত্যাদি বিজ্ঞাপ্য বহিরাগত্য যবনিকামন্তর্ধাপ্য শ্রীমন্দির দ্বারমাবদ্ধ্য বা দ্বাত্রিংশদুত্তরচতুঃশতবারং শ্রীহরিনামমালিকা-মথবৈকাগাভীদোহনকালমপেক্ষয়া অষ্টোত্তরশতবারং গায়ত্রীং জপেচ্চ ॥

হে হরে! শ্রীশ্যামাসখীর অর্পিত ক্ষীরে শ্রীকমলার দত্ত ফাণিতে (বাতাসায়), শ্রীভদ্রার দত্ত লড্ডুতে, শ্রীচন্দ্রাবলীদত্ত মধুররসে আপনার বড়ই প্রীতি জন্মিয়াছিল, হে নাথ! শ্রীমতী রাধিকার আজ্ঞাধীন আমা কর্ত্তৃক তদীয় সম্মুখে ন্যস্ত এই মনোরম ভোজ্যদ্রব্য সকলে তদপেক্ষা শতগুণ প্রীতি প্রকাশ করুন্। অবশ্যই করিতে হইবে, যেহেতু আমি রাধিকার আজ্ঞাধীন। ৪১৫। হে হরে! হে রাধাকান্ত! হে হে দরিদ্রবৎসল! হে নাথ! কৃপাপূর্ব্বক মদ্দত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করুন। ৪১৬। হে মধুসূদন! এই সংসারে আমার কিছুই নাই। সমস্তই আপনার! অতএব মদ্দত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। আমার এই কাকুবাক্য মিথ্যা মাত্র। ৪১৭। ইত্যাদি কৃষ্ণাগ্রে বিজ্ঞাপন করিয়া মন্দির হইতে বাহিরে আগমন পূর্ব্বক পর্দ্দাচ্ছাদন বা মন্দিরের দ্বার আবদ্ধ করণানন্তর ৪৩২ চারিশত বত্রিশবার (একগ্রন্থ) শ্রীহরিনাম মালা অথবা একটী গাভীদোহন সময় পর্য্যন্ত ১০৮ একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে। অনন্তর জপমালার

অথ জপমালা।

তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভির্জপমালিকা।
সর্ব্বকর্ম্মণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা।
পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমনুসিদ্ধিদা।
আমলক্যা ভবা মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তথামলকসম্ভূতৈস্তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতৈঃ।
জপমালাং সদা কুর্য্যান্মতিমান্ বৈষ্ণবে মনৌ।
তুলসীসম্ভবা যা তু মোক্ষং বিতনুতেঽচিরাৎ ॥ ৪১৮ ॥

অথ মালানির্ম্মাণবিধিঃ।

মুখে মুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখৎ মূলে বিবর্জ্জয়েৎ।
ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠমেতদুদাহৃতং।
বদরাণুপ্রমাণেন গদ্যতে মধ্যমাধমে।
নবত্রিতন্তুনা চৈতদ্‌গ্রন্থনীয়মসংস্পৃশৎ।
ঊর্দ্ধবক্ত্রঞ্চ মের্ব্বাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

বিষয় বলিতেছেন। তুলসীকাষ্ঠমণিবিনির্ম্মিতা জপমালিকা সর্ব্বকর্ম্মে সকলের বাঞ্ছিত ফলদান করেন। শ্বেতপদ্মবীজ বিনির্ম্মিতা মালা শ্রীগোপালমন্ত্রের সিদ্ধিপ্রদায়িনী, আমলকী রচিতমালা সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদারূপে সম্মতা। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে আমলক ও তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত জপমালা সর্ব্বদাই করিবেন। তন্মধ্যে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা মালা অল্পকাল মধ্যে মোক্ষ প্রদান করেন। ৪১৮। অনন্তর মালা-প্রস্তুত-বিধি বলিতেছেন। মালার মুখের দিকে মুখ যোজনা করিবে। মূলের দিকে মুখ যোজনা করিবে না। ধাত্রীফল পরিমিত মালা শ্রেষ্ঠ। কুল এবং কুলবীজ তুল্য মালা মধ্যম ও কনিষ্ঠ। সর্ব্বাগ্রে ত্রিগুণ করিয়া পশ্চাৎ ত্রিগুণ করণানন্তর নবগুণিত সূত্রে মালা গ্রন্থন করিবে। কিন্তু যাহাতে পরস্পর সংলগ্ন না হয়, এমন করিয়া প্রত্যেক মালাদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি সংযোগ করিবে। ঊর্দ্ধমুখ পূর্ব্বক মেরুসংস্থাপন করিবে। জপকালীন

মুখে মুখস্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ।
গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা ॥
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ।
একৈকমণিমধ্যে তু ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ।
জপমালাং বিধায়েত্থং তৎ সংস্কারান্ সমাচরেৎ ॥
অথবা—মণিমেকৈকমাদায় সূত্রে চ যোজয়েৎ সুধীঃ ॥৪১৯॥

অথ মালাসংস্কারঃ।

ক্ষালয়েৎ সদ্যো জাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েদপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু।
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথাঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ ॥ ৪২০ ॥

ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন উত্তম জলেন প্রক্ষালয়েৎ। তদুক্তং। ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যো জাতেন সজ্জলৈরিতি। ওঁ সদ্যো জাতং প্রপদ্যামি সদ্যো জাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাদি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ। ঘর্ষয়েচ্চন্দনাদিভিঃ। তথাচোক্তং। চন্দনাগুরুগন্ধাদ্যৈর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ। ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ

মেরুলঙ্ঘন করিবে না। মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ যোজনা করিবে। গোপুচ্ছ অথবা সুন্দরসর্পাকৃতি করিয়া মালা গ্রন্থন করিবে। ঐ সজাতীয় মালার মধ্যে একটি মালাকে অগ্রে মেরুরূপে কল্পনা করিবে। একএকটি মালার মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে। এই মত জপমালা প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার সংস্কার করিবে। অথবা এক একটি মালা গ্রহণানন্তর সূত্রে গ্রন্থন পূর্ব্বক সংস্কার করিবে। ৪১৯। অনন্তর মালা-সংস্কার বলিতেছেন। সদ্যোজাত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্যে উত্তম জলে মালাকে ক্ষালন করিবে। "ওঁ সদ্যোজাতং" হইতে "ভবোদ্ভবায় নমঃ" পর্য্যন্ত সদ্যোজাত মন্ত্র। বামদেবমন্ত্রে চন্দন প্রভৃতি

কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলপ্রমথায় নমঃ সর্ব্বভূত-দমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। লেপয়েচ্চন্দনাদিনা। ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। পঞ্চমশ্চায়ং। ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোমিতি। একৈকং মণিং শতং শতং বারান্মন্ত্রয়েদিতি। ততঃ প্রত্যেকং মণিং মেরুঞ্চ পূজয়েৎ। এবং ক্রমেণ গুরুণা মালাং সংস্কারয়িত্বা গুরুং সংপূজ্য তদ্ধস্তান্মালাং গৃহ্লীয়াৎ। গুরুং সংপূজ্য-তদ্ধস্তাদ্গৃহ্লীয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয় ইতি তন্ত্রবাক্যং। শ্রীগুরুদেবোঽপি যথাবিধি মালাং সংস্কৃত্য শ্রীকৃষ্ণায় সমর্প্য শিষ্যকরে দাস্যতীতি। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ গুরুমুখাচ্ছ্রোতব্যঃ ॥ ৪২১ ॥

দ্বারা মালাকে ঘর্ষণ করিবে। "ওঁ বামদেবায়" হইতে "মনোন্মথনায় নমঃ" পর্য্যন্ত বামদেব মন্ত্র। অঘোর মন্ত্র দ্বারা মালাকে ধূপন করিবে। "ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ" হইতে "রুদ্ররূপেভ্যঃ" পর্য্যন্ত অঘোর মন্ত্র। তৎপুরুষ মন্ত্রদ্বারা মালাতে চন্দনাদি লেপন করিবে। "ওঁ তৎপুরুষায়" হইতে "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত তৎপুরুষ মন্ত্র। এবং ঈশানাদি পঞ্চম মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক মালাকে একশতবার মন্ত্রিত করিবে। "ওঁ ঈশানঃ" হইতে "শিবোমিতি" পর্য্যন্ত পঞ্চম মন্ত্র। মেরুকে পঞ্চমমন্ত্র ও অঘোরমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিবে। তদনন্তর প্রত্যেক মালা ও মেরুকে পূজা করিবে। এইরূপ ক্রমে গুরু দ্বারা মালা সংস্কার করাইয়া, গুরুকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া মালা গ্রহণ করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, গুরুকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া, তদীয় হস্ত হইতে মালা গ্রহণ করিলে, সেই মালা জপ দ্বারা সর্ব্ববাসনা পূর্ণ হয়। আর শ্রীগুরুদেবও যথাবিধি মালা সংস্কার

অথ জপাঙ্গুল্যাদিনির্ণয়ঃ।

অনামামধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাত্তু মানসঃ।
মধ্যামামধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাদুপাংশুকং।
তর্জ্জনীন্তু সমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েৎ।
একৈকমণিমঙ্গুষ্ঠেনাকর্ষন্ প্রজপেন্মনুং।
মেরৌ তু লঙ্ঘিতে দেবি ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ।
জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ।
তাবন্নিষিদ্ধসংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা যথোদিতং।
প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাজ্জপেদষ্টোত্তরং শতং।
পাদয়োঃ পতিতে তস্মিন্ প্রক্ষাল্য দ্বিগুণং জপেদিতি ॥৪২২॥
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়িত্বা চ বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২৩ ॥

করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণপূর্ব্বক শিষ্যকরে প্রদান করিবেন ইতি। ৪২০। ৪২১। অনন্তর জপ অঙ্গুলি আদি নির্ণয়। অনামিকার মধ্যকে আমক্রণ পূর্ব্বক মানস জপ করিবে। মধ্যমার মধ্য আক্রমণ করিয়া উপাংশু জপ করিবে। কদাচ তর্জ্জনীকে আক্রমণ পূর্ব্বক জপ করিবে না। এক একটি মালাকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ করণানন্তর মন্ত্র জপ করিবে। মেরুলঙ্ঘিত হইলে মন্ত্রজপের ফললাভ হয় না। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার নবসূত্রে গাঁথিয়া শতবার মন্ত্র জপ করিবে। অনবধান বশতঃ হস্ত হইতে পতিত হইলে ১০৮ একশত আটবার জপ করিবে। দৈবাৎ হস্ত হইতে পদে পতিত হইলে যথোক্ত পঞ্চগব্যাদি দ্বারা প্রক্ষালনানন্তর ২১৬ দুইশত ষোলবার মন্ত্র জপিবে। নিষিদ্ধ সংস্পর্শেও ঐ ব্যবস্থা। মন্ত্রার্থ উদ্দেশ পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণের নাম মানস জপ। কৃষ্ণে মনোর্পণ পূর্ব্বক, জিহ্বা ও

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৪২৪ ॥
ন নিষ্কামোঽপ্যনাসক্তো নিষেধবিধিগোচরঃ ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
সদয়ঃ কৃষ্ণচন্দ্রোঽয়ং বিশেষং নেচ্ছতি ক্বচিৎ।
রসনাস্পৃক্ ফলত্যেব পাবকঃ সংস্কৃতো যথা ॥ ৪২৫ ॥

অথ হরিনামমন্ত্রঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৪২৬ ॥

অথ নামাপরাধাঃ।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাং।

ওষ্ঠ ঈষৎ চালিত করণানন্তর ধীরে ধীরে অল্প শ্রবণযোগ্যরূপে মন্ত্র উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। মন্ত্র স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করার নাম বাচিক জপ মন্ত্র। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে, মেরুলঙ্ঘন পূর্ব্বক ও সংখ্যা না রাখিয়া যে জপ করা হয়, সে জপ নিষ্ফল। ৪২২। ৪২৩। ৪২৪। নিষ্কাম অনাসক্ত ব্যক্তি বিধিনিষেধের বাধ্য নহেন। শ্রীভগবান কহিলেন, যেকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যোদয়াদি না হয়, কিংবা যেকাল পর্য্যন্ত আমার লীলা কথা প্রভৃতি শ্রবণে রতি না হয়, সেইকাল পর্য্যন্ত স্মৃত্যাদি অনুসারে কর্ম্ম করিবে। পাবক যেরূপ সংস্কৃত হইলেই ফল দান করেন, সেইরূপ কৃপাময় কৃষ্ণচন্দ্র রসনাতে বিরাজমান হইলেই ফল প্রদান করেন, ভক্তের বিধি-নিষেধজনিত কোন পরিশ্রমের অপেক্ষা করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই—নিরপরাধ হইয়া যথা ইচ্ছা নাম করিবে। অনন্তর শ্রীহরিনাম মন্ত্র। ঐ মন্ত্র মূলগ্রন্থে দেখ। ৪২৫।৪২৬।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহগুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ ৪২৭ ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ৪২৮ ॥
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ ৪২৯ ॥

শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহংমমাদি পরমোনাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ ৪৩০ ॥

সাধুগণের সমীপেই শ্রীনামের প্রকট হইয়া থাকে, এ কারণ নাম সজ্জন সকলের নিন্দাবাদ সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই বলিলেন যে, সাধুদিগের নিন্দা করিলে নামের কাছে গুরুতম অপরাধ হয়। আর ইহলোকে যে ব্যক্তি শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুর নাম এবং গুণাদি সকল ভিন্নবোধে অন্তঃকরণে বিভিন্নভাবে সন্দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় হরিনামের অনিষ্টকারী। ৪২৭। যে ব্যক্তি গুরুর অবজ্ঞা, বেদশাস্ত্রনিন্দন, শ্রীহরিনামে বৃথা অর্থ কল্পনা করে এবং নামের প্রচুর প্রভাব দেখিয়া পাপে প্রবৃত্ত হয় (অর্থাৎ মনে করে, আমি যে পাপ করিয়াছি ও করিতেছি এবং করিব, তাহা নাম করিলেই নষ্ট হইবে) বহু বহু যম-যন্ত্রণাভোগেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। ৪২৮। ধর্ম্ম, ব্রত, দান ও যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের সহিত নামের সমানজ্ঞান করা অপরাধ, অশ্রদ্দধান জনে, বিমুখ জনে ও শ্রবণপরাঙ্মুখ জনে নামোপদেশ করা, তাহা শিবনামে অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীশিবের অভেদত্ব হেতু, শিবনামে অপরাধ বলা

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ ৪৩১॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ ৪৩২॥
মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পরং গন্তুমনীশ্বরাঃ।
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুণ্ণধীর্ভজে॥ ৪৩৩॥

বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীহরিভক্তিবিলাসং তথা বৈষ্ণবসভা-বিভূষণমচ্ছিষ্যশ্রীমৎকেদারনাথ ভক্তিবিনোদকৃতান্ শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি-ভজনরহস্যাদিগ্রন্থান্ পশ্য। রুদ্রগানাধিকং ভবেদিতি লিঙ্গপুরাণবচনমনুস্মৃত্য দ্বেষাদিদোষান বিহায় প্রাচীনাদিভক্ত-কৃতগ্রন্থাদিষনাদরং মাকুরু। অলমতি বিস্তরেণ॥ ৪৩৪॥

হইয়াছে। ৪২৯। যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে প্রীতি প্রকাশ করে না ও আমি আমার এবং ভোগাদি বিষয়ে তৎপর, সে ব্যক্তিও নামসন্নিধানে অপরাধী। ৪৩০। যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নামাপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন পূর্ব্বক একমাত্র নামেরই শরণাগত হইবে। ৪৩১। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের নামই অপরাধ হরণ করেন। নাম অবিশ্রান্ত কীর্ত্তিত হইলে সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। ৪৩২। মনু ও মুনীন্দ্র সকলও যে হরিনামের মহিমাদির পারঙ্গত হইতে অক্ষম, আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া কিরূপে সেই হরিনামের মহিমাদির পারঙ্গত হইব? ইতি। ৪৩৩। আর যদি বিশেষ জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হয়, তবে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস তথা বৈষ্ণবসভাবিভূষণ মদীয় শিষ্য শ্রীমান্ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদকৃত শ্রীহরিনামচিন্তামণি ও ভজনরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ। "ভক্তকৃতগানাদি রুদ্রকৃতগানাদি হইতেও অধিক, এই লিঙ্গপুরাণের বাক্য অনুস্মরণ পূর্ব্বক দ্বেষাদি দোষসকল পরিত্যাগানন্তর প্রাচীনাদি ভক্তকৃত গ্রন্থাদিতে অনাদর করিও না, বেশী আর কি বলিব"। ৪৩৪।

এবঞ্চ শ্রীহরিনামাদিকং কৃত্বা কাংস্যোদ্ঘোষপূর্ব্বকং যবনিকামপসার্য্য দ্বারমুদ্ঘাট্য বা "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" ইত্যনেন মন্ত্রেন জলগণ্ডূষং সমর্প্য "ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যুচ্চার্য্যাচমনার্থং জলাদিকমর্পয়িত্বা তাম্বুল-পুষ্পগুচ্ছ দর্পণাদিকং সমর্পয়েৎ। ততঃ মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদিকং শ্রীরাধিকাদিগোপীবৃন্দেভ্যঃ শ্রীদামাদিগোপবৃন্দেভ্যশ্চ সমর্প্য তন্মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদিকং শ্রীমন্দিরাদ্বহিঃ সংরক্ষ্য শ্রীমন্দির-প্রক্ষালনানন্তরং শঙ্খ-ঘণ্টা-কাংস্য-ঝর্ঝর-দামামেত্যাদিবাদ্য-পুরঃসর মহানীরাজনং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানানন্তরমপরাধ ভঞ্জনস্তোত্রাদিকং পঠিত্বা "সুখং সুস্বাপ" ইতি মন্ত্রেণ পর্য্য-ঙ্কোপরি সুকোমলশয্যায়াং শ্রীদেবায় শয়ানং দত্বা মৃদুমৃদ্বরণং চরণং সংনিষেব্য মন্দিরাদ্বহিরাগম্য তন্মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদিকং যথাভাগং শ্রীমদ্বিষ্বক্‌সেনাদিভ্যঃ সমর্পয়েৎ। তন্মন্ত্রশ্চায়ং।

এইরূপে হরিনামাদি করিয়া, কাঁসর বাদ্যপূর্ব্বক যবনিকা অপসারণ বা দ্বার খুলিয়া "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একগণ্ডূষ জলার্পণ করত "ইদমাচনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইহা বলিয়া আচমনার্থ জলাদি দিয়া তাম্বূল-পুষ্পগুচ্ছ (তোড়া) দর্পণাদি প্রদান করিবে। তদনন্তর মহাপ্রসাদান্নব্যঞ্জনাদি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে ও শ্রীদামাদি গোপসকলকে সমর্পণ পূর্ব্বক, সেই প্রসাদান্নাদি শ্রীমন্দিরের বাহিরে রাখিয়া শ্রীমন্দির প্রক্ষালনানন্তর শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর, ঝর্ঝর ও দামামা প্রভৃতি বাদ্যের সহিত আরাত্রিক করণানন্তর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অপরাধ ভঞ্জনস্তোত্রাদি পাঠপূর্ব্বক "সুখং সুস্বাপ" অর্থাৎ সুখে শয়ন করুন, এই মন্ত্র দ্বারা খাটের উপরে সুকোমলশয্যাতে শ্রীদেবকে শয়ান দিয়া, ধীরে ধীরে শরণ চরণ সেবা পূর্ব্বক মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া, সেই মহাপ্রসাদান্নাদি

বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ।
বিষ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ॥ ৪৩৫ ॥
বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকং।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ॥ ৪৩৬ ॥

তদ্বিধিশ্চোক্তঃ।

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্ধরেৎ।
সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।
শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্কক্সেনায় তে নমঃ॥
পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদিশ্লোকাবুচ্চার্য্য বৈষ্ণবঃ।
সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ॥ ৪৩৭ ॥

ভাগানুসারে শ্রীবিষ্বক্সেনাদিকে অর্পণ করিবে। তাহার মন্ত্র এই,—বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বসু, বায়ুনন্দন, শ্রীশিব, বিষ্বক্সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনক প্রভৃতি ও শুকাদি বৈষ্ণবগণ আপনারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন। ৪৩৫। নৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ, পাদোদক ও প্রসাদান্নাদি বিষ্কক্সেনকে দিবে। আর লিঙ্গে শিবার্চ্চন করা যায়, তাহা হইলে নৈবেদ্যাদি চণ্ডেশ্বর শিবপ্রধানকেও দিবে। ৪৩৬। তাহার বিধি এই। প্রধান পাত্রের ঈশানকোণ হইতে নৈবেদ্যাংশ উদ্ধৃত পূর্ব্বক "সর্ব্বদেবস্বরূপায়" হইতে "তে নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নৈবেদ্যাদি দিবে। মন্ত্রার্থ এই,—শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ পরমেষ্ঠী ও সর্ব্বদেবস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ বিষক্সেন তোমাকে নমস্কার। পশ্চাৎ বৈষ্ণবব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বলিঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সমুদায় বৈষ্ণবগণকে ঐ নৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ নিবেদন করিবেন। ৪৩৭।

ক্বচিচ্চ।

অথবা মূলমন্ত্রেণ হরৌ সর্ব্বং নিবেদ্য চ।
তচ্ছেষন্তু শিবাদিভ্যো বৈষ্ণবো বিনিবেদয়েৎ ॥ ৪৩৮ ॥
প্রজ্বাল্য দীপধূপাদিনৈবেদ্যমর্পয়েদ্বুধঃ ॥ ৪৩৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্যপ্রদানবৎ সর্ব্বেভ্যো দেবাদিভ্যো নৈবেদ্য মর্পয়েদিতি ॥ ৪৪০ ॥

বিহারিলালরামস্য বিশ্বনাথাত্মজস্য বৈ।
জিহ্বায়াং স্ফুরতান্নিত্যং শ্রীহরের্নামমঙ্গলং ॥ ৪৪১ ॥

অথ সংক্ষেপপূজাপদ্ধতিঃ।

মনসি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গয়োরনুজ্ঞাং গৃহীত্বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণং ধ্যায়েৎ। ওঁ শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পূর্ণানন্দকলেবরং। দ্বিভুজং বেণুমুদ্রাঢ্যং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহং ॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা পঞ্চোপচারৈর্দশোপচারৈর্বা পূজয়েৎ। শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম" ইত্যনেন মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীগুর্ব্বাদীন্ প্রণমেৎ।

অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা হরিকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন পূর্ব্বক, তদীয় শেষ শিবাদিকে বৈষ্ণব ব্যক্তি অর্পণ করিবেন। ইতি। ৪৩৮। পণ্ডিত ব্যক্তি ধূপদীপাদি জ্বালিয়া নৈবেদ্য অর্পণ করিবেন। ইতি। ৪৩৯। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রদানের ন্যায় সমস্ত দেবদেবীকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। ৪৪০। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ রামের আত্মজ শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের রসনায় শ্রীহরির মঙ্গলময় নাম সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাউক। ৪৪১। সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতি বলিতেছেন। মন দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুমতি গ্রহণানন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। "ওঁ শ্রীগোবিন্দং" হইতে "বিগ্রহং" পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের ধ্যান। তাহার অর্থ এই,—ঘনশ্যামবর্ণ, পূর্ণানন্দ কলেবর, দ্বিভুজ, বেণুধারী, রাধালিঙ্গিত মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দকে আমি ধ্যান করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥৪৪২॥

ইতি চতুর্থপঞ্চমযামার্দ্ধকৃত্যং॥

পিতৃপাদানহং বন্দে সর্ব্বদেবস্বরূপিণং।
যস্মিন্ প্রীতিসমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥ ৪৪৩ ॥
ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ।
বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম্মপৈত্র্যঞ্চ সাধয়েৎ॥ ৪৪৪ ॥
ষষ্ঠে দিনবিভাগেতু কুর্য্যাৎ পঞ্চমহামখান্।
দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্তু বলিদানতঃ।
পৈত্র্যো বিপ্রান্নদানেন পৈত্র্যেণ বলিনাথবা।
কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্ব্বিধঃ।

করণানন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচার বা দশোপচার দ্বারা পূজা করিবে। "শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক শ্রীগুরু প্রভৃতিকে প্রণাম করিবে। শ্রীগুরুর শ্রীযুত পদকমল, শিক্ষাগুরুগণ, বৈষ্ণব সকল, শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীরূপ, সগণ সহিত রঘুনাথ, শ্রীজীব, অদ্বৈত, অবধূত নিত্যানন্দ, পরিজন সহিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব, শ্রীললিতাবিশাখাদির সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ৪৪২। এই চতুর্থ পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য শেষ হইল। সর্ব্বদেবস্বরূপ যে পিতৃদেবের প্রীতিতেই সমস্ত দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন, সেই সর্ব্বদেব স্বরূপ পিতৃপাদ শ্রীমদ্দীননাথ গোস্বামী প্রভুর বন্দনা করি। ৪৪৩। তদনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি কৃষ্ণার্পিত পবিত্রান্ন দ্বারা বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈত্র (পিতৃসম্বন্ধীয়) কর্ম্মসাধন করিবেন। ৪৪৪। দিবসের ষষ্ঠভাগে দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে। হোম দ্বারা

নৃযজ্ঞোঽতিথিসৎকারাৎ হন্তাকারেণ চাম্বুনা।
ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা॥ ৪৪৫ ॥
অকৃত্বা চ দ্বিজঃ পঞ্চমহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি॥ ৪৪৬ ॥
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৪৪৭ ॥
দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্ব্বিনিবেদিতং।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি॥ ৪৪৮ ॥
এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবা পৃথিব্যৌ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিত মশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসৌ বিষ্ণূপহৃতং ভক্ষয়েয়ুরিতি॥ ৪৪৯ ॥

দৈবযজ্ঞ, পূজা প্রদান দ্বারা ভূতযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ সকলকে অন্নদান দ্বারা অথবা পিতৃসম্বন্ধীয় বলি (পূজা) প্রদান দ্বারা কিম্বা কিঞ্চিৎ অন্নদান বা তর্পণ দ্বারা এই চারি প্রকার পিতৃযজ্ঞ করিবে। অতিথিসৎকার (ভোজন) অথবা হন্তাকার (পানীয়শালা কিম্বা জল দ্বারা মনুষ্য যজ্ঞ এবং বেদ পাঠ বা পুরাণ পাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। ৪৪৫। হে দ্বিজোত্তমগণ ! দ্বিজ যদি পঞ্চমহাযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করেন, তাহা হইলে মূঢ়াত্মা পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৪৬। বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতাদিগের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য ও পিতৃগণকেও সেই বিষ্ণুনিবেদিত অন্নার্পণ করিবে, তাহা হইলে তাহা অনন্তফলের নিমিত্ত কল্পিত হয়। ৪৪৭। দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করা হয়, সেই বিষ্ণু নিবেদিত দ্রব্য সেই সেই দেব ও পিতৃগণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক সমর্পণ করিবে, ইহা নিশ্চয় বলিলাম। ৪৪৮। সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও দ্যাবা পৃথিবী কিছুই ছিল না। সমস্ত দেবতা,

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতং।
মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৪৫০॥
ভোক্ষ্যং ভোজ্যং চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ।
সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ॥ ৪৫১॥

ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণপ্রমাণাদ্বিশ্বদেবাদিভ্যঃ শ্রীহরের্নিবেদিতান্নাদিকমবশ্যং দেয়ং। কেচিদ্দূরাগ্রহাঃ স্বার্থাধীনাঃ-স্মার্ত্তাশ্চাত্রার্থান্তরং কল্পন্তে। অহো! কালস্য কূটিলা গতিরিয়মলমতিবিস্তরেণ॥ ৪৫২॥

সমস্ত পিতৃলোক ও সমস্ত মনুষ্য, বিষ্ণুর ভুক্তান্ন ভোজন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ এবং বিষ্ণুর পীতদ্রব্য পান করেন, এ কারণ পণ্ডিত সকল সদা বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু সকল ভোজন করিবেন। ইহাই শ্রুতি বলেন। ৪৪৯। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমাতে সমর্পিত অত্যুত্তম অন্নে প্রাণ সকলকে আহুতি দিবে। আমাতে সমর্পিত অন্নাদির ভক্ষণ-হেতু প্রাণাদি বায়ু সকল সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হন। অতএব বিশেষ যত্নে প্রত্যেকের হৃদয়স্থ পরমাত্মরূপ আমাকে (মদংশভূতহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মা আমাকেই জানিবে) এবং বিশেষ পূর্ব্বক পিতৃগণকে আমাতে সমর্পিত অন্নার্পণ করিবে। ৪৫০। অগ্রভোক্তা পরমেশ্বর শ্রীহরিকে যাহা কিছু ভোক্ষ্য ভোজ্য নিবেদন না করিয়া পিতৃগণকে প্রদান করিবে না; কারণ অনিবেদিত প্রদান করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। সৃষ্টির অগ্রে দেবতা সকল ভগবান্ হরিকে অগ্রভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই হেতু তিনিও দেবতা সকলকে যজ্ঞভাগ ভোক্তারূপে কল্পনা করেন। ৪৫১। ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রমাণহেতু বিশ্বদেবাদি সকলে শ্রীহরির নিবেদিত অন্নাদি

তত্র শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণামভিপ্রায়ঃ।

দেবর্ণমোচনার্থং হোমাদি। ঋষীণামৃণমোচনার্থমধ্যয়নং। ভূতর্ণমোচনার্থং বলিকর্ম্ম। পৈত্র্যর্ণমোচনার্থং শ্রাদ্ধাদি পুত্রোৎপাদনঞ্চ। নৃণামৃণমোচনার্থমাতিথ্যং। আপ্তানাং দারাদীনামৃণমোচনার্থং তৎ পোষণাদি। অয়ন্তু ন তথা। শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণামেব গৃহস্থানামৃণিত্বাদিতি সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণিনা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণেন জ্ঞাতব্যং।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যকর্ত্তং ॥৪৫৩॥

এবমধিকং জ্ঞাতুমিচ্ছা চেৎ তর্পণপদ্ধত্যাং দ্রষ্টব্যং॥

অবশ্য প্রদান করিবে। কতকগুলি দুরাগ্রহ-স্বার্থাধীন স্মার্ত্ত এই স্থলে অর্থান্তর কল্পনা করিয়া থাকেন। আহা! ইহাই কালের কুটিল গতি। তাহা আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। ৪৫২। সেই স্থলে শ্রীকৃষ্ণানুরাগি সকলের অভিপ্রায় বলিতেছেন। দেবঋণ মোচন নিমিত্ত হোমাদি। ঋষিঋণ মোচনার্থ বেদাদি অধ্যয়ন। ভূতঋণ মোচন কারণ বলিকর্ম্ম (পূজা)। পিতৃঋণ মোচনার্থ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ও পুত্রোৎপাদন। মনুষ্যঋণ মোচন নিমিত্ত অতিথি-সৎকার। আপ্ত অর্থাৎ পত্নী প্রভৃতির ঋণ মোচনার্থ তাহাদের পোষণাদি। এই সকল ঋণে কৃষ্ণানুরাগিব্যক্তিগণ বাধ্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণানুরাগী গৃহস্থ সকল দেবাদির ঋণ হইতে সর্ব্বদাই পরিমুক্ত, তাহা নিশ্চয় জানিতে হইবে। সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ দ্বারা ঐ বিষয় জানা যাইতেছে। যে ব্যক্তি আশ্রমোচিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করণানন্তর কায়মনোবাক্যে শরণাগতবৎসল মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির আর দেবতা ঋষি, ভূত, পিতৃগণ ও মানবচয়ের প্রীতির উদ্দেশে কোন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না। যেহেতু কৃষ্ণাশ্রয় গ্রহণেই সেই ব্যক্তি

অথ নির্ম্মাল্যধারণং।

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা শেষং শিরসি ধারয়েৎ॥
অম্বরীষ হরের্লগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনং।
ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥ ৪৫৪॥

এবঞ্চ নির্ম্মাল্যং ধৃত্বা শ্রীগুরুচরণোদকাদিকং পিবেৎ॥

অথ শ্রীগুরুচরণোদকপানমন্ত্রঃ।

ত্রিতাপহরণং পুণ্যং সংসারব্যাধিভেষজং।
হরিভক্তিপ্রদং নিত্যং শ্রীগুরোশ্চরণোদকং॥ ৪৫৫॥

অথ পিতৃপাদোদকপানমন্ত্রঃ।

সর্ব্বরোগহরং পুণ্যং সর্ব্বসুখবিবর্দ্ধকং।
পিতৃপাদোদকং নিত্যং পিবামি দুর্ল্লভং পরং॥ ৪৫৬॥

এই সকল ঋণ হইতে মোচনলাভ করেন। ৪৫৩। ইহার অধিক যদি জানিতে বাসনা হয়, তবে তর্পণপদ্ধতি দেখিতে হইবে। অনন্তর নির্ম্মাল্য ধারণ। তাহার পর যেন শ্রীভগবান কৃষ্ণ দয়া করণানন্তর আমাকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন, এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক "মহাপ্রসাদ" এই বাক্যোচ্চারণ করিয়া নির্ম্মাল্য শিরে ধারণ করিবে। হে অম্বরীষ! হরির গাত্রলগ্নজল, পুষ্প, চন্দন যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে মস্তকে ধারণ না করে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও অধম জানিবে। ৪৫৪। এইরূপে নির্ম্মাল্য ধারণপূর্ব্বক শ্রীগুরু-চরণোদকাদি পান করিবে। অথ গুরুচরণোদকপান মন্ত্র। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপহারক, সংসারব্যাধির পরমৌষধ, হরিভক্তিপ্রদ, সর্ব্বদা পবিত্র শ্রীগুরুর চরণোদক। ৪৫৫। অথ পিতৃপাদোদকপান মন্ত্র। সর্ব্বরোগাপহারক, পবিত্র, সর্ব্বসুখ-বিবর্দ্ধক, পরমদুর্ল্লভ পিতৃপাদোদক নিত্য আমি পান করি। ৪৫৬।

অথ মাতৃপাদোদকপানমন্ত্রঃ।

চতুর্বর্গপ্রদং শুদ্ধং সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিবর্দ্ধকং।
মাতৃপাদোদকং নিত্যং পিবামি পরমং শুভং॥ ৪৫৭॥

অথ বিপ্রচরণোদকপানমন্ত্রঃ।

ত্রিপাপহরণং শুদ্ধং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
পিবামি শ্রদ্ধয়া নিত্যং বিপ্রপাদোদকং শুভং॥ ৪৫৮॥

অথ ভক্তপাদোদকপানমন্ত্রঃ।

হরিভক্তিপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
ভক্তপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥ ৪৫৯॥

অথ শ্রীকৃষ্ণচরণোদকপানমন্ত্রঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশনঃ।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমায়ুষ্যমমৃতং পরং।
পিবামি ভক্তিতো নিত্যং শ্রীকৃষ্ণচরণোদকং॥ ৪৬০॥

অথ শ্রীগুরুচরণরজোনিষেবণমন্ত্রঃ।

অবিদ্যাহরণং পুণ্যং সর্ব্বক্লেশনিবারণং।
গুরুপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি শুভপ্রদং॥ ৪৬১॥

অথ মাতৃপাদোদকপান মন্ত্র। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রদ, শুদ্ধ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য বর্দ্ধক, পরমমঙ্গল মাতৃপাদোদক নিত্য পান করি। ৪৫৭। অথ বিপ্রপাদোদকপান মন্ত্র। ত্রিপাপনাশন, পবিত্র, সর্ব্বব্যাধি-নাশক, শুভ, বিপ্রপাদোদক শ্রদ্ধার সহিত নিত্য পান করি। ৪৫৮। অথ ভক্তপাদোদকপান মন্ত্র। সর্ব্বোপদ্রবনাশক, পবিত্র, হরিভক্তি-প্রদ, ভক্তপাদোদক পান পূর্ব্বক আমি শিরে ধারণ করি। ৪৫৯। অথ শ্রীকৃষ্ণচরণোদক পান মন্ত্র। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহা-বাহো! হে ভক্তপীড়ানাশন! সমস্ত পাপনাশক ভবদীয় পাদোদক আমায় অর্পণ করুন। সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল, পরমায়ুবর্দ্ধক, পরমামৃত শ্রীকৃষ্ণচরণোদক ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য পান করি। ৪৬০। অথ গুরু-

অথ ভক্তপদরজোনিষেবণমন্ত্রঃ।

সর্ব্বানর্থহরং শুদ্ধং সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরকং।
ভক্তপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি সুভক্তিদং ॥ ৪৬২ ॥

অথ বিপ্রপদরজোনিষেবণমন্ত্রঃ।

সর্ব্বরোগহরং পুণ্যমায়ুর্বৃদ্ধিকরং পরং।
বিপ্রপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি বিমুক্তিদং ॥ ৪৬৩ ॥

অথ শ্রীব্রজরজোনিষেবণমন্ত্রঃ।

বন্দেনন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গাতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ৪৬৪ ॥

অথ বৈষ্ণবসেবনং।

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা।
তথা তদীয়ভক্তানাং নোচেদ্দোষোহস্তি দুস্তরঃ ॥ ৪৬৫ ॥
মার্কণ্ডেয়োহম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ।
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নোচেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥৪৬৬॥

চরণধূলি নিষেবণমন্ত্র। অবিদ্যানাশক, পবিত্র, সর্ব্বদুঃখনিবারক, মঙ্গলপ্রদ, গুরুপাদরজ নিত্য ভক্ষণ করি। ৪৬১। অথ ভক্তপদধূলি নিষেবণ মন্ত্র। সমস্ত অনর্থাপহারক, শুদ্ধ, সর্ব্বাভীষ্টপূরক, নির্ম্মলাভক্তিপ্রদ, ভক্তপাদরজ নিত্য ভক্ষণ করি। ৪৬২। অথ বিপ্র পদরজ নিষেবণ মন্ত্র। সর্ব্বরোগাপহারক, পবিত্র, আয়ুবৃদ্ধিকারী, মুক্তিপ্রদ, বিপ্রপাদধূলি নিত্য ভক্ষণ করি। ৪৬৩। অথ ব্রজরজ নিষেবণ। আমি সর্ব্বদা শ্রীনন্দব্রজরমণীগণের পাদরেণুকে বন্দনা করি। যে সকল রমণীবৃন্দের মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা গান ভুবনত্রয় পবিত্র করিতেছেন। ৪৬৪। অথ বৈষ্ণবসেবা। যেমন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের সেবার আবশ্যক, সেইরূপ তদীয় ভক্তগণেরও সেবার আবশ্যক ; তাহা না হইলে দুস্তর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪৬৫।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৪৬৭॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
ততঃ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৪৬৮ ॥

অথ শ্রীমন্মহাপ্রসাদভক্ষণবিধিঃ।

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎপ্রাঙ্‌নত্বাভিমন্ত্রয়েৎ।
স্বেষ্টনাম্না ততো মূলমনুনা বারসপ্তকং ॥ ৪৬৯ ॥
ধর্ম্মরাজাদিভাগঞ্চাপাস্য শ্রীচরণামৃতং।
তুলসীঞ্চাত্র নিক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীর্ত্তয়েদিমান্ ॥ ৪৭০ ॥
যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শিব, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত; বৈষ্ণবগণ ইহাঁদের সেবা করিবেন। হরিকে আরাধনা পূর্ব্বক যদি ইহাঁদের আরাধনা না করেন, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধ হয়। ৪৬৬। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দকে পূজা করিয়া, তদীয় ভক্তজনকে পূজা না করেন, তাঁহারা কদাচ বিষ্ণুর কৃপাপাত্র হইবেন না। প্রত্যুত তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিয়া জানিতে হইবে। ৪৬৭। সকলের আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা তদীয় ভক্তের আরাধনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪৬৮। অথ শ্রীমহাপ্রসাদ ভক্ষণ বিধি। মহাপ্রসাদান্ন দর্শনপূর্ব্বক অগ্রে নমস্কার করিয়া, সেই অন্নকে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে, তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিবে। ৪৬৯। পরে সেই মহাপ্রসাদ অন্ন হইতে ধর্ম্মরাজাদির ভাগ অপনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে চরণামৃত ও তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিয়া, বক্ষ্যমাণ এই সকল শ্লোক পাঠ করিবে। ৪৭০। যাঁহার উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মাদি নির্ম্মল ঋষিগণ ও সিদ্ধ

যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ॥
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি॥ ৪৭১॥
ততোঽমৃতোপস্তরণমসীত্যুক্ত্বা যথাবিধি।
পঞ্চপ্রাণাহুতীঃ কৃত্বা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ॥ ৪৭২॥

তত্র চ বিশেষঃ।

প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রয়তো গৃহী॥ ৪৭৩॥
পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ।
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমুখো নরঃ॥ ৪৭৪॥

সকল প্রার্থনা করেন, আমরা সেই হরির উচ্ছিষ্টভোজী দাস। যাঁহার নামে রাশি রাশি মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণদেবের উচ্ছিষ্টসেবী সেবক। যিনি বাল্যলীলায় সেই পূতনা প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছেন, আমরা সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য। হে কৃষ্ণ! আমরা তোমার দাস; তোমাতে সমর্পিত মাল্য, চন্দন, বসন ও অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া, তদীয় উচ্ছিষ্ট ভোজন পূর্ব্বক ভবদীয়া মায়া নিশ্চয় জয় করিব। ৪৭১। তদনন্তর "অমৃতোপস্তরণমসি" যথাবিধি এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, পঞ্চপ্রাণোদ্দেশে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক প্রভুর অগ্রে অর্থাৎ দেবালয়ের বহির্ভাগে ভোজন করিবে। ৪৭২। ঐ সম্বন্ধে বিশেষবিধি। গৃহী-ব্যক্তি প্রশস্ত রত্নপাণি এবং পবিত্র হইয়া ভোজন করিবেন। ৪৭৩। মনুষ্য ভোজনকালীন অঙ্গে পবিত্র গন্ধ লেপন ও সুগন্ধ মাল্যধারণ

দত্ত্বা তু ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ।
নাসন্দীসংস্থিতো পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে।
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে॥ ৪৭৫॥
ন কিঞ্চিদ্রক্ষয়েৎ পাত্রে ভুক্তাবশেষং বৈষ্ণবঃ॥ ৪৭৬॥

সর্ব্বাদৌ "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইত্যুচ্চার্য্য জলধারয়া অন্নং বেষ্টয়িত্বা "অমৃতোপস্তরণমসি" ইত্যনেন মন্ত্রেণ আচম্য "ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা" ইতিমন্ত্রমুচ্চার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নেন পঞ্চপ্রাণাহুতিং দত্ত্বা যদৃচ্ছয়াবশিষ্টান্ন

পূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে আর্দ্রপাণি ও আর্দ্রপদে এবং প্রসন্নচিত্তে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া ভোজন করিবেন। এক বস্ত্র ধারণ করিয়া ও অগ্ন্যাদিকোণ চতুষ্টয়ের প্রতি মুখ করণানন্তর কি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবেন না। (পুত্রবান্ ব্যক্তি উত্তর মুখে এবং পিতা বর্ত্তমানে পুত্র দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না, ইহা কাহার কাহার মত)। ৪৭৪। গৃহীব্যক্তি শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিগণকে অন্নদান পূর্ব্বক, কোপ বর্জ্জনানন্তর প্রশস্ত শুদ্ধপাত্রে ভোজন করিবেন। কাষ্ঠময় ত্রিপদীর (টেবীলের) উপর পাত্র রাখিয়া, অযোগ্য (ম্লেচ্ছাদিপূর্ণ) স্থানে, অকালে সন্ধ্যাদি সময়ে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে, ভোজন করিবে না। তথা পরিশিষ্ট অন্নের কিঞ্চিৎ অগ্নিকে প্রদান করিয়া ভোজন করিবেন। আর একবারে সমস্তান্ন ভোজন করিবেন না। কিছু অবশিষ্ট রাখিবেন। ৪৭৫। বৈষ্ণব ব্যক্তি পাত্রাবশেষ কিছুই রাখিবেন না। ৪৭৬। সর্ব্বাগ্রে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলধারা দ্বারা অন্নকে বেষ্টন করিয়া "অমৃতোপস্তরণং মসি" এই মন্ত্রে আচমন পূর্ব্বক "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" হইতে

ব্যঞ্জনাদিকং ভোজনানন্তরং "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা, ইত্যনেন মন্ত্রেণ পুনরাচমেৎ। ততো যথাবিধি বদন-কর-চরণ প্রক্ষাল্য শ্রীহরিং স্মৃত্বা স্বশিরস্যুষ্ণীষমাবদ্ধ্য তাম্বূলভক্ষণানন্তরং কিঞ্চিৎকালং বিশ্রামং কুর্য্যাদিতি ॥ ৪৭৭ ॥

ব্রহ্মচারিগৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৭৮ ॥
ভুক্ত্বান্নদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥ ৪৭৯ ॥
পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ৪৮০ ॥
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥ ৪৮১ ॥

"সমানায় স্বাহা" পর্য্যন্ত পাঁচটি মন্ত্রোচ্চারণ করণানন্তর মহাপ্রসাদান্নে পঞ্চপ্রাণাহুতি দিয়া, যথা ইচ্ছা অবশিষ্টান্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার আচমন করিবে। তদনন্তর যথাবিধি বদন, কর, চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রীহরিকে স্মরণ করত স্বমস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ি) বাঁধিয়া, তাম্বূল ভক্ষণানন্তর কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিবে। ইতি। ৪৭৭। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, এই চতুরাশ্রমী ব্যক্তি বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবেন; ইহাতে কোন বিচারের আবশ্যক নাই। ৪৭৮। ব্রাহ্মণ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এবং বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে কোটি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবেন। ৪৭৯। দেবগণ, সিদ্ধ সকল, ঋষি সমুদায় বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পবিত্র ও অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে এই বলিয়াছেন। ৪৮০। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, মুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম, উদরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ এবং শিরে শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক ও

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নত্বকালং বিচারয়েৎ॥ ৪৮২॥

অথ ভক্তোচ্ছিষ্টভক্ষণং।

দুর্ল্লভং পরমং লোকে পাবনং পরমং মহৎ।
শ্রীহরেঃ প্রিয়ভক্তানামুচ্ছিষ্টান্নজলাদিকং॥ ৪৮৩॥
সিদ্ধং স্যাৎ সকলাভীষ্টং গুরোরুচ্ছিষ্টভক্ষণাৎ।
ভক্তোচ্ছিষ্টাশনাচ্ছ্রীমৎকৃষ্ণপ্রেমলভেন্নরঃ॥ ৪৮৪॥
ব্যভিচারাদিদুষ্টানাং সদ্বেশধারিণাং প্রিয়।
নোচ্ছিষ্টং গ্রহণীয়ঞ্চ সর্পোচ্ছিষ্টং পয়ো যথা॥ ৪৮৫॥

নির্ম্মাল্য, তিনি অচ্যুতের সমান। ৪৮১। হে দ্বিজগণ! জগদীশ শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কোন দ্রব্য, তাহার ভক্ষণ সম্বন্ধে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। বিষ্ণু নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার, যেমন বিষ্ণু, নৈবেদ্যও সেইরূপ। যে সমস্ত দ্বিজাতি ভক্ষণ সম্বন্ধে বিকার করেন, তাঁহারা কুষ্ঠরোগান্বিত এবং পুত্রদারবিবর্জ্জিত হইয়া, নরকে গমন করিবেন। নরক হইতে আর তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। শুষ্ক, পর্য্যুষিত, দূরদেশ হইতে আনীত শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত মাত্রেই ভক্ষণীয়, তাহাতে কখনই অকাল বিচার করিবে না। ৪৮২। অনন্তর ভক্তোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ বলিতেছেন। সকল লোকেই শ্রীহরির প্রিয় ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট অন্ন-জল প্রভৃতি পরম দুর্ল্লভ, পরম পবিত্র এবং পরম মহৎ জানিতে হইবে। ৪৮৩। শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট

অজ্ঞাতগ্রহণাদ্বিপ্র গায়ত্রীং সংজপেদ্বুধঃ।
অথবা শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তয়েৎ সংস্মরেচ্চ বৈ ॥ ৪৮৬ ॥
হরেরেকান্তভক্তস্য নিষিদ্ধাচারতঃ ক্বচিৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ন কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥ ৪৮৭ ॥
বিহারিলালরামায় হরিভক্তিপরায় চ।
শ্রীমৎকৃষ্ণপ্রসাদং মে দদামি স্নেহতোঽধুনা ॥ ৪৮৮ ॥

তত্রৈব গ্রন্থকারাভিপ্রায়ঃ।

যদা তু ভগবদ্ভক্তাশ্চাশনাবসরে সকৃৎ।
যচ্ছন্তি কৃপয়া মহ্যমুচ্ছিষ্টান্নজলাদিকং।
তদা মে সফলং জন্ম হ্যন্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৪৮৯ ॥
যচ্ছতি যচ্ছতু পুত্রো জলান্নাদীন্ যথেচ্ছয়া।
তদ্দত্তং জলমন্নাদীন্ ন মন্যে চাধিকং ক্বচিৎ।
স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমানিতি বেদানুশাসনং ॥ ৪৯০ ॥

ভক্ষণে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে ও ভক্তোচ্ছিষ্ট ভোজনে মনুষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। ৪৮৪। হে প্রিয়! ব্যভিচারাদি-দোষ দুষ্ট, কেবলমাত্র সাধুবেশধারীদিগের উচ্ছিষ্ট সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় কখনই গ্রহণীয় নহে। ৪৮৫। হে বিপ্র! যদি অজ্ঞাত-রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে পণ্ডিতব্যক্তি গায়ত্রী জপ অথবা শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। ৪৮৬। যদি কখন শ্রীহরির একান্তভক্তের নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই শাস্ত্রবেত্তা সকলের মত। ৪৮৭। শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ শ্রীমান্ বিহারীলাল রামকে এই শ্রীমৎকৃষ্ণ-প্রসাদ অধুনা স্নেহ সহকারে অর্পণ করিলাম। ৪৮৮। সেই স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়। ভোজন সময় যখন ভগবদ্ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক আমায় উচ্ছিষ্ট অন্ন-জলাদি একবার প্রদান করিবেন, তখন আমার জন্ম সফল হইবে, ইহার অন্যথায় বিফল। ৪৮৯। পুত্র আমায়

মৃত্যুর্মে ভবতু যত্র কাঙ্ক্ষতি স্তত্রমাধব।
তদঙ্ঘ্রি স্মরণং যেন হৃদো মে নাপসর্পতি ॥ ৪৯১ ॥
ইতি ষষ্ঠযামার্দ্ধকৃত্যং ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সতাং সবিনয়ং শুভাং।
গচ্ছেদ্বৈষ্ণবচিহ্নাঢ্যঃ পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাং ॥ ৪৯২ ॥
শুচির্ভূত্বা সমাহিতো নিত্যং শ্রীবৈষ্ণবো জনঃ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েৎ ॥ ৪৯৩ ॥

অথ শ্রীমদ্ভক্তানাং লক্ষণাদীনি।

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈব দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯৪ ॥
গৌণমুখ্যমুখ্যতরমুখ্যতমেতি ভেদতঃ।
বৈষ্ণবাস্তু চতুর্ব্বিধাস্তেষাং ভেদান্ শৃণু ক্রমাৎ ॥ ৪৯৫ ॥

যথেচ্ছা জলান্নাদি দেয় দিউক। কিন্তু তদ্দত্ত জল অন্নাদি আমি বেশী দুর্ল্লভ বা গৌরবের বলিয়া স্বীকার করি না। কখনই স্বীকার করি না; যেহেতু পুরুষ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, ইহাই বেদের অনুশাসন। ৪৯০। চিতাপিণ্ডাদির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে মাধব! আমার মৃত্যু যেখানে সেখানে হয় হউক, তাহাতে কি ক্ষতি? ভবদীয় শ্রীচরণ স্মরণ যেন আমার হৃদয় হইতে দূরগত না হয়; এই আমার প্রার্থনা। ৪৯১। এই ষষ্ঠ যামার্দ্ধ কৃত্য শেষ হইল। অনন্তর মহাপ্রসাদাদি গ্রহণানন্তর, শ্রীহরিমন্দির তিলক, তুলসীমালা ও মুদ্রাদি বৈষ্ণব চিহ্ন সকলে চিহ্নিত হইয়া শ্রীহরিকথামৃত পান নিমিত্ত বিনয়সহকারে শ্রীকৃষ্ণভক্ত সজ্জনগণ সমীপে গমন করিবে। ৪৯২। বৈষ্ণব ব্যক্তি শুচি হইয়া নিত্য সমাহিতভাবে মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ পাঠাদি দ্বারা অষ্টমভাগে বিভক্ত দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ অতিবাহিত করিবেন। ৪৯৩। অথ শ্রীভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ প্রভৃতি বলিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুই যাঁহার দেবতা, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত। ৪৯৪। গৌণ, মুখ্য, মুখ্যতর,

হরেঃ শক্ত্যাদিমন্ত্রেণ দীক্ষাস্তি যদ্‌গুরোর্মুখাৎ।
কাম্যকর্ম্মরতো নিত্যং নানাদৈবতসেবকঃ।
স গৌণো বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ সূরিভিঃ কথিতঃ পুরা ॥৪৯৬॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরঃ সদা।
সর্ব্বদেবান্ সমান্ পশ্যেৎ কাম্যকর্ম্মরতঃ ক্বচিৎ।
স মুখ্যো বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ প্রাচীনৈঃ কথিতঃ পুরা ॥৪৯৭॥
ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তান্ শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রবর্ত্তকান্।
প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥৪৯৮॥
গৃহীতকৃষ্ণদীক্ষো হি কৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ।
কাম্যকর্ম্মাদিহীনশ্চ স মুখ্যতরবৈষ্ণবঃ ॥ ৪৯৯ ॥
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনং ॥

ও মুখ্যতমভেদে বৈষ্ণব চারি প্রকার। তাহার ভেদ ক্রমশঃ শ্রবণ কর। ৪৯৫। গুরুমুখ হইতে হরির শক্ত্যাদি মন্ত্রে যাঁহার দীক্ষা, সর্ব্বদা কাম্যকর্ম্মরত ও নানাদেবতার সেবাকারী, তিনিই গৌণ বৈষ্ণব জানিবে, এই কথা পূর্ব্ব পণ্ডিত সকল বলিয়াছেন। ৪৯৬। যিনি বিষ্ণুর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, সকল দেবতাকে সমান দেখেন ও কখন কাম্যকর্ম্ম নিরত হন, তিনিই মুখ্য বৈষ্ণব, পূর্ব্ব প্রাচীনেরা ইহাই কহেন। ৪৯৭। যাঁহাদিগের জীবন কেবল ধর্ম্মার্থ, মৈথুন কেবল পুত্রার্থ, অন্নাদি পাক কেবল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণার্থ, সেই সমস্ত মনুষ্যগণকে বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে হইবে। বেদ প্রতিপাদ্য ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বিষ্ণুভক্তিযুক্ত ব্যক্তিসকলে দেখিয়া যিনি আহ্লাদিত হন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ৪৯৮। যিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত, কৃষ্ণসেবাপরায়ণ, কাম্যকর্ম্ম

পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম।
ভগবদ্ধর্ম্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবা নৃপ ॥ ৫০০ ॥
গৃহীতকৃষ্ণদীক্ষো হি সদা রাগানুবর্ত্তকঃ।
স মুখ্যতমভক্তশ্চ অত্যন্তবিরলোদয়ঃ ॥ ৫০১ ॥
ন যস্য স্বপর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥
জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৫০২ ॥
মুখ্যাদিবিহিতালাভে গৌণগ্রাহ্যং সদৈব হি।
শ্রীকৃষ্ণপরিচর্য্যায়ামিতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥ ৫০৩ ॥
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা বসন্তি যে মাথুরাদিষু তীর্থকে।
তে তীর্থন্যাসিনো ভক্তা শৃণোমি শ্রীগুরোর্মুখাৎ ॥৫০৪॥

প্রভৃতি রহিত, তিনিই মুখ্যতর বৈষ্ণব। ৪৯৯। যাঁহার জীবন ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মও কৃষ্ণের জন্য এবং দিবারাত্রি পুণ্যার্থে অতিবাহিত হয়, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানি। যাঁহারা পরদুঃখকে নিজদুঃখ বলিয়া বোধ করেন, এমন ভগবদ্ধর্ম্মানুরক্ত মানবনিচয়কে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে। ৫০০। যাঁহার কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা, সর্ব্বদা রাগানুবর্ত্তী, তিনিই মুখ্যতম বৈষ্ণব, কিন্তু ঐরূপ বৈষ্ণব অত্যন্ত বিরলপ্রচার। ৫০১। বিত্তাদিতে যাঁহার স্ব বা পর বলিয়া জ্ঞান নাই, সর্ব্বাত্মাতে যাঁহার ভেদজ্ঞান রহিত, অথচ সকল প্রাণীকে তুল্য দর্শন করেন, সর্ব্বদা শান্তচিত্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম। যাঁহারা দেশকাল পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে আমি আমাকে জানিয়া কি না জানিয়াও অনন্যভাবে ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্ততম জানিতে হইবে। ৫০২। মুখ্যাদি বিহিত বৈষ্ণবের অলাভ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ পরিচর্য্যাতে গৌণ বৈষ্ণব সর্ব্বদা গ্রহণীয়, ইহাই পণ্ডিত সকলের মত। ৫০৩। যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরাদি কৃষ্ণতীর্থে

পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুক্ষেত্রে বসন্তি যে।
তে ক্ষেত্রন্যাসিনো ভক্তাঃ শৃণোমি সুরসংসদি ॥ ৫০৫ ॥
পত্ন্যাদিসহিতা যে চ বসন্তি হরিধামনি।
তে তীর্থবাসিনো ভক্তাঃ সর্ব্বেষাং হিতকারিণঃ ॥ ৫০৬ ॥
বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণং ॥ ৫০৭ ॥
বিষ্ণুক্ষেত্রে শুভান্যেব করোতি স্নেহসংযুতঃ।
প্রতিমাঞ্চ হরের্নিত্যং পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্।
বিষ্ণুভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নারায়ণপরো নিত্যং ভূপো ভাগবতো হি সঃ ॥ ৫০৮ ॥
ত্রিধা প্রেমৈকপরতা প্রেম্নঃ স্যাত্তারতম্যতঃ।
উত্তমা মধ্যমা চাসৌ কনিষ্ঠা চেতিভেদতঃ ॥ ৫০৯ ॥

বাস করেন, সেই সকল ভক্তকেই তীর্থ সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, ইহা আমি শ্রীগুরুমুখ হইতে শুনিয়াছি। ৫০৪। যাহারা পুত্র-দারাদি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুক্ষেত্রে বাস করেন, সেই সকল ক্ষেত্র-সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত, ইহা পণ্ডিতমুখে শুনিয়াছি। ৫০৫। যে সকল ব্যক্তি পত্নী প্রভৃতির সহিত হরিধামে বাস করেন, সেই সকল ব্যক্তিই তীর্থবাসী ভক্ত, তাঁহারা সকলের হিতকারী বলিয়া জানিতে হইবে। ৫০৬। অরণ্যে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে বাস রাজসিক বাস, দ্যূতাদি সদনে বাস তামসিক বাস ও আমার অর্থাৎ ভগবদালয়ে বাস নির্গুণ বাস। ৫০৭। যিনি বিষ্ণুক্ষেত্রে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবানের যাত্রোৎসবাদি শুভ কার্য্য সমুদায় করেন ও যত্নপূর্ব্বক নিত্য শ্রীহরির মূর্ত্তি অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে। আর যিনি নিত্য কায়মনোবাক্যে শ্রীনারায়ণপর হন, তিনি ভাগবত বলিয়া অভিহিত। ৫০৮। প্রেমের তারতম্য প্রযুক্ত উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে প্রেমৈকপরতা ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ তিন প্রকার। ৫০৯। তন্মধ্যে

তত্রোত্তমো যথা।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫১০॥

মধ্যমমাহ।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ৫১১॥

কনিষ্ঠঃ।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।
শ্রদ্ধয়া পূজনং প্রেমবোধকং ভক্ত ইত্যপি॥ ৫১২॥
বন্দনাদীনি বিদ্যন্তে যেষু ভাগবতা হি তে।
এতানি লক্ষণানীত্থং গৌণমুখ্যাদিভেদতঃ।
ঊহ্যানি লক্ষণান্যেকং বিবেচ্যানি পরাণ্যপি।
ঈদৃক্ লক্ষণবন্তঃ স্যুর্দুর্ল্লভা বহবো জনাঃ।
দিব্যা হি মণয়ো ব্যক্তং ন বর্ত্তেরন্নিতস্ততঃ॥

উত্তম, যিনি স্বপ্রিয় ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে দর্শন করেন ও ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে ভূতসকলকে অবলোকন করেন, তিনিই ভক্ত মধ্যে উত্তম। ৫১০। মধ্যম! ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, তদধীনে অর্থাৎ তদীয় ভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং কৃষ্ণবিমুখের প্রতি উপেক্ষা, এই ভেদ দর্শন জন্য তিনি মধ্যম। ৫১১। কনিষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে হরির অর্চ্চনা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্য ব্রাহ্মণাদিকে সমাদর করেন না, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশ ভক্তির উত্তমাধিকারী হইবেন। ভক্তকে প্রেম পূর্ব্বক সম্মান করাই প্রেমবোধক, এই জানিবে। ৫১২। বন্দনাদি সে সকল ভক্তির লক্ষণ, সেই সকল যে সমস্ত মনুষ্যে বিদ্যমান আছে, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত। এইরূপে ব্রতপরাবধি যে সকল মহাভাগবত লক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তলক্ষণ উক্ত, তন্মধ্যে কতকগুলি গৌণ এবং কতকগুলি মুখ্য। আদি শব্দ

উহ্যানি বিবিচ্য বোদ্ধব্যানি। ব্রতকর্ম্মাদিপরতা গৌণ-লক্ষণং। জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষয়া মুখ্যলক্ষণমপি ভক্তে-র্ব্বহিরঙ্গমেব। শ্রবণাদীনি চ মুখ্যলক্ষণান্যন্তরঙ্গাণ্যেব। একা-ন্তিতা চ পরমমুখ্যা অত্যন্তান্তরঙ্গা চ॥

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং॥ ৫১৩॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গঃ।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশমর্ত্তং
যে চান্বদাঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বজনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ ৫১৪॥

প্রয়োগ হেতু, ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি বহিরঙ্গ ও কতকগুলি অন্তরঙ্গ বলিয়া বিবেচ্য। এইরূপ লক্ষণান্বিত বহুতর ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ, যেহেতু চিন্তামণি আদি অমূল্য রত্ন সর্ব্বত্র লাভ হয় না। ব্রতকর্ম্মাদিপরতা ভক্তলক্ষণ গৌণ। জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষা মুখ্য। এই সকলকে ভক্তির বহিরঙ্গ লক্ষণ বলা যায়। শ্রবণাদি ভক্তের মুখ্য লক্ষণ সকল ভক্তির অন্তরঙ্গ লক্ষণ। একান্তিতা প্রভৃতি ভক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুখ্যলক্ষণ সুতরাং এই সকলকে ভক্তির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ লক্ষণ কহে। দেহধারী সকলের মধ্যে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মানবদেহ অতি দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে আবার বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণের প্রিয় সন্দর্শনকে দুর্ল্লভ বলিয়া মানি। ৫১৩। অনন্তর ভগবদ্ভক্তসঙ্গ বলিতেছেন। হে কমলনাভ! ভবদীয় চরণারবিন্দের সৌগন্ধে যাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত লোলুপ অর্থাৎ যাঁহারা আপনার একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের সহিত যে সকল মানব সঙ্গ করেন, তাঁহারা অতি প্রিয় যে মর্ত্ত্যদেহ এবং মর্ত্ত্যদেহানুবর্ত্তী যে সকল গৃহ, বিত্ত, মিত্র, পুত্র, কলত্র, সে সকল কিছুই স্মরণ করেন না। ৫১৪।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ৫১৫ ॥

অথ ভক্তসমাগমবিধিঃ।

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৫১৬ ॥
সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং।
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥ ৫১৭ ॥
বৈষ্ণবঞ্চাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবং।
বৈদেশিকং প্রীণয়েয়ুর্দ্দর্শয়ন্তঃ স্ববৈষ্ণবান্ ॥
ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ।
সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথা দোষো মহান্ স্মৃতঃ ॥ ৫১৮॥

হে অচ্যুত, আপনার কৃপায় যখন সংসারিব্যক্তির সংসারান্ত হয়, তখনি সাধুসমাগম হইয়া থাকে। সে সময় সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তি দ্বারা কার্য্যকারণ নিয়ন্তা সাধুদিগের পরম গতি এবং পরাবরেশ আপনাতে মতি জন্মে, আপনাতে মতি হইলেই জীব মুক্ত হইয়া থাকে। ৫১৫। অথ ভক্ত সমাগম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে দর্শন পূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে, কারণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু উভয়েরই অন্তরে অবস্থিত। ৫১৬। সভায়, যজ্ঞশালায়, দেবমন্দিরে, প্রত্যে-ককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে পূর্ব্বাচরিত পুণ্য নষ্ট হয়। পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে, বেদাধ্যয়নকালে, প্রত্যেকের প্রতি যে নমস্কার, তাহা পূর্ব্ব উপার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট করে। ৫১৭। বিদেশস্থ ভক্তগণকে সমাগত দেখিয়া, নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন

অথ ভক্তস্তুতিঃ।

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং যদ্‌যূয়ং গৃহমাগতাঃ।
দুর্ল্লভং দর্শনং নূনং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ।
মেরুমন্দরতুল্যা বৈ পুণ্যপুঞ্জা ময়া কৃতাঃ।
সংপ্রাপ্তং দর্শনং যদ্বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং॥ ৫১৯॥

অথ বৈষ্ণবপ্রণামঃ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥৫২০॥

অথ ভক্তানামনাদরে দোষমাহ।

পূর্ব্বং কৃত্বা তু সংমানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ং॥
বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ॥ ৫২১॥

করিবে এবং আপনার সঙ্গীবৈষ্ণব সকলকে তাঁহাদের নামাদি কথন দ্বারা পরিচয় করাইয়া আনন্দযুক্ত করাইবে। অতএব বৈষ্ণব সমাগত হইলে স্ববাক্যামৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত পূর্ব্বক, সদ্বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিবে। অন্যথাচরণে মহাদোষ হয়। ৫১৮। অথ ভক্ত-স্তুতি। হে ভগবদ্ভক্তগণ! আপনারা যখন কৃপাপূর্ব্বক মদীয় ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম। কারণ, কৃষ্ণদর্শনের ন্যায় নিশ্চয় বৈষ্ণবগণের দর্শন দুর্ল্লভ। হে পতিতপাবন ভক্তগণ! অদ্য আমি নিশ্চয় মেরু ও মন্দর পর্ব্বত সদৃশ পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করিয়াছি, সেই জন্যই মহাত্মা বৈষ্ণবসকলের দর্শন পাইলাম। ৫১৯। অথ বৈষ্ণব প্রণাম। বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপাসিন্ধু, পতিতসকলের পাবন, বৈষ্ণবগণকে নমস্কার নমস্কার। ৫২০। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বৈষ্ণব সকলের সম্মান করিয়া পশ্চাৎ অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি সবংশে নির্ব্বংশ হয়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে দেখিয়া প্রণয় এবং আদরসহকারে অভ্যুত্থানাদি না করে, সে ব্যক্তি নরকের

অথ বৈষ্ণবানাং পরস্পরপরিচয়ঃ।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ ৫২২॥

অথ বিপ্রপ্রণামঃ।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ।
ইত্যাদিভগবদ্বাক্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যো নমাম্যহং॥ ৫২৩॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যামংশং সপ্তমকং নয়েৎ।
শ্রীমদ্ভাগবতং তত্র বিশেষেণাদরাৎ পঠেৎ॥
অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ং॥
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং পঠতে কৃষ্ণসন্নিধৌ।
কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ॥

অতিথি। ৫২১। অনন্তর বৈষ্ণবগণের পরস্পর পরিচয়। আমি বিপ্র নহি, আমি ক্ষত্রিয় নহি, আমি বৈশ্য নহি, আমি শূদ্র নহি, আমি কোন জাতি বিশেষ বা খ্যাতি বিশিষ্ট নহি, আমি গৃহী নহি, আমি বনবাসী নহি, আমি সন্ন্যাসী নহি, কিন্তু আমি মহাদীপ্তিশালী ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্দ্ধিত প্রতিক্ষণ নবোদিত নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃ-তাব্ধি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের দাসের দাসানুদাস, এই আমাদের পরিচয়। ৫২২। অথ বিপ্র প্রণাম। অজ্ঞানই হউন বা জ্ঞানবানই হউন, ব্রাহ্মণ আমার তনু, ইত্যাদি ভগবানের আজ্ঞাহেতু আমি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি। ৫২৩। দিবার সপ্তমভাগে ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ পূর্ব্বক কালাতিবাহিত করিবে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পরমাদরের সহিত পাঠ করিবে। হে অম্বরীষ! যদি মায়াময় সংসার ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে শুকপ্রোক্ত ভাগবত নিত্য

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

ধর্ম্মঃপ্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

যৈর্ন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং
নারাধিতো যৈঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
হুতং মুখে যৈর্ন ধরামরাণাং
তেষাং গতং জন্ম বৃথা নরাণাং॥

শ্রবণ কর অথবা নিজ মুখে পাঠ কর। যিনি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে পাঠ করেন, তিনি আপনার শতকোটি কুলের সহিত—ভক্তিযোগী বৈষ্ণব সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে ক্রীড়া করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ভারতার্থ বিনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদের অর্থ প্রকাশক এবং পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ (শ্রেষ্ঠ) ইহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বর্ণিত, দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত, শত প্রকরণসমন্বিত, অষ্টাদশসহস্রশ্লোকবিশিষ্ট। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র মহামুনি নারায়ণের প্রণীত, ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সাধুসকলের অনুষ্ঠেয় পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, ইহা তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী পরমার্থ স্বরূপ যে বস্তু, তাহাই ইহাতে জানা যায়। অতএব অপরাপর শাস্ত্রে বা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? সুকৃতিশালিমানবগণ শ্রবণেচ্ছামাত্রে এতদ্দারাই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ হৃদয় মধ্যে অবরুদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ,

চরিতং কৃষ্ণচন্দ্রস্য শতকোটিপ্রবিস্তরং।
একৈকমক্ষরং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং॥
অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদযদি।
পুংসোঽশ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্গতি দর্শনং।
বেদার্থাদধিকং পুণ্যং পুরাণার্থঞ্চ ভাবিনি।
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্যোনিমবাপ্নুয়াৎ॥

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখান্মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন যাতি সেব্যতাং॥ ৫২৪॥

বিহারিলালরামস্য তুণ্ডে চ শ্রবণৌ সদা।
ক্রীড়তু সুন্দরী পুণ্যা হরিলীলাকথা শুভা॥ ৫২৫॥
যামার্দ্ধে সপ্তমেঽন্তে শ্রীদেবমুত্থোল্য বৈষ্ণবঃ।
প্রক্ষাল্য শ্রীমুখাদীঞ্চ কুর্য্যাদ্বেশং মনোহরং॥

পুরাণপুরুষ পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আরাধনা, ব্রাহ্মণগণকে ভোজনীয় দ্রব্য প্রদান না করে, সেই ব্যক্তির মনুষ্যজন্ম বৃথা গত হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র পাঠে অপরাপর পুরাণ বেদাদি পাঠাপেক্ষায় শতকোটি অধিক মাহাত্ম্য, কৃষ্ণচরিতের এক একটি অক্ষর পাঠে অসীম পুণ্য ও মহাপাতক বিনাশ হয়। চারিবেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সমূহের পারদর্শী হইয়াও যদি পুরাণার্থ না জানে, তবে তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই বলিতে হইবে। বেদার্থজ্ঞানাপেক্ষা পুরাণার্থজ্ঞানে সমধিক ফল। পুরাণের প্রতি অবজ্ঞাকারির তির্য্যগযোনি লাভ হইয়া থাকে। যে স্থানে শ্রীনারায়ণ কৃষ্ণের কথারূপামৃতময়ী নদী প্রবাহিতা না হয় এবং কৃষ্ণভক্ত সকলের সমাগম ও যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞনিবন্ধন মহোৎসব না হয়, সেই স্থানে কোন দেবতাই পূজা গ্রহণ করেন না। ৫২৪। শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের বদনে ও শ্রবণযুগলে পবিত্রা-মঙ্গলময়ী-সুন্দরী হরিলীলা কথা সর্ব্বদা ক্রীড়া

ততঃ ক্ষীরাদিনৈবেদ্যং বিনিবেদ্য প্রভুপ্রিয়ং।
স্রকৃতাম্বূলং প্রদত্বা চ সংস্থাপ্য চ বরাসনে।
উদ্ঘাট্য মন্দিরদ্বারং কালগুণানুসারতঃ।
চামরব্যজনাদীঞ্চ কারয়েদ্ভক্তিমান্নরঃ॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখং সর্ব্বে উচ্চার্য্য শ্রীহরিং মুদা।
প্রণমেয়ুস্তথা ভূমৌ দর্শকা ভক্তিতৎপরাঃ॥ ৫২৬॥

ইতি সপ্তমযামার্দ্ধকৃত্যং।

ততো দিনান্ত্যভাগেষু বাহ্যেষু সুরসদ্মসু।
যাত্রাং কৃত্বা দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত যথাবিধি॥ ৫২৭॥
দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্য্যুতাং বুধঃ।
উপতিষ্ঠেদ্যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব।
সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে।
প্রাতঃ সন্ধ্যাং স নক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পর্য্যস্তমিতভাস্করাং॥ ৫২৮॥

করুন। ৫২৫। সপ্তম যামার্দ্ধের অন্তে বৈষ্ণব ব্যক্তি নিদ্রা হইতে শ্রীদেবকে উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীমুখাদি প্রক্ষালনানন্তর মনোহর বেশ করিবেন। তদনন্তর ক্ষীরাদি নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া তাম্বূল-মাল্য প্রদান পূর্ব্বক উত্তমাসনে বসাইয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করণানন্তর কালগুণানুসারে ভক্তিমান ব্যক্তি চামর ব্যজনাদি করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বদন দর্শনানন্তর দর্শকবৃন্দ আনন্দে "হরি" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন। ৫২৬। এই সপ্তম যামার্দ্ধকৃত্য শেষ হইল। তদনন্তর দিবসের অন্ত্যভাগে (সায়ংকালে) ব্রাহ্মণ বহিঃস্থিত দেবভবনে গমন পূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। ৫২৭। পণ্ডিতজন আচমন করিয়া সূর্য্যযুক্তা সায়ংসন্ধ্যার এবং নক্ষত্রান্বিতা প্রাতঃসন্ধ্যার যথাবিধি উপাসনা করিবেন অর্থাৎ সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তকালে সায়ংসন্ধ্যা ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব নক্ষত্রান্বিতকালে

ততো যথাশ্রমাচারং কর্ম্মসায়ন্তনং কৃতী।
নির্ব্বর্ত্ত্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা ভগবদর্চ্চনং ॥ ৫২৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যাসক্ত্যা তু সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং যদি।
পতেৎকর্ম্ম ন পাতিত্যদোষশঙ্কা কথঞ্চন ॥ ৫৩০ ॥
মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদযদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥
স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্মচাখিলৎ।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরাঃ ॥ ইতি ॥
মৃদুশ্রদ্ধস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনুপেয়ুষঃ।
কিঞ্চিৎকর্ম্মাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মস্যৈতৎপ্রপঞ্চিতং ॥ ৫৩১ ॥

এবঞ্চ সন্ধ্যাদিকং সমাপ্য ধূপ-দীপং প্রজ্জ্বাল্য ঘণ্টা-কাংস্য-বীণা-বেণু-ঝর্ঝর-মন্দ্র-মৃদঙ্গ-করতাল-দামাগৈত্যাদিবাদ্যপুরঃসরঃ

প্রাতঃসন্ধ্যার ভজনা করিবেন। সকল কালেই সন্ধ্যার ভজনা করা উচিত। ৫২৮। কৃতীব্যক্তি আশ্রমাচার সায়ন্তন কৃত্য সম্পূর্ণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। ৫২৯। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতে (ভজনেতে) আসক্ত থাকার হেতু যদি সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম পতিত হয়, তাহাতে কোনরূপেই দোষের আশঙ্কা নাই। ৫৩০। শ্রীভগবান্ কহিলেন, পুরুষ সকল মদীয় কর্ম্ম করিতে করিতে যদি তাহাদের সন্ধ্যাদি ক্রিয়া লোপ হয়, তাহা হইলে তিনকোটি মহর্ষি তাহাদের কর্ম্মনিচয় করিয়া থাকেন। যে সকল মনুষ্য অখিলকর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক আমার নামাবলী স্মরণ করেন, মৎপরায়ণ ঋষিগণ তাহাদিগের কর্ম্ম করেন। ইতি। কোমলশ্রদ্ধ ভক্তের যে পর্য্যন্ত গাঢ় শ্রদ্ধালাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকার হেতু (তৎসম্বন্ধে কর্ম্মবিস্তার) তিনি কর্ম্ম করিবেন, অর্থাৎ সন্ধ্যাদির উপাসনা করিবেন। ৫৩১। এইরূপে সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক ধূপ-দীপ জ্বালিয়া, ঘণ্টা, কাঁসর, বীণা, বেণু, ঝাঁঝর,

শ্রীমদ্ভগবতো মহানীরাজনং কুর্য্যাৎ। ভক্তাস্ত শ্রীমদ্বংশী-বদনাদিপূর্ব্বমহাজনবিরচিতা তৎকালোচিতা পদাবলী গায়ন্তঃ তাণ্ডবং কুর্ব্বন্তি। কেচিচ্চ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ রাধামাধবয়োশ্চ জয়ং দাস্যন্তি। কেচিদপরাঃ হরি হরি হা হা জয় জয়েত্যাদি শব্দমুচ্চরন্তি। রমণীবৃন্দাস্ত, হুলুধ্বনিং কুর্ব্বন্তি। কাচিচ্চ "আজু নাহি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।" ইতীরয়ন্তি। কাচিদপরা শঙ্খধ্বনিং কুর্ব্বন্তি এবমানন্দেন মহানীরাজনং কৃত্বা প্রণমেৎ ॥ ৫৩২ ॥

ইত্যষ্টমযামার্দ্ধকৃত্যং।

অথ নক্তকৃত্যানি।

আদৌ স্তুত্বা চ গৌরাঙ্গং কৃষ্ণলীলাপ্রকাশকং।
গায়ন্তি সাধবঃ সর্ব্বে হরিলীলা যথারুচিং ॥ ৫৩৩ ॥
ততো যথা সম্প্রদায়ং হোমং নিষ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ।
গীতনৃত্যাদিকং ভক্ত্যা বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভুং ॥ ইতি ॥

মন্দিরা, মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ বা খোল) করতাল, দামামা ইত্যাদি বাদ্যপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মহানীরাজন করিবেন। ভক্তগণ শ্রীবংশীবদনাদি পূর্ব্ব মহাজন রচিত তৎকালোচিত পদাবলী গান সহকারে নৃত্য করিবেন। কেহ কেহ শ্রীবলরাম কৃষ্ণ ও রাধামাধবের জয় প্রদান করিবেন। অপর কেহ কেহ "হরি হরি হা" জয় জয় এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন। রমণীগণ "হুলুধ্বনি" দিবেন। কোন কোন রমণী "আজু নাহি আনন্দ ওর চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।" এই পদ উচ্চারণ করিবেন। কোন কোন রমণী "শঙ্খবাদ্য" করিবেন। এই প্রকার আনন্দে মহানীরাজন করিয়া প্রণাম করিবেন। ৫৩২। এই অষ্টম যামার্দ্ধকৃত্য শেষ হইল। অনন্তর নক্তকৃত্য সকল বলিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকাশক শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তুতি করিয়া, সাধুগণ যথারুচি কৃষ্ণলীলা গান করিবেন। ৫৩৩। অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন,

শাস্ত্রপ্রমাণাদ্যথাসম্প্রদায়ানুসারেণ হোমং ভগবন্মন্ত্রাদিকং জপং বা নিষ্পাদ্য সর্ব্বাদৌ শ্রীগৌরাঙ্গং স্তুত্বা স্বস্বরুচ্যনুসারেণ শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণস্য রূপাভিসার-নিবেদনাদিকং পদং সঙ্কীর্ত্ত্য সতাণ্ডবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ॥

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ইতি॥

এবঞ্চ সতাণ্ডবং হরিসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা প্রেম্না শ্রীমদ্রাম-কৃষ্ণয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্ব্বা জয়ং দত্বা ভূমিলুণ্ঠনপূর্ব্বকং প্রণমেৎ। সঙ্কীর্ত্তনস্থানে চ মন্দুরাদিকং প্রদানং সদাচারবিরুদ্ধমিতি। ততস্তু শ্রীদেবং গোধূমচূর্ণবিনির্ম্মিতং পিষ্টকাদিকং নৈবেদ্যং

গুরুপরম্পরা যেমত ব্যবহার আছে, বৈষ্ণব ব্যক্তি তদনুরূপ হোম বা ভগবন্মন্ত্রাদি জপ নিষ্পাদন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে গীতনৃত্যাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ইতি। শাস্ত্রপ্রমাণ হেতু সম্প্রদায়ানুসারে হোম বা কৃষ্ণমন্ত্রাদি জপ সারিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তুতিপূর্ব্বক নিজ নিজ রুচিঅনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ, অভিসার, নিবেদনাদি পদ সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্যসহকারে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবেন। ভক্তগণ এইরূপে নিত্য ব্রতবান হইবেন, অর্থাৎ অনুরাগের সহিত স্বাভীষ্ট দেবের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, অত্যন্ত দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া, লোকনিরপেক্ষ কৃষ্ণভক্তগণ উন্মত্তের ন্যায় কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার ও কখন বা কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করেন। ইতি। এইরূপে সনৃত্য হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রেমসহ শ্রীরামকৃষ্ণের বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয় দিয়া ভূমি লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। সংকীর্ত্তনস্থানে মাদুরাদি প্রদান সদাচার বিরুদ্ধ। ইতি। তদনন্তর শ্রীদেবকে গোধূমচূর্ণবিনির্ম্মিত পিষ্টকাদি (লুচী-রুটী

নিবেদ্য পূর্ব্ববন্মন্দিরদ্বারমাবদ্ধ্য হ্যষ্টোত্তরশতং গায়ত্রীং জপ্ত্বা কাংস্যোদ্ঘোষপূর্ব্বকং দ্বারমুন্মোচ্য পুনশ্চ মহানীরাজনং কৃত্বা শ্রীদেবং শয়নস্থানং নীত্বাভিসারোচিতং ক্ষীরাদিনৈবেদ্যাদিকং সমর্পয়েৎ।

তথাচোক্তং।

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়।
আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব॥ ইতি॥
এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ং।
আনীয় দেবং তত্র তানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করং।
তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমালানুলেপনং।
ইত্থং ভক্ত্যা সমারাধ্য ভগবন্তং স্বশক্তিতঃ।
তৎপ্রীত্যৈ সর্ব্বকর্ম্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী॥ইতি॥

প্রভৃতি) নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, একশত আটবার গায়ত্রী জপিয়া, কাঁসর বাজাইয়া দ্বার উন্মোচনানন্তর পুনর্ব্বার মহানীরাজন করিয়া, কৃষ্ণকে শয়নস্থানে লইয়া গিয়া অভিসারোচিত ক্ষীরাদি নৈবেদ্য প্রভৃতি সমর্পণ করিবে। ঐ বিষয় শাস্ত্রে বলিতেছেন। হে স্বামিন্! বলিষ্ঠ চরণ দ্বারা পদবী অবধারণ করুন! হে কেশব! প্রিয়া সকলের সহ শয়নস্থানে আগমন করুন। ইতি। এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক পাদুকার্পণ করিবে, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে শয়নস্থানে আনিয়া, শয়নোপযুক্ত উপচার সকল দিবে। বিশেষতঃ শয়নস্থানে শর্করার (চিনি) সমন্বিত ঘনদুগ্ধ, সকর্পূর তাম্বূল, উত্তম মালা ও চন্দনাদি অনুলেপন অর্পণ করিবে। এই মত স্বশক্তি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে অর্চ্চনা করিয়া, কৃতী ব্যক্তি তদীয় প্রীতিজন্য সমস্ত কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন। ইতি। অথ অহোরাত্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বকর্ম্মার্পণ।

অথাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণবিধিঃ।

সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্‌যদাচরিতং ময়া।
তৎসর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং পরং॥
অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে
দিবা চ রাত্রৌ চ যথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া
জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু॥ ৫৩৪॥

এবঞ্চাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণং কৃত্বা দিব্যপর্য্যঙ্কে মৃদুশয্যায়াং "সুখং সুস্বাপ" ইত্যুচ্চার্য্য শ্রীরামং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ বিভিন্নভাবেন শ্রীরেবত্যা শ্রীরাধিকয়া চ সহিতং যথোচিতং শয়নং দত্ত্বা শ্রীমন্দিরদ্বারমাবদ্ধং কুর্য্যাদিতি॥

ইত্থমারাধয়েন্নিত্যং ভগবন্তং যথাবিধি।
ন্যায়ার্জ্জিতাপ্তবিত্তেন সমগ্রফলসিদ্ধয়ে॥
ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চ্চনাদিকং।
কুর্য্যান্নচেদধো যাতি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি দ্বিজ ইতি॥

হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! আমি সৎ বা অসৎ যে যে কর্ম্মাচরণ করিয়াছি, আপনি সেই সকল পরম আরাধন স্বরূপে গ্রহণ করুন। জল সন্নিধানে শয়নে উপবেশনে, ভবনে, দিনে, রাত্রিতে অথবা গমন করিতে করিতে মৎকৃত যাহা কিছু সুকৃত আছে, সেই কার্য্য দ্বারা জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হউন। ৫৩৪। এইরূপে অহোরাত্রের যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণকে অর্পণ পূর্ব্বক, দিব্য খট্টায় কোমলশয্যাতে "সুখং সুস্বাপ" এই মন্ত্রোচ্চারণানন্তর শ্রীবলরামকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক পৃথক ভাবে শ্রীরেবতী ও শ্রীরাধিকার সহিত যথোচিত শয়ন দিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার আবদ্ধ করিবে। ইতি। এইরূপে আপনার ন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা সর্ব্বফল সিদ্ধির জন্য নিত্য যথাবিধি ভগবানকে আরাধনা করিবে। ন্যায়ার্জ্জিত এবং সাধনলব্ধ ধন দ্বারা দান, হোম ও অর্চ্চনাদি করিবে।

যত্নাৎসিদ্ধৈর্ন্নিজৈঃ শুদ্ধৈর্দ্রব্যৈর্ধন্যোঽর্চ্চয়েৎ প্রভুং।
পূজাদ্রব্যাণ্যশক্তশ্চেদ্দদ্যাদীক্ষেত বার্চ্চনং ॥ ৫৩৫ ॥

ততস্তু রাত্র্যুচিতভোজনাদিকং সমাপ্য শ্রীমৎপদ্মনাভাদি-ভগবন্নামাদিকং স্মৃত্য যথাবিহিতশয্যায়াং যথোক্তশিরা স্বাশ্র-মোচিতশয়নং কুর্য্যাদিতি ॥

বিহারিলালরামস্য হৃৎকুঞ্জে রসিকো হরিঃ।
ক্রীড়তু রাধয়া সার্দ্ধং সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥ ৫৩৬ ॥

ইতি নক্তকৃত্যানি ॥

অথ প্রণামানি। শ্রীনবদ্বীপস্য প্রণামঃ।

নবীনশ্রীভক্তিং নবকনকগৌরাকৃতিপতিং
নবারণ্যশ্রেণী নবসুরসরিদ্বাতবলিতং।
নবীনশ্রীরাধাহরিরসময়োৎকীর্ত্তনবিধিং
নবদ্বীপং বন্দে নবকরুণমাদ্যং নবরুচিং ॥ ৫৩৭ ॥

অন্যায় উপার্জ্জিত ধন দ্বারা ভক্তিসহ পূজা করিলেও অধোগতি হয়। ইতি। ধন্য ব্যক্তি যত্নলব্ধ নিজ শুদ্ধ দ্রব্যে ভগবানকে পূজা করিবেন। পূজায় অসমর্থ হইলে পূজার দ্রব্য নিবেদন করিবেন। তাহাতেও অশক্ত হইলে কেবল পূজা দর্শন করিবেন। ৫৩৫। তদনন্তর রাত্র্যুচিত ভোজনাদি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীমৎপদ্মনাভাদি ভগবন্নাম স্মরণ করিয়া যথাবিহিত শয্যায় যথোক্ত শির হইয়া নিজের আশ্রম উচিত শয়ন করিবে। ইতি। শ্রীবিহারিলাল রামের হৃৎকুঞ্জে রসিক কৃষ্ণ রাধিকার সহিত সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করুন। ৫৩৬। এই নক্তকৃত্য শেষ হইল। নবীন শ্রীভক্তিস্বরূপ নবীন কনক গৌরাকৃতি, নবীন বনশ্রেণী শোভিত, নবীন জাহ্নবীজলবাত পরিপূরিত (অর্থাৎ জাহ্নবী জলবায়ু সর্ব্বদা সঞ্চলন করিতেছে) নবীন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ রসময় কীর্ত্তনবিধি স্বরূপ (অর্থাৎ ঐ কীর্ত্তন নিয়ম সম্পূর্ণ ভাবে প্রচার হইতেছে) এমন নবকরুণ, নবরুচি স্বরূপ নবদ্বীপকে আমি

শ্রীগঙ্গায়াঃ প্রণামঃ।

বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ৫৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রণামঃ।

আনন্দবৃন্দপরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দপরিনন্দিতনন্দপুত্রং।
গোবিন্দসুন্দরবধূপরিনিন্দিতং তৎ
বৃন্দাবনং মধুরমূর্ত্তিমহং নমামি॥ ৫৩৯॥

শ্রীবৃন্দায়াঃ প্রণামঃ।

তবারণ্যে দেবি ধ্রুবমিহমুরারির্ব্বিহরতে
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে চরণমভিবন্দে তব কৃপাং
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী॥ ৫৪০॥

শ্রীপৌর্ণমাস্যাঃ প্রণামঃ।

রাধেশকেলিপ্রভুতা বিনোদ-
বিন্যাসবিজ্ঞাং ব্রজবন্দিতাঙ্ঘ্রিং।
কৃপালুতাদ্যাখিলবিশ্ববন্দ্যাং
শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি॥ ৫৪১॥

প্রণাম করি। ৫৩৭। শ্রীগঙ্গার প্রণাম। তুমি বিষ্ণুপাদ হইতে উৎপন্না হইয়াছ; তুমি বিষ্ণুর শক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা, অতএব জন্ম মরণাবধি যে পাপ করিব, তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। ৫৩৮। শ্রীবৃন্দাবনের প্রণাম। আনন্দ সমূহে পরিস্ফীত, লক্ষ্মীর আবাস-ভূমি আনন্দবৃন্দ পরিনন্দিত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোবিন্দের সুন্দর বধূ পরিনিন্দিত, মধুর মূর্ত্তি বৃন্দাবনকে আমি নমস্কার করি। ৫৩৯। শ্রীবৃন্দার প্রণাম। হে দেবি! তদীয় অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করেন, তুমি কৃষ্ণের প্রেয়সী, এই কথা শ্রুতি স্মৃতি বলেন, ইহা

শ্রীযমুনায়াঃ প্রণামঃ।

গঙ্গাদিতীর্থপরিসেবিতপাদপদ্মাং
গোলোকসৌখ্যরসপূরমহিং মহিম্না।
আপ্লাবিতাখিলসুসাধুজনাং সুখাব্ধৌ
রাধামুকুন্দমুদিতাং যমুনাং নমামি ॥ ৫৪২ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনস্য প্রণামঃ।

সপ্তাহমেবাচ্যুত হস্তপদ্মকে ভৃঙ্গায়মানং ফলমূলকন্দলৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি॥৫৪৩॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডস্য প্রণামঃ।

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদিতং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দবিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তচ্ছ্যামকুণ্ডং ভজে ॥ ৫৪৪ ॥

জানিয়া হে বৃন্দে! তদীয় চরণ বন্দনা করি, তুমি শীঘ্র আমায় কৃপা কর, তোমার কৃপায় সর্ব্বক্ষণ বৃন্দাবনে বাস হউক বা বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হউক। ৫৪০। শ্রীপৌর্ণমাসীর প্রণাম। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি প্রভুতাবিনোদবিন্যাসবিজ্ঞা, ব্রজবন্দিত চরণ-কমল, কৃপালুতাদি অখিলগুণান্বিতা, বিশ্ববন্দ্যা, শ্রীপৌর্ণমাসীকে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া নমস্কার করি। ৫৪১। শ্রীযমুনার প্রণাম। গঙ্গাদিতীর্থ সকলের পরিসেবিত পাদপদ্ম, গোলোকের সখ্যরস সমূহের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ মহিমান্বিতা, সাধুসমূহের সুখাব্ধিস্বরূপা অর্থাৎ তাঁহাদের পরমানন্দ-প্রদায়িনী, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্তোষকারিণী, যমুনাদেবীকে আমি নমস্কার করি। ৫৪২। শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রণাম। তুমি সপ্তাহ কাল শ্রীঅচ্যুতের করপদ্মে অবস্থান করিয়াছ, তুমি ফল কন্দমূল দ্বারা সগণ সহিত শ্রীহরির সেবা কর, অতএব পর্ব্বতরূপী গোবর্দ্ধন তোমাকে নমস্কার করি। ৫৪৩। শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রণাম। দুষ্ট অরিষ্ট বধ সময়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, কৃষ্ণপাদ-

শ্রীরাধাকুণ্ডস্য প্রণামঃ।

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিং তাবদন্যস্থলৈঃ।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ শ্যামং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥৫৪৫॥

পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাটবী প্রণামঃ।

ত্বং ভজ হিরণ্যগর্ব্ভং ত্বমপি হরিং ত্বং চ তৎপরং ব্রহ্ম।
বিনিহিতকৃষ্ণানন্দামহং তু বৃন্দাটবীং বন্দে ॥ ৫৪৬ ॥

শ্রীমন্নন্দস্য প্রণামঃ।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহনন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥ ৫৪৭ ॥

কমল মকরন্দে স্ফীত এই জন্য তোমার অরিষ্টাখ্য ইষ্ট সরোবরখ্যাতি, তুমি সোপান দ্বারা রঞ্জিত, রাধাকৃষ্ণের প্রিয়, তদীয় প্রেমালিঙ্গন লাভহেতু তোমার এই প্রিয়াসরঃ আখ্যা, শ্যামকুণ্ডকে ভজনা করি। ৫৪৪। শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রণাম। যাহার সন্নিধানে রমণীয় বৃন্দাবন, শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন, রাসস্থলী, রসময় অন্যান্য কৃষ্ণক্রীড়া স্থান, শ্যামমুকুন্দের প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডকে আশ্রয় করি। ৫৪৫। পুনর্ব্বার বৃন্দাবনের প্রণাম। ওহে ভাই! তুমি হিরণ্যগর্ব্ভকে ভজনা করিতেছ, তা কর। হে বন্ধো! তুমি শ্রীহরিকে ভজনা করিতেছ, তা কর। হে প্রিয়! তুমি সেই পরম ব্রহ্মকে চিন্তা করিতেছ, তা কর। কিন্তু আমি তাহা করিব না। যাহাতে কৃষ্ণানন্দ অর্পিত আছে, আমি সেই কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবনকে ভজনা করি। ৫৪৬। শ্রীমন্নন্দের প্রণাম। সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ ভারতকে ভজনা করেন, কিন্তু যাহার অলিন্দে অর্থাৎ গৃহসম্মুখবর্ত্তী অঙ্গনে (উঠানে) পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, আমি সেই নন্দ মহাশয়কে

শ্রীযশোদায়াঃ প্রণামঃ।

অঙ্কগপঙ্কজনাভাং নবঘনাভাং বিচিত্ররুচিসিচয়াং।
বিরচিতজগৎপ্রমোদাং মুহুর্যশোদাং নমস্যামি ॥ ৫৪৮ ॥

শ্রীললিতাদীনাং প্রণামঃ।

ললিতাং বিশাখাং চিত্রামিন্দুলেখাং সুদেবীকাং।
চম্পকাং রঙ্গদেবীঞ্চ তুঙ্গবিদ্যাং নমাম্যহং ॥ ৫৪৯ ॥

শ্রীদামাদীনাং প্রণামঃ।

শ্রীদামঞ্চ সুদামঞ্চ দামঞ্চ বসুদামকং।
কিঙ্কিণিং স্তোককৃষ্ণঞ্চ ভদ্রসেনং তথার্জ্জুনং।
পুণ্ডরীকং বিটঙ্কাখ্যং কলবিঙ্কং নমাম্যহং ॥ ৫৫০ ॥
শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা।
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে ॥ ৫৫১ ॥

অথ রাগানুগাভক্তিঃ।

নত্বা কৃষ্ণপদাম্ভোজং বিপিনাখ্যো দ্বিজোঽধুনা।
রাগমার্গবিধিং বক্ষ্যে প্রভুরূপানুসারতঃ ॥ ৫৫২ ॥

বন্দনা করি। ৫৪৭। শ্রীযশোদার প্রণাম। যাঁহার অঙ্কে পঙ্কজনাভ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার নবঘনের ন্যায় বর্ণ, যাঁহার মনোহর বিচিত্র বসন, যিনি জগৎ প্রমোদা, সেই কৃষ্ণমাতা যশোদাকে বার বার প্রণাম করি। ৬৪৮। শ্রীললিতাদির প্রণাম। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, সুদেবীকা, চম্পকবল্লী, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যাকে আমি নমস্কার করি। ৫৪৯। শ্রীদামাদির প্রণাম। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, ভদ্রসেন, অর্জ্জুন, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক, কলবিঙ্ককে আমি নমস্কার করি। ৫৫০। শাস্ত্রোক্ত প্রবলমর্য্যাদান্বিত এই বৈধী-ভক্তিকে কতকগুলি পণ্ডিতব্যক্তি মর্য্যাদামার্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ৫৫১। অনন্তর রাগানুগাভক্তি বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক অধুনা শ্রীমৎ বিপিনবিহারি নামক কোন দ্বিজ শ্রীমৎ প্রভু

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।
রাগানুগাবিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে॥ ৫৫৩॥
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।
সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা॥ ৫৫৪॥

তথাহি সপ্তমে।

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ।
কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৫৫৫॥

রূপ গোস্বামিপাদের অনুসারে রাগমার্গের নিয়ম বলিতেছেন। ৫৫২। ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি, সেই ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগাভক্তি। রাগানুগাভক্তি বিবেক (জ্ঞান) জন্য সর্ব্বাগ্রে রাগাত্মিকা ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ৫৫৩। ইষ্টে অর্থাৎ শ্রীগুর্ব্বাদি অভিলষিত ভজনীয় বস্তুতে স্বাভাবিকী যে আবেশ-পরাকাষ্ঠা, তাহার নাম "রাগ", সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহার নাম "রাগাত্মিকা" ভক্তি। সেই রাগাত্মিকা ভক্তি দুইপ্রকার "কামরূপা" এবং "সম্বন্ধরূপা।" ৫৫৪। যথা সপ্তমে। শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! বহু ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ এবং ভক্তিতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে চিত্তাবিষ্ট পূর্ব্বক দ্বেষভয়জনিত পাপ পরিহার করিয়া, যথাযোগ্য আপন আপন গতিলাভ করিয়াছেন, অতএব যে কোনরূপে হউক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। কামে গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপালাদি, সম্বন্ধে যাদবসকল, স্নেহে তোমরা ও ভক্তিতে

আনুকূল্যবিপর্য্যাস্যাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্থ সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ত্তিতা।
কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোঽত্র সাধনে।
ভক্ত্যা বয়মিতিব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিতা॥ ৫৫৬॥
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমায়ুযোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে॥৫৫৭॥

আমরা সকলে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। এ স্থলে গোপী ও যাদব সকলের যে আবেশ বর্ণিত হইয়াছে, উহা পূর্ব্বরাগজনিত। ৫৫৫। এইরূপ চিন্তাবেশের অনেকাঙ্গ সত্বেও এস্থলে কাম এবং সম্বন্ধ মাত্র গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, আনুকূল্যের অভাব প্রযুক্ত ভয় এবং দ্বেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর স্নেহ শব্দ যদি সখ্যবাচী হয়, তবে উহা বৈধীভক্তির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং রাগানুগাতে তাহার কোন উপযোগিতাই নাই, কিম্বা যদি স্নেহশব্দটী প্রেমবাচক হয়, তবে সাধন ভক্তির (বৈধীর) মধ্যে তাহারও কোন উপযোগিতা দেখা যায় নাই। "আমরা সকলে ভক্তিতে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি" এখানে ভক্তিশব্দে বৈধী ভক্তিই বুঝিতে হইবে, কারণ কাম প্রভৃতি হইতে ভক্তি ভিন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং উহাও রাগানুগা মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। ৫৫৬। কিরণ ও সূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম আর শ্রীকৃষ্ণের একতাপ্রযুক্ত শত্রু ও ভক্তসকলের যে গতি, তাহা একরূপবৎ আভাসমান হইলেও ভিন্ন রূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে ভিন্নগতির অভিপ্রায় এই,—শত্রুসকলের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভক্তসকলের কৃষ্ণপ্রাপ্তি। ব্রহ্ম বহিশ্চর কিরণস্থানীয় এবং অন্তশ্চর শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যস্থানীয়। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের শত্রুগণ প্রায়ই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন, তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাস লাভ পূর্ব্বক সেই সুখেই

রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়া জনাঃ ॥ ৫৫৮ ॥

অথ কামরূপা ভক্তিঃ।

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং।
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৫৫৯ ॥

অথ সম্বন্ধরূপা ভক্তিঃ।

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ।
যদৈশ্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা ॥ ৫৬০ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখে নিমগ্ন। ৫৫৭। কৃষ্ণের প্রিয়তম ব্যক্তিগণ কোন অনির্ব্বচনীয় অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে ভজনা পূর্ব্বক প্রেমরূপ তদীয় অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা লাভ করেন। ৫৫৮। অনন্তর কামরূপা ভক্তি। যে ভক্তি সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেমরূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি। যে হেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য সকল উদ্যম লক্ষিত হয়। এ স্থলে কামশব্দে স্বাভীষ্ট বিষয়ক রাগাত্মক প্রেম। এই সুপ্রসিদ্ধ কামরূপা ভক্তি কেবল ব্রজদেবীগণের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমানা। ইহাঁদিগের এই বিশেষ প্রেম কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ক্রীড়ার হেতু হয়, এইজন্য পণ্ডিতেরা এই প্রেমকে কাম শব্দে উল্লেখ করেন। ৫৫৯। অনন্তর সম্বন্ধরূপা ভক্তি। আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা, আমি কৃষ্ণের ভ্রাতা, ইত্যাদি অভিমানের নামই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। "সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ", এ স্থলে বৃষ্ণি শব্দ উপলক্ষণ অর্থাৎ "বৃষ্ণি" এই শব্দদ্বারা গোপসকলও গ্রহণীয়, কারণ ঐশ্বর্য্য-

কামসম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্রস্বরূপিকে।
নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্র সম্যগ্বিচারিতে।
রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধারাগানুগা চ সা।
কামানুগা চ সম্বন্ধানুগাচেতি নিগদ্যতে॥ ৫৬১॥

অথাত্রাধিকারী।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতেধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥
বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ ৫৬২॥

জ্ঞানাভাবহেতু গোপগণই রাগাত্মিকা ভক্তিতে প্রধান অধিকারী। ৫৬০। প্রেমরূপ কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তিদ্বয় নিত্যসিদ্ধ নন্দ যশোদাশ্রিত প্রযুক্ত, এই সাধন ভক্তি প্রকরণে তাঁহাদিগের বিচারের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে রাগানুগা ভক্তি দুই প্রকার, কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। ৫৬১। অনন্তর এই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। কেবল রাগাত্মিকাভক্তি-নিষ্ঠ ব্রজবাসিদিগের ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি লুব্ধচিত্ত তাঁহারাই এই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। শাস্ত্র ও যুক্তিতে কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, কেবল শ্রীমন্নন্দযশোদা প্রভৃতির ভাব ও মাধুর্য্য শ্রবণানন্তর, যাহা লাভ করিবার জন্য লোভ হয়, তাহাকেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ কহে। যে পর্য্যন্ত ভাবোদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত লোকে বৈধী ভক্তির আচরণ করে। বৈধীভক্তিতে যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা শাস্ত্র এবং শাস্ত্রানুকূল তর্কের অপেক্ষা করেন। বিধিমার্গানুসারে ভজনার নাম বৈধী ভক্তি। আর লোভে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গে ভজনার নাম রাগানুগা ভক্তি। ৫৬২।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৫৬৩॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ ৫৬৪॥
শ্রবণং পূর্ব্বরাগেণ প্রবাসে চাপি কীর্ত্তনং।
স্মরণং প্রেমবৈচিত্ত্যে রাসোল্লাসে চ সেবনং।
অর্চ্চনং কৃষ্ণলীলায়াং মানেন চাপি বন্দনং।
দাস্যভাবে সদা যুক্তং প্রেমসেবাবিধানতঃ।
নিত্যং রাসে ভবেৎ সখ্যং সম্ভোগাত্মনিবেদনং।
নবধা ভক্তিযোগেন সিদ্ধোঽপি চ নিগদ্যতে॥ ৫৬৫॥

অথ তত্র কামানুগাভক্তিঃ।

কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা।

শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিজ সমীহিত (স্বীয়ভাবের আশ্রয়াবলম্বন) তদীয় প্রিয়তম ভক্তকে স্মরণ পূর্ব্বক তত্তৎকথায় অনুরক্ত হইয়া, সর্ব্বক্ষণ ব্রজধামে বাস করিবে। (অসমর্থপক্ষের যুক্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) । ৫৬৩। সাধকরূপে অর্থাৎ শরীরাদি দ্বারা ও সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত তৎপরিকররূপে (শ্রীগুরুদত্ত সিদ্ধ প্রণাল্যাদি অনুসারে) অধিকারী ব্যক্তিগণ আশ্রয়ালম্বনের ভাবলিপ্সু হইয়া, তদীয় প্রিয়তম জনের অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে নবধা ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, রাগানুগা ভক্তিতেও সেই নববিধাভক্তির উপযোগিতা দেখা যায়। ৫৬৪। পূর্ব্বরাগে শ্রবণ, প্রবাসে কীর্ত্তন, প্রেমবৈচিত্তে স্মরণ, রাসোল্লাসে সেবন, কৃষ্ণলীলায় অর্চ্চন, মানে বন্দন, ভাবে দাস্য, রাসে সখ্য ও সম্ভোগে

কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা।
শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ॥ ৫৬৬॥
রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে।

য ইতি পুংলিঙ্গত্বেন নির্দ্দেশো জনমাত্রবিবক্ষয়া স্ত্রী বা পুমান্ বেত্যর্থঃ। রিরংসাং কুর্ব্বন্নিতি ন তু শ্রীব্রজদেবী ভাবেচ্ছাং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। কিন্তু সুষ্ঠ্বিতি মহিষীবদ্ভাবস্পৃষ্টতয়া কুর্ব্বন্ ন তু সৈরিন্ধ্রীবত্তদস্পৃষ্টতয়েত্যর্থঃ। বিধিমার্গেণেতি বল্লবীকান্তত্বধ্যানময়েন মন্ত্রাদিনাপি কিমুত মহিষী কান্তত্বধ্যান-ময়েন ইত্যর্থঃ। কেবলেনেতি ব্রজাদিসম্বন্ধ লিপ্সাগ্রহং বিনেত্যর্থঃ। মহিষীত্বং তদ্বর্গানুগামিত্বমিয়াদিতি। শ্রীমদ্দ-

---

আত্মনিবেদন। এই নবধা ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়। ৫৬৫। অনন্তর এইস্থলে কামানুগা ভক্তি বলিতেছেন। কামরূপা ভক্তির অনুগতা যে তৃষ্ণা, তাহাকেই কামানুগা ভক্তি কহে। এই ভক্তি সম্ভোগেচ্ছা-ময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট ব্রজদেবীগণের ভাব বিষয়িণী ইচ্ছা যে রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তিকা, তাহাই মুখ্য কামানুগা ভক্তি। এখানে কেলিপারিপাট্যই সম্ভোগার্থের তাৎপর্য্য জানিবে। অতএব কেলিতাৎপর্য্যময়ী ভক্তির নাম সম্ভোগে-চ্ছাময়ী। আর স্ব স্ব যূথেশ্বরীগণের ভাব মাধুর্য্য কামনাকেই, তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়। (সিদ্ধপ্রণাল্যাদির দ্বারা জ্ঞাতব্য) শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মাধুরী সন্দর্শন পূর্ব্বক অথবা তদীয় লীলা শ্রবণানন্তর যাঁহারা সেই ভাবাকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহারাই দ্বিবিধ কামানুগা ভক্তিতে অধিকারী। এইস্থলে সেই ভাবাকাঙ্ক্ষীর তাৎপর্য্য গোপীদেহ-লাভাদির অভিলাষ। যিনি সুষ্ঠু রিরংসা (শৃঙ্গার) অভিলাষী হইয়া

শাঙ্করাদাবপ্যাবরণপূজায়াং তন্মহিষীম্বেব তস্যাত্যাদরাৎ ইতি-ভাবঃ। তদেতি কদাচিৎ বিলম্বেনৈব নতু রাগানুগাবচ্ছেদ্যেণেত্যর্থঃ ॥ ৫৬৭ ॥

অথ সম্বন্ধানুগাভক্তিঃ।

সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননা রোপণাত্মিকা।
লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া ॥ ৫৬৮ ॥
পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদযুক্তাস্তেভ্যোপীহ নমো নমঃ ॥৫৬৯॥
বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য শিশ্নোদরপরস্য চ।
রাগানুকরণমঙ্গ কেবলং লোকবঞ্চনং ॥ ৫৭০ ॥
সম্প্রত্যস্মিন্ পূণ্যভূমৌ যে সন্তিশ্চানুরাগিনঃ।
প্রায়াস্তে বঞ্চকাঃ সর্ব্বে পরস্ত্র্যাদ্যপহারকাঃ।
সঙ্গং কুর্ব্বন্তি যে তেষাং তে যান্তি নরকং ধ্রুবং ॥৫৭১॥

কেবল বিধিমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন, তিনি শ্রীদ্বারাবতীতে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা নিজ নিজ যূথেশ্বরীর ভাবানুসারী না হইয়া, কৃষ্ণসম্ভোগ বাঞ্ছা করেন, তাঁহারাই দ্বারাবতীতে মহিষীত্ব প্রাপ্ত হন। ৫৬৬। ৫৬৭। অনন্তর সম্বন্ধানুগা ভক্তি। আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের সখা, ইত্যাদি সম্বন্ধ মননকেই পণ্ডিতগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তি বলেন। বাৎসল্য-সখ্যাদিতে লুব্ধমতি সাধক সকল শ্রীমন্নন্দ ও শ্রীসুবলাদির ভাব এবং চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিবেন। ৫৬৮। যাঁহারা উদ্যমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্রবৎ ভাবনা (ভজনা) করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৫৬৯। হে অঙ্গ! বিষয়াবিষ্টচিত্ত

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ৫৭২ ॥

অথ সিদ্ধরূপেণ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।

অথ দীক্ষাগুরোর্দত্তা প্রণাল্যাদ্যনুসারতঃ।
শ্রীকৃষ্ণসেবনং নিত্যং সখ্যাদিভাবতো ব্রজে ॥ ৫৭৩ ॥
সেবনং সিদ্ধরূপেণেত্যাদিপূর্ব্বমহাত্মনঃ।
নানাতন্ত্রবিধানেন বর্ণয়ন্তি যথামতঃ ॥ ৫৭৪ ॥
শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততির্ময়েয়ং।
সেবাঽস্য যোগ্যবপুষাঽনিশমত্র চাস্যা
রাগাধ্বসাধকজনৈর্মনসা বিধেয়া ॥

শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তির রাগানুকরণ কেবল লোকবঞ্চনা মাত্র জানিবে। ৫৭০। অধুনা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে সকল রাগী ভক্ত অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বঞ্চক পরস্ত্রী আদি অপহারক। এরূপ কপটী সঙ্গ যে করে, সে নিশ্চয় নরকে গমন করিবে। ৫৭১। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্র বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক হরিতে যে ঐকান্তিকী (রাগানুগাদি) ভক্তি, তাহা কেবল উৎপাতের নিমিত্ত জানিতে হইবে। ৫৭২। অনন্তর সিদ্ধরূপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা বলিতেছেন। তাহার পর দীক্ষাগুরুর দত্ত সিদ্ধপ্রণালী-আদি অনুসারে সখী আদি ভাবে বৃন্দাবনে সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা করিবে। ৫৭৩। সিদ্ধরূপে কৃষ্ণসেবা করিবে, ইত্যাদি পূর্ব্বমহাত্মাগণ নানাতন্ত্র বিধানে যথামত বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৭৪। শ্রীমদ্রূপগোস্বামির দিশা অর্থাৎ রীতিদর্শিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকাল লীলা অর্থাৎ কেলিবিলাস আমি বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিলাম। এই সেবা রাগমার্গস্থ সাধক সকল চিত্তে ভাবনাপূর্ব্বক যোগ্য দেহ দ্বারা অর্থাৎ শ্রীগুরুদত্ত সিদ্ধ শরীর দ্বারা কিংবা সাধকা-

অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াশ্চ সেবা। রাগাধ্ব-সাধকজনৈঃ রাগমার্গসাধকভক্তৈর্ম্মনসা মনোভাবিতেন যোগ্য-বপুষা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞা তৎসেবাযোগ্যসিদ্ধবপুষা। কিম্বা সাধকা-বস্থায়াং মনসা ইতি ॥ ৫৭৫ ॥

এবঞ্চ শ্রীমন্ত্রগুরোর্দত্তসিদ্ধপ্রণাল্যাদ্যনুসারেণ সর্ব্বাদৌ শ্রীগুরুরূপাং সখীং ভাবয়েৎ।

চিদানন্দরসময়ীং দ্রুতহেমসমপ্রভাং।
নীলবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নবযৌবনাং।
গুরুরূপাং সখীং বন্দে সান্দ্রানন্দপ্রদায়িনীং ॥ ৫৭৬ ॥

তস্যা প্রণামঃ।

গুরুরূপাং সখীং বন্দে চিদানন্দময়ীং পরাং।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়রূপাঞ্চ দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলাং ॥ ইতি ॥
ততঃ শ্রীগুরুদত্তং স্বস্য সখীরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥
শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজকৃপাসিক্তকলেবরাং।

বস্থায় মনোদ্বারা সর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ সময়ানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন। (এই প্রমাণে গুরুদত্ত সিদ্ধপ্রণালী প্রকাশ আছে। কোন কোন আচার্য্য-সন্তান সিদ্ধপ্রণালী অস্বীকার করেন। শ্রীরূপা-দির মতে তাঁহারা পারকীয় রসে অর্থাৎ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবিলাসাদিতে অনধিকারী)। ৫৭৫। এইরূপে মন্ত্রগুরুদত্ত সিদ্ধ-প্রণালী প্রভৃতি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুরূপা সখীকে ভাবনা করিবে। চিদানন্দময়ী, গলিতস্বর্ণের ন্যায় প্রভা, নীলবস্ত্রপরিধানা, নানাভূষণে ভূষিতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী, নবযৌবনা ও সান্দ্রা-নন্দপ্রদায়িনী শ্রীগুরুরূপা সখীকে বন্দনা (ভজনা) করি। ৫৭৬। তদনন্তর শ্রীগুরুদত্ত নিজের সখীরূপ অর্থাৎ সিদ্ধরূপ চিন্তা করিবে। শ্রীগুরুর চরণাম্ভোজকৃপাসিক্তকলেবরা, কিশোরবয়সা, গোপবনিতা,

কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
পৃথুতুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্টিকলান্বিতাং।
রক্তচিত্রান্তরীয়ামাবৃতশুক্লোত্তরীয়কাং।
স্বর্ণচিত্রারুণপ্রান্তমুক্তাদামস্থকঞ্চুলীং।
চন্দনাগুরুকাশ্মীরচর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাং।
সেবোপায়ননির্ম্মাণকুশলাং সেবনোৎসুকাং।
বিনয়াদিগুণোপেতাং শ্রীরাধাকরুণার্থিনীং।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদমাত্রচেষ্টাং সুপদ্মিনীং।
নিগূঢ়ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দমোহিনীং।
নানারসকলালাপশালিনীং দিব্যরূপিণীং।
সঙ্গীতরসসঞ্জাতভাবোল্লাসভরান্বিতাং।
তপ্তকাঞ্চনশুদ্ধাভাং স্বসৌখ্যগন্ধবর্জ্জিতাং।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলাং।
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ভক্তিমাশ্রিতঃ ॥ ৫৭৭ ॥

নানাভূষণে ভূষিতা, উচ্চকুচদ্বয়ান্বিতা, চতুঃষষ্টি (৬৪) কলাবিশিষ্টা, চিত্রিতরক্তবসনপরিধানা, (রক্ত বসন অর্থাৎ রাগময় বসন) শুক্লবর্ণ উত্তরীয় আবৃতা, স্বর্ণ মুক্তাদিতে প্রান্তশোভিত চিত্রিতারুণবর্ণ কঞ্চুলী (কাঁচুলী) পরিধানা, চন্দন অগুরু-কুম্‌কুমাদি চর্চ্চিতাঙ্গী, মন্দমধুর হাস্যান্বিতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবোপযোগী দ্রব্য নির্ম্মাণ নিপুণা, রাধাকৃষ্ণের সেবায় উৎসুকা, বিনয়াদি গুণান্বিতা, শ্রীরাধিকার করুণাপ্রার্থনাকারিণী, রাধাকৃষ্ণের সুখ আমোদে সর্ব্বদাই চেষ্টান্বিতা, সুপদ্মিনী (রসশাস্ত্র মতে পদ্মিনী স্ত্রী-লক্ষণান্বিতা) শ্রীগোবিন্দে নিগূঢ়ভাবা, মদনানন্দমোহিনী, নানারসকলালাপশালিনী, দিব্যরূপবিশিষ্টা, সঙ্গীত রসসঞ্জাতভাবোল্লাসভরান্বিতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নিজ সুখ গন্ধবর্জ্জিতা, সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমভরে আকুলচিত্তা, ভক্ত্যাশ্রিত সাধক আপনাকে সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনা করিবেন। ৫৭৭।

ইত্যাত্মানং সখীরূপং বিচিন্ত্যানন্দবৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ ॥

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং দ্বাদশারণ্যশোভিতং।
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষসুশোভিতং।
নানাপুষ্পদ্রুমৈরাঢ্যং তদ্রেণুপরিপূরিতং।
প্রিয়নর্ম্মসখাবৃন্দসেবনস্থানমব্যয়ং ॥ ৫৭৮ ॥

এবঞ্চানন্দবৃন্দাবনং ধ্যাত্বা তত্রৈব মাধব্যাদিনানাবর্ণলতা-পিহিতচতুর্দ্বারান্বিতমহানন্দকুঞ্জমধ্যে দিব্যরত্নসিংহাসনোপরি মৃদ্বসংখ্যদলকমলচিত্রিতাসনে শ্রীললিতাদিপরিবেষ্টিতং পূর্ব্বাস্যং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণং শ্রীগুরুসখ্যনুজ্ঞয়া সেবয়েৎ।

প্রধানাষ্টদলেষ্বেবমষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদাঃ সেবোপায়নপাণয়ঃ।
সবৃন্দা যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রাদৌ ললিতোত্তরে।
ঐশান্যে তু বিশাখৈন্দ্র্যে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নয়ে।

এই প্রকার আপনাকে সখীরূপ চিন্তাপূর্ব্বক আনন্দবৃন্দাবনকে চিন্তা করিবেন। শ্রীমদ্বৃন্দাবন রমণীয়, দ্বাদশবনশোভিত, শুদ্ধ স্বর্ণময় স্থান, কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, নানা পুষ্পতরুতে পরিপূর্ণ এবং সেই কুসুম রেণুতে আমোদিত অর্থাৎ নিত্য বসন্ত বায়ু পুষ্পরেণু সকল অপহরণ পূর্ব্বক আনন্দময় বৃন্দাবনে সর্ব্বক্ষণ সঞ্চলন করিতেছেন ও প্রিয়নর্ম্মসখীবৃন্দের শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবনযোগ্য অব্যয় (নিত্য) স্থান। ৫৭৮। এইরূপ আনন্দবৃন্দাবনকে চিন্তা করিয়া তথায় মাধবী আদি নানাবর্ণলতাচ্ছাদিত চতুর্দ্বারযুক্ত মহানন্দ কুঞ্জমধ্যে দিব্য (মনোহর) রত্নসিংহাসনোপরি মৃদু (সুকোমল) অসংখ্য দলকমলচিত্রিতাসনে শ্রীললিতাদিপরিবেষ্টিত পূর্ব্বাস্য (পূর্ব্বমুখ) শ্রীরাধাকৃষ্ণকে শ্রীগুরু সখীর আজ্ঞায় সেবা করিবে। সেই পদ্মের প্রধানাষ্টদলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখামোদপ্রদায়িনী, সেবোপায়নহস্তা শ্রীললিতাদি অষ্টসখী বিরাজিতা। শ্রীবৃন্দার সহিত ললিতাদি অষ্ট

যাম্যে চম্পকবল্লী চ নৈর্ঋত্যে রঙ্গদেবিকা।
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাঽথ সুদেবী বায়বে তথা।
তথাষ্টোপদলেষ্বেবমনঙ্গমঞ্জরীমুখাঃ।
সযূথা যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রোত্তরদলদ্বয়ে।
অনঙ্গমঞ্জরী তস্যা বামে মধুমতীমতা।
পূর্ব্বয়োর্ব্বিমলা বামে শ্যামলা দক্ষিণে দ্বয়োঃ।
পালিকা মঙ্গলা বারুণয়োর্ধন্যা চ তারকা।
অথ কিঞ্জল্কপার্শ্বস্থাঃ সর্ব্বদা সেবনোৎসুকাঃ।
প্রিয়নর্ম্মসখীর্ধ্যায়েৎ কৃষ্ণদক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
লবঙ্গমঞ্জরীং রূপমঞ্জরীং রসমঞ্জরীং।
গুণবত্যুত্তরে নাম মঞ্জর্য্যোভদ্রমঞ্জরীং।
লীলামঞ্জরীকাঞ্চৈব বিলাসমঞ্জরীন্তথা।
বিলাসমঞ্জরীঞ্চান্যাং মঞ্জর্য্যঃ কেলিকুন্দয়োঃ।
মদনাশোকমঞ্জর্য্যো মুঞ্জনালীং সুধামুখীং।
পদ্মমঞ্জরীকামেতা ষোড়শপ্রবরা মতাঃ।

সখী চিন্তনীয়া। অগ্রে উত্তর দলে ললিতা, ঈশান দলে বিশাখা, পূর্ব্বদলে সুচিত্রা বা চিত্রা, আগ্নেয়দলে ইন্দুলেখিকা, দক্ষিণ দলে চম্পকবল্লী, নৈঋত দলে রঙ্গদেবী, পশ্চিমদলে তুঙ্গবিদ্যা, বায়ু (বায়ুকোণ) দলে সুদেবী। তাহার পর অষ্ট উপদলে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান মঞ্জরী সকল চিন্তনীয়া। উত্তরদলদ্বয়ে সযূথা অনঙ্গমঞ্জরী, তাঁহার বামে মধুমতী, পূর্ব্ব দলদ্বয়ে বিমলা, তদীয় বামে শ্যামলা, দক্ষিণ দলদ্বয়ে পালিকা ও মঙ্গলা, পশ্চিম দলদ্বয়ে ধন্যা এবং তারকা। তদনন্তর পদ্মের কিঞ্জল্কপার্শ্বস্থা সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা প্রিয়নর্ম্মসখীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে যথাবিধি চিন্ত্যনীয়া। লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, ভদ্রমঞ্জরী, লীলা-মঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, কেলিমঞ্জরী, কুন্দমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী, অশোক-

এতাসাং সঙ্গিনীভূত্বা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞানুসারতঃ।
রাধামাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৫৭৯ ॥
কৃষ্ণস্য দক্ষিণে দিব্যা হ্যনঙ্গমঞ্জরী পরা।
রাধিকাসহজাতত্বাদ্বর্ণিতা স্বরূপাদিভিঃ ॥ ৫৮০ ॥
কমলকর্ণিকামধ্যে শ্রীরাধালিঙ্গিতং হরিং।
সেবয়েৎ সিদ্ধদেহেন গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ॥ ৫৮১ ॥

অথ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরং ধ্যায়েৎ।

হেমেন্দীবরকান্তিমঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনং
নিত্যাভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীলপীতাম্বরং।
নানাভূষণভূষণাঙ্গমধুরং কৈশোররূপং যুগং
গান্ধর্ব্বাজনমব্যয়ং স্থললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥৫৮২॥

ইতি ধ্যাত্বা স্বাভীষ্টোপচারেণ সম্পূজ্য অষ্টোত্তরশতবারং কামগায়ত্রীং জপ্ত্বা প্রাণাদিকং সর্ব্বং সমর্প্য প্রণমেৎ। ততঃ

মঞ্জরী, মঞ্জুনালীমঞ্জরী, পদ্মমঞ্জরী, সুধামুখীমঞ্জরী, কস্তুরীমঞ্জরী, উল্লিখিতা অনঙ্গমঞ্জরী সহিত ষোলটী শ্রেষ্ঠমঞ্জরীর সঙ্গিনী হইয়া শ্রীগুরুরূপা সখীর আজ্ঞানুসারে কুঞ্জবনে ভক্তি সহকারে নিত্য শ্রীরাধামাধবের সেবা করিবে। ৫৭৯। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে মনোহরা সর্ব্বমঞ্জরীশ্রেষ্ঠা অনঙ্গ মঞ্জরী। ঐ মঞ্জরী রাধিকার সহোদরা, ইহা শ্রীস্বরূপাদি বলিয়াছেন। ৫৮০। কমলকর্ণিকামধ্যে শ্রীরাধালিঙ্গিত কৃষ্ণকে সিদ্ধদেহে গুরু সখীর অনুমতি অনুসারে সেবা করিবে। ৫৮১। অনন্তর যুগল কিশোরের ধ্যান। হেমকান্তি ও ইন্দীবরকান্তি দ্বারা অতি মনোহর, ললিতাদি নিত্য সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিত, অত্যন্ত সুন্দর, নীল ও পীতাম্বরে সুশোভিত, নানাভূষণের ভূষণস্বরূপ, অঙ্গসৌন্দর্য্য মধুরতায় পরিপূর্ণ, জগন্মোহন, একান্ত সুললিত, নিত্য অব্যয় ও শরণ্য শ্রীযুগল কিশোরকে ভজনা করি। ৫৮২। এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বপ্রিয় উপচারে পূজনানন্তর

শ্রীললিতাদিপ্রিয়সখীনাং শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষেণ সমভ্যর্চ্চ্য প্রণমেৎ। সিদ্ধরূপসেবায়াং শ্রীগুরুরূপাসখী স্বানুগতসখীসকাশাৎ শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতং স্বয়ং গৃহীত্বা ভক্ষয়েদিতি পরামর্শঃ। সর্ব্বত্রেয়ং ব্যবস্থা ॥ ৫৮৩ ॥

অথ শ্রীললিতা।

গোরোচনারুচিমনোহরকান্তিদেহাং
মায়ূরপুচ্ছতুলিতচ্ছবিচারুচেলাং।
রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং
তাম্বূলভক্তিললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫৮৪ ॥

অথ শ্রীবিশাখা।

সৌদামিনীনিচয়চারুরুচিপ্রতীকাং
তারাবলীললিতকান্তিমনোজ্ঞচেলাং।
শ্রীরাধিকে তব চরিত্রগুণানুরূপাং
সদ্গন্ধচন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাং ॥ ৫৮৫ ॥

একশত আটবার (১০৮) কামগায়ত্রী জপিয়া প্রাণাদি সকল সমর্পন পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। তদনন্তর ললিতাদি প্রিয়সখীগণের শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষের দ্বারা সেবা করিয়া প্রণাম করিবে। সিদ্ধরূপ সেবায় শ্রীগুরুসখী স্বানুগতা সখীর নিকট হইতে কৃষ্ণাধরামৃত স্বয়ং লইয়া সেবা (ভক্ষণ) করিবেন। সর্ব্বত্র এরূপ ব্যবস্থা। ৫৮৩। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে গ্রন্থকর্ত্তা অপরাপর মঞ্জরীদের নামাদি উল্লেখ করেন নাই, ইহা আমি গ্রন্থকর্ত্তার মুখেই শুনিয়াছি। অথ শ্রীললিতা। হে রাধে! তদীয় প্রিয়সখী ললিতাকে প্রণাম করি। ইহাঁর অঙ্গ গোরোচনা রুচির সদৃশ মনোহর কান্তি, ইহাঁর সুচারু অম্বরচ্ছবি শিখীপুচ্ছের তুল্য, ইনি সখী সমূহের গুরু, ইনি তাম্বূলার্পণ সহকারে সেবা করিয়া নিরতিশয় সুললিতভাবে পরিপূর্ণ। ৫৮৪। অথ বিশাখা। হে শ্রীরাধিকে! তদীয় গুণ ও চরিত্রের অনুরূপা বিশাখার বন্দনা করি।

অথ শ্রীসুচিত্রা।

কাশ্মীরকান্তিকমনীয়কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধকাঞ্চনচয়প্রভচারুচেলাং।
শ্রীরাধিকে তব মনোরথবস্তুদানে
চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে ॥ ৫৮৬ ॥

অথ শ্রীইন্দুলেখা।

নৃত্যোৎসবাং হি হরিতালসমুজ্বলাভাং
সদ্দাড়িমীকুসুমকান্তি মনোজ্ঞচেলাং।
বন্দে মুদা রুচিবিনির্জ্জিতচন্দ্রলেখাং
শ্রীরাধিকে তব সখীমহমিন্দুলেখাং ॥ ৫৮ ॥

অথ শ্রীচম্পকবল্লী।

সদ্রত্নচামরকরাং বরচম্পকাভাং
চাসাখ্যপক্ষিরুচিরচ্ছবিচারুচেলাং।
সর্ব্বান্ গুণাংস্তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধে চ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে ॥ ৫৮৮ ॥

বিদ্যুৎপুঞ্জের চারুরুচির ন্যায় ইহাঁর অঙ্গপ্রভা, তারকা নিকরের ললিতকান্তির সদৃশ মনোহর নীলবসন ইহাঁর পরিধান, ইনি অত্যুত্তম গন্ধ-চন্দনার্পণে নিযুক্তা রহিয়াছেন। ৫৮৫। অথ সুচিত্রা বা চিত্রা। হে শ্রীরাধিকে! তদীয় অভীপ্সিত বস্তুদানে যাঁহার মনোভাব অতি চমৎকার, যাঁহার অঙ্গপ্রভা কাশ্মীর কান্তির সদৃশ কমনীয়, যাঁহার মনোহর বস্ত্র সুস্নিগ্ধ লাক্ষারসের তুল্য আরক্ত, সেই বিচিত্রহৃদয়া চিত্রার শরণাগত হইলাম। ৫৮৬। অথ ইন্দুলেখা। নৃত্য যাঁহার আনন্দোৎসব স্বরূপ, দলিত হরিতালের ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার অঙ্গ-প্রভা, যাঁহার দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় রমণীয় রক্তাম্বর পরিধান, যাঁহার মনোহর অঙ্গপ্রভা চন্দ্রলেখাকে পরাজিত করিয়াছে, হে শ্রীরাধিকে! তোমার সেই সখী ইন্দুরেখাকে আনন্দে বন্দনা করি। ৫৮৭। অথ

অথ শ্রীরঙ্গদেবী।

সৎপদ্মকেশরমনোহরকান্তিদেহাং
প্রোদ্যজ্জবাকুসুমদীধিতিচারুচেলাং।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীং॥ ৫৮৯॥

অথ শ্রীতুঙ্গবিদ্যা।

সচ্চন্দ্রচন্দনমনোহরকুঙ্কুমাভাং
পাণ্ডুচ্ছবিপ্রচুরকান্তিলসদ্দুকূলাং।
সর্ব্বত্রকোবিদতয়ামহিতাং সমজ্ঞাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাং॥ ৫৯০॥

অথ শ্রীসুদেবী।

প্রোত্তপ্তশুদ্ধকনকচ্ছবিচারুদেহাং
প্রোদ্যৎপ্রবালনিচয়প্রভচারুচেলাং।
সর্ব্বানুজীবনগুণোজ্জ্বলভক্তিদক্ষাং
শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং॥ ৫৯১॥

চম্পকবল্লী। যাঁহার অঙ্গপ্রভা অত্যুত্তম চম্পককুসুমের ন্যায়, যাঁহার করে রমণীয় রত্নচামর, যাঁহার পরিধান চাসপক্ষীর কান্তির ন্যায় সুচারু বসন, যিনি বিশাখার ন্যায় অশেষ গুণে গুণবতী, হে রাধে! তোমার সেই চম্পকবল্লীর শরণাপন্ন হইলাম। ৫৮৮। অথ রঙ্গদেবী। যাঁহার অঙ্গকান্তি সৎপদ্মকেশরের ন্যায় মনোহর, পরিধান বিকসিত জবাপুষ্পের কান্তির ন্যায় সুচারু রক্তাম্বর, যিনি প্রায় চম্পকবল্লীর সমান পরমা গুণবতী, হে রাধে! তোমার সেই প্রিয় সখী সুশীলা রঙ্গদেবীর ভজনা করি। ৫৮৯। অথ তুঙ্গবিদ্যা। সুন্দর চন্দ্র, উত্তম চন্দন, মনোহর শ্বেত কেশরের ন্যায় যাঁহার অঙ্গপ্রভা, যাঁহার বস্ত্র প্রচুর পাণ্ডুবর্ণ কান্তি বিস্তার পূর্ব্বক বিলসিত, যিনি বিদ্যাবতী বলিয়া সর্ব্বত্র মান্যা, যিনি গীতবাদ্যজ্ঞানে নিপুণা, হে

অথ শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।

নীলতারাবলীবস্ত্রাং দুগ্ধালক্তসমপ্রভাং।
শৃঙ্গাররসমর্ম্মজ্ঞাং দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিতাং।
নানাভরণভূষাঢ্যাং মৃদুমন্দমধুস্মিতাং।
তাম্বূলসেবিকাং দেবীং প্রৌঢ়াং সুযৌবনান্বিতাং।
অনঙ্গাম্বুজকুঞ্জস্থামনঙ্গমঞ্জরীং ভজে ॥ ৫৯২ ॥

অথ তস্যাঃ প্রণামঃ।

অনঙ্গমঞ্জরীং বন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়কারিণীং।
শৃঙ্গাররসরূপাঢ্য দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিনীং ॥ ৫৯৩ ॥

অথ শ্রীস্মরণমঙ্গলং স্তোত্রং।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি॥৫৯৪

রাধে! তোমার সেই প্রিয়সখী তুঙ্গবিদ্যার ভজনা করি। ৫৯০। অথ সুদেবী। যাঁহার অঙ্গ গলিত শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় মনোহর, যাঁহার পরিধান প্রদীপ্ত প্রবাল সমূহের তুল্য রক্তবর্ণ বসন, যাঁহার গুণশ্রেণী সকলের জীবনস্বরূপ, যিনি উজ্জ্বলরসাত্মক ভক্তিরসে অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে সুপণ্ডিতা, হে শ্রীরাধিকে! তোমার সখী সেই সুদেবীর ভজনা করি। ৫৯১। অথ অনঙ্গমঞ্জরী। নীল নক্ষত্রমালার ন্যায় যাঁহার বসন, দুগ্ধালক্তের (দুগ্ধ আল্তার) ন্যায় যাঁহার অঙ্গপ্রভা, যিনি শৃঙ্গার রসের মর্ম্মজ্ঞা, রাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাসে যাঁহার অতিশয় আনন্দ, যিনি নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা, যিনি মৃদু মৃদু মধুর হাস্যান্বিতা, যিনি তাম্বূলসেবাপরায়ণা, যিনি সর্ব্বকর্ম্মে প্রৌঢ়া, সুযৌবনান্বিতা, অনঙ্গাম্বুজকুঞ্জবাসিনী, দেবী অনঙ্গমঞ্জরীকে আমি ভজনা করি। ৫৯২। অনন্তর তাঁহার প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণের

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনেরাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥৫৯৫
রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগিঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥৫৯৬॥

প্রিয়কারিণী, শৃঙ্গার রসস্বরূপা, রাধামাধবের কেলী প্রমোদিনী অনঙ্গমঞ্জরীকে আমি প্রণাম করি। ৫৯৩। অনন্তর স্মরণ মঙ্গল-স্তোত্র বলিতেছেন। শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সাধ্য। প্রেমসেবা শিব-ব্রহ্মা-অনন্ত প্রভৃতিরও অগম্য। উহা কেবল ব্রজলীলাপরায়ণ ভক্ত সকল গাঢ় লোভ দ্বারা লাভ করেন। ঐ প্রেমসেবা মানসী সেবা দ্বারা অন্যেও লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ ব্রজলীলাপরায়ণ ভক্তগণের বা রাগময়াত্মা ব্রজ-বাসীদিগের অনুগত হইয়া ঐ সেবা অপরেও লাভ করেন। তদ্বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইতেছে। ঐ প্রেমসেবা রাগমার্গের ভক্তগণ মনে মনে স্মরণ করিবেন। শ্রীনন্দনন্দনের প্রাত্যহিক চরিতকে অর্থাৎ লীলাকে আমি প্রণাম করি। ৫৯৪। যিনি নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে গমন, গোদোহন, ভোজনাদি লীলা করেন; প্রাতঃকালে গোপবালক সকলের সহিত নানা ক্রীড়া করেন; পূর্ব্বাহ্নে (প্রথম প্রহরে) গোচারণ করিতে করিতে সখাগণের সহিত বিহার করেন, মধ্যাহ্নে (দ্বিতীয় প্রহরে) সূর্য্যার্চ্চন প্রসঙ্গে অরণ্যে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্রীড়া করেন; অপরাহ্নে (তৃতীয় প্রহরে) পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রবেশ করেন; সায়াহ্নে সখা সমূহের সহিত পুনর্ব্বার বিহার করেন, প্রদোষে (রজনীমুখে) ভোজন ও সুহৃৎগণের আনন্দ

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে॥ ৫৯৭॥
পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্ব্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরং।
রাধাং চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি॥ ৫৯৮॥

উৎপাদন করেন, রজনীতে পুনর্ব্বার নিকুঞ্জে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়া বিহার করেন, সেই শ্রীরাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে স্বভক্তি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৫৯৫। রজনীর অন্তে (অরুণোদয়কালে) নিদ্রালসে বৃন্দাদেবী অকস্মাৎ জাগরিত এবং চকিত বা ভীত হইয়া বহুবিধ সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা শুক শারীকাকে জাগাইয়া দেন। বৃন্দার আদেশানুসারে শুক-শারী বহুবিধ সুখাসুখ-জনক গদ্য-পদ্য ধ্বনি দ্বারা মনোহর বৃন্দাবনে কল্পতরু কুঞ্জমধ্যে দিব্য রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে সুখময় শয্যোপরি সুখে নিদ্রিত শ্রীরাধা কৃষ্ণকে জাগাইয়া দেন। রাধাকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, ললিতাদি সখীবৃন্দ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া আনন্দ (রতি) মুগ্ধ সেই নাগর ও নাগরীকে তৎকালোচিত কর্ণ-রসায়ন নানাবিধ লক্ষণানুরূপ রতিকথা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। তদনন্তর তাহারা কক্খটী বানরীর জটিলাগমন সঙ্কেতস্বরূপ নিদারুণ বাক্যে ব্যথিত হইয়া, অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে গমনানন্তর শয়ন করেন। ৫৯৬। যিনি প্রাতঃকালে স্নাত ও নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, ব্রজরক্ষয়িত্রী মাতা যশোদার নিদেশানুসারে তদীয় ভবনে যথাযোগ্য অন্নব্যঞ্জনাদি পাককরণানন্তর স্বনাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশেষ (প্রসাদ) সেবন করেন, সেই বৃষভানুকুমারী রাধিকাকে

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৫৯৯ ॥
শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাং।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥ ৬০০ ॥

এবং যিনি প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া গোশালায় গমনানন্তর যথারীতি গোদোহন ও তদনন্তর সখাবৃন্দের সহিত ভোজন করেন, সেই শ্রীরাধাকান্ত মুরলীধরকে আমি স্মরণ করি। ৫৯৭। যিনি পূর্ব্বাহ্নে ধেনুবৃন্দ ও মিত্র সকলের সমভিব্যাহারে বিপিনগমনে উন্মুখ হইলে, শ্রীনন্দ যশোদা প্রভৃতি গোকুলবাসী সকল তদীয় অনুগমন করেন, যিনি শ্রীরাধিকাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সতৃষ্ণ থাকেন এবং তল্লাভার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হন ও যিনি আর্য্য জটিলার আজ্ঞানুসারে সূর্য্যার্চ্চনার জন্য সূর্য্য মন্দিরাভিমুখে গমন করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ আনয়নার্থ প্রেরিত স্বসখীদিগের আগমন প্রতীক্ষা পূর্ব্বক পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীরাধিকাকে আমি স্মরণ করি। ৫৯৮। মধ্যাহ্নে পরস্পর সঙ্গজনিত বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারস্বরূপ অলঙ্কারে (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, রোদন, প্রলয় এই অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার) অলঙ্কৃত, মুগ্ধ, বাম্য (বামতা) উৎকণ্ঠা দ্বারা অর্থাৎ স্মর প্রমুগ্ধতা দ্বারা বিচলিত চিত্ত স্মরযজ্ঞে ললিতাদি সখীবৃন্দের পরিহাসবাক্যে সুখান্বিত, দোললীলা, বনবিহারলীলা, জললীলা (জলকেলি আদি) বংশীচুরিলীলা, পুষ্পাসবপানলীলা ও সূর্য্যারাধনাদি লীলাতে তৎপর এবং পরিজনগণ দ্বারা

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদাং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুং।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনুপুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি॥ ৬০১॥
রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি॥ ৬০২॥

পরিসেবিত শ্রীরাধাকে ও শ্রীগোবিন্দকে আমি স্মরণ করি। ৫৯৯। যিনি অপরাহ্নে ভবনে গমন পূর্ব্বক স্বরমণ কৃষ্ণের নিমিত্ত নানা উপহার প্রস্তুত করিয়া স্নাত ও নানাভূষণে ভূষিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের বদনাম্বুজ সন্দর্শনার্থ সতৃষ্ণ ও তদ্দর্শনে প্রমোদিত হন এবং যিনি ধেনুবৃন্দ ও বয়স্যগণের সঙ্গে ব্রজে গমন করণানন্তর শ্রীরাধার বদন-চন্দ্র সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত, পিতা নন্দাদির সহিত মিলিত এবং জননী কর্ত্তৃক লালিত হন, সেই শ্রীরাধিকাকে ও শ্রীমদনমোহন কৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০০। যিনি সায়ং সময়ে স্বসখীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্যোপহার প্রেরণ ও সখীদ্বারা প্রত্যানীত কৃষ্ণভোজনাবশেষ ভক্ষণে আনন্দপূর্ণ হৃদয় হন এবং যিনি স্নাত বিভূষিত ও জননী কর্ত্তৃক লালিত হইয়া গোষ্ঠে গমন করণানন্তর গোদোহন ও পুনর্ব্বার গৃহাগমন পূর্ব্বক ভোজনাদি করেন, সেই শ্রীরাধাকে ও শ্রীগোপীনাথ কৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০১। যিনি প্রদোষকালে নিজসখী সমূহের সহিত অভিসারোচিত (নায়ক-নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন) বসনাদি (শুক্লপক্ষে শ্বেত ও কৃষ্ণ-পক্ষে নীল বসন) দ্বারা সমাবৃত হইয়া, বৃন্দার আজ্ঞানুসারে দূতী-কর্ত্তৃক প্রদর্শিতপথে যমুনাতীরস্থিত কল্পতরু প্রভৃতি মণ্ডিত কুঞ্জবনে অভিসার করেন, যিনি গোপগণের সহিত সভাধিরূঢ় হইয়া গীত

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্ব্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্মপ্রহেলীসুলপননটনৈ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরণৌদ্ধত্যবিস্তারিতান্তৌ ॥
তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজনহিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরীসঞ্চয়েনাপ্তশাতৌ।
বাচাকান্তৈরণাভির্নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসজ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥ ৬০৩ ॥

বাদ্যাদি বিবিধকলাকুশলব্যক্তিগণের গীত-বাদ্য-নৃত্যাদি কলাকৌশল দর্শনপূর্ব্বক স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক গৃহাভ্যন্তরে মনোহর শয্যোপরি শয়ন করিয়া, গোপনে নিভৃত নিকুঞ্জে প্রস্থান করেন, সেই শ্রীরাধাকে ও প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০২। পরস্পর দর্শনাভাবে পরস্পরের চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিল। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে নিকুঞ্জবনে মিলিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। সেই সময় কৌতুকান্বিত হৃদয়ে বৃন্দাদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া, বিবিধ পরিচর্য্যা করণানন্তর অন্যান্য সখী সমভিব্যাহারে নানাবিধ সঙ্গীত প্রহেলী (হেঁয়ালী)-গল্প-নৃত্য রাসরসরঙ্গ-বাক্যমাধুরী-রসচাতুরী প্রভৃতি দ্বারা রাধাকৃষ্ণের লীলা পুষ্টি করেন। প্রিয় সখীগণ কর্পূর তাম্বুল, চন্দন-মাল্য, সকর্পূর সুস্নিগ্ধ জল, চামর ব্যাজন, পাদসম্বাহনাদি দ্বারা প্রণয়াকুলচিত্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবনানন্তর, বচন চাতুরী অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা রাধাকৃষ্ণের বিলাস দর্শনাভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক ছলনা করিয়া নিকুঞ্জ হইতে বাহিরে গমনানন্তর নিকুঞ্জের রন্ধ্র দিয়া, শ্রীরাধাশ্যামের বিলাস দর্শন করেন। মদনালসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সুখময় পুষ্পশয্যায় জড়িতভাবে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হন। অহো! সেই শোভা বর্ণনাতীত। যেন শ্যামতমালে হেমলতা জড়িত। নিদ্রাগত সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। ৬০৩। মিত্য

শ্রীরাধানন্দসূনাবনুদিনকুতুকং গোপবৃন্দৈর্ব্বয়স্যৈঃ
সার্দ্ধং গোপাঙ্গনাভির্ব্রজমনুচরিতং কেশশেষাদ্যগম্যং।
নিত্যং গায়ন্তি যে বৈ শ্রুতিকুশলমিমং স্তোত্ররাজং মুরারে-
স্তেষাং স্যাৎ প্রেমভক্তির্দৃঢ়নিবিড়তরাগোকুলেশাঙ্ঘ্রিপদ্মে ॥৬০৪
বিহারিলালরামস্য গোপীপাদাশ্রিতস্য চ।
জিহ্বায়াং স্ফুরতান্নিত্যং স্তোত্ররাজো হরেরয়ম্ ॥ ৬০৫ ॥

অথাচ্যুতকথা।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৬০৬ ॥
তত্রৈব গঙ্গাযমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ ॥৬০৭॥

অথ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরহস্যং।

এবং যাবজ্জীবমহরহঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণং ভজতো ভুক্তিমুক্তী-গৃহদাসিকাতুল্যে অবলোকনাবসরমেব ন লভ্যতে। ব্রহ্মহত্যাদি

সুখময় বৃন্দাবনে নিত্যই শ্রীরাধামাধবের এই লীলা হইতেছে। সখীভাবাশ্রিত ভক্তগণ অষ্টকালেই দর্শন করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোপবৃন্দ-বয়স্য ও গোপাঙ্গনাগণের সহিত প্রাত্যহিক যে ব্রজলীলা তাহা শিব-ব্রহ্মা-অনন্তাদির অগম্য। যে সকল শ্রুতিকুশল ব্যক্তি মুরারি শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোত্ররাজ নিত্য পাঠ করেন, গোকুলাধীশ কৃষ্ণের চরণপঙ্কজে, তাঁহারা সুদৃঢ়, নিবিড়তর প্রেমভক্তি নিশ্চয় লাভ করেন। ৬০৪। গোপীপদাশ্রিত শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোত্ররাজ সর্ব্বক্ষণ স্ফূর্ত্তি হউক। ৬০৫। অথ অচ্যুতকথা। বেদে, রামায়ণে, পুরাণে এবং ভারতে আদি, অন্তে ও মধ্যে সর্ব্বত্র হরিগুণানুগান গীত হয়। ৬০৬। যে স্থানে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সুমহৎ কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থ সমুদায় অবস্থিতি

পাপানি তুলপরমাণুতুলিতামি নাসাগ্রবাতমপি ন সহন্তে। উচ্চাটন-মোহন-মারণ-বশীকরণানি তু সর্ব্বভূতাত্মানং পরমাত্মানং সর্ব্বাত্মানং ভজতামুপেক্ষাপক্ষনিক্ষিপ্তানি ন পৌমর্থ্যশঙ্কামপ্যর্হন্তি। আধ্যাত্মিকাদিদুঃখসঙ্ঘাতঃ পুনস্তন্নামস্ত্র্যস্তনৃভয়সমুত্থশাতজ্বরিকাজনিত-দন্তবাদিত্রোদিগন্তাদীনিলঙ্ঘয়ন্নাদ্যাপি প্রতিষ্ঠাং লভতে। ভূত-প্রেত-পিশাচ-শাকিনী-বিনায়ক-ডাকিনী প্রেতনায়ক-যক্ষ-রাক্ষস-গ্রহ-ব্রহ্মগ্রহাদয়শ্চ দন্তাঙ্গুষ্ঠধরা বিনাবেতনমিষ্টবিষ্টিমাত্রেণ ক্ষেত্ররক্ষণাদিসেবামত্যর্থমভ্যর্থয়ন্তো দৃষ্টিপাতমাত্রস্যাপ্যবসরং নাসাদয়ন্তি। জগত্তাপনস্তপনোঽপিপীযূষতি। মৃত্যুর্বিভেতি। উরগোরজ্জুখণ্ডায়তে। শত্রুর্মিত্রতি। যদাজ্ঞয়া চন্দ্রমা অমায়ামপি পূর্ণায়ামিব পূর্ণমণ্ডলো রজনীমুখমলংকুর্ব্বন্ যানমাকাশমারুরুক্ষন্ জনতানয়নগোচরীভবন্ কর্ণসরণিমধিতিষ্ঠতি। সোঽয়ং ব্রহ্মবরুণেন্দ্ররুদ্রা-

করেন। ৬০৭। অনন্তর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তরহস্য বলিতেছেন। এইরূপ যাবজ্জীবন অহরহ যাঁহারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, তাঁহাদের গৃহদাসী তুল্য ভুক্তি মুক্তি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সময় পান না এবং তাঁহাদিগের কাছে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সমুদায় তুলার পরমাণু তুল্য হইয়া নাসাগ্রবায়ুকেও সহ্য করিতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্বভূতাত্মা, পরমাত্মা ও সর্ব্বাত্মাকে ভজনা করেন, সেই সকল মহাত্মার সম্বন্ধে উচ্চাটন, মোহন, মারণ, বশীকরণাদি উপেক্ষা পক্ষে নিক্ষিপ্ত, পৌরুষিক শঙ্কামাত্রও প্রদানে সমর্থ হয় না। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখনিচয় পুনর্ব্বার তদীয় নামোচ্চারণ হইতে ত্রাসান্বিত হইয়া ভয় সমুৎপন্ন শীতজ্বরজনিত দন্তবাদ্য করিতে করিতে দিগন্ত সকলকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অদ্যাপি স্থির হইতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণ নাম মন্ত্রাদি জাপকের সম্বন্ধে ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, বিনায়ক, ডাকিনী, প্রেতনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ, ব্রহ্মগ্রহ প্রভৃতি সকল দন্তে

নন্ত-সনক-সনাতন-সনন্দন-নারদাদিবন্দিত-সুরকুলমণ্ডন-ভবভয়-খণ্ডন-শমনভয়বারণ-ত্রিভুবন-শরণ-সজ্জনরঞ্জন-বৃন্দাবনধন-ব্রজ-যুবতীজীবন-প্রেমামৃত-পরিবর্দ্ধনশ্রীরাধারমণ-চরণ-কমলয়োশ্চ-ঞ্চরীকঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণসেবন-সমর্চ্চন-বন্দন-দাস্য সখ্যাত্মনিবেদনরূপনববিধভজনক্রিয়ালক্ষণভক্তিসাধ্যাং ভক্তিং পরমপ্রেমলক্ষণাং ফলরূপাং ভক্তিমনবরতং সমাশ্রিতঃ কর্ম্ম-জ্ঞান-সদেহ-বিদেহমুক্তেভ্যোহপ্যতিরিচ্যত ইতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রহস্যং। উপপাদনন্তু শ্রীকৃষ্ণোপাসনায়া অস্মাভিঃ কৃতমিতিনেহ বিবিচ্যতে ইতি সর্ব্বমনবদ্যং॥ ৬০৮॥

অঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বেতন ব্যতিরেকে ইষ্টবিষ্টি (বাঞ্ছিত বেগার) মাত্র দ্বারা ক্ষেত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি সেবা প্রার্থনাকরণানন্তর দৃষ্টিপাত মাত্রেরও সময় প্রাপ্ত হইতেছে না। জগত্তাপন তপনও তাঁহার প্রতি অমৃতবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। মৃত্যু ও তাঁহার নিকটে ভয় পান, তাঁহার অনুগ্রহে কালরূপ সর্পও রজ্জুখণ্ডবৎ হইয়া থাকে, পরম শত্রুও মিত্র হন, তাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্রমা অমাবস্যাতেও পূর্ণিমার ন্যায় পূর্ণমণ্ডল হইয়া রজনীমুখকে শোভিতকরণানন্তর আকাশযানে আরোহণ করিতে বাসনাপূর্ব্বক জনগণের নয়নগোচর হইয়া শ্রবণসরণীতে অধিষ্ঠান করেন। সেই ইনি ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, অনন্ত, সনক, সনাতন, সনন্দন, নারদাদির বন্দিত, দেবকুল-শোভন, সংসারভয়খণ্ডন, যমভয়নিবারণ, ত্রিভুবনাশ্রয়, সাধুরঞ্জন, বৃন্দাবনধন, ব্রজযুবতীজীবন, প্রেমামৃতপরিবর্দ্ধনকারী শ্রীরাধারমণ চরণকমলের মধুকর হইয়া, শ্রবণ, কীর্ত্তন, চরণসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন রূপ নবধাভজনক্রিয়ালক্ষণভক্তি সাধ্য-ভক্তি এবং পরমপ্রেমলক্ষণফলরূপ ভক্তিকে সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞান, কর্ম্ম, সদেহ এবং বিদেহাদি মুক্তি হইতে অতিরিক্ত হইয়া পরমানন্দে শয়ন অর্থাৎ অবস্থিতি করেন, ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের

যাবজ্জীবমহরহর্ভক্ত্যা ভজন্তি যে হরিং।
ধন্যাস্তে ত্রিষু লোকেষু তেষামাজ্ঞাবহাঃ সুরাঃ ॥ ৬০৯ ॥

অথ ভক্তান্ প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

ভক্তিপ্রহ্ববিলোকনপ্রণয়িনী নীলোৎপলস্পর্দ্ধিনী
ধ্যানালম্বনতাং সমাধিনিরতৈর্নীতেহিতপ্রাপ্তয়ে।
লাবণ্যৈকমহানিধী রসিকতাং রাধাদৃশোস্তন্বতী
যুষ্মাকং কুরুতাং ভবার্ত্তিশমনং নেত্রেতনূর্ব্বা হরেঃ ॥৬১০॥

অথমচ্ছিষ্যান্ প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

শিষ্যাণাং মানসে নিত্যং হরিভক্তিতরঙ্গিণী।
সৎসঙ্গানিলবেগেন ক্রীড়তাৎ ক্রীড়তাং মুদা ॥ ৬১১ ॥

রহস্য অর্থাৎ নিগূঢ় তাৎপর্য্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ উপাসনায় ইহাই প্রতিপন্ন অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইল। এই সকল কথা আমাদের দ্বারা কৃত অর্থাৎ আমাদের স্বকপোলকল্পিত এরূপ যেন কেহ বিবেচনা না করেন। এই সকল কথা অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দনীয়, বেদাদি প্রমাণ-মূলক। যাবজ্জীবন অহরহ ভক্তিসহকারে যাঁহারা শ্রীহরিকে ভজনা করেন, ত্রিলোকে তাঁহারাই ধন্য, দেবতাগণ তাঁহাদের সর্ব্বদাই আজ্ঞাবহ। ৬০৮।৬০৯। অনন্তর ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ। যিনি ভক্তিহেতু নম্রীভূতজনগণের প্রতি করুণাদৃষ্টি প্রদানে প্রণয়ান্বিত, নীলোৎপলের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী, ধ্যানস্থ জননিচয় কর্ত্তৃক মঙ্গল-লাভার্থে চিন্তনীয় ও লাবণ্যের একমাত্র পরমাশ্রয় এবং সর্ব্বদা শ্রীরাধার নয়নযুগলের রসিকতা বিস্তার করিতেছেন, হে ভক্তগণ! রাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ নয়নযুগল আপনাদিগের ভবরোগ বিনাশ করুন। ৬১০। অনন্তর আমার শিষ্যগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ। আমার শিষ্যসকলের অন্তঃকরণে সাধুসঙ্গরূপ বায়ুবেগ দ্বারা হরিভক্তি তরঙ্গিণী সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে অর্থাৎ আনন্দে ক্রীড়া করুন। ৬১১

অথ গ্রন্থপ্রকাশানুকূল্যকারিণং প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

বিহারিলালরামস্য বিশ্বনাথাত্মজস্য বৈ।
খেলতু হৃদয়েঽভীক্ষ্ণং হরিভক্তিতরঙ্গিণী ॥ ৬১২ ॥

অথ ধরণীসমীপে প্রার্থনা।

হরিস্মৃত্যাহ্লাদস্তিমিতমনসো যস্য কৃতিনঃ
সরোমাঞ্চঃ কায়ো নয়নমপি সানন্দসলিলং।
তমেবাচন্দ্রার্কং বহ পুরুষধৌরেয়মবনে
কিমন্যৈস্তৈর্ভারৈর্যমসদনগত্যাগতিপরৈঃ ॥ ৬১৩ ॥

অথ গ্রন্থকৃন্নিবেদনং।

ধ্যায়ন্নিত্যং হৃদিশতদলে গৌরপাদারবিন্দং
স্মারং স্মারং পদসরসিজে দীননাথস্য দীনঃ।
বর্ষে বেদদ্বিবসুবিধুমে মাধবে মন্দবুদ্ধিঃ
পূর্ত্তিং প্রীত্যাপয়তি বিপিনো ভক্তিসন্দর্ভমেতং ॥ ৬১৪ ॥

অনন্তর গ্রন্থ-প্রকাশানুকূল্যকারীর প্রতি আশীর্ব্বাদ। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ রামের পুত্র শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের হৃদয়ে হরিভক্তি-তরঙ্গিণী সর্ব্বদা খেলা করুন। ৬১২। অনন্তর ধরণীর সমীপে প্রার্থনা। শ্রীহরির নামাদি স্মরণজনিতানন্দে যে মহাত্মার মনস্তিমিত, সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত, নয়নযুগল আনন্দজলপূর্ণ, হে ধরণি! যতকাল-চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তুমি সেই পুরুষরত্নকে বহন কর। যমভবনে গমনাগমন পরায়ণ (যমের বাড়ী যাবে, আর আস্‌বে) অন্যান্য ব্যক্তিগণকে বহন করার প্রয়োজন কি? ৬১৩। অনন্তর গ্রন্থকারের নিবেদন। হৃদিশতদলকমলে শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্ম সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে এবং পিতৃদেব শ্রীমদ্দীননাথ গোস্বামি প্রভুর পাদপদ্মযুগল স্মরণ করিতে করিতে দীনহীন মন্দবুদ্ধি বিপিন ১৮২৪ শকে বৈশাখ মাসে এই ভক্তিগ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী সম্পূর্ণ করিলেন। ৬১৪। শ্রীমান্

যত্নাদ্রামবিহারিণঃ প্রচারিতা সন্তানসংবাহিনী
এষা ভক্তিতরঙ্গিণী প্রচরতু ক্ষেমায় পাপাত্মনাং।
প্রেমামোদসুবাসিতৈশ্চ মুদিতৈর্ভাবাম্বুজৈঃ সন্ততং
ভক্তানাং বিদধাতু মানসমরালানাং মুদং ক্রীড়তাং ॥৬১৫॥
কুলাধিদৈবতৌ স্তুত্বা রামকৃষ্ণৌ সুরেশ্বরৌ।
লিলিখে জনতোষায় হরিভক্তি-তরঙ্গিণীং ॥ ৬১৬ ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাত্তু সম্প্রদায়াগমক্রমাৎ।
সংগ্রহো বিষ্ণুধর্ম্মাণাং যথামতি কৃতো ময়া ॥ ৬১৭ ॥

অজ্ঞানসন্দেহবিপর্য্যয়াদ্‌গুরূ
নসত্তমীকৃত্য সতোঽপি ধার্ষ্ট্যতঃ।
নিরঙ্কুশং যচ্চ ময়াত্র জল্পিতং
সন্তোঽপি বালে পিতরৌ ভবন্তু ॥ ৬১৮ ॥

বিহারিলাল রামের যত্নে ভক্তিজননী এই হরিভক্তি-তরঙ্গিণী জনসমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়া, বহির্ম্মুখ পাপমতিগণের কল্যাণসাধন করুন এবং ভক্তগণ এই গ্রন্থপাঠ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু ভাবোন্মাদে উন্মাদিত হইয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমানন্দ লাভ করুন। ৬১৫। সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর-কুলাধিদেবতা শ্রীশ্রীবলদেব কৃষ্ণকে স্তবকরণানন্তর জনসন্তোষ নিমিত্ত আমি এই হরিভক্তি-তরঙ্গিণী লিখিলাম। ৬১৬। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ হইতে সম্প্রদায়ানুসারে স্বজ্ঞানানুযায়ী এই বিষ্ণু-ধর্ম্ম (বৈষ্ণবধর্ম্ম) সকলের সংগ্রহ করিলাম। ৬১৭। অজ্ঞানমূলক সন্দেহের আধিক্যতা প্রযুক্ত গুরুবর্গকে অনাদরপূর্ব্বক মূর্খ হইয়াও মিথ্যা পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ আমি যে এস্থলে নিরঙ্কুশ (যথেচ্ছা) জল্পনা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে অদোষদর্শী পণ্ডিত সকল বালকের প্রতি পিতৃতুল্য হউন, অর্থাৎ পিতা যেমন করুণাপরবশ হইয়া পুত্রের সহস্র সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তদ্রূপ পণ্ডিতগণ আমার

হরিভক্তিতরঙ্গিণ্যাং শ্রীবংশীবদনো হরিঃ।
সরামঃ প্রীতিমায়াতু বল্লবীকুলবল্লভঃ ॥ ৬১৯ ॥

অথ গ্রন্থকারস্য পরিচয়ঃ।

যা ব্যাঘ্রপাদস্য পুরীতিধন্যা তত্রৈব বংশীবদনস্য বংশে।
জাতো গুণৈর্গণ্যগণাগ্রগামী দীনেষু নাথঃ খলু দীননাথঃ।
সংসেব্য ভক্ত্যা বলদেবকৃষ্ণাবাজন্মনোঽসৌ কুলদৈবতৌ তৌ।
যাতঃ পিতা মে স বিকুণ্ঠধাম ক্ষীণেষু বন্ধেষু ভবাশ্রয়েষু ॥৬২০॥
কুঞ্জে বসন্ গৌরহরেঃ পবিত্রে তস্যাত্মজোঽহং বিতনোমি তন্ত্রং।
প্রীত্যৈ গুরূণাং হরিভক্তিতন্ত্রং কুমার্টুলৌ ভারতরাজধান্যাং ॥
৬২১ ॥

অথ প্রচারকস্য পরিচয়ঃ।

চৌতারা নামকো গ্রামস্তারকেশ্বরসন্নিধৌ।
আসীদ্ভক্তিপরঃ কৃষ্ণে বিশ্বনাথঃ সুবিশ্রুতঃ ॥

অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ৬১৮। বল্লবীকুলনাগর শ্রীবংশীবদনহরি শ্রীবলরামের সহিত এই হরিভক্তি-তরঙ্গিণীতে প্রীত হউন। ৬১৯। অনন্তর গ্রন্থকারের পরিচয়। শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভাগ্যবান্ শ্রীব্যাঘ্রপাদ মুনির আশ্রম বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়াগ্রামে শ্রীশ্রীবংশীবদন প্রভুর বংশে নিখিলগুণবিভূষিত দীনপালক শ্রীদীননাথ গোস্বামী প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। সেই মদীয় পিতৃদেব আজন্ম স্বীয় কুলদেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়া ভক্তিফলে মায়াময় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করণানন্তর শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ৬২০। অধুনা ভারতরাজধানী কলিকাতা কুমারটুলীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পবিত্র মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পুণ্যচরিত শ্রীদীন-নাথের পুত্র বিপিনবিহারী পিত্রাদির প্রীত্যর্থে হরিভক্তিময় এই সন্দর্ভ (হরিভক্তি-তরঙ্গিণী) বিরচন করিলেন। ৬২১। অনন্তর প্রচারকের পরিচয়। ৺তারকেশ্বরের সন্নিধানে চৌতারাগ্রামে মহাযশা

বিহারিলালরামাখ্যঃ পুত্রস্তস্য সতাং প্রিয়ঃ।
প্রীতয়ে পিতৃদেবস্য প্রচচার তরঙ্গিণীং॥ ৬২২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিবিরচিতায়াং
শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণ্যাং তৃতীয়স্তরঙ্গঃ॥ ৩॥
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ॥

কৃষ্ণভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ রাম বাস করিতেন। সজ্জনগণের প্রিয়পাত্র তদীয় পুত্র শ্রীবিহারীলাল রাম (যিনি অধুনা কলিকাতা ৬৮।১ সংখ্যক কেথিড্রাল মিসন লেনে অবস্থিতি করিতেছেন) স্বপিতৃদেবের প্রীত্যর্থে এই ভক্তি গ্রন্থ (হরিভক্তি-তরঙ্গিণী) প্রচার করিলেন। অলমতি বিস্তরেণ। ৬২২।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গ সম্পূর্ণ হইল। গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

বঙ্গানুবাদক গ্রন্থকারের মধ্যমাত্মজ
শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী॥ ৩॥

শুদ্ধপাঠ।

১৭৭ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তিতে "মধুসূদনং" শব্দের পরে "ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে" এই চরণ বসিবে।

১৭৮ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তিতে "বামপার্শ্বকে" শব্দের পরে "শ্রীবামনায় নমঃ।" "বামবাহৌ শ্রীধরায় নমঃ।" "বামকন্ধরে" অধিক হইবে।

১৯৩ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তিতে "একঞ্চ" শব্দের পরিবর্ত্তে "এবঞ্চ" এবং ১২ পংক্তিতে "স্বধাম্নি" শব্দের পরিবর্ত্তে "স্ববামে" হইবে।

২১৬ পৃষ্ঠা ১ পংক্তিতে "অথ শ্রীপরমন্তর্ব্বাদীন্" শব্দের পরিবর্ত্তে "অথ শ্রীপরমগুর্ব্বাদীন্" পড়িতে হইবে।

২১৮ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তিতে "কৃষ্ণচৈতন্যস্যার্চ্চনাক্রমঃ।" শব্দের পরে "বিপ্রলম্ভ রসঃ সাক্ষাদ্দেবো বিশ্বম্ভরো হরিঃ।" অধিক হইবে।

২২৯ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তিতে "মাস্রদণ্ডকৌ" শব্দের পরিবর্ত্তে "মাসদণ্ডকৌ" হইবে।

২৫৬ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তিতে "তস্যাপক্য" পরিবর্ত্তে "তস্যাপবর্গ্য" পড়িতে হইবে।

২৭৩ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তিতে "দানে ময়ী" শব্দের পরিবর্ত্তে "দানে ময়ি" জানিতে হইবে।

২৯৩ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তিতে "পিঠাদিপূজনার্থং" স্থলে "শিবাদি পূজনার্থং" পাঠ করিতে হইবে।

৩২৯ পৃষ্ঠা ১৫ পংক্তিতে "সর্পোচ্ছিষ্টং" শব্দের পরিবর্ত্তে "সর্পোচ্ছিষ্টঃ" পড়িতে হইবে।

৩৫৯ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তিতে "প্রায়ান্তে" শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রায়ন্তে" জানিতে হইবে।

৩৮০ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তিতে "পিতরৌ" শব্দের পরিবর্ত্তে "পিতরো" পাঠ করিবে।

এই গ্রন্থসম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রপ্রবীণ দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের মত।

সংসার-মরু-সঞ্চার-খিন্ন-মানস-শান্তয়ে।
দিষ্ট্যা প্রকাশিতা শ্রীমদ্ধরিভক্তিতরঙ্গিণী ॥

হুড়্কানিবাসি-বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীরামহরি গোস্বামিনঃ।

ভক্তানাং বিধিমার্গ-রাগপদবীরক্তাত্মনাং কামধুক্,
বাঞ্ছাকল্পলতা তথা শ্রমজুষাং শাস্ত্রার্থসম্মঞ্জুষা।
শ্রীমদ্ভাগবত-প্রিয়-ব্রজসুহৃৎ-সঞ্জীবনীসন্ততং
ভূয়াদ্ভক্তিতরঙ্গিণী নবরসাস্বাদায়নঃ সঙ্গিনী ॥

রাইপুরনিবাসি-ভক্তিতত্ত্ব-বাচস্পত্যুপাধিকশ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণঃ।

১৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ ।৴০ আনা।

১৫। ভাবাবলী মনঃশিক্ষা ও শিক্ষাষ্টক পুঁথি, ।০ আনা।

১৬। ব্রহ্মসংহিতা সটীক সানুবাদ, মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৴১০ পয়সা।

১৭। কৃষ্ণকর্ণামৃত, সটীক সানুবাদ, মূল্য ১ টাকা, ডাঃ মাঃ ৴১০।

১৮। শ্রীশ্রীভাগবতার্ক মরীচিমালা, মূল্য ২৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৶০ আনা।

জ্যোতির্গ্রন্থ।

১৯। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ১৪শ অধ্যায় সানুবাদ সোদাহরণ শ্রীবিমলা-প্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী সম্পাদিত, মূল্য ৷৷৶০ আনা সডাক।

২০। শ্রীসিদ্ধান্তশিরোমণি (গোলাধ্যায়) ভাস্করাচার্য্য কৃত মূল, বাসনা-ভাষ্য ও সিদ্ধান্তসরস্বতী কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত পরিশিষ্টসহ মূল্য ১৲ টাকা।

২১। উড়ুদায়-প্রদীপ বা লঘু পারাশরী, সানুবাদ, বৃহৎ পারাশরীর বিংশোত্তরীয় দশাধ্যায়ের কিয়দংশ সহ (সিদ্ধান্তসরস্বতী) মূল্য ।০ আনা।

২২। লঘুজাতক, ভট্টোৎপল কৃত টীকা ও সিদ্ধান্তসরস্বতী কৃত অনুবাদ সহ মূল্য ।৴০ আনা, ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা।

২৩। পাশ্চাত্যগণিত চন্দ্রার্ক স্পষ্ট, শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী সঙ্কলিত বিলাতি মতে চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুট সাধিনী।

২৪। জন্মপত্রিকা অর্থাৎ কোষ্ঠী লিখিবার ফরম, ৴৫ পয়সা।

২৫। জ্যোতির্ব্বিদ্ মাসিকপত্র, সন ১৩০৮ সাল হইতে ভাস্করাচার্য্যের সভাষ্য সিদ্ধান্তশিরোমণি (গণিতাধ্যায়) সানুবাদ, রঘুনন্দন কৃত সানুবাদ জ্যোতিস্তত্ত্ব; সানুবাদ সটীক শ্রীআর্য্যসিদ্ধান্ত প্রকাশ হইতেছে। বার্ষিক সডাক ১৷৷০ টাকা। সম্পাদক শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী ও K. Dutt. M. A. B. L.

২৬। নিবেদন—পাক্ষিক বৈষ্ণবপত্র, বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা।

২৭। বঙ্গে সামাজিকতা (সিদ্ধান্ত সরস্বতী) মূল্য ৷৷০ আনা।

Book of Fate or the Principles of Hindu Astrology by Mr K. Dutt, M. A. B. L. Reduced price Rs 2/- (cloth bound).